বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ

(১৮১৬—১৮৫৫)

সম্পাদনা
আশিস খাস্তগীর

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

আমার উনিশ শতকের দীক্ষাগুরু
অধ্যাপক স্বপন বসু-কে

আমার উনিশ শতকের দীক্ষাগুরু
অধ্যাপক স্বপন বসু-কে

নিবেদন

বর্ণপরিচয়-এর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে গত বছরের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সেদিন আকাদেমি ভবনে যাবার পথেই এমন একটি ভাবনা মনে জাঁকিয়ে বসে, *বর্ণপরিচয়* প্রকাশের পূর্বে যে প্রাইমারগুলি উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি সংকলন করলে কেমন হয়। সেক্ষেত্রে *বর্ণপরিচয়* অবধি পৌঁছোনোর বিবর্তনরেখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বোঝা যাবে, কেন *বর্ণপরিচয়*-এর প্রয়োজন হল, কেনই-বা সে এমন প্রবাদপ্রতিম জনপ্রিয়তা অর্জন করে বাঙালি ঘর-গৃহস্থালির অপরিহার্য সামগ্রী হয়ে উঠল! আকাদেমি আয়োজিত সেদিনের সভায় অন্যতম আলোচক ছিলেন অধ্যাপক আশিস খাস্তগীর। তাঁর আলোচনার পরেই তাঁকে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন এবং অনতিবিলম্বেই কাজ শুরু করেন। তিনি ইতিপূর্বে সম্পাদনা করেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের *শিশুশিক্ষা*, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। উনিশ শতকের এলাকায় অধ্যয়ন-অনুসন্ধিৎসার জন্যে কিছু প্রাইমার তাঁর সংগ্রহেই ছিল, এবং তাঁর দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী কিছু প্রাইমার খুঁজে বের করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে আনা হয় *বর্ণপরিচয়*-এর ফোটোকপি যা এদেশে এতাবৎকাল দুষ্প্রাপ্য ছিল। এই কাজে বিশেষভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন আকাদেমির সভাপতি শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সমগ্র প্রকল্পে তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহের কথা কিছুতেই ভুলবার নয়। লন্ডন থেকে *বর্ণপরিচয়*-এর ফোটোকপি পাবার বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেছেন কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির অধিকর্তা শ্রীমতী সুজাতা সেন। সর্বোপরি উল্লেখ্য, সমগ্র প্রকল্পটি নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য। তাঁর ঔৎসুক্য প্রকল্পটি যথাসময়ে শেষ করার কাজে আমাদের একাগ্র রেখেছে।

প্রচ্ছদপট থেকে শুরু করে গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা সামগ্রিকভাবে দেড়শো বছর আগেকার সময়ের সৌরভই বহন করুক— এমনটাই আমরা চেয়েছি। সেদিনের অক্ষর, যুক্তাক্ষর, বাক্যগঠন ধারা থেকে একালের গবেষক ও শিশুশিক্ষা-ভাবুকরা যেমন পাঠ গ্রহণ করতে পারবেন, তেমনই সাধারণ পাঠকের অনাবিল কৌতূহলও পরিতৃপ্ত হতে পারবে।

১৮১৬ থেকে ১৮৫৫— এই সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত আরও কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাইমারের সন্ধান নিশ্চয়ই মিলবে নিয়মিত অনুসন্ধানের ফলে। সেগুলি নিয়ে পরবর্তী সংস্করণে ভাবনার অবকাশ থাকবে। বর্তমান সংস্করণের অপূর্ণতাও সংশোধন করে নেবার সুযোগ থাকবে। *বর্ণপরিচয়*-পরবর্তী উনিশ শতকের প্রাইমারগুলির সংকলন প্রকাশনার পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী গ্রন্থগুলির উপর কালজয়ী *বর্ণপরিচয়*-এর প্রভাবের মানচিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আপাতত বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশ উপলক্ষ্যে গ্রন্থ-সম্পাদক এবং আকাদেমির সুহৃদ-স্বজন, যাঁদের সাহায্য ছাড়া এই প্রকল্প সাধিত হতে পারত না তাঁদের সকলকে জানাই শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

সংকলন-প্রসঙ্গে

শিশুর পড়ুয়া-জীবনের শুরুতে যে-বইটি তার তুলে দেওয়া হয়, সেটি প্রাইমার। এ-প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো, 'প্রাইমার' শব্দটির যথার্থ প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় আমাদের চোখে পড়েনি। এ কারণে এই সংকলনের নামকরণেও 'প্রাইমার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাইমারের মধ্য দিয়ে শিশু তার ভাষার ধ্বনি আর বর্ণের সম্পর্কটি বুঝতে শেখে। বর্ণযোজনার দ্বারা শব্দগঠন ও বাক্যগঠনপ্রক্রিয়া আয়ত্ত করে। একই সঙ্গে সঠিক বানানরীতি সম্বন্ধেও তার সম্যক ধারণাটি গড়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রাইমার আসলে একটি সিঁড়ি। ধাপে ধাপে শিশুকে চিনতে শেখায় লিখিত ভাষার বিশাল জগতের প্রাথমিক ছবিটিকে।

বাঙালির জন্য বাংলা প্রাইমার লেখা শুরু হয়েছিল ১৮১৬-তে। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল ১৯০ বছর। প্রায় দুশো বছরে কত প্রাইমার লেখা হয়েছে, তার সঠিক হিসেব কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। কারণ, বাঙালির আত্মবিস্মৃতি। শিশু বড়ো হয়েছে, তার প্রাইমারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই জীর্ণ, ধূলিমলিন, শতচ্ছিন্ন প্রাইমার নিক্ষিপ্ত হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে অথবা বাজে কাগজের ঝুড়িতে (সে-অভ্যাস কি বাঙালির আজও গেছে?)। অপ্রয়োজনবিধায় বাঙালি তার সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করেনি। এ কারণে এদেশের শতাব্দীপ্রাচীন লাইব্রেরিগুলির ধুলো ঝেড়ে হাতে-গোনা কয়েকটি প্রাইমারের সাক্ষাৎ মেলে। এদেশ থেকে সেসব মণিমাণিক্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে শাসক ইংরেজ। পরম যত্নে সংরক্ষিতও হয়েছে তারা। বড়ো মহার্ঘ বর্তমানে তাদের দর্শন পাওয়া।

বাংলা প্রাইমার সম্বন্ধে প্রাথমিক তথ্য পাবার জন্য জেমস্ লঙের বাংলা বইয়ের একাধিক তালিকা এবং ১৮৬৭ থেকে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রস্তুত *বেঙ্গাল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*-এর দ্বারস্থ হতেই হয়। এর সঙ্গে রয়েছে বিদেশিদের তৈরি *ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, *ব্রিটিশ মিউজিয়াম* ক্যাটালগ এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের তালিকা। সব বই যে তালিকাগুলিতে নথিভুক্ত হয়েছে, এমন নয়। কারণ, এইসব তালিকার বাইরে থাকা বইয়ের সন্ধান মিলেছে।

তবু এত বাধা পেরিয়ে কিছু প্রাইমার টিকে গেছে বাঙালির স্মৃতিতে, কিছু রয়েছে আজও জীবন্ত। যেমন বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*। সম্পূর্ণ বিলুপ্তির আগেই উনিশ শতকের অবশিষ্ট প্রাইমারগুলিকে সংগ্রহ করে একালের বাঙালি পাঠকের কাছে প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃপক্ষ। পুরো উনিশ শতক জুড়ে প্রকাশিত প্রায় ৫০০টি প্রাইমারের সন্ধান পাওয়া গেছে। যদিও প্রাপ্তব্য প্রাইমারের সংখ্যা বেশি নয়। একশো বছরের কালসীমাকে দুটি অর্ধে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অর্ধ শেষ হয়েছে *বর্ণপরিচয়*-এ এসে।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণের গুরুদায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি অর্পণ করেছেন আমার মতো সামান্য এক গবেষকের ওপর। এ-ব্যাপারে আমার ভীরুতাকে কাটিয়ে উঠতে নিয়ত সাহস জুগিয়েছেন আকাদেমি-সচিব শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়। সংকলনের জন্য লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে *বর্ণপরিচয়*-এর ২টি ভাগের যথাক্রমে ১১শ ও ৮ম সংস্করণ আনিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। বাংলা প্রাইমার নিয়ে গবেষণা করার কাজে যিনি প্রথম থেকে আমার শুধু উৎসাহিত নয়, একেবারে চেপে ধরে রেখেছেন, তিনি আমার শিক্ষক অধ্যাপক স্বপন বসু। তাঁকে বইটি উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। স্মরণ করছি কালিনগর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. কনককান্তি দে-র কথা। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত

হয়েও তিনি এই কাজের জন্য কলেজ থেকে আমায় দীর্ঘদিন ছুটি দিয়েছেন এবং কাজের অগ্রগতি বিষয়ে নিয়ত খোঁজ নিয়েছেন। অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক অরুণকুমার বসু আমাকে সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। স্বেচ্ছায় একটি প্রাইমারের প্রুফ দেখা দিয়েছেন আকাদেমির অন্যতম সদস্য শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়। আকাদেমির প্রশাসন আধিকারিক শ্রীউৎপল ঝা-র সহাস্য সহযোগিতার কথা না বললেই নয়। আকাদেমির প্রকাশনা সম্পাদক শ্রীশুভময় মণ্ডল এই বইয়ের সমস্ত ঝক্কি নিজের কাঁধে তুলে আমায় চিন্তামুক্ত করেছেন। কামনা করি, এমনভাবেই তিনি যেন ভবিষ্যতে অপরের বোঝা হালকা করেন। সংকলিত প্রাইমারগুলির জটিল এবং বিচিত্র যুক্তাক্ষর স্বচ্ছন্দে টাইপ করেছেন শ্রীহিল্লোল ব্যানার্জি। সাংসারিক ঝক্কি সামলিয়ে আমায় ভারমুক্ত রেখেছেন শ্রীমতী কবিতা খাস্তগীর। এটি এখন তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এই বইয়ের বিষয়ে সজাগ কৌতূহল ছিল বন্ধুবর সোমেশ ভূঁঞার। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি থেকে একটি বই কপি করে দিয়েছেন শ্রীদীপঙ্কর ঘোষ। ছবি তুলেছেন শ্রীপারিজাতবিকাশ মজুমদার।

সংকলিত বইগুলির অধিকাংশই পেয়েছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার থেকে। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা ভোলার নয়। তিনটি বই পেয়েছি জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে। ব্যবহৃত চিত্রগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ* দেখতে প্রকাশ নিবন্ধক শ্রীবিস্ময় রায়-এর থেকে প্রভূত সহযোগিতা পেয়েছি।

এবার সংকলিত বইগুলি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলি। আমাদের সময়সীমা ১৮১৬—১৮৫৫। অর্থাৎ *লিপিধারা* থেকে *বর্ণপরিচয়।* এতদিন আমরা জেনে এসেছি, *বর্ণপরিচয়*-এর দুটি খণ্ডই ১৮৫৫-তে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুটি ভাগের বিজ্ঞাপনের তারিখ দেখে এ বিষয়ে সংশয় জেগেছে যে, ২য় ভাগ সম্ভবত ১৮৫৬-তে প্রকাশিত হয়। তবু নিঃসংশয় না হবার কারণে দুটি ভাগই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

দ্বিতীয়ত, কালানুক্রম এখানে মান্য হলেও *শিশুবোধক*-এর প্রকৃত প্রকাশকাল না জানায় প্রাপ্ত সংস্করণকাল অনুযায়ী তাকে শেষে রাখা হয়েছে। পুরোনো ছাঁদের অক্ষর অবিকৃতরূপে পাঠকের দরবারে পেশ করার জন্য পুরো বইটির ফ্যাকসিমিলি দেওয়া হল।

তৃতীয়ত, *শিশুসেবধি*-র একাধিক সংস্করণ যুক্ত করার কারণ হল, সংস্করণগুলির সম্পূর্ণ ভিন্নতা। সেকালের একটি বিখ্যাত প্রাইমারের বিবর্তন বুঝতে এটি সহায়ক হবে।

চতুর্থত, অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রে লিপির আকৃতির প্রাচীনত্ব আধুনিক মুদ্রণ-ব্যবস্থায় যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু 'ক' (কৃ), ঝ (ঝৃ), 'ত্ত' (ত্তু) সর্বত্র মান্য করা যায়নি।

পঞ্চমত, প্রাইমারগুলিতে প্রচুর মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়েছে। সেক্ষেত্রে গৃহীত বা মান্য বানান আমরা বন্ধনীতে দেখিয়েছি।

পরিশেষে, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার এই ফসল যদি বর্তমান ও ভবিষ্যতের গবেষকদের ন্যূনতম প্রয়োজনও সাধন করতে পারে, তবেই শ্রম সার্থক মনে করব।

আশিস খাস্তগীর

সূচি

উনিশ শতকের বাংলা প্রাইমার

একটা সময় ছিল, যখন বাঙালি বাংলা ভাষা শিখত মুখে মুখে। মা-ঠাকুমার মুখে শোনা ছড়ায়, গল্পে, প্রবাদ-প্রবচনে। একটু বড়ো হয়ে ভয়ংকর গুরুমশায়ের পাঠশালায় শুভঙ্করী আর্যা, নামতা চর্চা, জমির মাপজোখ, চিঠিপত্র লেখা, জটিল হিসেব-নিকেশ, নানারকম শ্লোক মুখস্ত করা, চৌত্রিশ অক্ষর, আঠারো ফলা ইত্যাদিতে শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব শেষ হত। পাঠশালায় ভাষাশিক্ষার থেকে জোর দেওয়া হত 'কাজের মানুষ' গড়ে তোলার দিকে। তখন হিন্দুদের হাতেখড়ি হত পাঁচ বছর বয়সে। মুসলমানদের বিসমিল্লা সংস্কার হত চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে। এ সবই মধ্যযুগের কথা। ছাপাখানার যুগ তখনও স্বপ্ন। পুথির প্রচলন থাকলেও গুরুমুখী বিদ্যারই চল। একালের মানুষের কাছে শুভঙ্করের আর্যা একেবারেই অপরিচিত। একটি আর্যা শোনাই—'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জে।/কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্জে।/ কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ।/ দশ বিশ গন্ডা হয় কাঠার প্রমাণ।।'

উনিশ শতকের সূচনাও হয়েছিল একইরকমভাবে। উনিশ শতকের শেষ দশকেও এইসব পাঠশালার ছিল অপ্রতিহত প্রতাপ। তবে দিন একরকম থাকেনি। এই শতকে বাঙালি নিজের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। তার সামনে তখন উদার আকাশ। বিস্ফারিত চোখে সে দেখছে ছাপাখানা নামক এক নতুন 'যন্ত্র'কে। শুনছে তার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ। হাতে লেখা পুথির যুগকে পিছনে ফেলে বাঙালি চলে এল ছাপা বইয়ের যুগে।

উনিশ শতকের শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষার গ্রন্থের বিশাল তালিকা (প্রায় ৫০০টি) আমাদের সংগ্রহে এলেও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষাগ্রন্থ রচনায় এদেশীয় মানুষ অন্তত ১৮৩৫ সালের আগে উৎসাহী হয়নি। আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, বাংলা ভাষায় প্রথম প্রাইমার লেখার গৌরব বাঙালির প্রাপ্য নয়। সুনির্দিষ্ট নিয়ম-প্রকরণ মেনে ভাষা শিক্ষার গুরুত্বের দিকটি বাঙালি প্রথমে উপলব্ধি করেনি। যা আমরা ভাবিনি, সেই ভাবনা এদেশে পা-রাখা বিদেশি মিশনারিরা শুরু করলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ধর্মপ্রচার করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তার। তাঁদের এই মনোভাবের কথাটি প্রকাশ পেল ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে বহু তথ্যভিত্তিক *Hints Relative to Native Education* নামে একটি পুস্তিকায়। তাঁরা দেখিয়েছিলেন এদেশীয়দের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার প্রাবল্য, নিদারুণ দারিদ্র্য, উপযুক্ত শিক্ষক, সুনির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রণালীর অভাবেই এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা নিতান্ত করুণ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। তাঁরা লক্ষ করেন, মুদ্রিত পুস্তকের অভাবই এদেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রধান অন্তরায়। ১৮১৬—১৭ এই এক বছরের মধ্যে তাঁরা স্থাপন করলেন শতাধিক বিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৭০০০-এর ওপর। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ১৬০টির বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে গেল। সে বছরই (১৮১৬) শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ১২ পৃষ্ঠার একটি প্রাইমার বের করলেন। নাম *লিপিধারা*। লঙ লিখেছেন, *লিপিধারা* বইতে আকৃতি অনুসারে ধ্বনিগুলিকে সাজানো হয়েছিল। সে হিসেবে *লিপিধারা*-কে বর্ণশিক্ষার প্রথম বই বলা যায়।

ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) ও 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮)। স্কুল বুক সোসাইটি এদেশীয়দের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্যোগী হলেন। স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁদের উদ্যোগে স্টুয়ার্ট এদেশীয়দের জন্য ১৮১৮-তে

লিখলেন *বর্ণমালা।* বইটিকে ছাপার হরফে বাংলা বর্ণমালা শেখানোর সম্ভবত 'প্রথম প্রচেষ্টা' বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন। বইটির প্রথমে আছে বর্ণমালা, আর শেষে তিন সিলেব্‌লযুক্ত শব্দ—একথা লং লিখেছেন। স্কুলপাঠ্য হিসেবে স্টুয়ার্টের বইটি খুব জনপ্রিয় সম্ভবত হয়নি। ২য় সংস্করণ ১৮২৫, ৩য় সংস্করণ ১৮৪০-এ প্রকাশিত হয়। ছাপা হয়েছে মোট ৪০০০ কপি। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বসু লিখলেন *শব্দসার*। এই ঈশ্বরচন্দ্র স্ট্যানহোপ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। লং লিখেছেন এটি বর্ণমালা শেখার বই। দেশীয় মানুষের রচিত বর্ণশিক্ষার এটিই প্রথম বই। তবু বাঙালি জাগেনি পরের চার বছর।

১৮৩৫ থেকে ১৮৪০-এই পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আর একটিমাত্র প্রাইমার। সেটিও সম্ভবত মিশনারিদের লেখা। ১৮৩৫-এ শ্রীরামপুরের তমোহর প্রেস থেকে ১ আনা দামের ২৪ পৃষ্ঠার এই বইটি বেরিয়েছিল। লং বলেছেন এটি পাঠযুক্ত বাংলা বর্ণশিক্ষার বই। বইটির নাম *বঙ্গ বর্ণমালা*। ১৮৩৯-এ স্থাপিত হল হিন্দু কলেজ পাঠশালা এবং তার পরের বছর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। বিদেশি বলেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে এই দুই পাঠশালাতে স্টুয়ার্টের *বর্ণমালা* পাঠ্য হল না। হিন্দু কলেজ পাঠশালাতে শিশুদের বর্ণশিক্ষার জন্য লেখা হল নতুন প্রাইমার। নাম *শিশুসেবধি*। *শিশুসেবধি* একটি সিরিজ। কথাটিকে আরও একটু সংশোধন করে বলতে হয়, *শিশুসেবধি* কেবলমাত্র প্রাইমার নয়, রিডারও বটে। বর্ণশিক্ষাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে সিরিজ পরিকল্পনার প্রথম কৃতিত্ব অবশ্যই বাঙালির। প্রথম লেখক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি প্রথম দুটি খণ্ড লিখেছেন বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। *শিশুসেবধি-র* 'বর্ণমালা' পর্যায়ে তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডটি কে লিখেছিলেন, তা জানতে পারিনি। ১৮৪০-এই তিনটি খণ্ড ছাপা হয়েছিল ব্রজমোহন চক্রবর্তীর প্রজ্ঞাযন্ত্র থেকে। আমরা ছটি *শিশুসেবধি* দেখেছি। *শিশুসেবধি* 'বর্ণমালা -১' পাইনি। ছটির মধ্যে দুটি ২য় ও ৩য় ভাগ। পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৫৬ ও ২১। বাকি ৪টি ১ম, ২য় (২টি) ও ৩য় ভাগের সম্পাদিত সংস্করণ। দৃষ্ট *শিশুসেবধি* হল—*শিশুসেবধি*-২ (১৮৪০, ৫৬ পৃষ্ঠা, প্রজ্ঞাযন্ত্র), *শিশুসেবধি* (বর্ণমালা ১/৩) (২য় সং., প্রজ্ঞাযন্ত্র, ২১ পৃষ্ঠা), *শিশুসেবধি* (বর্ণমালা-৩) (৫ম সংস্করণ-১৮৫০, ২১ পৃষ্ঠা, সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র), *শিশুসেবধি* বর্ণমালা ১ম ভাগ (৯ম সং-১৮৫৪, ১৪ পৃষ্ঠা, ইস্টার্নহোপ যন্ত্র), *শিশুসেবধি* (বর্ণমালা-২) ৮ম সং. ১৮৫৩, ১৯ পৃষ্ঠা, ইস্টার্নহোপ যন্ত্র), *শিশুসেবধি* (বর্ণমালা ১/২) (১৮৫৫, ২২ পৃষ্ঠা, জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র)। এই সিরিজের *বর্ণমালা-১* (৯ম সং ৫৪), *বর্ণমালা-২* (৮ম সং ৫৩) ও *বর্ণমালা-৩* (৫ম সং '৫০)-এর সম্পাদক হিন্দু কলেজ পাঠশালার শিক্ষক ব্রাহ্ম ক্ষেত্রমোহন দত্ত।

১৮৪০-এ স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী সভার পাঠশালার জন্য লিখিত হয়েছিল নতুন *বর্ণমালা* (২ খণ্ড)। ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪০-এ। ২য় খণ্ড ১৮৪৪-এ। দুটি খণ্ড রচনার পিছনে অক্ষয়কুমার দত্তের উপস্থিতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। কারণ ২০ বছর বয়সী অক্ষয়কুমার তখন ৮ টাকা বেতনে পাঠশালার শিক্ষক। মিশনারিদের প্রাইমার রচনার প্রয়াস তখনও চলছে। ১৮৪১-এ ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় *জ্ঞানারুণোদয়।* ১৮৪৬-এ স্কুল বুক সোসাইটি নতুনভাবে বের করলেন *বর্ণমালা-র* ২টি খণ্ড। ১৮১৮-তে সোসাইটির পক্ষ থেকে ক্যাপটেন স্টুয়ার্ট *বর্ণমালা* লিখেছিলেন—একথা আগে বলেছি। বইটির ৩য় সংস্করণ (১৮৪০) পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তারপর সোসাইটির পক্ষ থেকে আর একটি নতুন প্রাইমার কেন লেখা হল সেটি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে দুটি যে একই প্রাইমার নয়, তার অন্যতম প্রমাণ হল পৃষ্ঠাসংখ্যা ও খণ্ডসংখ্যা।

উনিশ শতকে বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। সে বছর বেথুনের 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠার সময় যে ১৬ জন বাঙালি তাঁদের কন্যাদের স্কুলে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত, বিদ্যাসাগরের সহপাঠী সহকর্মী ও বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার। শুধু তাই নয়, অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে সেই স্কুলে শিক্ষাদান করেছেন এবং ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থের প্রভাব পূরণ করতে লিখলেন বিখ্যাত 'শিশুশিক্ষা' সিরিজের প্রথম তিন ভাগ (১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫০)। আখ্যাপত্রে লেখা ছিল 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' কথাংশটুকু। চতুর্থ ভাগ (বোধোদয়) লিখেছেন বিদ্যাসাগর, পঞ্চম ভাগ (নীতিবোধ) রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে *বোধোদয়* এবং *নীতিবোধ* নিজস্ব নামে স্বীকৃতি পেলেও মদনমোহন রচিত তিন খণ্ড *শিশুশিক্ষা* নামেই রয়ে গেল। *শিশুশিক্ষা* হল বাঙালি রচিত বাংলা প্রাইমারের দ্বিতীয় সিরিজ।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে *শিশুশিক্ষা* বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়েছিল। বোঝা যায়, শুধু বালিকা বিদ্যালয় নয়, সকলের জন্যই *শিশুশিক্ষা* আদর্শশিক্ষা হতে পেরেছিল। যথার্থ বলেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন—" 'শিশুশিক্ষা' বইটি যেন শিশুশিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে সহসা আধুনিকতার অরুণালোকে নিয়ে এল। .... তিনি (মদনমোহন) মধ্যযুগীয় মানসিকতার অর্থাৎ চিরন্তন গতানুগতিকতার স্থলে আনলেন দেশকালপাত্র বিচারে যুক্তিপ্রয়োগের আদর্শ। প্রথার বদলে বিচার, রীতির বদলে নীতি।" প্রচলিত প্রথা ভেঙে মদনমোহন প্রথমে স্বরধনি ও পরে ব্যঞ্জনধ্বনি স্থাপন করেছেন। স্বরধ্বনির মধ্যে 'ং' এবং 'ঃ' অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্ভুক্ত ছিল 'ক্ষ'। দু-প্রকার ধ্বনিরই আকৃতিসাম্য অনুসারে সজ্জা আছে। প্রথম ভাগে রয়েছে অসংযুক্ত ধ্বনির উদাহরণ, এবং দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত ধ্বনির উদাহরণ। প্রথম ভাগের অবিস্মরণীয় কবিতা আজও আমাদের মুখে মুখে ফেরে—'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।' আর ফেরে দুটি কলি—'লেখাপড়া করে যেই। / গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।' ('গাড়ি' বানানটি লক্ষণীয়)।

১৮৫০—১৮৫৪, এই পাঁচ বছরে বেশ কয়েকটি *বর্ণমালা* প্রকাশিত হয়। অজ্ঞাতনামা লেখকদের এইসব *বর্ণমালা* ছাপা হয়েছে সত্যার্ণব প্রেস, কবিতা রত্নাকর যন্ত্র, চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, বিশপস্ কলেজ প্রেস থেকে। শেষ *বর্ণমালা* আকারে বৃহৎ (২২৮ পৃ.)। এছাড়া বোমওয়েচ লিখেছেন *ধ্বনিধারা* (১৮৫৩), জে. ইয়ুল লিখেছেন *শিশুবোধোদয়* (১৮৫৪)। কিন্তু এই বইগুলি বিশেষত্ববর্জিত, গতানুগতিকতার অনুসারী।

এল ১৮৫৫ সাল। ১৮৪৯ যেমন বাংলা প্রাইমারের পালাবদলের সূচক, ১৮৫৫ সাল তেমন বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে আর-একটি মাইলস্টোন। বাঙালির জন্য বাংলা প্রাইমার কেমনটি হওয়া উচিত, মদনমোহন সে পথে প্রথম হেঁটেছিলেন ১৮৪৯-এ। ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর বাঙালিকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন অনেকদূর। মদনমোহনের কাব্যসুরভি বর্জন করে নির্মেদ যুক্তিশীল ও সুঠাম গদ্যের ভঙ্গিতে দেখা দিল বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*-এর প্রথম ভাগ। *শিশুশিক্ষা* কবির লেখনীর প্রাইমার, আর *বর্ণপরিচয়* গদ্যকারের প্রাইমার।

১৮৫৫-র পরবর্তী দশ বছরে অন্তত খান পঁচিশেক বাংলা প্রাইমারের প্রকাশ ঘটেছে। এর মধ্যে অজ্ঞাতনামা লেখকের *বর্ণমালা* আরও কয়েকটি। বেরিয়েছে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র, কমলাসন যন্ত্র, সুধানিধি যন্ত্র থেকে। এই দশ বছরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বই সাতকড়ি দত্তের *প্রথম পাঠ* (১৮৬২ ?, ৯ম সং-১৮৬৭), *দ্বিতীয় পাঠ* (১৮৬২), *তৃতীয় পাঠ* (১৮৬২ ?, ৩য় সং-১৮৬৫)। ১৮৮০ সালের মধ্যে *প্রথম পাঠ*-এর

৩২টি, *দ্বিতীয় পাঠ*-এর ২৩টি, *তৃতীয় পাঠ*-এর ২২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। *প্রথম পাঠ*-এর প্রত্যেক সংস্করণ ১০০০০ কপি এবং বাকি দুটি পাঠের ৬০০০ করে কপি ছাপা হত। সাতকড়ি দত্তের এই তিনটি বইয়ের মুদ্রাকরের সংখ্যা অনেক। ১৮৬৯ পর্যন্ত এই তিন 'পাঠ' ছাপতেন স্ট্যানহোপ প্রেস। তারপর জি. পি. রায় অ্যান্ড কোং, হিতৈষী প্রেস, হেয়ার প্রেস, গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস, জি. সি. বসু অ্যান্ড কোং প্রভৃতি। এমনকি সংস্কৃত প্রেস, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকেও এই তিনটি ভাগ ছাপা হয়েছে। বোঝা যায়, জনপ্রিয়তায় বইটি বেশ কয়েক কদম এগিয়ে ছিল। প্রসঙ্গত, এই সাতকড়ি দত্ত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক।

১৮৬৬—১৮৭০—এই পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকাশিত প্রাইমারের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বর্ণশিক্ষা* -১/২ (১৮৬৭, হিতৈষী প্রেস), রামগতি ন্যায়রত্নের *শিশুপাঠ* (১৮৬৮, বুধোদয় প্রেস), মথুরানাথ তর্করত্নের *বর্ণবোধ* (১৮৬৯, প্রাকৃত প্রেস), মহ. জুহুরুদ্দিনের *জ্ঞানশিক্ষা* (১৮৬৯, সুলভ প্রেস), হারানচন্দ্র রাহার *বর্ণবিজ্ঞান* ১ম ও ২য় (১৮৭০, সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস) বইগুলির কথা। এছাড়া হীরালাল মুখোপাধ্যায় ৩ ভাগে লিখেছেন *বর্ণপরীক্ষা*। ১ম ভাগ *বর্ণপরীক্ষা* কিছুটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (*শিশুপাঠ*), চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (*শিশুরঞ্জিকা*, সুলভ প্রেস), অমরনাথ সরকার (*শিশুপাঠ*-১, সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস), ভুবনমোহন ভট্টাচার্য (*বর্ণশিক্ষা*, জে. জি. চ্যাটার্জিস্ প্রেস) ইত্যাদি।

১৮৭১—১৮৭৫, এই পাঁচ বছরে প্রায় ৫০টির মতো প্রাইমার প্রকাশিত হয়েছে, পুনর্মুদ্রিত হয়েছে গোটা ২৫টি। বাংলা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তখন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যায় বাড়ছে। এক শ্রেণীর লেখক ব্যাবসা করার সুযোগে প্রাইমার লেখার কাজে নেমে পড়লেন। তাঁদের বইগুলি অবশ্য দুটি একটি সংস্করণের বেশি ছাপা হয়নি। তাঁরা কেউ কেউ মদনমোহন, কেউ-বা বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণকারী। আবার কোনো লেখক মধ্যপন্থী। কিছুটা মদনমোহন, কিছুটা বিদ্যাসাগর থেকে নিয়ে বই বের করে ফেললেন। যেমন, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী (*নববর্ণপরিচয়*-১, ২) ও মদনমোহন সরকার (*বালকশিক্ষা*-১) স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁরা বিদ্যাসাগর-প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তবে রাখালচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো শুধু শব্দ দিয়ে উদাহরণ দেননি, বাক্য-সহ উদাহরণও রেখেছেন। তবে রাখালচন্দ্র বিদ্যাসাগরের থেকে বেশি উদাহরণ দিয়েছেন। এ বিষয়ে মধ্যপন্থী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ)। তিনি *শিক্ষাসোপান*-১ গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে লিখেছেন—'শব্দ-লালিত্যে, শব্দযোজনার কবিত্বে, ও রচনার মাধুর্য্যে শিশুশিক্ষাত্রয় অতুলনীয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্য্য ও নিরবচ্ছিন্ন লালিত্যবশতঃ... শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকে...। সেই অসুবিধা নিরাকরণমানসে পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়... তর্কালঙ্কারের অতিমাধুর্য্য ও অতিলালিত্যদোষ পরিহার করিতে গিয়া তিনি তদীয় পুস্তকদ্বয়কে কিঞ্চিত নিরস (?) করিয়া তুলিয়াছেন।... স্বতন্ত্রভাবে দুয়েরই অসুবিধা উপলব্ধি করিয়াছিলাম,... এই উভয় দোষ পরিহারপূর্ব্বক উভয়ের গুণ একত্র করিয়া, সরসে-নিরসে মিশাইয়া 'শিক্ষাসোপানাবলী' বিরচিত করিয়াছি।'

সাধারণত প্রাইমারগুলি হত ১০ থেকে ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে। কোনো কোনো লেখকের বই এ সময়ে দেখা গেল বেশ পৃথুলাকারে। যেমন, হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের *বর্ণপরীক্ষা* (১৮৭৩, বিজয়রাজ প্রেস, ১০০ পৃ.), ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের *নবশিশুবোধ* (১৮৭৪, জে. জি. চ্যাটার্জিস প্রেস, ১২৪ পৃ.), বৈকুণ্ঠনাথ সেনের *দ্বিতীয় পাঠ* (১৮৭৪, ইস্টবেঙ্গাল প্রেস, ১১৩ পৃ.), গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পাঠশালার পাঠ্যপুস্তক* (১৮৭৪, হিতৈষী প্রেস, ২৫০ পৃ.), বৈকুণ্ঠনাথ গোস্বামীর

শিশুবোধ (১৮৭৫, গুপ্ত প্রেস, ১৪৫ পৃ.) ইত্যাদি। অন্যান্য কয়েকজন লেখকের বইয়ের নাম উল্লেখ করি। জগদ্বন্ধু মোদকের *সরল পাঠ* (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ), নারায়ণপ্রসাদ চক্রবর্তীর *শিশুপাঠ* (৩ ভাগ), কুশদেব পালের *প্রথম শিক্ষা* ও *দ্বিতীয় শিক্ষা,* যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননের *শিশুপাঠ* (২ ভাগ), জগচ্চন্দ্র মজুমদারের *শিশুবোধ* (২ ভাগ) ও *বর্ণবোধ* (২ ভাগ), দ্বারকানাথ রায়ের *শিক্ষাবলী* (৩ ভাগ), শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের *বর্ণবোধ* (২ ভাগ), দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের (বিদ্যাসাগর ভ্রাতা) *অক্ষর পরিচয়* ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষাগ্রন্থের ঢল নামল ১৮৭৬—১৮৮০—এই পাঁচ বছরে। নতুন বই প্রায় ৭০টি আর পুনর্মুদ্রিত অন্তত ৭৫টি। এর মধ্যে মাত্র একটি বছরেই, ১৮৮০-তে ছাপা হয়েছে নতুন এবং পুনর্মুদ্রণ মিলিয়ে ৫০টির মতো প্রাইমার। উল্লেখ করার মতো বই—অক্ষয়কুমার রায়ের *বর্ণের পরিচয়* (২ ভাগ), উদয়কৃষ্ণ দত্তের *নব শিশুপাঠ* (৩ ভাগ), উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের *নব শিশুশিক্ষা* (৩ ভাগ), দুর্গাচরণ গুপ্তের *গুপ্তপ্রেস বর্ণমালা* (৩ ভাগ), দ্বারকানাথ পালের *শিশুশিক্ষা,* মদনমোহন সরকারের *বালকশিক্ষা* (২ ভাগ), যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা) *শিক্ষাসোপান,* রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর *নববর্ণপরিচয়* (২ ভাগ), রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর *অক্ষরশিক্ষা* (২ ভাগ), রামরূপ চট্টোপাধ্যায়ের *বর্ণপরিচয়* (২ ভাগ), শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের *শিশুবোধ* (২ ভাগ), শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের *বর্ণবিবেক* (২ ভাগ), শ্রীনাথ কুণ্ডীর *বর্ণরঞ্জন* ইত্যাদি। এর মধ্যে কয়েকটি বইয়ের একাধিক সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য *গুপ্তপ্রেস বর্ণমালা* (দুর্গাচরণ গুপ্ত, ১৮৭৮)। আঙ্গিকগত দিক দিয়ে দুর্গাচরণ কিছু অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ৩টি খণ্ডেরই প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এক একটি বর্ণ বিশাল বড়ো করে ছাপিয়েছিলেন। প্রথম ভাগে স্বরধ্বনি, ২য় ভাগে ব্যঞ্জনধ্বনি এবং ৩য় ভাগে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি। বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান উইলিয়ম ললার প্রশংসা করে বলেছেন—a novel kind issued for the first time in Bengali'। দৃষ্টিশোভন করার চেষ্টা করেছেন উদয়কৃষ্ণ দত্ত তাঁর *নবশিশুপাঠ-১* বইটিকে। ৯ পাই দামের মধ্যে রেখেও তিনি বইয়ে অনেক পশুপাখির ছবি দিয়েছেন। ১৮৭৯ সালে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে বেরিয়েছিল *শিক্ষাদর্পণ-১*। গোঁড়া খ্রিস্টান মিশনারিসুলভ চাকচিক্যহীন বর্ণশিক্ষাগ্রন্থ থেকে বইটি ছিল বেশ আলাদা। শক্ত, দামি কাগজে ছাপা। শিশুদের মনোরঞ্জন করার ব্যাপারে প্রথম থেকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে ছবিতে, রেখায়, সজ্জায়। ১৮৭৯-তে বেরিয়েছে অজ্ঞাত লেখকের *প্রথম শিক্ষা*। মাত্র ৮ পাতার বই। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, যে তাঁর লক্ষ্য হল শিশুদের শিক্ষার ব্যয়ভার কমানো। সাধারণত তাদের একটি বর্ণশিক্ষাগ্রন্থের অনেকগুলি করে কপি দরকার হয়। (শিশুরা তাড়াতাড়ি বই ছিঁড়ে ফেলে, তাই!) প্রত্যেকটির দাম এক আনার কম নয়। এজন্য তিনি দাম রেখেছেন মাত্র তিন পাই (১ আনার এক চতুর্থাংশ)। একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে দ্বারকানাথ পালের *শিশুশিক্ষা-১*। তিনি খতিয়ে দেখেছেন যে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা অনুযায়ী একটাও প্রাইমার বাংলা দেশে নেই। বিশেষত পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে বর্তমান প্রাইমার সহজে পাওয়া যায় না। সেজন্য তিনি এই বই লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন।

১৮৮০ সালে যেমন সর্বাধিক প্রাইমার ছাপা হয়েছে, তেমনই আরও একটি কারণে ১৮৮০ সালকে গুরুত্ব দেব। এ বছরই *শিশুশিক্ষা-১* তার শততম সংস্করণ পার করেছে। বাংলা প্রাইমার হিসেবে *শিশুশিক্ষা-১-ই* এই গৌরবের প্রথম অধিকারী। ওই বছর নভেম্বর মাসে প্রথম ভাগের ১০২তম, দ্বিতীয় ভাগের ৬১তম, তৃতীয় ভাগের ৬৫তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সমানতালে এগিয়ে এসেছে *বর্ণপরিচয়-১*। ডিসেম্বর মাসে ১ম ভাগের ৯৪তম এবং নভেম্বর মাসে ২য়

ভাগের ৯০তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তখন *শিশুশিক্ষা* ১০০০০ কপি এবং *বর্ণপরিচয়* ২০০০০ কপি করে ছাপা হচ্ছে।

উনিশ শতকের প্রাইমারের চিত্রময়তার কথাও উল্লেখ করা দরকার। বাংলা প্রাইমার কবে থেকে সচিত্র হতে শুরু করল, তার বিবর্তনের রূপরেখাটি নিয়ে পৃথক আলোচনা হতে পারে। আমরা যতটুকু সন্ধান পেয়েছি তাতে দেখছি, উনিশ শতকে বাংলা প্রাইমার শুরু হবার পর ১৮২৫-এ ছবির ব্যবহার শুরু হয়। লং বলেছেন In 1825 an Alphabet was published, with a picture illustrating each letter। এরপর ১৮৫০-এ ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে মিসেস লকার্স্-এর *প্রথম শিক্ষাপুস্তক* প্রকাশিত হয়। সেটি অবশ্য ইঙ্গ-বঙ্গ প্রাইমার। সেখানে ৭২টি ছবির ইলাস্ট্রেশন ছিল। শিশুকে বাংলা বর্ণ শেখানোর জন্য স্কুল বুক সোসাইটি অবশ্যই বই ছাড়া ছবিকে অন্যভাবেও ব্যবহার করেছিলেন। ১৮২৪-এ এক একটি পাতায় সচিত্র বর্ণমালা প্রকাশ করেছিলেন, যার দাম ছিল প্রতি ডজন ২ আনা। এর নূতন সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৮৫৫-তে। আবার কার্ড বোর্ডের ওপর বর্ণের ছবি লাগিয়ে ৬ আনা দামের খেলনা বাক্সের মধ্যে ভরে বিক্রি করা হত। মনে হয় এটিও মিশনারিদের মস্তিষ্ক-প্রসূত। লং চিত্র-সংবলিত আরও দুটি বাংলা প্রাইমারের কথা বলেছেন, যাদের প্রকাশকাল ১৮৫৫-র মধ্যেই। প্রথমটির নাম *শিশুচিত্র*, ১২ পৃষ্ঠার বই হলেও সেখানেও ৭২টি ছবি ছিল। দ্বিতীয়টির নাম *বর্ণমালা*। আধ আনা দামের ১৮ পৃষ্ঠার বই। বইটিতে সংযুক্ত বর্ণকে ছবি দিয়ে দেখানো হয়েছিল।

মিশনারিদের দেখানো পথে অবশেষে এগিয়ে এলেন বাঙালিরা। বাঙালিদের মধ্যে সম্ভবত সাতকড়ি দত্ত এই সচিত্র-ভাবনার পথিকৃৎ। সে ষাটের দশকের কথা। এরপর একেবারে আশির দশকের সূচনায় যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *শিক্ষাসোপান*-১ (১৮৮০) বইকে আকর্ষণীয় করার জন্য জীবজন্তুর ছবি দিয়েছিলেন। মাঝের সময়ে কোনো প্রাইমারে ছবি ছিল কি না, তা জানা যায়নি। পরবর্তী কুড়ি বছরে চিত্রময়তার ব্যাপ্তি ঘটেছে। গ্রন্থনামেই তার পরিচয় আছে। গ্রন্থনামের সূচনায় 'সচিত্র' শব্দটি ব্যবহার করে বইয়ের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা হত। যেমন, *সচিত্র অক্ষর পরিচয়*-১ (মহেন্দ্রনাথ হালদার, ১৮৮১), *সচিত্র শিশুশিক্ষা*-১ (অঘোরনাথ সেন, ১৮৮২), *সচিত্র বর্ণপাঠ* (দ্বারকানাথ বসু, ১৮৮৭), *সচিত্র শিশুবোধ*-১ (দুর্গাচরণ গুপ্ত, ১৮৮৯), *সচিত্র অক্ষরশিক্ষা*-১/২ (রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, ১৮৯১-৯৪), *সচিত্র বর্ণপরিচয়*-১/২ (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯২-৯৪), *সচিত্র প্রথম শিক্ষা* (নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯৩), *সচিত্র বর্ণশিক্ষা*-১ (যোগীন্দ্রনাথ হালদার, ১৮৯৫), *সচিত্র বানানশিক্ষা*-১ (রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯৭), *সচিত্র হাতেখড়ি বর্ণবোধ* (মাখনলাল চৌধুরী, ১৮৯৮), *সচিত্র আদর্শলিপি* ও *ধারাপাত* (পরেশনাথ দাশগুপ্ত, ১৮৯৯), *সচিত্র শিশুপাঠ* ১/২ (কালীকুমার সেনগুপ্ত, ১৮৯৯) ইত্যাদি।

তবে 'সচিত্র' শব্দটি গ্রন্থনামে ব্যবহৃত না হয়েও ছবি ব্যবহার দেখা গেছে অনেক বইয়ে। কয়েকটির কথা বলি। ইলাস্ট্রেশন রয়েছে মহেন্দ্রনাথ হালদারের *আদি শিক্ষা*-২ (১৮৮২, সরস্বতী প্রেস, ৩৬ পৃষ্ঠা, ১ আনা ৩ পাই), ক্ষেত্রনাথ ব্যানার্জির *বর্ণপাঠ* — ১, ২ (১৮৮১, ক্যালকাটা নিউ মার্কেন্টাইল প্রেস), রামচরণ ঘোষের *সুবোধ বর্ণপরিচয়* (১৮৮১, বেঙ্গল প্রেস, ২০ পৃষ্ঠা, ১ আনা), শ্রীকান্ত চক্রবর্তীর *বর্ণবিবেক*-১ (১৮৮২, শীল প্রেস, ২০ পৃষ্ঠা, ১ আনা), প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *প্রথমভাগ সুকুমারশিক্ষা* (১৮৮২, গুপ্ত প্রেস, ২৮ পৃষ্ঠা, ১ আনা ৩ পাই, প্রবোধচন্দ্র পশু, পাখি, বাড়ি ইত্যাদির ছবি দিয়েছেন) এবং *সুকুমার পাঠ*-১ (১৮৮৪, ৩য়

সং), ত্রৈলোক্যনাথ দাসের *শিশুপাঠ*-১, ২ (১৮৮৩), রসিকলাল দাসের *জ্ঞানপ্রবেশ* (১৮৮৩, ৩য় সং) ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে আর-একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। তা হল, গ্রন্থনামে 'সরল' বা 'সহজ' শব্দ প্রয়োগ। শব্দদুটির মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে। অভিভাবকদের কাছে 'সরল' 'সহজ' আকর্ষণ সৃষ্টি করে বই-কি! ১৮৮০ পর্যন্ত 'সহজ' 'সরল'-এর তেমন 'বাজার' ছিল না। *সরল পাঠ* নামে বই লিখেছেন জগদ্বন্ধু মোদক, গোপালচন্দ্র গুপ্ত, তারিণীচরণ মিত্র এবং নিবারণচন্দ্র সেনগুপ্ত। কিন্তু '৮০-র পর 'সহজ' 'সরল'-এর বহুলতা। কয়েকটি 'সহজ' 'সরল' প্রাইমারের উল্লেখ ইতোমধ্যেই করেছি। আরও কয়েকটির নাম বলি। *সরল শিক্ষা* (রাখালদাস চক্রবর্তী), *সরল বর্ণশিক্ষা* (মতিলাল দত্ত), *সরল অক্ষর পরিচয়* (অজ্ঞাত), *সরল বর্ণবোধ* (রাখালদাস চক্রবর্তী), *সরল বর্ণবোধ* (প্রশান্তকুমার লাহিড়ি), *সরল পাঠ* (শ্রীনাথ চন্দ), *সরল বর্ণবোধ* (গিরিশচন্দ্র লাহিড়ি), *সরল বর্ণপরিচয়* (দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়), *সরল শিক্ষা* (ওহাজুদ্দিন আহমেদ), *সরল বাঙ্গালা বর্ণশিক্ষা* (মহেন্দ্রনাথ দাস), *সহজ বর্ণপরিচয়* (অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য), *সরল বর্ণশিক্ষা* (বিজয়চন্দ্র ঘোষ), *সরল প্রথম পাঠ* (দুকড়ি গড়াই) *সরল বর্ণশিক্ষা* (অজ্ঞাত), *সরল বর্ণপরিচয়* (মধুসূদন জানা / মণীন্দ্রলাল ঘোষ) এমনকি *সরল বাল্যশিক্ষা* (শ্রীনাথ গুহ) ও *সহজ বাল্যশিক্ষা* (শরৎচন্দ্র দাস)! বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের *সহজ পাঠ* কি একই আকর্ষণের ফসল?

উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলা প্রাইমার সংখ্যায় বেড়েছে একই হারে। দশ বছরে সোওয়া-শ। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত প্রাইমারগুলির মধ্যে কয়েকটি ৩/৪টি সংস্করণের মুখ দেখেছে। উল্লেখযোগ্য যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রথম শিক্ষা* (১৮৯১), *শিশুপাঠ*-১/২ (১৮৯১), দামোদর মুখোপাধ্যায়ের *জ্ঞানোদয়* ও *বর্ণবোধ*-১/২ (১৮৯০), যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের *বর্ণমালা পরিচয়*-১/২/৩ (১৮৯১-৯৩), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *সচিত্র বর্ণপরিচয়*-১ (১৮৯২), শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের (বিদ্যাসাগর-অনুজ) *বর্ণজ্ঞান*-১/২ (১৮৯৭), ঈশানচন্দ্র দেবশর্মার *প্রথম শিক্ষা বর্ণপরিচয়*-১/২ (১৮৯৮) ইত্যাদি।

নব্বই-এর দশকের সূচনায় (১৮৯১) বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ঘটে। তাঁর প্রয়াণের আগেই ১৮৮৯-এর সেপ্টেম্বরে *বর্ণপরিচয়* ১ম ভাগের ১৫০তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। যে কোনো বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে এ এক বিরল সৌভাগ্য। ১৩৩ সংস্করণ (১৮৮৫) থেকে *বর্ণপরিচয়* ১-এর ৫০,০০০ কপি করে ছাপা হচ্ছে। এ-ও এক রেকর্ড। ১৮৯০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে *বর্ণপরিচয়*-১-এর ১৫২তম, ২য় ভাগের ১৪০তম সংস্করণ এবং *শিশুশিক্ষা*-১-এর ১৪৯তম, ৩য় ভাগের ১০৬তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তখন *শিশুশিক্ষা*-১ প্রতি সংস্করণে ৩০,০০০ কপি করে মুদ্রিত হত। বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের পর *শিশুশিক্ষা*-র কপিরাইটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। তখনও *শিশুশিক্ষা*-র অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা। সেই জনপ্রিয়তাকে ভাঙিয়ে ব্যাবসা করতে নেমে পড়লেন কিছু প্রকাশক। সংস্কৃত প্রেস ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রেসে *শিশুশিক্ষা* ছাপা হতে থাকল। এ ব্যাপারে অগ্রণী হলেন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। তিনি তাঁর আর্য প্রেস থেকে ছাপতে থাকলেন *শিশুশিক্ষা*-র ৩টি খণ্ড। ১৮৯২-এ দেখছি ১ম ভাগের ৫৭তম, ২য় ভাগের ৮৯তম এবং ৩য় ভাগের ১৪তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সংস্করণ-সংখ্যা সন্দেহের উদ্রেক করে। এরপর আবার ১৬৩ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট থেকে ছাপা হয় ১৮৯৩-এ, একই বছরে ওই বই ছাপিয়েছেন বরদাপ্রসাদ মজুমদার। পরের বছর ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে যে সংস্করণ

প্রকাশিত হয়, তা সম্পাদনা করেছিলেন উমাপদ রায়। এরপর ঢাকা থেকেও *শিশুশিক্ষা* ছাপা হতে শুরু করে। ঢাকার ইস্টবেঙ্গল প্রেস, রঘুনাথ প্রেস, নারায়ণ প্রেস, গোপীনাথ প্রেস—কেউই বাদ যাননি। মজার ব্যাপার, ১৮৯৫-এর এপ্রিলে *শিশুশিক্ষা*-১-এর ১৬১তম, ১৮৯৬-এর নভেম্বরে ১৬২তম সংস্করণ ছাপাচ্ছেন রঘুনাথ প্রেস। ওদিকে গোপীনাথ প্রেস ১৮৯৬-এর অক্টোবরে ১ম ভাগের ১৫৮তম সংস্করণ প্রকাশের সংবাদ দিচ্ছেন। নারায়ণ প্রেস এদের থেকে অনেক এগিয়ে। ১৮৯৮-এর এপ্রিলে তাঁরা *শিশুশিক্ষা*-১ ছাপিয়েছেন। সংস্করণ সংখ্যা ১৫৬১ !!

শিশুশিক্ষা নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া এখানেই শেষ নয়। ১৮৯৭-এ মুন্সি জমারত হুসেন *শিশুশিক্ষা* সম্পাদনা করে বের করলেন ২৬ স্কট লেন থেকে। নামকরণটা একটু সম্পাদনা করে নিলেন—*সচিত্র শিশুশিক্ষা*। আর গৌরচন্দ্র দাস তো সবাইকেই হারিয়ে দিয়েছেন। তিনি ১৯০০-র অক্টোবরে ১০৫ আপার চিৎপুর থেকে প্রকাশ করলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখা *শিশুশিক্ষা*-র ৪র্থ ভাগ ! মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শিশুশিক্ষা-র এ হেনস্থা মদনমোহন দেখে যাননি। ১৮৫৮-তে তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দুর্দশা আরও করুণ। তখন সবে *বর্ণপরিচয়*-১ম ভাগের ১৫০তম সংস্করণ ছাপা হয়েছে। তার জনপ্রিয়তাকে ভাঙিয়ে ইতিমধ্যে অনেক প্রাইমার যে একটু-আধটু নাম পালটে বা উদাহরণ পালটে ছাপা হচ্ছে সে সংবাদ আগেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একেবারে জুয়াচুরির ঘটনাই ঘটে গেল সে বছর। ১৮৮৯-এর ডিসেম্বরে *অনুসন্ধান* পত্রিকায় একটি সংবাদে বলা হয়—'৫নং জুয়াচোর। শুনিতে পাই, দেখি নাই। উদাহরণ,—শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় বহুসংখ্যক বিক্রীত হয়। জুয়াচোর গ্রন্থকারও বর্ণপরিচয় ছাপাইল। মলাটে লেখা হইল—

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের চরণকমল স্মরণ করিয়া প্রণীত

'মহাশয়ের পদকমলটী' (অর্থাৎ শেষ লাইনটি) অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত। এমনকি অণুবীক্ষণ লইয়া দেখিতে হয়। অবোধ পাঠক বুঝে, এ গ্রন্থ বুঝি স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত।' (দ্র. *সংবাদ সাময়িকপত্রে বিদ্যাসাগর* (১৮৫১-১৮৯৩), প্রবন্ধ, স্বপন বসু, আকাদেমি পত্রিকা-৬) স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই এই সংবাদটি পড়ে কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, জানতে পারিনি।

উনিশ শতকের প্রাইমারে বালকদের একাধিপত্য। 'শিশু' বলতে বালকদেরই বোঝানো হত। কখনো সখনো নামকরণে তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকত। *বালকশিক্ষা, বালকরঞ্জন বর্ণমালা* শব্দগুলি চোখে পড়ে। স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত প্রথম প্রাইমার *শিশুশিক্ষা*-য়ও 'বালিকা' শব্দটি নির্দেশিত হয়নি। কিন্তু কয়েকটি বইয়ের নামই স্ত্রীশিক্ষার নির্দেশক। ১৮৬৩-তে অজ্ঞাত লেখকের *বালিকা বান্ধব* বইটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' (অর্থাৎ ভূমিকায়) লেখক বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই বালকগণের প্রথম পাঠোপযোগী অনেক পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু বালিকাগণের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না।... যাহাতে সুকুমারমতি বালিকাগণের চিত্তক্ষেত্রে প্রথমাবস্থা হইতেই ধর্ম্মের বীজ রোপিত, পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি

উদ্দীপিত এবং তাহাদের চিরপরিচিত কুসংস্কারসকল নিরাকৃত হয় তাহাও ইহার এক প্রধান লক্ষ্য।' বইটি বর্ণমালা দিয়ে শুরু। এরপর রয়েছে নীতিশিক্ষা। 'বালিকা' বা 'বালা' শব্দযুক্ত আরও কয়েকটি প্রাইমার— ১৮৭৪-এ ঢাকার গিরিশ প্রেস থেকে বেরিয়েছে অজ্ঞাত লেখকের *বালাবোধ-১*। মাত্র ১২ পৃষ্ঠার এই প্রাইমার ১০০০ কপি ছাপা হয়েছে। ১৮৭৯ সালে আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাল্মীকি প্রেস ছাপিয়েছে দ্বারকানাথ বসুর *বালিকাশিক্ষা-১*। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য লেখক বইটি লিখেছেন বলে জানিয়েছেন। ২৯ পৃষ্ঠার বইটি ১০০০ কপি ছাপা হয়। এছাড়া বালিকাদের জন্য লিখেছেন যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (*বালাবোধিনী-১*, ১৮৮৯), সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (*বালিকা শিক্ষা-১/২*, ১৮৯৪, শ্যামন্তক প্রেস), তারাকুমার কবিরত্ন (*হিন্দু বালিকা শিক্ষা*, ১৮৯৬), বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী (*বালিকারঞ্জন-১*)। বালিকাদের জন্য মহিলারাও প্রাইমার রচনা করেছেন। প্রথম নাম কামিনীসুন্দরী দেবী। তাঁর লেখা *বালাবোধিকা* প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬৮ সালে। দ্বিতীয় নাম প্রতুলকুমারী দাসী। তাঁর *বালিকা বোধিকা-১* বেরিয়েছে ১৮৭৭-এ। এরপর সরোজিনী দেবীর *বালিকা শিক্ষাসোপান* (১৮৯৮)। তিনজন মহিলার নাম পাচ্ছি, যাঁরা সবার জন্য প্রাইমার লিখেছেন। ব্রহ্মময়ী রায়ের *বর্ণবোধ-১*, চারুবালা দেবীর *টুকটুকে বই* এবং একমাত্র মুসলমান লেখিকা-হলিমন্নেষা খাতুনের *সরল আদিশিক্ষা*।

প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের আনুপাতিক হারের ব্যবধান চোখে পড়ার মতো। তবু কয়েকজন মুসলমান লেখকের সন্ধানও আমরা পাচ্ছি। যেমন মহ. জুহুরুদ্দিন (*জ্ঞানশিক্ষা-১*, ১৮৬৯, ১২ পৃষ্ঠা, সুলভ প্রেস), মুন্‌সি কাজিমুদ্দিন (*প্রথম শিক্ষা*, ১৮৮৫, চারু প্রেস), মজহরুল্লা কাজি (*প্রথম ভাগ বর্ণবোধ*, ২য় সং ১৮৮৬, চন্দ্রশেখর প্রেস)। মহ. আবদুল মজিদ সরদার (*বর্ণশিক্ষা প্রথম ভাগ*, ১৮৮৮), ফতে মণ্ডল (*অক্ষর পরিচয়-১*, ১৮৮৮ ; *অক্ষর পরিচয়-২*, ১৮৮৯), ওয়াজুদ্দিন আহমেদ (*সরল শিক্ষা*, ১৮৮৯, নোয়াখালি), রহিমুদ্দিন সরকার (*নব বর্ণপরিচয়*, ১৮৯৩), মালেকউদ্দিন আহমেদ (*নবশিশুশিক্ষা*, ১৮৯৩), মুন্‌সি জমারত হুসেন (*সচিত্র শিশুশিক্ষা-১/২*, ১৮৯৭) এবং অর্পণ-উল-মুন্‌সি (*নববর্ণশিক্ষা*, ১৮৯৭ চৌধুরী প্রেস)।

দুই

উনিশ শতকে যে হারে বুনিয়াদি স্তরে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার জন্যই বই ব্যাবসার সেদিকটি তখনও তেমন গুরুত্ব পায়নি। ১৮২৩-এর মধ্যে মিশনারিরা দেড়শোর বেশি প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করে ফেলেছিলেন। ওদিকে তখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও স্কুল স্থাপন করে চলেছেন। স্কুল বাড়ছে, ছাত্রও বাড়ছে। কিন্তু দেখার ব্যাপার এই, প্রাতিষ্ঠানিক স্কুলগুলিতে সেই সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাইমারই চলত। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতেই ধীরে ধীরে বেড়েছে প্রাইমার রচনা।

স্টুয়ার্টের বই যে তেমন জনপ্রিয় হয়নি, সেকথা আগেই বলেছি। স্কুল বুক সোসাইটির স্কুলগুলিতে পাঠ্য ছিল তাদের *বর্ণমালা*। এই *বর্ণমালা*-র জনপ্রিয়তা ছিল। ১৮৫৩-র মধ্যে ৭টি সংস্করণে মোট ৩৩,৫০০ কপি ছাপা হয়। হিন্দু কলেজ পাঠশালা এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতে পড়ানো হত নিজস্ব প্রাইমার। সোসাইটির *বর্ণমালা*-র বিক্রিকে 'বাজার' বলা যাবে না। কারণ, তখনও এমন কোনো প্রাইমার মুখ দেখায়নি, যার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। কারণ, *শিশুসেবধি* তার নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে তেমন জনপ্রিয় হয়নি, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার *বর্ণমালা*-র একাধিক সংস্করণের খবরও পাওয়া যায়নি। স্কুল বুক সোসাইটির *বর্ণমালা* চলত তাদের স্কুলগুলিতেই।

জ্ঞানারুণোদয়-এর ৪টি সংস্করণের খবর পাওয়া গেলেও খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারের অতিরেকে সাধারণ বাঙালি তাকে উদার মনে গ্রহণ করতে পারেনি। উনিশ শতকে বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা দেখা দিল ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। জনপ্রিয়তার নিরিখে *শিশুশিক্ষা*-র সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রাইমারগুলির তুলনাই চলে না। কয়েক বছরের মধ্যেই *শিশুশিক্ষা*-র বিক্রির গ্রাফ ক্রমউর্ধ্বমুখী। ১৮৫৫-তে বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*। বাংলা প্রাইমারকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বিক্রির দিক থেকে তখন *শিশুশিক্ষা* এবং *বর্ণপরিচয়* এর ধারে কাছে কেউ নেই। *শিশুশিক্ষা* এবং *বর্ণপরিচয়*-এর হাতে চলে এল গোটা বাজার। সামনে পাশে প্রতিযোগী বলতে দুটি বই—শিশুবোধক এবং বাল্যশিক্ষা।

শিশুবোধক-এর কথা বিস্তারিত বলেছি সম্পাদকীয় সংযোজন অংশে। এখনে তার পুনরাবৃত্তি করছি না। *শিশুবোধক*-এর মতো আর-একটি জনপ্রিয় প্রাইমার *বাল্যশিক্ষা*। *বাল্যশিক্ষা*-র প্রথম রচয়িতা রামসুন্দর বসাক। এতে রয়েছে বর্ণমালা, অসংযুক্ত এবং যুক্তাক্ষরে, শব্দগঠন, শব্দ-সহ উদাহরণ, গদ্যে-পদ্যে সহজ দ্রুতপাঠ, শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য বেশ-কিছু ছবি। সমাপ্তিতে আছে বাংলা সনতারিখের হিসেব, নামতা ইত্যাদি। ১৮৭৭ সালের জুন মাসে ৪৭ পৃষ্ঠার বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। ১ আনা ৫ পাই দামের *বাল্যশিক্ষা* সুলভ প্রেস থেকে ৩০০০ কপি ছাপা হয়। পূর্ববঙ্গের ইনস্পেকটর অব স্কুলস্ এবং ঢাকা স্কুল কমিটি থেকে অনুমোদন পাবার পর সে অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জনই বইটি ছাপা হয়। আট মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ ৪০০০ কপি। রামসুন্দরের বইটি শুধু সুলভ প্রেস নয়, ঢাকা প্রেস, বৈকুণ্ঠ প্রেস এবং নারায়ণ প্রেসও ছাপিয়েছে।

ওপার-বাংলায় জনপ্রিয় হবার কিছুদিনের মধ্যেই বইটি কলকাতাতেও ছাপা হতে শুরু করে। ১৮৭৮-এর নভেম্বর মাসে নিউ স্কুল বুক প্রেস থেকে ৫ম সংস্করণের ৬০০০ কপি ছাপা হয়। ১৮৭৯-এর জুনে ৭ম সংস্করণ ১০০০০ কপিতে পৌঁছোয়। এরপর প্রতি বছরে গড়ে ৩টি করে সংস্করণ! সুলভ প্রেস থেকে রামসুন্দরের *বাল্যশিক্ষা* কলকাতায় ছাপা হতে চলে এলে পূর্বতন প্রেস তারিণীচরণ বসুচৌধুরীকে দিয়ে লেখালেন আর-একটি *বাল্যশিক্ষা*। প্রকাশিত হল ১৮৭৯-র ডিসেম্বরে। ১৮৮৭-র জুলাই মাসে তার ৮ম সংস্করণ বেরিয়েছে। মুদ্রণসংখ্যা ২০০০ কপি।

বাল্যশিক্ষা-র জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়ে গেল যে, এপার-বাংলাতেও তখন নতুন লেখকের 'বাল্যশিক্ষা'। ১৮৮১-তে কলকাতার গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে ছাপা হয়ে ঢাকা থেকে বেরোল দ্বারকানাথ পালের *বাল্যশিক্ষা*। ১৮৮৯-এর ফেব্রুয়ারিতে ওই প্রেসে ছাপা হয় ৯ম সংস্করণ। দ্বারকানাথ তাঁর 'বাল্যশিক্ষা'-য় দীর্ঘ ৠ ও ৯ থেকে স্বরধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করে ব্যঞ্জনধ্বনির থেকে ং, ঃ, ঁ, ড়, ঢ়, য়, ৎ বাদ দিয়েছেন। *বাল্যশিক্ষা*-র আরও লেখক হলেন নফরচন্দ্র দত্ত (১৮৮৫, ৯৭ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট), বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৯), চন্দ্রকুমার রায় (১৮৯৩, ওরিয়েন্টাল প্রেস, ঢাকা)।

রামসুন্দরের *বাল্যশিক্ষা* বিখ্যাত হবার পর আরও তিনজন 'রাম' *বাল্যশিক্ষা রচনায়* এগিয়ে এলেন। প্রথমজন রামচন্দ্র বসাক। তাঁর বইটি ১৮৮৯ সালে ঢাকার ওরিয়েন্টাল প্রেসে ছাপা হয়। ১৬তম সংস্করণ ১৮৯৫-এ ছাপা হয় ঢাকার গিরিশ প্রেস থেকে। দ্বিতীয়জন রামচন্দ্র বাণিক্য। তাঁর *বাল্যশিক্ষা* ছাপা হয় ঢাকার শ্যামান্তক প্রেস থেকে ১৮৯৫-এর ডিসেম্বরে। তৃতীয়জন রামচরণ বসাক। তাঁর *বাল্যশিক্ষা* একইসঙ্গে দু-জায়গা থেকে ছাপা হয়। ১৯০০ সালে ঢাকার নারায়ণ প্রেস থেকে ২৪তম এবং প্রাণচৈতন্য প্রেস থেকে ১ম সংস্করণ। বেঙ্গল

লাইব্রেরি ক্যাটালগে আরও একজন 'রাম'-এর দেখা মিলেছে। ১৮৮৪-র আগস্টে রামশঙ্কর বকসির *বাল্যশিক্ষা* নিউ স্কুল বুক প্রেস থেকে ২৭তম সংস্করণ ছাপা হয়। তবে আমাদের মনে হয়, ক্যাটালগে রামসুন্দর বসাক মুদ্রণপ্রমাদের ফলে রামশঙ্কর বকসিতে পরিণত হয়েছেন। কারণ, এঁর লেখা বইটির পূর্ববর্তী কোনো সংস্করণের খবর পাওয়া যায়নি। *বাল্যশিক্ষা*-র মোহে পড়েছেন আরও লেখক। এতদিন ছিল শিশু *বাল্যশিক্ষা।* এবার বাজারে এল কাকাতায় ছাপা চিরঞ্জীব শর্মার *বাল্যশিক্ষা-২*। বইটির প্রথম প্রকাশকাল পাইনি। পঞ্চম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৯০। শুধু লেখকনাম নয়, গ্রন্থনামেও নাম ভাঙানোর খেলা। শ্রীনাথ গুহের *সরল বাল্যশিক্ষা* (১৮৮৪ রঘুনাথ প্রেস, ঢাকা), শরৎচন্দ্র দাসের *সহজ বাল্যশিক্ষা* (১৮৯৩, ২৫/৩ তারক চ্যাটার্জি লেন) এবং কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের *নব বাল্যশিক্ষা* (১৮৯৯, ৩৩৬ আপারচিৎপুর রোড) তার প্রমাণ।

শিশুবোধক ছাপানো হত ১,০০০ থেকে ১০,০০০ কপি পর্যন্ত। পাশাপাশি রামসুন্দর বসাকের *বাল্যশিক্ষা*-র ৬৩তম সংস্করণ বেরিয়েছে, ১৮৯৫-এ। তখন ছাপা হচ্ছে ২৫,০০০ কপি করে। ১৮৭৫-এর মধ্যে *শিশুশিক্ষা*-১-র ৭১তম *শিশুশিক্ষা*-২-র ৮৪তম, *শিশুশিক্ষা*-৩-র ৪৫তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি সংস্করণে ১০,০০০ কপি। *শিশুশিক্ষা*-র ১ম ভাগের ৫০তম সংস্করণ ১৮৭০ সালে, শততম সংস্করণ ১৮৮০-র অগাস্ট মাসে। প্রতি সংস্করণে ১০,০০০ কপি। ১৮৬৯ থেকে ১৮৮০—এই ১২ বছরে মোট ৪১,০০,৩০০ কপি প্রাইমার ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে *বর্ণপরিচয়* ১৭,৯০,০০০ কপি, *শিশুশিক্ষা* ১২,৫১,০০০ কপি, *শিশুবোধক* ৩,৪০,৫০০ কপি এবং অন্যান্য ৭,১৮,৮০০ কপি। পুরো উনিশ শতক জুড়ে ৫০০-র বেশি প্রাইমার প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা গেছে। তার আশি শতাংশই ১৮৫৫-র পর বেরিয়েছে।

এর পাশাপাশি সাতকড়ি দত্তের *প্রথম পাঠ* ও *দ্বিতীয় পাঠ* বাদে একমাত্র চোখে পড়ে রামগতি ন্যায়রত্নের *শিশুপাঠ।* ১৮৭৫-এ তার ৬ষ্ঠ সংস্করণ বেরিয়েছে ১৮৯০ সালের মধ্যে সাতকড়ি দত্তের *প্রথম পাঠ*-এর ৩২টি, *দ্বিতীয় পাঠ*-এর ২৩টি, *তৃতীয় পাঠ*-এর ২২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। *প্রথম পাঠ* প্রত্যেক সংস্করণে ১০,০০০ কপি, *দ্বিতীয়* ও *তৃতীয় পাঠ* প্রত্যেক সংস্করণের ৬,০০০ কপি করে তখন ছাপা হত। অন্যান্য প্রাইমারের মধ্যে ৫০০০ বা তার বেশি কপি ছাপানো হত এমন বই হল—বৈকুণ্ঠনাথ সেনের *প্রথম পাঠ* ও *দ্বিতীয় পাঠ,* ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের *নব, শিশুবোধ,* শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বর্ণবোধ* এবং অজ্ঞাত লেখকের বঙ্গভাষার *বর্ণমালা।*

শিশুশিক্ষা বাংলা প্রাইমারের বিক্রির বাজারে যে ঢেউ তুলল, ছ-বছর পরে প্রকাশিত *বর্ণপরিচয়* কিছুদিনের মধ্যেই তার পাশাপাশি এসে দাঁড়াল। দুটি বইয়ের ৫০তম সংস্করণ প্রকাশের মধ্যে ফারাক ছিল চার বছরের। ১০০তম সংস্করণে এসে তা কমে দাঁড়াল মাত্র এক বছরে। *বর্ণপরিচয়* ১ম ও ২য় ভাগের ৫০তম সংস্করণ ১৮৭৪-এর সেপ্টেম্বরে ছাপা হয়। তখন সংস্করণ পিছু ৫০,০০০ কপি! ১৮৭১-১৮৭৫-এর মধ্যে *শিশুশিক্ষা*-র এবং *বর্ণপরিচয়*-এর বছরে পাঁচটি করে সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। বিদ্যাসাগরের জীবৎকালের মধ্যে *বর্ণপরিচয়*-১-এর ১৫২তম এবং *বর্ণপরিচয়*-২-এর ১৪০তম সংস্করণ প্রকাশের খবর পাওয়া যাচ্ছে। লঙের দেওয়া হিসেবমতে ১ম ভাগের প্রথম ৯টি সংস্করণে বিক্রি হয়েছিল ৫৮,০০০ হাজার কপি! ১৮৬২-১৮৬৪ সালের মধ্যে ছাপা ৩টি সংস্করণের মুদ্রণসংখ্যা ৮০,০৫০ কপি। যে-কোনো বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে এ এক বিরল সৌভাগ্য। ১৩৩তম সংস্করণ (১৮৮৫) থেকে *বর্ণপাচিরয়*-১ প্রতি সংস্করণে ৫০,০০০ কপি করে ছাপা হচ্ছে। এ-ও এক রেকর্ড! ২য় ভাগের

প্রথম ছ-টি সংস্করণে ৩৩,০০০ কপির মতো বই বিক্রি হয়েছিল। ১৮৬২—১৮৬৪-এর মধ্যে প্রকাশিত ৩টি সংস্করণের মুদ্রণসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০,০০০-এর মতো।

শিশুশিক্ষা এবং *বর্ণপরিচয়*-এর ব্যাবসায়িক সাফল্য উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে এক শ্রেণির লেখককে এই সুযোগ প্রাইমার লেখার নামে ব্যাবসা করার সুযোগ করে দিল। কিন্তু যে শক্ত ভিতের ওপর *শিশুশিক্ষা* ও *বর্ণপরিচয়* দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁদের বইগুলি তার নাগাল পায়নি। সে কারণে ওইসব বইদুটি একটি সংস্করণের বেশি ছাপানো হয়নি। ১৮৫৫ সালের আগে পর্যন্ত যা ছিল আদর্শ ব্রত, তা শুধুই ব্যাবসার আকারে দেখা দিল। প্রাইমার লেখার কাজে ভিড় জমালেন অনেক অযোগ্য মানুষ। তাঁদের হাতে পড়ে বাংলা প্রাইমারের কী অবস্থা দাঁড়াল তা শুনুন চন্দ্রনাথ বসুর জবানিতে। তিনি মন্তব্য করেছেন—and therefore more or less erroneous.। এমন ভুলে-ভরা অর্ধশিক্ষিত গ্রন্থকারের হাতে পড়ে বইয়ের দশা কেমন হয়, ১৮৭৮-এ গোঁসাইচন্দ্র দাসের *অক্ষর-পরিচয়* সম্বন্ধে লাইব্রেরিয়ান ললারের ক্রুদ্ধ মন্তব্য পড়লেই উপলব্ধি করা যায়—'The author evently does not know Bengali ; the lessons are ill chosen, the or thography is wrong, and the sentences are ill constructed. The work abounds in grammatical mistakes, and it is to be hoped that it will never be used in any vernacular school. /

শিশুশিক্ষা এবং *বর্ণপরিচয়* চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করার পর ওই দুটি নাম ভাঙিয়ে বই বের করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। কখনও শব্দটির হুবহু নকল করে, কখনও-বা আগে কোনো শব্দ, যেমন—নূতন, নব, চারুবোধ, সমুদয়, সহজ, সরল, সচিত্র, সুবোধ, সুলভ ইত্যাদি বসিয়ে বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে। এতে যে অবশ্যই ব্যাবসার সুবিধা হত, তা বলাই বাহুল্য। এই অসাধু উপায়ের সূচনা হয়েছে উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে। আর বাড়বাড়ন্ত দেখা গেল সত্তরের দশকের পর থেকে। সত্তরের দশকেও এই প্রবণতা খুব বেশি ছিল না। যেমন ১৮৭৪-এ *বর্ণপরিচয়-১* ও *বর্ণপরিচয়-২* লিখেছিলেন বেণীমাধব ভট্টাচার্য, ১৮৭৯-তে *নববর্ণপরিচয়*-এ ২টি খণ্ডের রচয়িতা রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী, ১৮৮০-তে *বর্ণপরিচয়*-এর ২ ভাগ লিখেছেন রামরূপ চট্টোপাধ্যায় এবং নফরচন্দ্র দত্ত। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে বাংলা প্রাইমারের জগতে নানারকম *বর্ণপরিচয়*-এর ভিড়। রয়েছে *বাল্যশিক্ষা বর্ণপরিচয়* (নফরচন্দ্র দত্ত, ১৮৮৪), *প্রথমশিক্ষা বর্ণপরিচয় ও দ্বিতীয়শিক্ষা বর্ণপরিচয়* (ঈশ্বরচন্দ্র দাস, ১৮৮৪), *বর্ণপরিচয়-১* (কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮১ ; বিপ্রচরণ বসু, ১৮৮৪ ; রাজেন্দ্রলাল দাসঘোষ, ১৮৮৫ ; গোকুলচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ১৮৯১), *বর্ণশিক্ষা* বা *বর্ণপরিচয়* (উদয়চাঁদ ধর, ১৮৮৬)।

কোনো ছাপাখানায় একটি বা দুটি বই (যেমন সংস্কৃত প্রেস, গুপ্ত প্রেস, বিডন প্রেস) ছাপা হয়েছে, কোনো প্রেস আবার বহু প্রাইমার ছাপিয়েছে। এপার ওপার দু-বাংলাতেই তখন বই-ব্যাবসার রমরমা। ওপার-বাংলাতে সবে কয়েকটি প্রেস বসেছে (১৮৪৭ থেকে শুরু)। কলকাতায় অলিতেগলিতে ষাটের দশকে শোনা যাচ্ছে যন্ত্র-ধ্বনি। সেসব ছোটোবড়ো প্রেসে প্রাইমার ছাপার কাজ চলছে। বটতলার সব প্রেস ছাড়াও অন্যান্য প্রেসের মধ্যে আছে নিউ স্কুল বুক, হিতৈষী প্রেস, সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেস, গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র, স্ট্যানহোপ প্রেস, সুধার্ণব, জে. জি. চ্যাটার্জি, বি. পি. এম, জি. সি. বসু, জি. পি. রায়ের মতো নাম করা প্রেস এবং কলকাতার অলিতে গলিতে নাম-না-জানা অগুনতি ছাপাখানা। কলকাতার বাইরে হুগলি, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর,

ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল, ফরিদপুর, নড়াইল, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, কুমারখালি, পাবনা, সৈদাবাদ, শান্তিপুর, সিরাজগঞ্জ, শেরপুর, রাজশাহী—কোনো জায়গা বাদ নেই।

তিন

বাংলা প্রাইমারের ধ্বনিসজ্জা ও বিষয়সন্নিবেশ নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি প্রথমাবধি মানা হয়নি। তার কারণ, একটি সুনির্দিষ্ট মডেলের অভাব। বাংলা প্রাইমার তার নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছে বেশ কিছুদিন পরে। লঙের বিবরণকে মেনে নিলে বলতে হয়, বাংলা ধ্বনির সজ্জাক্রমে আকৃতিই প্রাধান্য পেয়েছিল। সর্বপ্রথম। এই কারণেই *লিপিধারা* বইতে আকৃতি অনুসারে ধ্বনিগুলিকে সাজানো হয়েছিল। হিন্দু কলেজ পাঠশালার *শিশুসেবধি*-তে প্রথমে ব্যঞ্জন, পরে স্বরধ্বনি। 'ক্ষ' ধ্বনি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং 'ঋৃ', 'ঌৡ', 'ং', 'ঃ' স্বরবর্ণ। 'ঁ', 'ৎ' ধ্বনিগুলির উল্লেখ নেই। যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে 'কঌ', 'ঙঙ', 'ঞঞ' 'ঙস', 'ঙঘ', 'ঙল', 'ঙব', 'ঙত্র' 'টস', 'টষ', 'টক্ষ' এমন কষ্টকল্পিত যুক্তস্বর গৃহীত। শুধু তা-ই নয়, ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধি যতভাবে দেখানো সম্ভব, তা দেখানো হয়েছে। এ-কারণে দেখছি, 'ঞ্চ' 'দ্র' 'ঙ্ম', 'ঘ্ন', 'ঝ্ম', 'ঝ্ন' ইত্যাকার যুক্তবর্ণের ঢেউ। দ্বিতীয় ভাগের নাম *বর্ণমালা* হলেও সেটি ছিল প্রকৃতপক্ষে বাংলা লিপিতে সংস্কৃত শব্দের অভিধান। তখন শিশুদের মুখস্থ করতে হত 'দ্বির্ভোজন', 'গোষ্ট্বর', 'পৌর্ণমাসী', 'গোত্রাপন্ন', 'এতাবন্মাত্র' জাতীয় শব্দ। অতিরিক্ত আছে তিথি-পক্ষ-নক্ষত্র-নবগ্রহ-দ্বাদশ রাশির নাম, কাল ওদিক নিরূপণ, 'চলিত ভাষার উপযোগি' সংস্কৃত ব্যাকরণের অংশবিশেষ (সন্ধিপ্রকরণ, ণত্ব-ষত্বভেদ, প্রত্যয়, লিঙ্গ), জাতিমালা, বিবিধ উপাধি-পরিচয় এবং সবশেষে কিছুটা নীতিশিক্ষা। প্রসঙ্গত, বাংলা প্রাইমার ও নীতিশিক্ষা সূচনাপর্ব থেকেই পরস্পর নিকটসম্পর্কে বাঁধা। সারা উনিশ শতক জুড়ে তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। *শিশুসেবধি*-র তৃতীয় খণ্ডে তৎসম শব্দসূচি, পদগঠন এবং বাক্যগঠন দেখানো হয়েছে। 'পাঠ' অংশে যথারীতি নীতিশিক্ষা। উদাহরণে হেরফের ঘটলেও *শিশুসেবধি*-র প্রত্যেক ভাগে একই ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। তত্ত্ববোধিনী সভার *বর্ণমালা*-র প্রথম ভাগ পাওয়া না গেলেও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, সেখানেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

স্টুয়ার্টের *বর্ণমালা*, *জ্ঞানারুণোদয়*, স্কুল বুক সোসাইটির *বর্ণমালা*-য় সেকালের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করে ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনির বর্গীকরণ ছিল। তার যুক্তাক্ষর ও তার উদাহরণ। উদাহরণ হিসেবে রয়েছে স্বরান্ত দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর, চতুরক্ষর, পঞ্চমাক্ষর তৎসম (অধিকাংশই দুরূহ) শব্দের বিশাল তালিকা। এরপর 'জ-কার', 'ণ-কার', 'শ-কার', 'ষ-কার', 'স-কার'-ভেদের দীর্ঘ শব্দতালিকা। *শিশুসেবধি*-র তুলনায় সোসাইটির *বর্ণমালা*-য় শব্দসম্ভার দুরুচ্চার্য এবং অপ্রচলিত। আরও লক্ষণীয়, প্রাইমার সম্পর্কে সঠিক বোধটি গড়ে না ওঠায় স্কুল বুক সোসাইটির *বর্ণমালা*-১ম ভাগে ণত্ব-বিধি ও ষত্ব-বিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অর্থাৎ একইসঙ্গে প্রাইমার ও গ্রামার। ২য় ভাগটি প্রকৃতপক্ষে দ্রুতপঠনের জন্যই লিখিত।

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির ক্রম, ধ্বনির অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে অস্বচ্ছতা পুরো উনিশ শতক জুড়েই বজায় ছিল। কয়েকটি ধ্বনির বর্গীকরণ নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ ঋ-কার, দীর্ঘ ঌ-কার, 'ং', 'ঃ', 'ঁ', 'ড়', 'ঢ়', 'ৎ' ক্ষ,—এই ধ্বনিগুলি স্বরধ্বনি না ব্যঞ্জনধ্বনি কোন্ বর্গে গৃহীত হবে, লেখকরা তা ঠিক করে উঠতে পারেননি। একদল দীর্ঘ-ঋ এবং দীর্ঘ-ঌ স্বরধ্বনির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অন্যদল তা করেননি। আবার বেশ কিছু লেখক ং, ঃ, স্বরধ্বনিতে গণ্য করেছেন, কিছু লেখক তার বিপরীত করেছেন। 'ক্ষ' যুক্তাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিয়ে টানাপোড়েন চলেছে।

অসলে বাংলা প্রাইমারের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন নিয়ে ভাবনাচিন্তা ওই শতকের প্রথম পর্বে কেউ করেননি। গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে আসার মতো সাহসও ছিল না। মিশনারিদের ধর্মের মোড়কে বাংলা বর্ণমালা, প্রত্যুত্তরে প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণমালা—ইত্যাদিতে মৌলিক চিন্তা বা বাঁধনমুক্তির সাহস দেখানোরও কথা নয়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিমানসের মুক্তবুদ্ধির। যা প্রথম দেখা গেল ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের *শিশুশিক্ষা*-য়। মদনমোহনই এই বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সর্বপ্রথম চিন্তাভাবনা করেছেন। মদনমোহনের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাই ২য় ভাগের 'মুখবন্ধে'। 'যে সকল সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় একেবারে অপ্রচলিত এবং সংস্কৃত ভাষাতেও বিরলপ্রচার তৎসমুদায় শিশুগণের অনাবশ্যক অভ্যাস পরিশ্রম পরিহারার্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে।' ফলে আমরা দেখলাম—ঙ্য, ছ্য, ঞ্য, ঞ্র, ঝ্ম, ষ্ল, ঙ্ব, ঞ্ব, ষ্ন, ঝ্ণ, ঘ্ন, ছ্ব ইত্যাদি জটিল যুক্তাক্ষর বাংলা প্রাইমারকে মুক্তি দিল। বাংলা বর্ণমালার সজ্জাক্রম এবং সহজীকরণের পথিকৃৎ অবশ্যই মদনমোহন। শুধু তাই নয়, *শিশুশিক্ষা*-র অসংযুক্ত বর্ণ এবং সংযুক্ত বর্ণকে পৃথক করে দেবার এই রীতিটি পরবর্তীকালে সকলেই অনুসরণ করেছেন। *বর্ণপরিচয়*-ও এই পদ্ধতি মেনে নিয়েছে। একথা অনস্বীকার্য, *শিশুশিক্ষা* এবং *বর্ণপরিচয়* পরবর্তীকালে প্রাইমারের মান ও আদর্শ স্থির করে দিয়েছে। বিশেষত *শিশুশিক্ষা*-কে আরও পরিমার্জিত, পরিশীলিত করে বৈজ্ঞানিক কাঠামোয় বিদ্যাসাগর যেভাবে বাংলা বর্ণকে সংস্থাপন করেছেন, তাকে অতিক্রম করা আজও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

শিশুসেবধি।

২ সংখ্যা।

বালক শিক্ষার্থে পাঠ সংযুক্ত.

বর্ণমালা।

হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে
পাঠশালার ব্যবহারার্থে
সংগৃহীত।

শ্রীবৃজমোহন চক্রবর্ত্তির পুস্তাবাদে
মুদ্রাঙ্কিত হইল।
সন ১২৪৬।

(১)

চতু(তু)রক্ষর শব্দ।

অকর্ত্তব্য	অকর্ম্মণ্য	আকিঞ্চন
অঙ্গীকার	অতিরেক	অতিশয়
অত্যাচার	অদ্যাবধি	অধিকার
অধিবাস	অধিষ্ঠান	অধ্যয়ন
অধ্যাপক	অনন্তর	অনাগত
অনাবিষ্ট	অনাসক্ত	অনুকল্প
অনুকূল	অনুগত	অনুগ্রহ
অনুচর	অনুপান	অনুযোগ
অনুরোধ	অনুষ্ঠান	অনুসার
অন্ধকার	অপব্যয়	অপদস্থ
অপরূপ	অপভাষা	অবকাশ
অবিরত	অভিলাষ	অভিষেক
অলঙ্কার	অহঙ্কার	অলৌকিক
অল্পবুদ্ধি	অল্পভাষী	অশরীরি
অশেষজ্ঞ	অশোভন	অশ্রুপাত
অশ্বপাল	অশ্বশালা	অশ্বারূঢ়

(২)

অসংক্রান্ত	অসংখ্যক	অসংদৃষ্ট
অসংস্কার	অসংস্থান	অসঙ্গত
অসদৃশ	অসন্তোষ	অসন্দিগ্ধ
আকর্ষণ	আকাঙ্ক্ষিত	আক্রমণ
আগন্তুক	আগমন	আঘূর্ণিত
আচম্বিত	আচরণ	আচ্ছাদন
আজ্ঞাপত্র	আজ্ঞাবর্ত্তী	আড়ম্বর
আততায়ী	আতিশয্য	আত্মঘাতী
আত্মবন্ধ	আত্যন্তিক	আধিপত্য
আধুনিক	আনন্দিত	আনয়ন
আনুকূল্য	আনুপূর্ব্ব	আনুরক্তি
আন্দোলন	আপদগ্রস্ত	আপ্যায়িত

আবর্ত্তন	আবশ্যক	আমন্ত্রণ
আহ্লাদিত	আস্ফালন	ইতস্তত
ইতিহাস	ঈষদুষ্ণ	উচ্চারণ
উচ্চৈঃশব্দ	উচ্চৈঃস্বর	উজ্জ্বলিত
উঞ্ছাবৃত্তি	উৎকণ্ঠা	উৎকর্ষ
উৎকৃষ্ট	উৎকোচ	উৎসব
উত্তমর্ণ	উত্তমাঙ্গ	উত্তোলন

(৩)

উত্থাপন	উৎপত্তি	উৎপন্ন
উৎপ্রেক্ষা	উৎফুল্ল	উৎসাহ
উদাসীন	উদূখল	উদ্দীপন
উদ্দেশক	উদ্বন্ধন	উদ্বমন
উন্মীলন	উপকথা	উপদেশ
উপদ্রব	উপপতি	উপরোধ
উপলব্ধি	উপসর্গ	উপাসনা
উপক্রম	উপদ্বীপ	উপবাস
উপযুক্ত	উপশম	উপহাস
উল্লঙ্ঘন	উল্লাসিত	উরুস্তম্ভ
উর্দ্ধগত	উর্দ্ধশ্বাস	উর্দ্ধবাহু
ঋণগ্রস্ত	একদেশ	একবাক্য
একসঙ্গী	একাকার	একাদশী
একার্ণব	এতাদৃশ	এপর্য্যন্ত
এবম্ভূত	ঐকান্তিক	কটিদেশ
কতিপয়	কদাকার	কদাচার
কদাচিৎ	কপর্দ্দক	কবিরাজ
কমণ্ডলু	করগ্রাহী	করপুট
করশোধ	করাঘাত	করিকুম্ভ

(৪)

কর্ণধার	কর্ণমূল(র্ণ)	কর্ম্মকর্ত্তা
কর্ম্মক্ষয়	কর্ম্মচ্যুত	কল্পদ্রুম

কাকনিদ্রা	কাতরোক্তি	কাপুরুষ
কার্য্যান্তর	কার্যাপণ	কালসর্প
কাল্পনিক	কাষ্ঠাসন	কুজ্ঝটিকা
কুমন্ত্রণা	কুম্ভকার	কুলক্ষণ
কুলাঙ্গার	কুলাচার্য্য	কুশাসন
কৃতকার্য্য	কৃতাঞ্জলি	কৃপাসিন্ধু
কৃষিকর্ম্ম	কৃষ্ণসার	কৃষ্ণপক্ষ
কোলাহল	ক্রোধান্বিত	ক্রোড়পত্র
ক্ষমাপন্ন	ক্ষুদ্রবৃষ্টি	ক্ষুন্নিবৃত্তি
খিদ্যমান	খ্যাত্যাপন্ন	গণাক্রান্ত
গর্ভবতী	গাত্রকণ্ডু	গানাসক্ত
গুপ্তবেশ	গুরুতর	গ্রন্থকর্ত্তা
ঘুণাক্ষর	ঘ্রাণেন্দ্রিয়	চণ্ড(ন্ডু)র্দোলা
চতুঃসীমা	চতুর্ব্বেদ	চতুষ্কোণ
চতুষ্পদ	চতুষ্পাঠী	চরিতার্থ
চর্ম্মকার	চান্দ্রমাস	চিকিৎসা
চিন্তাজ্বর	চৌর্য্যবৃত্তি	ছদ্মবেশ

(৫)

ছিদ্রান্বেষী	জনশ্রুতি	জ্ঞানেন্দ্রিয়
জন্মান্তর	জয়ধ্বনি	জিতেন্দ্রিয়
জীবদ্দশা	তৎক্ষণাৎ	তদ্বিষয়
তন্তুবায়	তমোগুণ	তাৎপর্য্য
তিরস্কার	তীক্ষ্ণবুদ্ধি	তৃষ্ণাতুর
তেজস্কর	ত্রাসান্বিত	থরথর
দমনীয়	দাস্যবৃত্তি	দিবাকর
দিগ্বিজয়	দীর্ঘছন্দ	দীর্ঘসূত্রী
দীর্ঘদর্শী	দুঃসময়	দুঃসাহস
দুগ্ধপোষ্য	দুর্গাধ্যক্ষ	দেবোত্তর
দেশভাষা	দেশাচার	দৈন্যদশা
দৈবায়ত্ত	দৌত্যকর্ম্ম	দ্বারপাল
দ্বির্ভোজন	দ্বৈতবাদী	ধনাগার

ধনুর্গুণ	ধন্বন্তরি	ধর্ম্মশাস্ত্র
ধূমকেত্ত(তু)	নপুংসক	নরপতি
নমস্কার	নাট্যশালা	নাদবিন্দু
নারিকেল	নিঃসম্পর্ক	নিত্যকর্ম্ম
নিদর্শন	নিদ্রাবেশ	নিদ্রাভঙ্গ
নিমন্ত্রণ	নিয়মিত	নিরামিষ

(৬)

নিরালস্য	নিরুপায়	নিশাকর
নির্ধারিত	নির্বাহক	নিষ্কলঙ্ক
নিষ্প্রদীপ	নৈমিত্তিক	নৈয়ায়িক
পঙ্কোদ্ধার	পঙ্গপাল	পণ্ডশ্রম
পঞ্চভূত	পঞ্চায়িত	পদচ্যুত
পয়স্বিনী	পরমাণু	পরমাত্মা
পরমায়ু	পরম্পরা	পরস্পর
পরিতোষ	পরিমাণ	পরিবর্ত্ত
পর্য্যুষিত	পরিশোধ	পরিশ্রম
পরিহাস্য	পল্লীগ্রাম	পক্ষপাত
পাঠশালা	পারিষদ	পিতৃস্বসা
পীড়াকর	পুরস্কার	পুরুষত্ব
পুরোহিত	পুষ্পোদ্যান	পূজনীয়
পূর্ব্বপক্ষ	পোষ্টিবর	পৌর্ণমাসী
প্রতিধ্বনি	প্রিয়ম্বদ	ফলিতার্থ
বন্দনীয়	বর্ত্তমান	বলীবর্দ্দ
বহির্দ্দেশ	বহুদর্শী	বাহ্যজ্ঞান
বিচক্ষণ	বিপদগ্রস্ত	বিস্মরণ
বৈমাত্রেয়	বৈলক্ষণ্য	ব্যবধান

(৭)

ব্যাকরণ	ব্যুৎপত্তি	ব্রহ্মরন্ধ্র
ভট্টাচার্য্য	ভদ্রাসন	মধ্যবর্ত্তী
মনোনীত	মনোযোগ	মনঃপীড়া
মনোদুঃখ	মন্দগতি	মরুভূমি

মর্ম্মান্তিক	মল্লবেশ	মস্যাধার
মহাশয়	মাতৃস্বসা	মিত্রাক্ষর
মহৌষধ	মুদ্রাঙ্কিত	মূর্চ্ছাগত
মূলীভূত	মৃদুস্বর	মেষপাল
যথাক্রম	যথোচিত	যদবধি
যশোভাগ্য	যাতায়াত	যুদ্ধসজ্জা
যোত্রাপন্ন	রত্নাকর	রসায়ন
রাজ্যভ্রষ্ট	রাজ্যেশ্বর	রাশিচক্র
রোমকূপ	লঘুপাক	লজ্জাশীল
লোকযাত্রা	শশধর	শিল্পবিদ্যা
শিষ্টাচার	শুক্লপক্ষ	শুভক্ষণ
শ্রুতকটু	ষটকোণ	সংস্থাপন
সজাতীয়	সত্যবাক্য	সৎক্রিয়া
সত্যবাদী	সন্ধিপত্র	সন্নিকর্ষ
সর্ব্বোত্তম	সমর্পণ	সম্প্রদান

(৮)

সম্বলিত	সম্বরণ	সমাদর
সমারোহ	সহোদর	সাধারণ
সাবকাশ	সায়ংকাল	সুলক্ষণ
সুশীতল	সুশোভন	সুহৃদ্ভেদ
সূক্ষ্মবোধ	সূচীপত্র	সৌরমাস
স্তম্ভাকার	স্নেহপাত্র	স্মৃতিশাস্ত্র
স্বচ্ছদ্রব্য	স্বর্ণকার	স্বেচ্ছাচারী
হিতকারী	হিমালয়	হিরণ্ময়

পঞ্চাক্ষর শব্দ।

অগ্রহায়ণ	অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	অঙ্গুরীয়ক
অতলস্পর্শ	অতিপাতক	অত্যাবশ্যক
অধিকরণ	অধিকারস্থ	অধোবদন
অনবরত	অনাবশ্যক	অনুসন্ধান
অন্নপ্রাশন	অন্তঃকরণ	অন্যমনস্ক

অপহরণ	অবগাহন	অব্যবধান
অভিসম্পাত	অমরাবতী	অরুণোদয়
অসম্ভাবনা	আকৃষ্টচিত্ত	আনুমানিক
আবহমান	আসন্নকাল	ইদানীন্তন
উড্ডীয়মান	উত্তরকাল	উত্তরায়ণ

(৯)

উদরাময়	উপজীবিকা	একাদিক্রম
এতাবন্মাত্র	ঔর্দ্ধ্বদেহিক	কর্ণগোচর
কর্ম্মবিপাক	কেশমার্জ্জনী	গলকম্বল
গাত্রমার্জ্জনী	গ্রাসাচ্ছাদন	চর্ম্মপাদুকা
চন্দ্রশেখর	চিত্তনিবেশ	জয়পতাকা
জন্মান্তরীয়	জলপ্লাবন	তদনন্তর
দক্ষিণায়ন	দুর্দ্দশাগ্রস্ত	দুষ্কর্মান্বিত
দূরীকরণ	দ্বিরাগমন	ধরণীতল
ধারাবাহিক	নম্রপ্রকৃতি	নাটমন্দির
নিকটবর্ত্তী	নিয়মপত্র	নিয়মভঙ্গ
নিরপরাধ	নিরহঙ্কার	নিষ্কর্ম্মান্বিত
ন্যূনাতিরেক	পঞ্চভূতাত্মা	পট্টমহিষী
পরমেশ্বর	পরামাণিক	পরিচায়ক
পরিচারক	পরিবেশক	পরিব্রাজক
পরিশোধক	পরিষ্কারক	পরিহারক
পর্য্যবসান	পল্লবগ্রাহী	পাঞ্চভৌতিক
পারমার্থিক	পারিতোষিক	পুঙ্খানুপুঙ্খ
পুরুষোত্তম	পূর্ব্বপুরুষ	প্রকারান্তর
প্রচরদ্রূপ	প্রতিকারক	প্রতিপাদক

(১০)

প্রতিপালক	প্রতিবন্ধক	প্রত্যাগমন
প্রত্যাশাপন্ন	প্রত্যুপকার	প্রপিতামহী
প্রপিতামহ	প্রলয়কাল	প্রশংসনীয়
প্রাকৃতভাষা	প্রাণবিয়োগ	বনমানুষ

বর্ত্তুলাকার বশতাপন্ন বসন্তকাল
বাণবর্ষণ বাদানুবাদ বাসরগেহ
বিকৃতাকার বিচারকর্ত্তা বিশ্বাসঘাতী
বিশ্বাসপাত্র বিষয়জ্ঞান বিস্ময়াপন্ন
বিস্মরণীয় বীজপুরুষ বীজবপন
বৈদ্যকশাস্ত্র বৈয়াকরণ ব্যবস্থাপক
ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ভক্তবিটল ভগিনীপতি
ভণ্ডতপস্বী ভবিষ্যদ্বক্তা মঙ্গলাচরণ
মধুমক্ষিকা মনঃসংযোগ মনস্কামনা
মলিনমুখ মলিনবস্ত্র মহাপাতক
মহাবারুণী মাল্যচন্দন মহামহিম
যজ্ঞোপবীত যথাসম্ভব যমকিঙ্কর
যৌবনাবস্থা রক্তকম্বল রজনীগন্ধা
রণপণ্ডিত রসকর্পূর রাক্ষসীবেলা
রাজকুমার রাজ্যভিষিক্ত লঙ্কামরিচ

---

(১১)

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শরণাগত শ্রবণেন্দ্রিয়
শ্রেণীপূর্ব্বক সঙ্কটাপন্ন সঙ্গীতশাস্ত্র
সচরাচর সমাবেদন সাধ্যসাধনা
সুকৃতপত্র সরূপযোগ্য সৌষ্ঠবান্বিত
হিতোপদেশ হৃদয়ঙ্গম

ষড়ক্ষর শব্দ।

অঙ্গারলবণ অতিবিচক্ষণ
অতিবিতরণ অতিভারাক্রান্ত
অতিরমণীয় অতিহাস্যাস্পদ
অদৃষ্টবশতঃ অধর্ম্মাচরণ
অধিকারভ্রষ্ট অনন্যগতিক
অনর্থসূচক অনাদরণীয়
অনায়াসকৃত অনায়াসগম্য
অনায়াসনাশ্য অনির্বচনীয়

অনুত্থাপনীয়	অন্যথাচরণ
আদানপ্রদান	ইতরবিশেষ
কথোপকথন	চর্ব্বিতচর্ব্বণ
তত্ত্বাবধারণ	ভদ্রাসনবাটী
ভারাবতরণ	রাজসিংহাসন

(১২)

সমভিব্যাহার	সমসূত্রপাত
সীমন্তোন্নয়ন	হিরণ্যকশিপু

অনুকরণ শব্দ।

তিথি ও পক্ষের নাম।

১ প্রতিপৎ। ২ দ্বিতীয়া। ৩ তৃতীয়া। ৪ চতুর্থী। ৫ পঞ্চমী। ৬ ষষ্ঠী। ৭ সপ্তমী। ৮ অষ্টমী। ৯ নবমী। ১০ দশমী। ১১ একাদশী। ১২ দ্বাদশী। ১৩ ত্রয়োদশী। ১৪ চতুর্দ্দশী। ১৫ পূর্ণিমা।

এই পঞ্চ দশ তিথিতে শুক্লপক্ষ হয়। এবং পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ অবধি অমাবাস্যা পর্য্যন্ত যে এই পঞ্চদশ তিথি তাহার নাম কৃষ্ণপক্ষ।

নক্ষত্রের নাম।

১ অশ্বিনী। ২ ভরণী। ৩ কৃত্তিকা। ৪ রোহিণী। ৫ মৃগশিরা। ৬ আর্দ্রা। ৭ পুনর্ব্বসু। ৮ পুষ্যা ৯ অশ্লেষা। ১০ মঘা। ১১ পূর্ব্বফল্‌গুনী। ১২ উত্তর ফল্‌গুনী। ১৩ হস্তা। ১৪ চিত্রা। ১৫ স্বাতী। ১৬ বিশাখা। ১৭ অনুরাধা। ১৮ জ্যেষ্ঠা। ১৯ মূলা। ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। ২১ উত্তরাষাঢ়া। ২২ শ্রবণা। ২৩ ধনিষ্ঠা। ২৪ শতভিষা। ২৫ পূর্ব্বভাদ্র পদ। ২৬ উত্তরভাদ্রপদ। ২৭ রেবতী।

(১৩)

নব গ্রহের নাম।

১। রবি ২। সোম ৩। মঙ্গল ৪। বুধ ৫। বৃহস্পতি ৬। শুক্র ৭। শনি ৮। রাহু ৯। কেতু।

দ্বাদশ রাশির নাম।

১। মেষ ২। বৃষ ৩। মিথুন ৪। কর্কট ৫। সিংহ ৬। কন্যা ৭। তুলা ৮। বৃশ্চিক ৯। ধনুঃ ১০। মকর ১১। কুম্ভ ১২। মীন

কাল নিরূপণ।

৬০ বিপলে এক পল। ৬০ পলে এক দণ্ড। ৬০ দণ্ডে দিনরাত্রি। দিন ও রাত্রিকে অষ্ট অংশ করিলে তাহার প্রত্যেক অংশের নাম প্রহর। ইহার চারি প্রহরে দিন এবং

---

(১৪)

চারি প্রহরে রাত্রি। ঐ উভয় মিলিত হইয়া এক সাবন দিন হয়। ইহার পঞ্চদশ দিবসে এক পক্ষ। দুই পক্ষে এক মাস। দুই মাসে এক ঋতু। তিন ঋতুতে এক অয়ন। দুই অয়নে অর্থাৎ দ্বাদশ মাসে এক বৎসর।

সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ৪ দণ্ড অরুণোদয়। দিবসকে তিন অংশ করিলে পূর্ব্বাহ্ন। মধ্যাহ্ন। অপরাহ্ণ হয়। সূর্য্য অস্তের পর চারিদণ্ড প্রদোষ। রাত্রির শেষ দণ্ড ও দিবসের প্রথম দণ্ড এই দুই দণ্ডের নাম প্রাতঃ সন্ধ্যা কাল দিবসের শেষ দণ্ড ও রাত্রির প্রথম দণ্ড এই দুই দণ্ডের নাম সায়ং সন্ধ্যাকাল।

দিক নিরূপণ।

পূর্ব্ব। দক্ষিণ। পশ্চিম। উত্তর। পূর্ব দক্ষিণ ভাগের নাম অগ্নিকোণ। দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের নাম নৈর্ঋত কোণ। পশ্চিম উত্তর ভাগের নাম বায়ুকোণ। উত্তর পূর্ব্বভাগের নাম ঈশান কোণ।

---

(১৫)

বালকোপযোগি।

ব্যাকরণের সংগৃহীত কিয়দংশ।

অ	অবধি	বিসর্গ	পর্য্যন্ত	১৬	অক্ষরের নাম	স্বর
ক	অবধি	ক্ষ	পর্য্যন্ত	৩৪	বর্ণের নাম	হল
ক	অবধি	ঙ	পর্য্যন্ত	৫	অক্ষরের নাম	কবর্গ
চ	অবধি	ঞ	পর্য্যন্ত	৫	বর্ণের নাম	চবর্গ
ট	অবধি	ণ	পর্য্যন্ত	৫	অক্ষরের নাম	টবর্গ
ত	অবধি	ন	পর্য্যন্ত	৫	বর্ণের নাম	তবর্গ
প	অবধি	ম	পর্য্যন্ত	৫	বর্ণের নাম	পবর্গ
য়	অবধি	ক্ষ	পর্য্যন্ত	৯	অক্ষরের নাম	অন্তঃস্থ

এক অথবা অনেক বর্ণের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক যে শব্দ তাহার নাম — পদ।

কোন এক বিষয়ের জ্ঞাপক যে পদসমূহ তাহার নাম — বাক্য।

বাক্য সমূহের দ্বারা বক্তব্য বিষয়ের যে সমাপ্তি তাহার নাম — বিচ্ছেদ।

---

(১৬)

বিচ্ছেদ সমূহের দ্বারা বক্তব্য বিষয়ের যে পরিসমাপ্তি তাহার নাম — ধারা।

ধারা সমূহের দ্বারা বক্তব্য বিষয়ের যে পরিচ্ছেদ তাহার নাম — প্রকরণ।

প্রকরণ সমূহের দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের যে অনপেক্ষ সমাপ্তি তাহার নাম — অধ্যায়।

বাক্যের ভেদ বোধক রেখার নাম — চিহ্ন

আকার — ,

বিচ্ছেদের ভেদবোধক রেখার নাম — দাঁড়ি

আকার — ।

কোন লেখক কিংবা বক্তার কৃত যে প্রয়োগ তদ্বোধক চিহ্নের নাম — অবিকল

আকার — "—"

যে বাক্য অথবা শব্দের প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগ করাণ আবশ্যক তাহার

---

(১৭)

অধোভাগে যে রেখা দিতে হয় তাহার নাম — নিয়োগ,

আকার ——

স্বরসন্ধি।

অ আ, ই ঈ, উ ঊ, এই দুই ২ স্বরের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। যথা অ আ, পরস্পর সবর্ণ সেই রূপ ই ঈ, এবং উ ঊ, পরস্পর সবর্ণ হয়।

পূর্ব্ব সবর্ণ হ্রস্ব।

পর সবর্ণ দীর্ঘ।

যথা অ, ই, উ, হ্রস্ব

আ, ঈ, ঊ, দীর্ঘ।

স্বর বর্ণ পূর্ব্বপদের অন্তে এবং তাহার সবর্ণ পরপদের আদিতে থাকে, তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে, ঐ উভয় বর্ণ মিলিত হইয়া দীর্ঘ সবর্ণ হয়

(১৮)

স্বরান্ত		স্বরাদি	রূপ
ভাব	অ	অর্থ	ভাবার্থ
ক্ষমতা	আ	আপন্ন	ক্ষমতাপন্ন
পরম	অ	আয়ুঃ(যুঃ)	পরমায়ুঃ(যুঃ)
অভি	ই	ইষ্ট	অভীষ্ট
কাশী	ঈ	ঈশ্বর	কাশীশ্বর
যোগি	ই	ঈশ্বর	যোগীশ্বর
কটু	উ	উক্তি	কটূক্তি
চঞ্চু	ঊ	ঊর্দ্ধভাগ	চঞ্চূর্দ্ধভাগ
বাহু	উ	ঊর্দ্ধদেশ	বাহূর্দ্ধদেশ

পূর্ব্বপদের অন্তে, অ, আ, এবং পরপদের আদিতে ই ঈ, উ, ঊ, স্বর থাকে তন্মধ্যে অন্যবর্ণ ব্যবধান রহিত হইলে পূর্ব্বস্বরের সহিত ই, ঈ, স্থানে এ, এবং উ ঊ, স্থানে ও, আদেশ হয়।

(১৯)

লাভ	অ	ইচ্ছা	লাভেচ্ছা
পরম	অ	ঈশ্বর	পরমেশ্বর
দেবতা	আ	ইচ্ছা	দেবতেচ্ছা
উমা	আ	ঈশচন্দ্র	উমেশচন্দ্র
উষ্ণ	অ	উদক	উষ্ণোদক
ঊর্দ্ধ	অ	ঊর্দ্ধগমন	ঊর্দ্ধোদ্ধগমন
খট্টা	আ	উপরি	খট্টোপরি
অট্টালিকা	আ	ঊর্দ্ধভাগ	অট্টালিকোর্দ্ধভাগ

পূর্ব্বপদের অন্তে ই, ঈ, পরপদের আদিতে অ আ উ স্বর থাকে এবং তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ই, ঈ, স্থানে য আদেশ হইয়া পরপদের

আদ্যস্বরের সাহত পূব্বপদের অন্ত্য হলবর্ণে যুক্ত হয়।

প্রতি	ই	অহ	প্রত্যহ
অভি	ই	আস	অভ্যাস
বি	ই	উৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
পুষ্করিণী	অ	অন্ত	পুষ্করিণ্যন্ত
নদী	ঈ	আগমন	নদ্যাগমন
সরসী	ঈ	উদ্ভব	সরস্যুদ্ভব

(২০)

হলসন্ধি।

পূর্ব্বপদের অন্তে, ক, এবং পরপদের আদিতে অব্যবধানে আ ই, ঈ, জ, দ, ব, য, থাকিলে ঐ, ক, স্থানে গ, হইয়া পর পদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

হলন্ত	স্বরহলাদি	রূপ
বাক্	আড়ম্বর	বাগাড়ম্বর
ত্বক্	ইন্দ্রিয়	ত্বগিন্দ্রিয়
বাক্	ঈশ	বাগীশ
ধিক্	জীবন	ধিগ্জীবন
দিক্	দর্শন	দিগ্দর্শন
দিক্	বিজয়	দিগ্বিজয়
বাক্	যুদ্ধ	বাগ্যুদ্ধ

পূর্ব্বপদের অন্তে, ট, পরপদের আদিতে অ আ ঋ ঐ দ ব র থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ, ট, স্থানে ড হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

(২১)

ষট্	অঙ্গ	ষড়ঙ্গ
ষট্	আনন	ষড়ানন
ষট্	ঋতু	ষড়ৃতু(ড়্ঋ)
ষট্	ঐশ্বর্য্য	ষড়ৈশ্বর্য্য
ষট্	দর্শন	ষড্দর্শন(ড়্)

ষট্	বিধ	ষড়বিধ
ষট্	রস	ষড়্রস(ড়্র)

পূর্ব পদের অন্তে, ত, এবং পরপদের আদিতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, গ, দ, থ, ব, র, থাকিলে ঐ ত স্থানে দ হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

তৎ	অবাধ	তদবাধ
ভবিষ্যৎ	আজ্ঞা	ভবিষ্যদাজ্ঞা
তৎ	ইঙ্গিত	তদিঙ্গিত
জগত্	ঈশ্বর	জগদীশ্বর
সৎ	উত্তর	সদুত্তর
তৎ	ঊর্দ্ধ	তদূর্দ্ধ
আপৎ	গ্রস্ত	আপদগ্রস্ত

(২২)

এতৎ	দেশ	এতদ্দেশ
তৎ	ধন	তদ্ধন
সৎ	বন্ধু	সদ্বন্ধু
যৎ	রূপ	যদ্রূপ

পূর্ব্বপদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে অব্যবধানে ন, ম, থাকিলে ঐ ত স্থানে ন হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

জগৎ	নাথ	জগন্নাথ
জগত	মোহন	জগন্মোহন

পূর্ব্বপদের অন্তে ত, এবং পরপদের আদিতে, ল, মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে ঐ ত, স্থানে, ল, হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

সৎ	লোক	সল্লোক

(২৩)

মূৰ্দ্ধন্য ষ-কারের সহিত ত-বর্গের যোগ হইলে ত বর্গের স্থানে ট বর্গ হয়।

বিশিষ্	ত	বিশিষ্ট
অনুষ্	থান	অনুষ্ঠান

পূর্ব্বপদের অন্তে ত পরপদের আদিতে, চ, জ, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ ত স্থানে ক্রমে চ, জ, হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

শরৎ	চন্দ্র	শরচ্চন্দ্র
যাবৎ	জীবন	যাবজ্জীবন

পূর্ব্বপদের অন্তে, অনুস্বার ং, পরপদের আদিতে অব্যবধানে স্বর থাকিলে ঐ ং, অনুস্বারের স্থানে ম, হইয়া পর পদের আদিবর্ণে যুক্ত হয়।

কিং	অধিকং	কিমধিকং

---

(২৪)

পূর্ব্বপদের অন্তে অনুস্বার ং, পরপদের আদিতে অব্যবধানে বর্গীয় ব্যঞ্জন অক্ষর থাকিলে সেই বর্গীয় পঞ্চম অক্ষর ঐ অনুস্বারের স্থানে হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

সং	কোচ	সঙ্কোচ
সং	চয়	সঞ্চয়
সং	তরণ	সন্তরণ
সং	পূর্ণ	সম্পূর্ণ

বিসর্গ সন্ধি

পূর্ব্বপদের অন্ত্য অকারের পর ঃ, বিসর্গ, এবং পরপদের আদিতে অ-কার থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে পূর্ব্বাপর অকারের সহিত ও আদেশ হইয়া পূর্ব্বপদের অন্তে যুক্ত হয়।

বিসর্গান্ত	অকারাদি	রূপ
বয়ঃ	অধিক	বয়োধিক

---

(২৫)

পূর্ব্বপদের অন্ত্য অকারের পর বিসর্গ এবং পরপদের আদিতে দ ন য ব র হ থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে পূর্ব্বপদের অন্ত্য অকারের সহিত ঐ বিসর্গ ও, হইয়া পূর্ব্বপদের অন্ত্যবর্ণে যুক্ত হয়।

বিসর্গান্ত	হলাদি	রূপ
মনঃ	দুঃখ	মনোদুঃখ
নমঃ	নমঃ	নমোনমঃ
তেজঃ	বৃদ্ধি	তেজোবৃদ্ধি

মনঃ	যোগ	মনোযোগ
যশঃ	রাশি	যশোরাশি
তেজঃ	হ্রাস	তেজোহ্রাস

পূর্ব্বপদের অন্তে ঃ, বিসর্গ, পরপদের আদিতে ক, ত, থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে স হইয়া পরপদের আদ্য বর্ণে যুক্ত হয়।

তেজঃ	কর	তেজস্কর
মনঃ	তাপ	মনস্তাপ

---

(২৬)

পূর্ব্বপদের অন্তে, ঃ, বিসর্গ, পরপদের আদিতে চ, ছ, থাকে, মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে শ হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

নিঃ	চিন্ত	নিশ্চিন্ত
নিঃ	ছিদ্র	নিশ্ছিদ্র

পূর্ব্বপদের অন্ত্য ই, উ স্বরের পর বিসর্গ এবং পরপদের আদিতে ক ট প ফ থাকে তন্মধ্যে ব্যবধান রহিত হইলে ঐ বিসর্গ স্থানে ষ হইয়া পরপদের আদ্যবর্ণে যুক্ত হয়।

নিঃ	কর	নিষ্কর
নিঃ	পাপ	নিষ্পাপ
নিঃ	ফল	নিষ্ফল
দুঃ	কর	দুষ্কর
ধনুঃ	টঙ্কার	ধনুষ্টঙ্কার

---

(২৭)

নিত্যণকারভেদী।

গণ	পণ	গুণ	ঘুণ	শণ
শোণ	শাণ	কিণ	রেণু	কোণ
কাণ	এণ	ভণ	ব্রণ	তূণ
অণু	স্থূণ	স্থূণা	কণ	কণ্ণ
পণ্য	ঘোণা	বীণা	ফণ	বেণু
পুণ্য	স্থাণু	বাণী	পাণি	মণি

কুণি	বেণী	গোণী	দ্রোণ	রণ
বেণ	কঙ্কণ	কল্যাণ	অঙ্গণ	চিক্কণ
আপণ	নিপুণ	লবণ	উল্বণ	প্রবীণ
লাবণ্য	বিপণি	কফোণি	মাণিক্য	বণিক্
পিণ্যাক	চাণক্য	কিঙ্কিণী	গণিকা	চাণূর
চণক	ফাণিত	কুণপ	পণব	ক্বণিত
শোণিত	কাকিণী।			

নিত্যষকারভেদ।

ষষ্ঠী	যষ্ঠি	ষণ্ড	ষষ্ঠ	পুষ্প
শষ্প	দৃষ্ট	নিষ্ক	দুষ্ট	ভাষা

(২.৮)

পৌষ	ভাষ্য	প্রেষ্য	শিষ্য
গ্রীষ্ম	তুষ্ট	উষ্ম	বর্ষ
হর্ষ	ভীষ্ম	মেষ	তুষ
দ্বেষ	কর্ষ	কষ	শ্লেষ
উষা	শীর্ষ	স্নুষা	ইষু
ঈর্ষা	দুষ্খ	ভীষণ	ভূষণ
পুষ্কর	দুষ্কর	গোষ্পদ	ঘোষণা
নিষেধ	ঔষধ	বিষাদ	ভেষজ
কষায়	পাষাণ	পাষণ্ড	কুষ্মাণ্ড
তুরুষ্ক	বিষাণ	হৃষীক	ঈষৎ
মূষিক	বিষয়	যোষিৎ	বৃষল
ঊষর	আষাঢ়	তুষার	বিষুব
বিষয়	সর্ষপ	দূষণ	দূষিকা
কলুষ	কিল্বিষ	পূরুষ	পরুষ
শুষির	বশিষ্ঠ	প্রত্যূষ	বিশেষ
শিরীষ	মহিষ	অমর্ষ	বিভীষণ
বিশেষণ	বার্দ্ধুষিক	অভিলাষ	বৃষদংশক।

(২৯)

ণত্ববিধি।

ঋ র ষ এই কয়েক অক্ষরের পর পদের মধ্যে থাকে যে দন্ত্য নকার, তাহার স্থানে ণ হয়, এবং স্বরবর্ণ ও কবর্গ পবর্গ য ব হ মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও ণত্ব হয়।

যথা

তৃণ	কারণ	অন্বেষণ	মার্গণ
তর্পণ	নারায়ণ	নির্ব্বাহ	প্রবহণ

ষত্ববিধি।

ই ঈ উ এ কর ইহার যে কোন অক্ষরের পর সাৎ প্রত্যয়ের সকার ছাড়িয়া পদ মধ্যস্থ যে কৃত্রিম সকার, তাহার স্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার হয়।

যথা

অভিষেক	জিগীষা	অনুষ্ঠান
প্রাণাধিকেষু	তিতীক্ষা	চিকীর্ষা

---

(৩০)

অন্ত্য অক্ষরের পূর্ব্বে মকার ও অবর্ণ থাকে এমং(এবং) যে শব্দ, এবং অবর্ণান্ত যে শব্দ, তাহার পরে বিদ্যমান অর্থ বুঝিতে বৎ প্রত্যয় হয়।

যথা

লক্ষ্মীবান্	যশস্বান্	জ্ঞানবান্
দয়াবান্	বিদ্যাবান্	ধনবান্

যে সকল শব্দের পর বৎ প্রত্যয় হয় তদ্ভিন্ন যত শব্দ তাহার পরে বিদ্যমান অর্থ বুঝিতে মত্ প্রত্যয় হয়।

যথা

শ্রীমান্	বুদ্ধিমান

বৎ মৎ প্রত্যয়ের পুংলিঙ্গের প্রথমার এক বচনে বান্ মান্ এই প্রকার রূপ হয়, এবং স্ত্রীলিঙ্গের প্রথমার এক বচনে বতী মতী হয়, ও ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার এক বচনে বৎ মৎ এই রূপ হয়।

যথা

কৃপাবান্	কৃপাবতী	কৃপাবৎ
শ্রীমান্	শ্রীমতী	শ্রীমৎ

(৩১)

অনেক স্বরযুক্ত শব্দের পর বিদ্যমান অর্থ বুঝিতে ইন প্রত্যয় হয়।

যথা।

ত্রিলিঙ্গের রূপ।

জ্ঞানী	জ্ঞানিনী	জ্ঞানি

দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝিতে তর প্রত্যয় হয়, এবং অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝিতে তম প্রত্যয় হয়।

যথা

এই দুইয়ের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ এমৎ অর্থে শ্রেষ্ঠতর। অনেকের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ এমৎ অর্থে শ্রেষ্ঠতম।

চলিত ভাষার উপযোগি সংগৃহীত সংস্কৃত ব্যাকরণ

॥ সমাপ্ত ॥

---

(৩২)

জাতিমাল

নাম	পদবি	নাম	পদবি
ব্রাহ্মণজাতি।		রাধাকৃষ্ণ	গুড়
রমানাথ	শর্ম্মা	রামকানাই	অম্বলি
রামনারায়ণ	গঙ্গোপাধ্যায়	মধুসূদন	পলসাঁই
হরিদাস	চট্টোপাধ্যায়	রমানাথ	পারিয়াল
কালিদাস	মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণসখা	হড়
বলরাম	বন্দ্যোপাধ্যায়	গুরুদাস	পীতমণ্ডী
ব্রজনাথ	ঘোষাল	কেবলরাম	রায়ি
দুর্গাচরণ	গড়গড়ি	কেশবরাম	কুন্দ
রামপ্রসাদ	মতিলাল	গোপীনাথ	মন্টেশ্বর
হরিহর	পিপ্‌পলি	শত্রুঘ্ন	কাঞ্জিলাল
রামজয়	মাসচটক	হলধর	পূতিতুন্ড
রামকমল	ডিংসায়ি	গঙ্গাধর	চৌটখণ্ডী

ভগবান্‌চন্দ্র	বটব্যাল
রামধন	কুশুড়ি
লোকনাথ	পালধি

গদাধর	পাকড়াসি
রমানাথ	সরখেল
ব্রজমোহন	পিতূড়ি

(৩৩)

বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ

যদুনাথ	মৈত্র
মথুরানাথ	লাহিড়ি
কাশীনাথ	ভীমকালি
গিরিধর	রুদ্রবাক্‌চি
গুরুচরণ	সাধুবাক্‌চি
গুরুদয়াল	শান্যাল
রঘুনাথ	ঝম্পটি
ব্রজমোহন	ভাদুড়ি
নবকৃষ্ণ	ভাদড়
শিবচন্দ্র	চম্পটি
শ্রীনাথ	লাউড়িয়াল
রামধন	করঞ্জ
রাধাকান্ত	নন্দনাবাসী
গোরাচাঁদ	ভট্টশালী

ক্ষত্রিয় জাতি

বিহারিলাল	বর্ম্মা
রামলাল	আগুরি

বৈশ্য

প্রেমচাঁদ	সেন
নিত্যানন্দ	দাস
ব্রজকুমার	গুপ্ত
রামচাঁদ	দত্ত
কালীনাথ	দেব
তারাচন্দ্র	রাজ
হরিমোহন	সোম
তারিণীচরণ	নন্দী
তিলকচন্দ্র	চন্দ্র
তুলসীরাম	ধর
তারাপ্রসাদ	কুণ্ডু
দীননাথ	রক্ষিত
চন্দ্রমোহন	বরাট

(৩৪)

গণক।

কৃষ্ণপ্রসাদ	আচার্য্য
কালাচাঁদ	গণক
রামদাস	দৈবজ্ঞ

শূদ্র।

রামদাস	ঘোষ
হরিহর	বসু
সদারাম	রাহা
দুর্গাচরণ	সোম
রামকানাই	নন্দী
রামমণি	রক্ষিত
রামহরি	লাহা
উমানাথ	অর্ণব
ভগীরথ	রাজ
দেবনাথ	চন্দ্র

দয়ারাম	মিত্র	বীরচাঁদ	হোড়
মাধবচন্দ্র	দেব	লালচাঁদ	স্বর
দর্পনারায়ণ	দত্ত	শিবশঙ্কর	ধর
দাতারাম	কর	ধরণীধর	ধরণী
দামোদর	পালিত	বৈদ্যনাথ	বাণ
দিগম্বর	সেন	নন্দনন্দন	আইচ
দিবাকর	সিংহ	হরসুন্দর	পই
দীনবন্ধু	দাস	ধনঞ্জয়	শূর
শম্ভুচন্দ্র	গুহ	ধনপতি	সাম

(৩৫)

ধরণীধর	ভঞ্জ	নরোত্তম	নাগ
ধর্ম্মদাস	বিন্দ	রামগোপাল	ভদ্র
শিবচন্দ্র	বল	রামজয়	ওম
নন্দকুমার	পাল	নিধিরাম	বন্ধুর
নন্দদুলাল	পিল	নিতাইচাঁদ	নাথ
ভোলানাথ	ইন্দ্র	নিমাইচরণ	সাঁই
বৃন্দাবন	গুপ্ত	নিধিরাম	ছেস
দেবীদাস	গুঁত	নীলকণ্ঠ	মন
বিপ্রদাস	লোধ	বেচারাম	গণ্ড
নবকৃষ্ণ	শর্ম্মা	নীলমণি	রাণা
নবগোপাল	বর্ম্মা	রামগতি	রাহুত
দশরথ	খিল	নীলাম্বর	খাম
নয়নচন্দ্র	হুঁই	পঞ্চানন	সানা
শ্রীনিবাস	ভূঁই	রবিদাস	দাহা
রামসুন্দর	রুদ্র	নবকিশোর	দানা
রামলোচন	আদিত্য	প্রাণচন্দ্র	গণ
নরহরি	বিষ্ণু	রামকান্ত	রঙ্গ

(৩৬)

বিশ্বনাথ	উপমান	বনমালি	যশ
হারাধন	ক্ষোম	উমানন্দন	কুণ্ড
পরীক্ষিত	অঙ্কুর	তারাচন্দ্র	শীল

হিরালাল	ঘর
রামকৃষ্ণ	ওষ
সীতানাথ	বিদ
পীতাম্বর	তেজ
মদনমোহন	আস
পুরুষোত্তম	শক্তি
মতিলাল	ক্ষেম
রামরত্ন	ভূত
বলরাম	ব্রহ্ম
জগদ্বন্ধু	শান
বংশীধর	হেম
ঈশ্বরচন্দ্র	বৰ্দ্ধন
শ্যামচাঁদ	গুঁই
চন্ডীচরণ	কীৰ্ত্তি
প্রাণকৃসণ·	ধনুর্গুণ

নবশাখ

১ গোপ

বিশ্বনাথ	শূর
কাশীদাস	নিয়োগী
বালকরাম	বিশ্বাস
রামকৃষ্ণ	পাল
যশমন্ত	পাঁজা
রাধাকিশোর	ঘোষ
গুরুদাস	পুরকাইত
বিশ্বম্ভর	বড়াল
বিনোদবিহারি	পাল
কৃষ্ণহরি	পড়িয়াল
জয়নাথ	কলিয়া
পাৰ্ব্বতীচরণ	সাঁতরা

(৩৭)

নীলমণি	সামন্ত
অভয়কুমার	সাঁফুই
ভোলানাথ	বাগাণ্ডী
গোবৰ্দ্ধন	কুণ্ডর

২ মালী

রাধাকৃসণ	মান্না
ভৈরবচন্দ্র	সেট
বৃন্দাবন চন্দ্র	মালিক
কুঞ্জবিহারি	দত্ত
সন্ন্যাসি	কর
ব্রজনাথ	পাল
রামজয়	দাস

চৈতন্যচরণ	দেব
নিত্যানন্দ	পাল
শ্রীধর	সেট
ভগবান্‌চন্দ্র	মান্না
মুচিরাম	আস

৪ তাঁতি

সুখময়	দাস
কার্ত্তিকদাস	দত্ত
গণেশচন্দ্র	দেব
ভবানীপ্রসাদ	সেন
গোরাচাঁদ	সিংহ
ভাগবত	কর
জগদীশ	পাল

৩ তিলি

দশরথ	কুণ্ড
গঙ্গাপ্রসাদ	চিলিমিলি
গৌরাঙ্গ	নন্দী
রামদুলাল	নন্দী
ভীমসেন	শী
ভুবনমোহন	ভড়

(৩৮)

সহদেব	চন্দ্র
ভূতনাথ	আস
চন্দ্রমণি	তোষ
কাশীনাথ	গুঁই
বদনচন্দ্র	গুজুরি
রামনিধি	মান্না
শচীকুমার	কুণ্ড
গোবর্দ্ধন	ভদ্র
মনোহর	লাহা
রাধাকিশোর	বীর
জগন্নাথ	রুই
কৃষ্ণকান্ত	রক্ষিত
মাণিক্যচন্দ্র	আকুলি
হলধর	মাকড়
মাধবরাম	সেট
চূড়ামণি	বসাক

৫ ময়রা।

মুক্তারাম	ঢাকি
নবচৈতন্য	মান্না
প্রসাদচন্দ্র	দাস
গৌরীপ্রসাদ	ধাড়া
মুরহর	আসপতি
রামশঙ্কর	বাঘ
মোহনলাল	মালিক
সদানন্দ	নাগ
হরলাল	গাদি
যজ্ঞেশ্বর	লাড়ু

৬ বারুই।

নন্দনন্দন	নন্দী
যদুনাথ	দেব
গঙ্গাদাস	দত্ত

(৩৯)

চিন্তামণি	কুণ্ড
সব্বপচন্দ্র	আস
শিবরাম	গুঁই
রবিদাস	মূলা
রাইচাঁদ	পাল

৭ কুমার।

যুগলকিশোর	পাল

রসময়	বাঘ
শিবনারায়ণ	সেন
চিন্তামণি	কুচিল্যা
রাঘবেন্দ্র	দেব
দ্বারকানাথ	গাছু

৯ নাপিত।

রাজকৃষ্ণ	ধাড়া

যুধিষ্ঠির	কুণ্ড
রঘুনাথ	চাক
রামকৃষ্ণ	সিগিড়ি

৮ কর্ম্মকার

রামকান্ত	দাস
মধুসূদন	দত্ত
বৈদ্যনাথ	মাথুর
রত্নেশ্বর	সাহা
লক্ষ্মীকান্ত	শীল
নিত্যানন্দ	খটেল
পঞ্চানন	বাঘ
রাজারাম	দাস
ভজহরি	রাণা
রামপ্রসাদ	চন্দ্র
গোপীমোহন	মান্না
গোলোকচন্দ্র	লাহা
অক্রূরচন্দ্র	বেজ

(৪০)

পাঁচ প্রকার বণিক্।

১ গন্ধবণিক্।

রাধাচরণ	দত্ত
রামনাথ	পাল
দুর্গাদাস	সিংহ
রাধামাধব	সেন
কৃষ্ণমোহন	দাস
ভোলানাথ	রুদ্র
রামকমল	কর
রামকানাই	কুণ্ড
শ্রীকালী	ভদ্র
রামকিঙ্কর	দাঁ
রামকুমার	সাহু
নন্দকুমার	ছেঁকি
রামকৃষ্ণ	নাগ
রামগতি	লাহা

২ কাংস্যবণিক্

গোপালকৃষ্ণ	দত্ত
সুধারাম	গুঁই
রামচরণ	দে
কৃষ্ণজীবন	নন্দী
রামতনু	দাস
রাজচন্দ্র	নন্দন

৩ শঙ্খবণিক্।

রুক্মিণীকান্ত	হাঁস
রূপচন্দ্র	ভদ্র
রামচাঁদ	কুণ্ড
কালাচাঁদ	দত্ত
গোবিন্দপ্রসাদ	চন্দ্র
মনোহর	নন্দী
লক্ষ্মণচন্দ্র	বন্ধু
লক্ষ্মীকান্ত	দাস

(৪১)

রামধন	হাঁচড়া
রাসবিহারি	আদক
শ্যামাচরণ	পাল
রঘুনাথ	বর্দ্ধন

লোকনাথ	বাঘ
রামশঙ্কর	পাল
রামকান্ত	গোল
শম্ভুচন্দ্র	বারিক
রাধানাথ	সাঁতরা
শিবসেবক	কালিয়া
শান্তিরাম	মাড়
শিবচন্দ্র	মান্না

---

৪ সুবর্ণ বণিক

গোবর্দ্ধন	দেব
রামদয়াল	দত্ত
গোবিন্দচন্দ্র	ধর
শিবরাম	লাহা
বিশ্বম্ভর	সেন
শ্যামসুন্দর	নন্দী

শ্রীকান্ত	নাথ
শ্রীকৃষ্ণ	চন্দ্র
রামদাস	বড়াল
বৈষ্ণবদাস	আঢ্য
হিরালাল	শীল
মতিলাল	সিংহ
গঙ্গাকান্ত	দাস
শ্রীপতি	দাঁ
হরিশ্চন্দ্র	পাণি

---

৫ মণিবণিক্
অর্থাৎ জহরী।

রামচন্দ্র	জহরী
শিবদাস	বারিক
রঘুনাথ	নাগ
হরিহর	দেব

---

(৪২)

শিবচন্দ্র	দাঁ
হরিহর	বন্ধু

তাম্বূলী

অর্থাৎ তামূলী অর্থাৎ ঐ জাতিতে। সিংহ, রক্ষিত, দেব, আস, গুহ, কুন্ডু, কর, পাল, নন্দী, সানাই, কোঁচ, সেন, দত্ত, এইকয় উপাধি আছে

রাজপুত

আগুরি

ঐ জাতিতে কুন্ডু, কুণ্ডার, কেশ, তা, পাল, দত্ত, পো, সাম, দেব,

রামধন	রাজ

পটুয়া।

রঘুনাথ	পটুয়া
প্রেমচাঁদ	গুঁড়ি
রামদাস	সানা

ভাস্কর।

বৈষ্ণবচরণ	দাস
রঘুনাথ	সাঁই

সূত্রধর।

বিশ্বনাথ	পাল

এই উপাধি আছে।

লোড়ি।

রঘুনাথ লোড়ি
রামকিশোর সকলি

ভোলানাথ মারিক

কলু।

ষষ্ঠীদাস কলু

(৪৩)

কেশবচন্দ্র দাস
রামনিধি সাধূখাঁ
সনাতন সেকরা

কৈবর্ত্ত

পার্ব্বতীদাস দাস
লক্ষ্মীনারায়ণ হাঁচড়া
লালবিহারী আদক
লোকনাথ বাঘ
রামশঙ্কর পাল
শত্রুঘ্ন গোল
শম্ভুচন্দ্র বারিক
রাসবিহারি সাঁতরা
গোলোকচন্দ্র কলিয়া
প্যারিমোহন মাড়
শিবকৃষ্ণ মান্না

শুড়ি।

মধুসূদন সাহা
চন্দ্রমাধব দাস
মোহনলাল মালা
ব্রজনাথ সাঁই

মুচি।

পরাণ মুচি

ধোবা।

সার্থক ধোবা

বাইতি।

রামকৃষ্ণ বাইতি

বেদে।

চিন্তামণি বেদে

(৪৪)

গুঁড়ি।

জগন্নাথ গুঁড়ি

ভূমি-মালী।

গোপাল ভূমিমালী

চুনরি।

লোচনরাম চুনরি

কপালী।

বিশ্বনাথ কপালী

ডোম।

রামতনু ডোম

দুলে।

সাতকড়ি দুলে

বাগ্দি।

রামসুন্দর বাগ্দি

তিওর।

রাধানাথ তিওর

চর্ম্মকার।

নিমাইচাঁদ চামার

চণ্ডাল।

রামকুমার চাঁড়াল

মুর্দ্দরফরাস।

রামচন্দ্র মুর্দ্দরফরাস

হাড়ি।

সরূপচন্দ্র হাড়ি।

কাঁড়ার।

কৃষ্ণমণি কাঁড়ার

(৪৫)

কেওড়া।

কার্ত্তিক কেওড়া

মালা।

রামজীবন মালা

পোদ।

হলধর পোদ

লোঁদ।

কানাইদাস লোধ

ঘড়ই।

ভিকারিদাস ঘড়ই

কেওট।

সুধারাম কেওট

ব্রাহ্মণের বিদ্যা সম্বন্ধি উপাধি।

বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাপঞ্চানন, বিদ্যাবাচস্পতি, বিদ্যানিধি, বিদ্যার্ণব, বিদ্যানিবাস, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাবিনোদ, ন্যায়ালঙ্কার, ন্যায়বাগীশ, ন্যায়পঞ্চানন, ন্যায়রত্ন, ন্যায়ভূষণ, সিদ্ধান্তশিরোমণি, সিদ্ধান্তশেখর, সার্ব্বভৌম, তর্কসরস্বতী, শিরোমণি, সভাপতি, চূড়ামণি, অলঙ্কারবাগীশ, ভট্টাচার্য, গোস্বামী

(৪৬)

বিষয়ের উপাধি

রায়রায়ান্, কানুন্গো, মজুমদার, মজুয়াদার, রায়, চৌধুরী, বিশ্বাস, শিক্দার, দেওয়ান্, নায়েব, পেশকার, কার্কুন, হালদার, হাওয়ালাদার, করোরি, হাজরা, হাজারি, ব্যবহর্ত্তা, সরখেল, মাহাতি, পাটওয়ারি, খাজাঞ্চি, মুহরি,

মুন্সী, বক্‌সি, নাজির, জমাদার, মৃধা, লস্কর, ভূঁয়া, মল্লিক, খাঁ, খান, সরকার, মন্ডল, প্রামাণিক, তলাপাত্র, মুস্তফি, অধিকারী, ফৌজদার, তরফ্‌দার, কেরাণি।

বৈদ্যের বিদ্যা সম্বন্ধে উপাধি।

বিশারদ, কণ্ঠাভরণ, সভাভরণ, ধন্বন্তরি, কবিভূষণ, কবিচন্দ্র, কবিরত্ন, কবিকর্ণপুর, কবিশেখর, কবিবল্লভ, কবীন্দ্র, কবিরাজ, কণ্ঠভূষণ, রত্নভূষণ, বৈদ্যরাজ, বৈদ্যশিরোমণি, বৈদ্যোত্তম, বৈদ্যরত্ন, বৈদ্যতিলক, বৈদ্যেন্দ্র, বৈদ্যচূড়ামণি, বৈদ্যচন্দ্র।

---

(৪৭)

পাঠ।

ইন্দ্রিয় সংযম ও সতকথন প্রয়োজন।

জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ।

যাহার দ্বারা শব্দের জ্ঞান হয় তাহার নাম কর্ণ,

যাহার দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান হয়, তাহার নাম ত্বক্‌। যাহার দ্বারা রূপের জ্ঞান হয়, তাহার নাম চক্ষুঃ। যাহার দ্বারা রস জ্ঞান হয়, তাহার নাম জিহ্বা। যাহার দ্বারা গন্ধ জ্ঞান হয়, তাহার নাম ঘ্রাণ।

কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ অর্থাৎ বাক, পাণি, পাদ এই তিন, এবং অধোইন্দ্রিয়দ্বয়।

যাহারা দ্বারা শব্দের উচ্চারণ করা যায়, তাহার নাম বাক্‌। যাহার দ্বারা বস্তুর গ্রহণ করা যায় তাহার নাম পাণি। যাহার দ্বারা গমন করা যায়, তাহার নাম পাদ। মলমূত্রাদি ত্যাগ যে ইন্দ্রিযের দ্বারা হয় তাহার নাম অধোইন্দ্রিয়।

---

(৪৮)

উক্ত দশ ইন্দ্রিয় যাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্ব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহার নাম অন্তঃকরণ।

এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করা উচিত, যে যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে। ইন্দ্রিয় দমনের শক্তি স্বভাবত কেবল মনুষ্যতে আছে, পশু প্রভৃতির তাদৃশ শক্তি নাই, সুতরাং তাহারা ইন্দ্রিয়প্রবলতারদ্বারা আপনার বিঘ্ন ও পরের হানি পুনঃ২ করিতেছে, অতএব যে মনুস্য ইন্দ্রি শাসনের শক্তি থাকিতেও ইন্দ্রিয়ের দমনে যত্ন না

করে, সে আপনাকে পশুর তুল্যতা প্রাপ্ত করায়, এবং নানা প্রকার দুর্গতি রাজদ্বারে তিরস্কার লোকগ্লানি শরীরগত ক্লেশ ও মনের অস্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ধর্মচিন্তনে অনধিকারী ও লোকযাত্রার উপদ্রব জনক

---

(৪৯)

সে ব্যক্তি হয়। যেমন অগ্নিক্রীড়াতে (অর্থাৎ আতসবাজীতে) অপরাজিতা বৃক্ষ ও কদম্ব বৃক্ষ ইত্যাদি শাখা সকলের পরস্পর যে রূপ সম্বন্ধ, সেই রূপ ইন্দ্রিয় সকলের পরস্পর সম্বন্ধ জানিবে, অর্থাৎ এক শাখার অগ্নি সর্ব্ব শাখাতে ব্যাপ্ত হইয়া ঐ অগ্নিক্রীড়ার বৃক্ষকে সমূলে দগ্ধ করে করে, সেই রূপ এক ইন্দ্রিয়ের দোষ অন্য২ ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পুরুষের নাশের কারণ হয়, প্রত্যক্ষ হইতেছে যে শ্রবণে কোন সৌন্দর্য্য বার্ত্তা শুনিয়া আসক্ত হইলে পশ্চাৎ দৃষ্টির লালসা হয়, দৃষ্টির লালসার অনন্তরই স্পর্শের বাসনা জন্মে, তখন কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল অর্থাৎ হস্ত পাদাদি তাহার অনুকূল হয়, সুতরাং এই সকল দোষে পুরুষ আক্রান্ত হইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ব্যক্তির কিম্বা বস্তুর সঙ্গের দ্বারা তাহার প্রাপ্তির কামনা জন্মে, সেই কামনার ভঙ্গ হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রোধ হইলে হিতা

---

(৫০)

হিত বোধ থাকেনা তখন অন্যের বধ আত্মহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত পরিতুষ্ট হয়। অতএব সংসারি জীবকে রথী করিয়া, আর শরীরকে রথ ও বুদ্ধিকে সারথি করিয়া জান, মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব চালাইবার নিমিত্ত সারথির হস্তস্থিত রজ্জু করিয়া জান, আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব, আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ বিষয়কে ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের পথ করিয়া জ্ঞান করহ, শরীর ও ইন্দ্রিয় ও মনঃ এই সকল বিশিষ্ট যে জীব তাহাকে পণ্ডিতেরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহেন। যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বকে চালাইতে অপটু হয় আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে না পারে তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসকল বশে থাকে না, যেমন লৌকিক সারথির অশিক্ষিত অশ্ব সকল দুষ্টতা করে, কিন্তু যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বকে চালাইতে পটু হয়,

---

(৫১)

আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে পারে তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে, যেমন লৌকিক সারথির সুশিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে,

কিন্তু বুদ্ধিরূপ সারথি যাহার অপটু হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে না থাকে সুতরাং সে সর্ব্বদাই দুষ্কর্ম্মান্বিত হয়, এমৎ সারথির দ্বারা জীবরূপ রথী ধর্ম্ম পথ প্রাপ্ত হন না বরঞ্চ সংসাররূপ কষ্টকে প্রাপ্ত হন। যে বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে অতএব সে সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মান্বিত হয় এমৎ রূপ সারথির দ্বারা জীব রূপ রথী সৎপথ প্রাপ্ত হন যে পথকে প্রাপ্ত হইলে পুনরায় দুঃখের প্রাপ্তি হয় না।

যদ্যপি ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান্ রুপুষের (পুরুষের) অজ্ঞানত অথবা মোহপযুক্ত কদাচিৎ স্খলন হয়, তবে তাহার শান্তির নিমিত্ত মনস্তাপ পূর্ব্বক দৃঢ় যত্ন করিবেন যে পুনরায় সেরূপ কর্ম্ম তাঁহা হইতে না হয়।

---

(৫২)

পূর্ব্ব লিখিতের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইতেছে যে যেব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমনের প্রধান কারণ যে সত্য তাহা অবলম্বন করেন তিনিই সব ধর্ম্মের আধার হন, এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই সত্য কথনের প্রকার দর্শাইয়া বিশেষ রূপে বিধি দিয়াছেন অর্থাৎ সত্য কহিবেক প্রিয় কহিবেক, কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, আর মিথ্যা প্রিয়ও কহিবেক না, এস্থলে প্রথম বিধি হইল যে সত্য কহিবেক অর্থাৎ যথা দৃষ্ট যথাশ্রুত কহিবেক তাহার অন্যথা কহিবেক না, দ্বিতীয় বিধি যে প্রিয় কহিবেক অর্থাৎ যাহাকে কহিবেক তাহার প্রিয় কহিবেক। ইহাতে দুই আশঙ্কা সম্ভবে, প্রথম এই যে সত্য যদি অপ্রিয় হয় তবে তাহা কহিবেক কি না ইহার নিবারণ তৃতীয় বিধির দ্বারা হইতেছে, যে সাক্ষি স্থানাদি ব্যতিরেকে সত্য াপ্রিয় হইলে বিনা প্রশ্নে কহিবেক না, যেমন এক ব্যক্তি খঞ্জ তাহাকে খঞ্জ

---

(৫৩)

কহা সত্য বটে কিন্তু অপ্রিয় হয় অতএব তাহাকে খঞ্জ কহিবেক না, যেহেত্ত খঞ্জকে খঞ্জ না কহাতে কোন পাপ নাই এবং কোন দোষ স্পর্শে না কেবল তাহার মনে দুঃখ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় আশঙ্কা যে যদি প্রিয়মিথ্যা হয় তবে তাহা কহিবেক কি না একারণ চত্তুর্থ বিধি যে মিথ্যা প্রিয় কহিবেক না, যেমন এক ব্যক্তি অপণ্ডিতকে পণ্ডিতরূপে কহা তাহার প্রিয় হইবেক বস্তুত মিথ্যা হয় এপ্রযুক্ত এপ্রকার মিথ্যা কহিবেক না যেহেত্ত বক্তার মিথ্যা কথন জন্য পাপ হইবেক এবং যাহা কে কহিবেক তাহার অভিমানের কারণ হইয়া তাহাকে পদে২ হাস্যাস্পদ করাইবেক। সম্পূর্ণের তাৎপর্য্যার্থ যে যখন বাক্য কথনের আবশ্যক হয় তখন সত্যই কহিবেক কদাপি মিথ্যা কহিবেক না।

লোক যাত্রা নির্ব্বাহের মূল ও সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ যে সত্য ইহা লৌকিক যুক্তিতে ও প্রাপ্ত

---

(৫৪)

হইতেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সতবাদী ও সত্যব্যবহারনিষ্ঠ হয় তাহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া স্বধন রক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তিরা আপন সর্বস্ব তাহার হস্তে গচ্ছিত রূপে অপর্ণ করিতেছেন এবং সত্যবাদী ব্যক্তিকে বিশ্বাস দ্বারা অপোগন্ড বালকের ধন রক্ষণে নিযুক্ত করিতেছেন, ও বিচারস্থলে সত্যবাদী ব্যক্তি অবশ্যই জয়ী হয় অসত্যবাদীর পক্ষে কদাপি জয় হয় না, এবং বাণিজ্যাদি ব্যবসায় ও দুষ্টদমন শিষ্ট প্রতিপালন প্রভৃতি যে কোন লৌকিক ব্যবহার তাহা সকল এক সত্যের আশ্রয়ে উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। বিশেষতঃ মনুষ্য জাতির মধ্যে যদ্যপি পরস্পর অন্য২ ধর্ম্ম বিষয়ে মতের অনৈক্য আছে কিন্তু সত্যকথন ধর্ম্ম বিষয়ে তাবদ্দেশীয় পূর্ব্বকালীন ইদানীন্তন লোকের দিগের শাস্ত্রত ও যুক্তিত কোন অংশে বিরোধ নাই এবং এক সত্যের অনুষ্ঠান থাকিলে প্রায় তাবৎ অধর্ম্ম এক

---

(৫৫)

কালে নির্মূল হয়, যেহেত্তু দস্যুক্রিয়া চৌর্য্য, বাভিচার, কৃতঘ্নতা, স্থাপ্যহরণ ইত্যাদি পাপ কর্ম্ম সকল মিথ্যা সহকারিত্ব ব্যাতিরেকে প্রায় হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ হইতেছে এক চোর চুরি করণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে তাহাকে গম্যস্থানের প্রশ্ন যদি কেহ করে যে কোথায় যাইতেছ তখন সে উদ্দেশ্য স্থানকে না কহিয়া অন্য স্থানের নাম কহিবেক এবং যদি কোন শস্ত্রাদি সঙ্গে থাকে তবে তাহাকে অন্যরূপে প্রকাশ করে, যদি গৃহস্থের বাটীতে পূর্ব্বকালে যায় তবে আপনার জাতি ও বাসস্থান ও প্রয়োজন তাবৎ মিথ্যাই কহিবেক, এইরূপ ব্যাভিচারাদি তাবৎ দুষ্কর্ম্ম মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া থাকে। সেই প্রকার পরস্পর বিরোধ বিসম্বাদ সত্যের অনুষ্ঠান থাকিলে প্রায় থাকে না অর্থাৎ উত্তমর্ণ অধমর্ণ যাহাকে মাহজন ও খাদক কহা যায় এবং যে গচ্ছিত করে ও যে গচ্ছিত রাখে ও

---

(৫৬)

যে ভ্রাতাকে বিভাগ দিতে হইবেক ও যে ভ্রাতা বিভাগ লইবেক ইত্যাদি ব্যক্তিদের যদি সত্য অবলম্বন থাকে তবে পরস্পর বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এবং সকলের নিয়মকর্ত্তা ও পাপের দন্ডদাতা প্রকাশস্বরূপ

জগদীশ্বর আমার দিগের অন্তঃকরণে অন্তর্যামীরূপে আছেন, মিথ্যাকথনে তাঁহার সহিত বিরোধের সম্ভাবনা, যেহেতু তিনি সত্যস্বরূপ হয়েন মিথ্যা তাঁহার বিরোধী ধর্ম্ম হয়, অতএব সত্যকথনের দ্বারা তাহার তুষ্টি জন্মাইলে তাহাতেই নিষ্পাপ হওয়া যায়। অতএব সত্যকথনের নিয়ম তাবৎ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, মিথ্যা অধর্ম্মের মূল হয় সুতরাং সত্যকথন সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বথা আবশ্যক হইয়াছে।

সতং পরং ধীমহি।

সমাপ্ত।

(১)

অভয়	কলস	পতন	শরণ
অধর	খনন	পরম	শশক
অধম	গগন	বচন	সকল
অলস	গঠন	বদন	সদয়
অযশঃ	গণক	বপন	সতত
অবশ	গরল	বমন	সকল
আকর	ঘটক	বরণ	সময়
আপদ	চপল	বলয়	সহজ
আলয়	চরণ	ভরণ	হরণ
আশয়	চলন	মরণ	অচলা
আসন	জগৎ	মশক	অবলা
ইতর	জঠর	মহৎ	উপমা
ঈষৎ	জনক	যমক	একদা
উদয়	তনয়	যবন	গণনা
উদর	দশম	রজক	ঘটনা
ঊষর	দশন	লবণ	জড়তা
এতৎ	ধবল	শকট	জনতা
ঔষধ	নগর	শপথ	ভজনা
কপট	পঠন	শয়ন	মমতা

(২)

রচনা	অগার	ললাট	নাগর
শঠতা	অনাথ	সমাজ	নায়ক
সধবা	অভাব	সমান	পাঠক
সহসা	আকাশ	সমাস	পাতক
অবধি	আঘাত	সহায়	পামর
ঔষধ	আচার	হতাশ	পারক
তরণি	আদায়	ধনাশা	পারগ
ধরণি	আভাস	পতাকা	পায়স
পদবি	আযাস(য়)	পলাকা	বানর
বসতি	আলাপ	সমাধা	বামন

জগতী	আহার	উপাধি	বারণ
জননী	উদার	কদাপি	বালক
নগরী	উপায়	পদাতি	বাসর
যবনী	কটাহ	সজাতি	বাহন
রজনী	কপাট	সমাংশী	মানস
রমণী	কপাল	খাদক	যাচক
অপটু	কষায়	গায়ক	যাপন
অখাত	পলাল	ঘাতক	লালস
অগাধ	পলাশ	চামর	শাসন

---

(৩)

সাগর	বিনয়	কুশল	ভেদক
সাহস	বিপদ্	পুলক	লেখক
হারক	বিফল	ভুবন	লেপন
দায়াদ	বিভব	মুষল	শেখর
পাষাণ	বিরল	যুগল	সেবক
বাচাল	বিরহ	সুগম	সেচন
চালনা	বিরত	সুজন	ক্ষেপণ
তাড়না	বিষয়	নূতন	চেতনা
পাঠনা	বিষম	পূজক	লেখনী
বাসনা	মিলন	পূরক	কোটর
ভাবনা	লিখন	পূরণ	কোমল
যাতনা	শিখর	ভূষণ	গোচর
জামাতা	হিংসক	শূকর	ঘোটক
কিরণ	জীবন	কেবল	দোহন
কিয়ৎ	নীরব	ছেদন	পোষণ
তিলক	শীতল	দেবর	ভোজন
দিবস	হীরক	পেচক	রোদন
নিকট	কুপথ	পেষণ	রোপণ
নিয়ম	কুহক	বেতন	রোমশ

(৪)

লোচন	যৌতুক	সংশয়	বণিক্
শোধন	কৃপণ	সংবাদ	মলিন
শোভন	কৃষক	সংসার	মহিষ
শোষণ	বৃহৎ	সংহার	রচিত
ষোড়শ	সৃজন	অখিল	রসিক
সোদর	হৃদয়	অধিক	রহিত
কোকিল	মৃগয়া	অধিপ	সহিত
শোণিত	নৃপতি	অহিত	হরিণ
জৈতস	মৃণাল	আমিষ	ক্ষণিক
শৈশব	শৃগাল	উচিত	কণিকা
শৈবাল	কৃপালু	উদিত	কবিতা
গৌরব	ঘৃণিত	ঐশিক	ঘটিকা
যৌবন	তৃষিত	ঐহিক	ভণিতা
সৌরভ	গৃহিণী	কঠিন	মদিরা
কৌলিক	গৃহীত	খদির	অতিথি
মৌখিক	তৃতীয়	গলিত	পরিধি
যৌগিক	দংশন	চকিত	ভগিনী
লৌকিক	বংশজ	চরিত	মহিষী
কৌপীন	সংযম	পতিত	হরিণী

(৫)

অতীত	নাবিক	নিপাত	বিপিন
অধীন	বালিশ	নিবাস	বিহিত
অলীক	মাসিত	বিকার	মিলিত
গভীর	শাসিত	বিচার	লিখিত
নবীন	শাণিত	বিড়াল	শিথিল
মদীয়	তালিকা	বিধান	শিশির
সজীব	নায়িকা	বিনাশ	শিবির
সটীক	নাসিকা	বিভাগ	শিবিকা
সমীপ	পানীয়	বিরাগ	কিরীট
সমীর	আকুল	বিলাস	নিরীহ

অবীরা	আতুর	বিবাদ	বিনীত
অশীতি	সদৃশ	বিবাহ	বিহীন
অনাদি	দারুণ	বিশাল	শিরীষ
আগামী	মাতুল	বিষাদ	জিগীষা
একাকী	মানুষ	বিহার	নিপুণ
দয়ালু	শালূক	পিপাসা	নিযুত
কায়িক	বালুকা	বিধাতা	পিশুন
দাড়িম	বাতুল	বিমাতা	বিপুল
নাপিত	শামুক	নিবিড়	বিমুখ

(৬)

শিমুল	জীবিত	অযুত	মসূর
নিগূঢ়	পীড়িত	অরুণ	সমূল
বিরূপ	জীবিত	অশুভ	সমূহ
নিমেষ	কীদৃশ	গরুড়	সুরভি
নিঃশেষ	নীরোগ	চতুর	আমোদ
বিদেশ	কুঠার	তরুণ	আদেশ
বিধেয়	কুমার	বকুল	আসেধ
বিশেষ	গুবাক	বহুল	অমোঘ
বিবেকী	তুষার	মুকুন্দ	আমোদী
নিয়োগ	রুচির	মধুর	আরোপ
বিয়োগ	রুধির	রশুন	আলোক
বিরোধ	কুটীর	করুণা	উরভ্র
বিংশতি	পুরুষ	পটুতা	কঠোর
অনেক	মুকুট	লঘুতা	কপোত
অশেষ	মুকুল	অরুচি	চকোর
আবেশ	পূজিত	অশুচি	পটোল
সমেত	সংযোগ	শকুনি	অমৃত
ক্ষীণতা	অনুজ	অগুরু	আবৃত
মীমাংসা	অমুক	ময়ূর	আকৃতি

(৭)

সুতরাং	ব্যসন	প্রয়াণ	প্রদীপ
ছুরিকা	ভ্রমণ	প্রয়াস	প্রবীণ
দুহিতা	শ্রবণ	প্রলাপ	স্বকীয়
দুঃখিত	স্খলন	প্রসাদ	গ্রহীতা
কুলীন	স্মরণ	প্রহার	প্রতীক্ষা
সুকৃতি	স্বরস	শ্মশান	প্রতীতি
সূচনা	প্রণতি	স্বভাব	প্রতীচী
ভূপতি	প্রকাশ	ক্বচিত	প্রতিভূ
ষিক	প্রচার	গ্রথিত	প্রচুর
ভূমিকা	প্রণাম	জ্বলিত	ভ্রূকুটি
ক্রমশঃ	প্রদান	ত্বরিত	শ্বশুর
গ্রহণ	প্রধান	ধ্বনিত	স্বরূপ
লন	প্রবাল	স্থগিত	প্রকৃত
প্রখর	প্রবাস	স্ফটিক	প্রকৃতি
প্রণয	প্রবাহ	ক্ষণিক	প্রভৃতি
প্রথম	প্রভাত	প্রতিমা	প্রভেদ
প্রবল	প্রভাব	প্রতিভা	প্রবেশ
প্রলয়	প্রমাণ	ত্বদীয়	প্রমোদ
প্রহর	প্রমাদ	প্রণীত	প্রবোধ

(৮)

প্রয়োগ	ব্যামোহ	অগণ্য	আয়ত্ত
প্রশংসা	ত্রিফলা	অদণ্ড্য	আলস্য
দ্বাদশ	স্থিরতা	অধর্ম্ম	আসক্ত
ন্যায়তঃ	দ্বিতীয়	অনন্ত	আসন্ন
ভ্রামক	ত্রিগুণ	অনর্থ	একত্র
স্থাপন	দ্বিগুণ	অপত্য	এরণ্ড
স্থাবর	ত্রিশূল	অপথ্য	কদম্ব
স্বাক্ষর	স্ত্রীধন	অপক্ব	কদর্য্য
প্রাসাদ	শ্রীফল	অবধ্য	কলঙ্ক
ব্যাঘাত	ক্ষীণতা	অরণ্য	জঘন্য

ব্যাপার	স্বীকার	অলক্ষ্য	তটস্থ
ত্রাসিত	ক্রূরতা	অবশ্য	তরঙ্গ
প্লাবিত	ন্যূনতা	অশক্ত	পরশ্বঃ
স্থাপিত	স্থূলতা	অসভ্য	নমস্য
ব্যাপিকা	স্বৈরিণী	অসহ্য	বসন্ত
প্রাচীন	স্ফোটক	অসংখ্য	মহত্ত্ব
প্রাচীর	জ্যোতিষ	আজন্ম	রহস্য
ব্যাকুল	অকথ্য	আদর্শ	লবঙ্গ
ব্যাপৃত	অখণ্ড	আনন্দ	সমগ্র

---

(৯)

সমর্থ	আচার্য্য	অনিত্য	সতীর্থ
সমক্ষ	আমান্ন	অসিদ্ধ	পরীক্ষা
সমস্ত	আরাধ্য	আতিথ্য	অকীর্ত্তি
সহস্র	একান্ত	আদিষ্ট	অযুক্ত
অগত্যা	একার্থ	আবিষ্ট	অশুদ্ধ
অবজ্ঞা	ঔদাস্য	কনিষ্ঠ	অসুস্থ
অবস্থা	কটাক্ষ	ঘনিষ্ঠ	চতুর্থ
আশঙ্কা	গবাক্ষ	চরিত্র	মনুষ্য
ইয়ত্তা	ধনাঢ্য	দরিদ্র	সকুল্য
তপস্যা	পদার্থ	পবিত্র	সমুদ্র
সমস্যা	পরাস্ত	বলিষ্ঠ	অপূর্ব্ব
সসত্ত্বা	পরার্দ্ধ	সপিণ্ড	অমূল্য
অলক্ষ্মী	মহার্ঘ্য	হবিষ্য	কটূক্তি
তপস্বী	বদান্য	হরিদ্রা	অদৃশ্য
সপত্নী	যথার্থ	জয়িত্রী	অদৃষ্ট
অপাঠ্য	সমাপ্ত	অনিচ্ছু	সমৃদ্ধ
অভাগ্য	আকাঙ্ক্ষা	সহিষ্ণু	যথেষ্ট
অমাত্য	আকাঙ্ক্ষী	অজীর্ণ	সচেষ্ট
অশাস্ত্র	অনিষ্ট	অভীষ্ট	অপেক্ষা

(১০)

উপেক্ষা	পাপিষ্ঠ	বিভাজ্য	সুগন্ধ
অদৈন্য	বাণিজ্য	নিমিত্ত	সুবর্ণ
অধৈর্য্য	বাহুল্য	নিষিদ্ধ	পুনর্ভূ
অযোগ্য	মাধুর্য্য	বিচিত্র	ক্ষুধার্ত্ত
আরোগ্য	নিমগ্ন	বিভিন্ন	দুরাত্মা
পরোক্ষ	নিরস্ত	বিশিষ্ট	কুটুম্ব
মনোজ্ঞ	বিতর্ক	চিকিৎসা	সুষুপ্তি
সগোত্র	বিপক্ষ	তিতিক্ষা	মুমূর্ষু
কায়স্থ	বিভক্ত	নিকুঞ্জ	সুদৃশ্য
চাপল্য	বিরক্ত	নিযুক্ত	দুরন্থ
দাসত্ব	বিলম্ব	বিরুদ্ধ	ভূকম্প
রাজত্ব	বিষণ্ণ	নিকৃষ্ট	চূড়ান্ত
পাষণ্ড	বিসর্গ	নিবৃত্ত	দেবস্ব
লাবণ্য	হিরণ্য	পিতৃব্য	তেজস্বী
সামগ্রী	নিয়ন্তা	নিবৃত্তি	কৈবর্ত্ত
সামান্য	বিভক্তি	শীতার্ত্ত	দৈবজ্ঞ
সাহায্য	বিতস্তি	রীতিজ্ঞ	চৈতন্য
দাবাগ্নি	দিনান্ত	ভুজঙ্গ	বৈষম্য
দারিদ্র্য	নিতান্ত	যুবত্ব	বৈমাত্র

(১১)

নৈপুণ্য	অক্ষম	উত্তর	খণ্ডন
পৈশুন্য	অক্ষয়	উৎপল	গর্জ্জন
রোগার্ত্ত	অক্ষর	উৎসব	গর্দ্দভ
লোমাঞ্চ	অগ্রজ	উদ্যত	গহ্বর
গোবৈদ্য	অঙ্গজ	উদ্যম	ঘর্ষণ
সৌগন্ধ্য	অঙ্গন	উদ্ভট	চঞ্চল
দৌরাত্ম্য	অর্জ্জক	উদ্ভব	চন্দন
সৌভাগ্য	অর্পণ	উন্নত	চম্পক
সৌহার্দ্দ	অঞ্চল	উল্বণ	চর্ব্বণ
কৌটিল্য	অন্ত্যজ	ঊর্দ্ধক	জঙ্গল

দৌহিত্র	আক্রম	কঙ্কণ	জর্জ্জর
কৌলীন্য	আগ্রহ	কচ্ছপ	তক্ষক
কৃতঘ্ন	আত্মজ	কজ্জল	তর্পণ
কৃতজ্ঞ	আর্দ্রক	কণ্টক	তর্জ্জন
মৃদঙ্গ	আশ্রম	কম্বল	দত্তক
গৃহস্থ	আশ্রয়	কর্দ্দম	দর্পণ
তৃষার্ত্ত	উজ্জ্বল	কর্ত্তন	দর্শক
কৃশাঙ্গী	উৎকট	কর্কশ	নশ্বর
সংসৃষ্ট	উত্তম	খঞ্জন	পঙ্কজ

(১২)

পঞ্জর	মস্তক	বর্ণনা	অম্লান
পর্ব্বত	রক্ষক	ভদ্রতা	অঙ্গার
পল্লব	লঙ্ঘন	ভগুতা	অজ্ঞান
বঞ্চক	লম্পট	ভর্ৎসনা	আঘ্রাণ
বণ্টন	সচ্ছল	মন্ত্রণা	আশ্বাস
বৎসর	সঞ্চয়	যন্ত্রণা	আস্বাদ
বন্ধন	সত্বর	সর্ব্বদা	আহ্বান
বন্ধক	সপ্তম	অঞ্জলি	উৎখাত
বর্ষণ	সম্ভ্রম	উন্নতি	উত্তাপ
বল্কল	সম্যক্	মঞ্জরী	উত্থান
বল্লভ	সর্ষপ	যদ্যপি	উৎপাত
ভর্ৎসন	অঙ্গনা	সম্মতি	উৎসাহ
মঙ্গল	অন্যথা	সঙ্গতি	উদ্গার
মজ্জন	অপ্সরা	সন্ততি	উদ্ধার
মন্থন	উর্ব্বরা	সম্প্রতি	উদ্যান
মণ্ডল	কল্পনা	মণ্ডলী	উদ্বাহ
মর্কট	গঞ্জনা	অধ্যায়	উল্লাস
মর্দ্দন	বঞ্চনা	অন্যায়	কর্ম্মার
মধ্যম	বন্দনা	অভ্যাস	চণ্ডাল

(১৩)

পর্ব্বাহ	আশ্রিত	পঞ্জিকা	ভল্লুক
পশ্চাৎ	আহ্নিক	মাক্ষিকা(ম)	আক্ষেপ

সঞ্চার	ইঙ্গিত	দক্ষিণা	আগ্নেয়
সৎকার	ইন্দ্রিয়	আত্মীয়	উদ্রেক
সদ্ভাব	ঈপ্সিত	অঙ্কুর	উদ্বেগ
সন্তান	উত্থিত	অঙ্গুল	উদ্দেশ
সন্ধান	গর্ব্বিত	অদ্ভুত	সন্দেহ
সম্মান	গর্হিত	অর্ব্বুদ	অক্ষোভ
সম্রাট্	দর্পিত	ইচ্ছুক	আক্রোশ
সপ্তাহ	দক্ষিণ	উৎসুক	উৎকোচ
অখ্যাতি	পশ্চিম	উন্মুখ	উদ্যোগ
অস্থায়ী	বঞ্চিত	তণ্ডুল	কাঞ্চন
অন্যায়ী	মন্দির	মদ্গুর	বান্ধব
সন্ন্যাসী	লজ্জিত	সম্মুখ	ভাস্কর
অঙ্কিত	শঙ্কিত	অঙ্গুলি	রাঙ্কব
অন্তিম	সঞ্চিত	অঙ্গরী	রাক্ষস
অন্বিত	সজ্জিত	কর্পূর	সার্থক
অর্পিত	ক্ষত্রিয়	খর্জ্জুর	হাঙ্গর
অস্থির	চন্দ্রিকা	গণ্ডূষ	সান্ত্বনা

(১৪)

ভাণ্ডার	বিক্রম	নিষ্ক্রিয়	দুর্গম
সাক্ষাৎ	বিক্রয়	নিশ্চিত	দুর্ঘট
বার্ত্তাকী	বিগ্রহ	পিচ্ছিল	দুর্ব্বল
বার্ষিক	বিস্তর	মিশ্রিত	দুর্লভ
ধার্ম্মিক	বিস্ময়	শিক্ষিত	দুষ্কর
লাঙ্গূল	বিহ্বল	বিক্রীত	পুস্তক
কিঙ্কর	শিক্ষক	নির্গুণ	দুর্ভাগা
চিক্কণ	নির্ব্বাণ	নিষ্ঠুর	তুল্যতা
নির্জ্জন	নিস্তার	বিদ্রূপ	দুর্গতি
নিগ্রহ	নির্মাণ	বিদ্যুৎ	সুখ্যাতি
নির্দয়	বিখ্যাত	হিঙ্গুল	সুস্বাদু
নির্ধন	বিদ্বান্	নিস্পৃহ	মুদ্রিত
নিন্দক	বিন্যাস	নির্বৃতি	কুণ্ঠিত

নির্ভর	বিশ্বাস	নিক্ষেপ	কুৎসিৎ
নির্ম্মল	শিষ্টতা	বিচ্ছেদ	সুস্থির
নিশ্চয়	কিঞ্চিৎ	বিক্রেতা	কুম্ভীর
নিষ্ফল	চিন্তিত	কীর্ত্তন	কুক্কুর
পিঙ্গল	চিত্রিত	তীক্ষ্ণতা	কুঙ্কুম
পিত্তল	নিন্দিত	দীর্ঘিতা	শুশ্রূষা

(১৫)

দুষ্কৃত	অত্যল্প	সম্পর্ক	উদ্বিগ্ন
ধূর্ত্ততা	অধ্যক্ষ	সম্পন্ন	বর্দ্ধিষ্ঠ
ঘৃণিত	অন্যত্র	সর্ব্বস্ব	সন্দিগ্ধ
মূর্চ্ছিত	অশ্বত্থ	সম্বন্ধ	উত্তীর্ণ
মৃন্ময়	আচ্ছন্ন	সর্ব্বত্র	অক্ষুব্ধ
শৃঙ্খলা	আদ্যন্ত	উৎকণ্ঠা	অদ্যুক্ত
হৃদ্যতা	আশ্বস্ত	সদ্বক্তা	সন্তুষ্ট
কৃত্রিম	আশ্চর্য্য	উৎপত্তি	সম্পূর্ণ
মৃত্তিকা	উচ্ছন্ন	সম্পত্তি	অস্পৃশ্য
যোগ্যতা	উত্তপ্ত	অস্বাস্থ্য	উদ্বৃত্ত
সংশ্রয়	উৎসর্গ	জন্মান্ধ	কর্ত্তৃত্ব
সংস্কার	উদ্বর্ত্ত	পত্রাঙ্ক	অন্যোন্য
সংস্থান	উন্মত্ত	মধ্যাহ্ন	সম্পোষ্য
সংস্কৃত	ঐশ্বর্য্য	সম্ভ্রান্ত	ক্রন্দন
সঙ্কেত	কণ্ঠস্থ	মন্দাগ্নি	প্রত্যয়
সংক্ষেপ	কর্ত্তব্য	সিদ্ধান্ত	প্রস্তর
সঙ্কোচ	নক্ষত্র	সিন্দূর	ব্যঞ্জন
সন্তোষ	মধ্যস্থ	সংক্রান্তি	ব্যত্যয়
অত্যন্ত	বক্তব্য	উচ্ছিষ্ট	ভ্রষ্টতা

(১৬)

প্রশ্বাস	প্রসন্ন	ত্রিসন্ধ্যা	বিদ্যার্থী
প্রস্থান	স্বতন্ত্র	দ্বিরুক্তি	নির্দ্দিষ্ট
প্রক্রিয়া	স্বধর্ম্ম	শ্রোতব্য	নির্ব্বুদ্ধি
প্রস্তুত	প্রকাণ্ড	পার্থক্য	দুর্গন্ধ

প্রত্যূষ	প্রবিষ্ট	বাৎসল্য	দুঃস্বপ্ন
প্রাক্তন	প্রসিদ্ধ	বার্দ্ধক্য	কুষ্মাণ্ড
প্রান্তর	প্রতিজ্ঞা	বাস্তব	দুর্ব্বুদ্ধি
ব্রাহ্মণ	প্রতিষ্ঠা	পাণ্ডিত্য	দুর্ম্মূল্য
প্রার্থনা	প্রতীক্ষা	সান্নিধ্য	সহাস্য
শাস্ত্রীয়	প্রফুল্ল	গাম্ভীর্য্য	দৃষ্টান্ত
শাস্ত্রোক্ত	প্রবৃত্তি	নির্গন্ধ	বৃত্তান্ত
ব্যুৎক্রম	প্রপৌত্র	নির্লজ্জ	সৌন্দর্য
ক্ষুদ্রতা	প্রাণান্ত	নিষ্পন্ন	প্রচ্ছন্ন
ক্ষুদ্বোধ	দ্বারস্থ	নিষ্পত্তি	প্রত্যক্ষ
শ্রোত্রিয়	প্রাখর্য্য	নির্ধার্য্য	স্বচ্ছন্দ
প্রচণ্ড	গ্রামস্থ	রাদ্ধান্ত	ব্রহ্মত্ব
প্রশস্ত	জ্ঞাতিস্ব	বিজ্ঞাপ্তি	ব্রহ্মাণ্ড

---

(১৭)

উহ্য ক্রিয়বাক্য।	উক্ত ক্রিয়বাক্য।
উত্তম আশয়	প্রশংসা করিব
অত্যন্ত অভ্যাস	ব্যুৎপত্তি জন্মিবে
নূতন আস্বাদ	জীবিকা পাইবে
তৃষ্ণার্ত্ত হরিণ	স্মরণ করিও
অসহ্য যাতনা	নৈরাশ হইলে
ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ	বৃত্তান্ত শুনহ
বিশেষ দৌরাত্ম্য	শাস্ত্রার্থ জানিব
যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য	দূরস্থ হইব
অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ	সংবাদ লিখিবে
ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসী	লেখনী ধরিব
ক্ষণিক সম্পত্তি	প্রসন্ন দেখিব
সম্পূর্ণ প্রত্যাশা	প্রামাণ্য হইবে
দারিদ্র্য স্বভাব	ভূষিত থাকিবে
নবীন নীতিজ্ঞ	পরশ্বঃ যাইবে
কৌলীন্য মর্য্যাদা	আশ্চর্য্য শুনিবে

প্রমাণ জিজ্ঞাসা	নূপুর বাজিবে
উজ্জ্বল প্রদীপ	বিশ্বাস হইলা
যথার্থ প্রদীপ	নিশ্বাস বহেনা

(১৮)

তিন পদে বাক্য।

দুর্জ্জন	সংসর্গ	নিষিদ্ধ
তীরস্থ	প্রাচীর	অস্থায়ী
পরস্ব	হরণে	অধর্ম্ম
বিষয়	বিনাশে	দুঃখিত
কটূক্তি	শ্রবণে	বিরক্ত
কৃতজ্ঞ	পুরুষ	যশস্বী
পরীক্ষা	গ্রহণে	নিপুণ
রাজস্ব	প্রদানে	সত্বর
স্বদেশ	রক্ষণে	উদ্যোগী
শব্দার্থ	শ্রবণ	করিলে
প্রাচীন	বৃত্তান্ত	পড়িব
নিগূঢ়	মীমাংসা	শুনিবে
শরীরে	লাবণ্য	বাড়িল
মশকে	দংশন	করিল
প্রতিভূ	বিদেশে	যাইবে
অবশ্য	সন্দিগ্ধ	হইবে
সর্বস্ব	স্বাধীনে	রাখিল
শিশুকে	সান্ত্বনা	করহ

(১৯)

চারি পদে বাক্য।

জনক	চরণে	সহস্র	প্রণাম
যাদৃশী	মন্ত্রণা	তাদৃশী	ঘটনা
অস্বাস্থ্য	দর্শনে	সর্ব্বদা	শঙ্কিত
শীতল	কিরণে	শরীর	সুস্নিগ্ধ
কুনীতি	শোধনে	যোগ্যতা	প্রকাশ
বর্দ্ধিষ্ঠ	মনুষ্যে	সম্মান	কর্ত্তব্য

শিশির	সময়ে	প্রফুল্ল	হইত
সুস্বর	শুনিয়া	সন্তুষ্ট	থাকিল
নির্ম্মল	সৈন্ধব	লবণ	আনিবে
ষোড়শ	বৎসর	অতীতে	আসিবে
পণ্ডিত	সমাজে	প্রতিষ্ঠা	পাইল
ধর্ম্মিষ্ঠ	ব্যক্তিকে	বিশ্বাস	করহ

ত্র্যক্ষর শব্দের পাঠ।

শিক্ষিত শিশুরা পুস্তক দেখিয়া প্রত্যহ আহ্লাদে থাকেন, অবোধ মূর্খেরা কলহ নিদ্রাদি করিয়া কদাচ সানন্দ থাকিতে পারে না।

উত্তম বালক সর্ব্বদা পিতার আদেশ পালন করেন, জনক জননী শিক্ষক ইহারা

(২০)

যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কখন ক্রীড়াতে আবিষ্ট নহেন।

বিদ্যার্থি সুবোধ শিশুরা যখন শিক্ষার নিমিত্তে শিক্ষক সমীপে যায়েন তখন প্রথমে তাহাকে সম্মান করিয়া পুস্তক অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

যাহারা শৈশব সময়ে আলস্য প্রযুক্ত লিখন পঠনে বিরক্ত হইয়া ক্রীড়াতে নিতান্ত আসক্ত, তাহারা আপন শরীর পতন পর্য্যন্ত তাবৎ মনুষ্য কর্ত্তৃক অত্যন্ত নিন্দত হয়েন, বিশেষ গুণজ্ঞ পণ্ডিত সমাজে পূর্ব্বোক্ত লোকেরা কদাপি মনুষ্য স্বরূপে গণিত হয় না, বরঞ্চ বিশিষ্ট বিদ্বান্ ব্যক্তিরা অবজ্ঞা পূর্ব্বক তাদৃশ জনকে পশ্বাদি সদৃশ জানিযা উপেক্ষা করেন।

দ্ব্যক্ষর ও ত্র্যক্ষর শব্দের পাঠ।

ফলযুক্ত বৃক্ষ এবং গুণী মনুষ্য সর্বদা নম্র হয়, মিন্তু (কিন্তু) শুষ্ক কাষ্ঠ আর মূর্খ ইহারা কেহ ভগ্ন কেহবা নষ্ট হয় তথাপি কদাচ নম্র হয় না।

(২১)

সমক্ষে প্রিয় বাক্য কহে এবং পরোক্ষে শত্রুতা করে এমন যে দুর্জ্জন ব্যক্তি তাহাকে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে যেহেতু তাঁহার জিহ্বাগ্রে মধু ক্ষরে এবং মনের মধ্যে বিষথাকে।

যে বালক সর্বদা পবিত্র থাকে এবং আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যহ নির্ম্মল করে আর আপন বস্ত্রাদি শুভ্র রাখে সেই বালক উত্তম শ্রীযুক্ত

হয় এবং সকল লোকে তাহাকে দেখিয়া স্নেহ করে।

বালকগণ প্রথমে আবিষ্ট হইয়া শীঘ্র লেখা পড়া শিখিলে এবং নীতি শাস্ত্র অভ্যাস করিলে পরে দর্শন শাস্ত্র পাঠে সমর্থ হয় এবং তাহাতে পরম প্রীতি তথা ভাবি লাভের আশ্বাস পায়, ঐ শাস্ত্রে যে সকল বিশেষ কথা আছে তাহা সর্ব্বাগ্রে তাহারদিগের তাদৃশ বোধ গম্য হয় না, কিন্তু প্রবীণ হইলে তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারে এবং নিয়ত শ্রম দ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আমোদী হইলে উত্তম বিজ্ঞ .... (অসম্পূর্ণ)।

শিশুসেবধি।

বর্ণমালা

প্রথম ভাগ

বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে

হিন্দুকালেজান্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার নির্বাহক

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা

সংগৃহীত হইয়া

নবমবার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

কলিকাতা।

ইষ্টাণহোপ যন্ত্রালয়, নং ১৮০, বহুবাজার।

সন ১৮৫৪ সাল।

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ব শ
ষ স হ ক্ষ

অ আ ই ঈ উ ঊ
ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ
ও ঔ অং অঃ।

---

(২)

ব্যুৎক্রম ব্যঞ্জন

ব র ঝ ক ধ ঘ
য ষ ফ চ ঠ ছ
ট ঢ ভ ত ড জ
ঙ থ খ গ প শ
ন ল ণ ম স হ
ক্ষ ঞ দ।

ব্যুৎক্রম স্বর

আ অ ঐ এ ঈ ঊ
ঋ ঌ ৠ ৡ ঔ উ
ই ও অঃ অং।

(৩)

ফলা

য র ল ব ন ম ঋ

্য ্র ্ল ্ব ্ন ্ম ৃ

ক্য ক্র ক্ল ক্ব ক্ন ক্ম কৃ

ঌ র

কৢ র্ক

---

(৪)

অ আ ই ঈ উ ঊ

া ি ী ু ূ

ক কা কি কী কু কূ

এ ঐ ও ঔ অং অঃ

ে ৈ ো ৌ ং ঃ

কে কৈ কো কৌ কং কঃ

---

(৫)

ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ঙ

ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ঞ্ঞ

ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ ণ্ণ

ন্ত ন্থ ন্দ ন্ধ ন্ন

ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম

ঙ্য র ঙ্ল ঙ্ব ঙ্শ

ঙ্ষ ঙ্স ঙ্হ ঙ্ক্ষ

(৬)

স্ক স্খ দ্গ দ্ঘ ঙ্ক্র

শ্চ শ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ঞ্চ

ষ্ট ষ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ ণ্ঠ

স্ত স্থ ন্দ ন্ধ হ্ণ

স্প স্ফ দ্ব ন্ত ক্ম

হ্য হ্র হ্ল হ্ব ট্শ

ট্ষ ট্স ট্হ ট্ক্ষ।

---

(৭)

কা কি কী কু কূ কে কৈ কো কৌ কং কঃ
খা খি খী খু খূ খে খৈ খো খৌ খং খঃ
গা গি গী গু গূ গে গৈ গো গৌ গং গঃ
ঘা ঘি ঘী ঘু ঘূ ঘে ঘৈ ঘো ঘৌ ঘং ঘঃ
চা চি চী চু চূ চে চৈ চো চৌ চং চঃ
ছা ছি ছী ছু ছূ ছে ছৈ ছো ছৌ ছং ছঃ
জা জি জী জু জূ জে জৈ জো জৌ জং জঃ
ঝা ঝি ঝী ঝু ঝূ ঝে ঝৈ ঝো ঝৌ ঝং ঝঃ
টা টি টী টু টূ টে টৈ টো টৌ টং টঃ
ঠা ঠি ঠী ঠু ঠূ ঠে ঠৈ ঠো ঠৌ ঠং ঠঃ
ডা ডি ডী ডু ডূ ডে ডৈ ডো ডৌ ডং ডঃ
ঢা ঢি ঢী ঢু ঢূ ঢে ঢৈ ঢো ঢৌ ঢং ঢঃ
তা তি তী তু তূ তে তৈ তো তৌ তং তঃ
থা থি থী থু থূ থে থৈ থো থৌ থং থঃ

(৮)

দা	দি	দী	দু	দূ	দে	দৈ	দো	দৌ	দং	দঃ
ধা	ধি	ধী	ধু	ধূ	ধে	ধৈ	ধো	ধৌ	ধং	ধঃ
না	নি	নী	নু	নূ	নে	নৈ	নো	নৌ	নং	নঃ
পা	পি	পী	পু	পূ	পে	পৈ	পো	পৌ	পং	পঃ
ফা	ফি	ফী	ফু	ফূ	ফে	ফৈ	ফো	ফৌ	ফং	ফঃ
বা	বি	বী	বু	বূ	বে	বৈ	বো	বৌ	বং	বঃ
ভা	ভি	ভী	ভু	ভূ	ভে	ভৈ	ভো	ভৌ	ভং	ভঃ
মা	মি	মী	মু	মূ	মে	মৈ	মো	মৌ	মং	মঃ
যা	যি	যী	যু	যূ	যে	যৈ	যো	যৌ	যং	যঃ
রা	রি	রী	রু	রূ	রে	রৈ	রো	রৌ	রং	রঃ
লা	লি	লী	লু	লূ	লে	লৈ	লো	লৌ	লং	লঃ
শা	শি	শী	শু	শূ	শে	শৈ	শো	শৌ	শং	শঃ
ষা	ষি	ষী	ষু	ষূ	ষে	ষৈ	ষো	ষৌ	ষং	ষঃ
সা	সি	সী	সু	সূ	সে	সৈ	সো	সৌ	সং	সঃ
হা	হি	হী	হু	হূ	হে	হৈ	হো	হৌ	হং	হঃ
ক্ষা	ক্ষি	ক্ষী	ক্ষু	ক্ষূ	ক্ষে	ক্ষৈ	ক্ষো	ক্ষৌ	ক্ষং	ক্ষঃ

(৯)

ক্য খ্য গ্য ঘ্য ঙ্য চ্য ছ্য জ্য

ঝ্য ঞ্য ট্য ঠ্য ড্য ঢ্য ণ্য ত্য

থ্য দ্য ধ্য ন্য প্য ফ্য ব্য ভ্য

ম্য ব্য ল্য শ্য ষ্য স্য হ্য ক্ষ্য

ক্র খ্র গ্র ঘ্র ঙ্র চ্র ছ্র জ্র

ঝ্র ঞ্র ট্র ঠ্র ড্র ঢ্র ণ্র ত্র

থ্র দ্র ধ্র ন্র প্র ফ্র ব্র ভ্র
ম্র য্র ল্র শ্র ষ্র স্র হ্র ক্ষ্র

ক্ল খ্ল গ্ল ঘ্ল ঙ্ল চ্ল ছ্ল জ্ল
ঝ্ল ঞ্ল ট্ল ঠ্ল ড্ল ঢ্ল ণ্ল ত্ল
থ্ল দ্ল ধ্ল ন্ল প্ল ফ্ল ব্ল ভ্ল
ম্ল য্ল ল্ল শ্ল ষ্ল স্ল হ্ল ক্ষ্ল

---

(১০)

ক্ব খ্ব গ্ব ঘ্ব ঙ্ব চ্ব ছ্ব জ্ব
ঝ্ব ঞ্ব ট্ব ঠ্ব ড্ব ঢ্ব ণ্ব ত্ব
থ্ব দ্ব ধ্ব ন্ব প্ব ফ্ব ব্ব ভ্ব
ম্ব য্ব ল্ব শ্ব ষ্ব স্ব হ্ব ক্ষ্ব

ক্ন খ্ন গ্ন ঘ্ন ঙ্ন চ্ন ছ্ন জ্ন
ঝ্ন ঞ্ন ট্ন ঠ্ন ড্ন ঢ্ন ণ্ন ত্ন
থ্ন দ্ন ধ্ন ন্ন প্ন ফ্ন ব্ন ভ্ন
ম্ন য্ন ল্ন শ্ন ষ্ন স্ন হ্ন ক্ষ্ন

ক্ম খ্ম গ্ম ঘ্ম ঙ্ম চ্ম ছ্ম জ্ম
ঝ্ম ঞ্ম ট্ম ঠ্ম ড্ম ঢ্ম ণ্ম ত্ম
থ্ম দ্ম ধ্ম ন্ম প্ম ফ্ম ব্ম ভ্ম
ম্ম য্ম ল্ম শ্ম ষ্ম স্ম হ্ম ক্ষ্ম

---

(১১)

কৃ খৃ গৃ ঘৃ ঙৃ চৃ ছৃ জৃ
ঝৃ ঞৃ টৃ ঠৃ ডৃ ঢৃ ণৃ তৃ

থৃ দৃ ধৃ নৃ পৃ ফৃ বৃ ভৃ
মৃ যৃ লৃ শৃ ষৃ সৃ হৃ ক্ষৃ।

কৢ খৢ গৢ ঘৢ ঙৢ চৢ ছৢ জৢ
ঝৢ ঞৢ টৢ ঠৢ ডৢ ঢৢ ণৢ তৢ
থৢ দৢ ধৢ নৢ পৢ ফৢ বৢ ভৢ
মৢ যৢ লৢ শৢ ষৢ সৢ হৢ ক্ষৢ।

র্ক র্খ র্গ র্ঘ র্ঙ র্চ র্ছ র্জ র্ঝ র্ঞ
র্ট র্ঠ র্ড র্ঢ র্ণ র্ত র্থ র্দ র্ধ র্ন
র্প র্ফ র্ব র্ভ র্ম র্য র্ল র্শ র্ষ র্হ
র্ক্ষ ॥

---

(১২)

যুক্ত দ্ব্যক্ষর।

ঙ্ক ক্ত ঙ্ঘ ঙ্গ গ্দ চ্চ চ্ছ জ্জ জ্ব ট্ট
ড্গ ড্ড ত্ত ঙ্খ দ্দ দ্ধ প্ত ব্জ ল্ক ণ্ট
ল্ব ল্ফ

যুক্ত ত্র্যক্ষর।

ক্ত ক্ষ্য ত্ত্য জ্জ্র র্জ্জ জ্জ্ব স্থ্য ণ্ঠ্য ত্ত্ব দ্ধ্ব
ন্দ্ব ন্দ্র র্ত্ত ত্ম্য ৎস্য ত্ত্র র্থ্য দ্র্য ন্দ্য ন্ত্ব
ন্ত্য ঙ্ক্য দ্ধ্য র্দ্ধ ঙ্ক্ষ ন্ত্র ম্প্র স্ম্য র্ব্ব র্ব্জ
র্ম্ম র্য্য স্থ্য স্ক্য স্ত্য ন্ম্য স্ত্র ষ্ট্র র্দ্দ

(১৩)

প্রকৃত	সাঙ্কেতিক	প্রকৃত	সাঙ্কেতিক
কু	কু	ত্থ	ত্থ
ক্ত	ক্ত	ত্ম	ত্ম
ক্র	ক্র	ত্র	ত্র
গু	গু	ত্রু	ত্রু
গ্ধ	গ্ধ	ত্রূ	ত্রূ
গ্রু	গ্রু	দ্দ	দ্দ
গ্রূ	গ্রূ	দ্ধ	দ্ধ
ঙ্ক	ঙ্ক	দ্রু	দ্রু
ঙ্গা	ঙ্গা	দ্রূ	দ্রূ
জ্জ	জ্জ	ন্তু	ন্তু
জ্ঞ	জ্ঞ	ন্ধ	ন্ধ
ঞ্চ	ঞ্চ	ন্দ	ন্দ
ট্ট	ট্ট	ন্থ	ন্থ
ণ্ড	ণ্ড	প্রু	প্রু
ত্	ৎ	প্রূ	প্রূ
ত্ত	ত্ত	ব্ধ	ব্ধ

(১৪)

ব্রু	ব্রু	শ্রূ	শ্রূ
ব্রূ	ব্রূ	স্তু	স্তু
ভ্র	ভ্র	স্থ	স্থ
ভ্রু	ভ্রু	স্রু	স্রু
ভ্রূ	ভ্রূ	স্রূ	স্রূ
ম্ম	ম্ম	হু	হু

য্য	য্য	হু	হৃ
রু	রু	হ্ম	হ্মা
রূ	রূ	হৃ	হ্ব
শু	শু	হ্য	হ্য
শ্রু	শ্রু	হ্ন	ষ্ণ

একাক্ষর শব্দ

জ্যা, ত্রি, দ্বি, ভূ, ভ্রূ, শ্রী, স্ব,

সমাপ্ত

শিশুসেবধি।

বর্ণমালা

দ্বিতীয় ভাগ।

[illegible] হিন্দুকালেজ [illegible] বাঙ্গালা

পাঠশালার শিক্ষক

শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বারা

সংগৃহীত হইয়া

অষ্টমবার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

কলিকাতা।

ইষ্টানহোপ্ যন্ত্রালয়, নং ১৮০, বহুবাজার।

১৮৫৩।

(১)

অংশ	অন্তঃ	আখ্যা	ইতি	ঊরু
অংশী	অম্ল	আজ্ঞা	ইন্দু	ঊর্দ্ধ
অংশু	অরি	আত্মা	ইন্দ্র	ঊহ
অগ্র	অর্ঘ্য	আদি	ইষ্ট	ঋজু
অগ্নি	অর্থ	আদ্য	ইহ	ঋণ
অঙ্ক	অর্থী	আধি	ইক্ষু	ঋণী
অজ্ঞ	অর্দ্ধ	আপ্ত	ঈশ	ঋতু
অণু	অর্শঃ	আম্র	ঈর্ষা	ঋদ্ধি
অণ্ড	অল্প	আয়	ঈর্ষী	ঋষি
অতি	অব্দ	আয়ুঃ	উক্ত	এণ
অত্র	অশ্রু	আর্ত্ত	উক্তি	এবং
অদ্য	অশ্ব	আর্দ্র	উগ্র	ঐক্য
অন্ত	অষ্ট	আর্য্য	উচ্চ	ওষ্ঠ
অন্ত্য	অস্ত	আশা	উল্কা	ওষ্ঠ্য
অন্ধ	অস্ত্র	আশু	উষ্ণ	কচু
অন্ন	অস্থি	আস্য	উষ্ট্র	কচ্ছ
অন্য	অহঃ	আস্থা	উষ্ম	কটি
অম্ব	অহি	ইচ্ছা	ঊক্ষা	কটু

---

(২)

কণা	কল্প	কীট	কৃষি	ক্রোধ
কণ্ঠ	কবি	কীর্ত্তি	কৃষ্ণ	ক্লান্তি
কতি	কক্ষা	কুঞ্জ	কেলি	ক্লিষ্ট
কথা	কাংস্য	কুণ্ঠ	কেশ	ক্লেদ
কদা	কাণ	কুত্র	কোটি	ক্লেশ
কন্যা	কাণা	কুৎসা	কোণ	খঞ্জ
কন্থা	কাণ্ড	কুন্দ	কোপ	খট্টা
কপি	কান্ত	কুল	কোষ	খড়্গ
কফ	কান্তি	কুশ	কোষ্ঠ	খণ্ড
কম্প	কাম্য	কুশী	কোষ্ঠী	খনি
কর	কায়	কুষ্ঠ	ক্রম	খর

করী	কারা	কুক্ষি	ক্রয়	খর্ব্ব
কর্জ্জ	কাল	কূপ	ক্রিমি	খল
কর্ণ	কালী	কূল	ক্রিয়া	খাত
কর্তৃ	কাব্য	কৃতী	ক্রীড়া	খানি
কর্ত্তা	কাশ	কৃৎস্ন	ক্রীত	খারী
কর্ত্রী	কাশী	কৃপা	ক্রূর	খিন্ন
কর্ম্ম	কাষ্ঠ	কৃমি	ক্রেতা	খুর
কল্য	কিন্তু	কৃশ	ক্রোড়	খেদ

(৩)

খেলা	গান	গৌর	ঘোর	চূড়া
খ্যাতি	গিরি	গ্রন্থ	ঘ্রাণ	চূর্ণ
গঙ্গা	গীত	গ্রস্ত	চক্র	চেষ্টা
গজ	গুচ্ছ	গ্রহ	চক্রী	চৈত্র
গঞ্জ	গুড়	গ্রাম	চণ্ড	চোর
গণ	গুণ	গ্রাম্য	চন্দ্র	চৌর
গণ্য	গুণী	গ্রাস	চর	চৌর্য্য
গণ্ড	গুপ্ত	গ্রাহ্য	চর্চ্চা	চ্যুত
গতি	গুরু	গ্রীষ্ম	চর্ম্ম	ছটা
গদ্য	গুল্ম	গ্লানি	চর্য্যা	ছত্র
গদ্য	গুহা	ঘট	চর্ব্ব্য	ছন্দঃ
গন্ধ	গুহ্য	ঘটী	চক্ষুঃ	ছন্ন
গর্ব্ব	গৃহ	ঘণ্টা	চিতা	ছল
গর্ত্ত	গৃহী	ঘন	চিন্তা	ছর্দ্দি
গর্হ্য	গেহ	ঘর্ম্ম	চিত্র	ছবি
গল্প	গোপ	ঘাস	চিত্ত	ছাত্র
গব্য	গোপী	ঘুণ	চির	ছায়া
গাঢ়	গোষ্ঠী	ঘৃণা	চিহ্ন	ছিদ্র
গাত্র	গৌড়	ঘৃত	চীর	ছিন্ন

(৪)

ছুরী	জানু	তুলি	তাম্র	তূল
ছেদ	জায়া	ঢক্কা	তারা	তৃণ

ছেদ্য	জাল	ঢালী	তালি	তৃপ্তি
ছোলা	জিত	ঢোল	তালু	তৃষা
জঙ্ঘা	জিহ্বা	তট	তিক্ত	তৃষ্ণা
জটা	জীব	তত্ব(ত্ত্ব)	তিথি	তেজঃ
জড়	জীর্ণ	তথা	তিল	তৈল
জন	জূষ	তথ্য	তীর	তোয়
জন্য	জ্যেষ্ঠ	তনু	তীর্থ	ত্যক্ত
জন্তু	জ্যোৎস্না	তন্তু	তীব্র	ত্যজ্য
জন্ম	জ্যোতিঃ	তন্ত্র	তীক্ষ্ণ	ত্যাগ
জপ	জ্বর	তন্দ্রা	তুচ্ছ	ত্রয়
জয়	জ্বালা	তরি	তুণ্ড	ত্রস্ত
জয়ী	জ্ঞাতি	তরু	তুলা	ত্রাণ
জরা	জ্ঞান	তর্ক	তুলী	ত্রাস
জল	জ্ঞানী	তল	তুষ	ত্রিধা
জল্প	ঝম্প	তাত	তুষ্ট	ত্রুটি
জাড্য	টাকা	তান	তুষ্টি	ত্রেতা
জাতি	ডিম্ব	তাপী	তৃণ	দগ্ধ

(৫)

দন্ত	দারা	দূতী	দ্রব্য	ধরা
দণ্ডী	দারু	দূর	দ্রষ্টা	ধর্ম্ম
দত্ত	দাস	দূর্ব্বা	দ্রাক্ষা	ধাতু
দদ্রু	দাস্য	দৃঢ়	দ্রুত	ধান্য
দধি	দাহ	দৃশা	দ্রোণ	ধাম
দন্ত	দিক	দৃশ্য	দ্রোহ	ধারা
দন্তী	দিবা	দেয়	দ্বন্দ্ব	ধিক্
দন্ত্য	দিব্য	দেব	দ্বয়	ধীর
দম্ভ	দীন	দেশ	দ্বার	ধুতি
দয়া	দীপ	দেহ	দ্বিজ	ধৃতি
দর্প	দীপ্ত	দেহী	দ্বিধা	ধূপ
দর্ভ	দীপ্তি	দৈত্য	দ্বীপ	ধূম
দশ	দীর্ঘ	দৈন্য	দ্বেষ	ধূর্ত্ত

দশা	দুঃখ	দৈব	দ্বেষ্য	ধূলি
দশী	দুঃস্থ	দোষ	দ্বৈধ	ধেনু
দস্যু	দুগ্ধ	দোষী	দ্ব্যর্থ	ধৈর্য্য
দক্ষ	দুর্গ	দৌত্য	ধন	ধৌত
দাতা	দুষ্ট	দ্যুতি	ধনী	ধ্যান
দান	দূত	দ্রব	ধনুঃ	ধ্বজ

(৬)

ধ্বনি	নারী	নেত্র	পর্ণ	পীড়া
নখ	নাশ	নৌকা	পর্ব্ব	পীত
নগ্ন	নাশ্য	ন্যায়	পল	পুচ্ছ
নট	নিঃস্ব	ন্যাস	পশু	পুণ্য
নটী	নিজ	ন্যূন	পক্ষ	পুত্র
নত	নিত্য	পঙ্ক	পক্ষী	পুনঃ
নদ	নিদ্রা	পঙ্‌ক্তি	পক্ষ্ম	পুরী
নদী	নিন্দ্য	পঙ্গু	পাক	পুষ্ট
নম্র	নিধি	পঞ্চ	পাঠ	পুষ্প
নব	নিম্ন	পটু	পাঠ্য	পূজা
নব্য	নিম্ব	পণ	পাণ্ডু	পূজ্য
নষ্ট	নিশা	পণ্ড	পাত্র	পূত
নস্য	নিষ্ঠা	পতি	পান	পূষ
নাগ	নীচ	পত্র	পান্থ	পূর্ণ
নাট্য	নীড়	পথ্য	পাপ	পূর্য্য
নাড়ী	নীতি	পদ	পাপী	পূর্ব্ব
নাথ	নীর	পদ্ম	পার্শ্ব	পৃষ্ঠ
নান্দী	নীল	পদ্য	পাশ	পেয়
নাভি	নৃত্য	পন্থা	পিণ্ড	পোষা
নাম	নৃপ	পয়ঃ	পিষ্ট	পোষ্য

(৭)

পোষ্টা	প্রেম	ভাগী	ভেদ	মতি
পৌত্র	প্লুত	ভাণ্ড	ভেরী	মত্ত
পৌষ	ফণা	ভাদ্র	ভেলা	মৎস্য

প্রজা	ফণী	ভার্য্যা	ভৈক্ষ্য	মদ্য
প্রজ্ঞ	ফল	ভাষা	ভোক্তা	মধু
প্রথা	ফাল	ভিত্তি	ভোগ	মধ্য
প্রভু	ফেণ	ভিন্ন	ভোগ্য	মনঃ
প্রশ্ন	ভক্ত	ভিক্ষা	ভোজ	মন্ত্র
প্রস্থ	ভক্তি	ভীতি	ভ্রম	মন্ত্রী
প্রাক্	ভগ্ন	ভীম	ভ্রমি	মন্দ
প্রাণ	ভঙ্গ	ভীরু	ভ্রষ্ট	মন্যু
প্রাণী	ভট্ট	ভুজ	ভ্রাতা	মরু
প্রাতঃ	ভণ্ড	ভূত	ভ্রাতৃ	মল
প্রাপ্ত	ভদ্র	ভূমি	ভ্রান্তি	মশা
প্রাপ্তি	ভদ্রা	ভূয়ঃ	মগ্ন	মসী
প্রাপ্য	ভয়	ভূবি	মজ্জা	মহী
প্রায়	ভর্ত্তা	ভূষা	মঞ্চ	মাংস
প্রিয়	ভব্য	ভৃঙ্গ	মঠ	মাতা
প্রীতি	ভক্ষ্য	ভেক	মণি	মাত্রা
প্রেত	ভাগ	ভেত্তা	মণ্ড	মান

(৮)

মানী	মূঢ়	মোহ	যুগ্ম	বক্ষা
মান্য	মূত্র	মৌন	যুদ্ধ	বাগ
মায়া	মূর্খ	মৌনী	যুবা	রাগী
মালা	মূর্চ্ছা	মৌলি	যোগ	রাজা
মাল্য	মূল	যজ্ঞ	যোগী	রাজ্ঞী
মাসা	মূলা	যত্ন	যোগ্য	রাজ্য
মাস	মূল্য	যথা	যোদ্ধা	রাট্
মিত্র	মৃগ	যদি	রক্ত	রাঢী
মিথ্যা	মৃত	যন্ত্র	রঙ্গ	রাণী
মিল	মৃত্যু	যম	রজ্জু	রাত্রি
মিষ্ট	মৃদু	যব	রণ	রাশি
মীন	মেঘ	যশঃ	রত	রাষ্ট্র
মুক্তি	মেধ	যক্ষ	রত্ন	রাস

মুখ	মেধা	যক্ষ্মা	রথ	রাহু
মুখ্য	মেরু	যাগ	রন্ধ্র	রিপু
মুণ্ড	মেলা	যাত্রা	রম্য	রীতি
মুদ্রা	মেষ	যান	রব	রুক্ম
মুনি	মেহ	যুক্ত	রবি	রুগ্ন
মুষ্টি	মৈত্র	যুক্তি	রশ্মি	রুচি
মূক	মোচা	যুগ	রস	রুদ্ধ

(৯)

রুষ্ট	লয়	লোভী	বর	বাণী
রুক্ষ্ম	লব্ধ	লোম	বর্গ	বাত
রূঢ়	লক্ষ	লোষ্ট	বর্ণ	বাদী
রূঢ়ি	লক্ষ্য	লৌহ	বর্ত্ম	বাদ্য
রূপ	লক্ষ্মী	বংশ	বর্ষ	বাস্ত
রেখা	লাভ	বংশী	বর্ষা	বায়ু
রেণু	লিপি	বক	বল	বাল্য
রোগী	লিপ্ত	বক্র	বলি	বাষ্প
রোম	লীন	বক্তা	বলী	বাস
রোষ	লীলা	বক্তৃ	বশ	বাস্তু
রৌদ্র	লুণ্ঠ	বঙ্গ	বশ্য	বাহু
রৌপ্য	লুপ্ত	বজ্র	বস্তু	বাহ্য
লগ্ন	লুব্ধ	বৎস	বস্ত্র	বিঘ্ন
লঘু	লূতা	বদ্ধ	বহিঃ	বিজ্ঞ
লঙ্কা	লেশ	বধূ	বহু	বিত্ত
লজ্জা	লেহ্য	বধ্য	বক্ষঃ	বিদ্যা
লতা	লোক	বন	বাক্য	বিদ্ধ
লভ্য	লোণা	বন্ধু	বাঞ্ছা	বিধি
লম্ফ	লোপ	বন্ধ্যা	বাটী	বিধু
লম্ব	লোভ	বন্যা	বাণ	বিনা

(১০)

বিন্দু	বৃক্ষ	ব্যঙ্গ্য	শঙ্কা	শান্তি
বিপ্র	বেগ	ব্যথা	শঙ্খ	শাপ

বিল	বেণী	ব্যয়	শঠ	শালা
বিল্ব	বেণু	ব্যয়ী	শণ	শাস্তা
বিশ	বেত্তা	ব্যর্থ	শত্রু	শান্তি
বিশ্ব	বেদ	ব্যস্ত	শনি	শাস্ত্র
বিষ	বেদি	ব্যাখ্যা	শয্যা	শিখা
বিষ্ঠা	বেলা	ব্যাঘ্র	শর	শিম
বীজ	বেশ	ব্যাধ	শরা	শিরঃ
বীণা	বেশ্যা	ব্যাধি	শল্য	শিরা
বীর	বৈদ্য	ব্যাপ্ত	শব	শিলা
বীর্য্য	বৈধ	ব্যাস	শব্দ	শিল্প
বুদ্ধ	বৈর	ব্রণ	শশী	শিশু
বুধ	বৈশ্য	ব্রত	শস্য	শিষ্ট
বৃত্তি	বোদ্ধা	ব্রতী	শস্ত্র	শিক্ষা
বৃথা	বোধ	ব্রহ্ম	শাক	শীঘ্র
বৃদ্ধ	বৌদ্ধ	ব্রীহি	শাখা	শীত
বৃদ্ধি	ব্যক্ত	শক	শাটী	শীর্ণ
বৃষ	ব্যক্তি	শক্য	শাল	শীল
বৃষ্টি	ব্যগ্র	শক্তি	শান্ত	শুক

(১১)

শুক্র	শৈলী	শ্লথ	সখ্য	সাত
শুক্ল	শোক	শ্লাঘা	সঙ্গ	সাঙ্গ
শুচি	শোচ্য	শ্লাঘ্য	সজ্জা	সাধু
শুঁঠ	শোণ	শ্লিষ্ট	সতী	সাধ্য
শুণ্ঠী	শোথ	শ্লেষ	সত্য	সাধ্বী
শুদ্ধ	শোধ	শ্লেষ্মা	সৎ	সানু
শুদ্ধি	শোধ্য	শ্লোক	সত্ত্ব	সাম্য
শুনী	শৌচ	শ্মশ্রু	সদা	সার
শুভ	শৌর্য্য	শ্বশ্রূ	সদ্যঃ	সাক্ষী
শুভ্র	শ্যাম	শ্বাস	সন্ধি	সাক্ষ্য
শুল্ক	শ্রদ্ধা	শ্বিত্রী	সন্ধ্যা	সিংহ
শুষ্ক	শ্রমী	শ্বেত	সপ্ত	সিদ্ধি

শূদ্র	শ্রাদ্ধ	ষণ্ড	সভা	সিন্ধু
শূন্য	শ্রান্ত	যষ্টি	সভ্য	সীমা
শূর	শ্রাব্য	ষষ্ঠ	সম	সীসা
শূল	শ্রুত	ষষ্ঠী	সরু	সুখ
শৃঙ্গ	শ্রুতি	সংখ্যা	সর্প	সুখী
শের	শ্রেণি	সংজ্ঞা	সর্ব্ব	সূত
শেষ	শ্রেষ্ঠ	সখা	সহ্য	সুধা
শৈল	শ্রোতা	সখী	সাংখ্য	সুধী

(১২)

সপ্ত	স্বপ্ন	স্তন্য	স্পৃশ্য	হিংস্র
সুর	স্বয়ং	স্তম্ভ	স্পৃহা	হিক্কা
সুরা	স্বর	স্তব	স্ফুট	হিঙ্গু
সুস্থ	স্বর্গ	স্তব্ধ	স্ফুর্ত্তি (স্ফূ)	হিত
সূত্র	স্বর্ণ	স্তুত্তি(তি)	হংস	হিন্দু
সূর্য্য	স্বল্প	স্তোক	হংসী	হিম
সৃষ্টি	স্বাতী	স্থল	হট্ট	হীন
সেক	স্বামী	স্থলী	হড্ড	হীরা
সেতু	স্বার্থ	স্থান	হত	হুত
সেনা	স্বাস্থ্য	স্থাপ্য	হত্যা	হ্রদ
সেবা	স্বিন্ন	স্থায়ী	হন্তা	হৃষ্ট
সেব্য	স্মিত	স্থালী	হর্ম্ম্য	হেতু
সৈন্য	স্বীয়	স্থিতি	হর্ষ	হেয়
সোম	স্বেদ	স্থির	হস্ত	হোতা
সৌখ্য	স্নান	স্থূল	হস্তী	হোম
সৌম্য	স্নেহ	স্থৈর্য্য	হানি	হৃদ্য
সৌর	স্মার্ত্ত	স্পন্দ	হার	হ্রস্ব
স্রষ্টা	স্মৃতি	স্পর্দ্ধা	হার্য্য	হ্রাস
স্রোতঃ	স্কন্ধ	স্পর্শ	হাস্য	ক্ষণ
স্বত্ব	স্তন	স্পষ্ট	হিংসা	ক্ষতি

(১৩)

ক্ষপা	ক্ষান্ত	ক্ষিতি	ক্ষুণ্ণ	ক্ষুব্ধ
ক্ষম	ক্ষান্তি	ক্ষিপ্ত	ক্ষুদ্র	ক্ষেত্র

ক্ষমা	ক্ষার	ক্ষীণ	ক্ষুধা	ক্ষেপ
ক্ষয়	ক্ষিপ্ত	ক্ষীর	ক্ষুর	ক্ষেম
ক্ষোভ	ক্ষৌর			

দুই পদে উহ্যক্রিয় বাক্য।

অতি শিশু	অর্দ্ধ অংশ	অল্প আয়ুঃ
কুট বাক্য	কৃশ হংস	ক্রূর পশু
খল জন্তু	খর্ব্ব ব্যক্তি	খ্যাতি যুক্ত
গুণ হীন	গূঢ় বীজ	গ্রাম্য পশু
জ্ঞানি জন	জীর্ণ বস্ত্র	জ্যেষ্ঠ পুত্র
তিক্ত স্বাদ	তৃণ রজ্জু	তুচ্ছ কার্য্য
দশ অংশ	দীর্ঘ কর্ণ	দীপ্ত শিখা
ধূর্ত্ত পশু	ধীর ব্যক্তি	ধান্য রাশি
পদ্ম চক্ষুঃ	প্রিয় শিষ্য	পক্ব শস্য
বিদ্যা রত্ন	বৃথা আশা	বৃক্ষ মূল
ভগ্ন শাখা	ভদ্র পল্লী	ভূরি মণি
মান্য বংশ	মূর্খ পুত্র	মিষ্ট বাক্য

---

(১৪)

রক্ত বর্ণ	রৌপ্য মুদ্রা	রুক্ষ স্নান
লক্ষ মুদ্রা	লুপ্ত ধন	লৌহ চূর্ণ
শাস্ত্র বিদ্যা	শিল্প কর্ম্ম	শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা
সর্ব্ব গুণ	স্বর্ণ ধাতু	সাধু সুখী
ক্ষুদ্র কীট	ক্ষীণ প্রাণী	ক্ষমা যুক্ত

দুই পদে উক্তক্রিয় বাক্য

বায়ু বহে	বৃষ্টি পড়ে	বাটী যাও
গ্রীষ্ম গেল	গৃহে চল	গ্রন্থ লিখ
ক্রীড়া কর	ক্লিষ্ট ছিলে	কার্য্য আছে
পাখা টান	পত্র পড়	পীঠে বৈস
মৃদু হাস	মশা মার	মান রাখ
ঘোড়া চড়	ধূলি ঝাড়	ঘুড়ি খেল
চক্ষু চাহ	চূষে ফেলো	চলে যাও

দম্ভ নাশ	দিন গেল	দযা কর
ধর্ম্ম রাখ	ধৌত কর	ধুতি পর
নম্র হও	নীতি কহ	নীম্ন কর
সর্প দেখ	স্বর্গে চল	সহ্য কর
বেদ পড়	বস্ত্র পড়(র)	বাক্য বল
হাস্য কর	হস্ত ধর	হেতু কহ

---

(১৫)

তিন পদে উহ্যক্রিয় বাক্য

অতি সূক্ষ্ম সূত্র
শ্বেত বর্ণ অশ্ব
জ্ঞান বিনা অন্ধ
ঋষি গণ মৌনী
শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা
নদী কূলে ক্ষেত্র

সতী সাধ্বী রাণী
শোকে জীর্ণ তনু
সিংহ পশু ক্রোধী
সর্প স্পৃষ্ট বস্তু
স্বার্থ নাশে ক্ষুব্ধ
ষোল শত সৈন্য

তিন পদে উক্তক্রিয় বাক্য

স্মৃতি শাস্ত্র জানি
অন্ন দধি আনি
ভূরি মণি চাহে
অগ্রে প্রশ্ন বলি
শুষ্ক বৃক্ষ কাট
দশ পংক্তি পড়ি
নিত্য নৃত্য শিখ

পূর্ব্ব দেশে থাকে
বংশী ধ্বনি করি
ক্লেশ সহ্য করে
গীত বাদ্য শুনি
উষ্ণ দুগ্ধ খাই
শত্রু দ্বেষী হয়
বাস্তু ভূমি মাপ

চারি পদে বাক্য

কুষ্ঠ ব্যধি স্পৃশ্য নহে,
অর্থ ব্যয়ে লব্ধ খ্যাতি,

বক্ষ স্থলে সূচী বিঁধে
অন্ত্য স্বর হ্রস্ব লিখ

---

(১৬)

শুল্ক দ্বারা ক্রীতা বাটী,
উক্ত পদ্যে ক্রিয়া উহ্য,
জিহ্বা দন্তে যথা প্রীতি,

দ্বেষ্টা প্রতি ক্ষমা কর
গন্ধ ঘ্রাণে স্নিগ্ধ থাকি
বীর্য্য দৃষ্টে শূর কহি

দ্ব্যক্ষর শব্দের পাঠ

বিজ্ঞ জনে বহু গুণ বর্ত্তে, মূর্খ লোক প্রায় দোষী হয়, এই হেতু শত অজ্ঞ ব্যক্তি এক বিজ্ঞ তুল্য নহে।

শিশু যদি লেখা প্রতি চেষ্টা করে, এবং নিত্য পাঠে রত হয়, তবে বন্ধু জন স্নেহ করে, এবং কোন মিষ্ট ফল প্রাপ্তি মাত্রে অতি যত্নে শিশু হস্তে দিতে চাহে।

বিদ্যা রূপ নিধি চৌর দ্বারা নষ্ট হয় নাই, ভ্রাতৃ সহ ভাজ্য নহে, এবং দানে ক্ষীণ নয়, তথা দূর দেশে সঙ্গে যায়, এই জন্যে ইহা মহা ধন, অতএব সেই রত্ন লাভে যত্ন যুক্ত হও।

পিতা মাতা গুরু প্রতি শ্রদ্ধা কর, এবং চিত্ত মধ্যে তথা বাহ্যে সেই সব মান্য জনে

---

(১৭)

স্নেহ রাখ, দুষ্ট লোক সঙ্গ, দিবা নিদ্রা দ্যূত ক্রীড়া, চৌর্য্য, পর দ্রোহ এই রূপ মন্দ কর্ম্ম ত্যাগ কর।

হে বন্ধু বাটী দ্বারে এক জন অতি দীন অন্ধ বৃদ্ধ প্রতি দিন এক খানি বস্ত্র যাচ্ঞা করে আর শীত কালে সেই ব্যক্তি বস্ত্র বিনা হিম বায়ু সহ্য করে, কিন্তু এই পল্লী মধ্যে কোন লোক উক্ত দুঃখি জীব প্রতি স্নেহ করে নাই, অতএব তুমি যদি দয়া কর তবে দীন হীন ক্ষীণ ভিক্ষু রক্ষা পায়।

অস্ত্র শিক্ষা আর শাস্ত্র জ্ঞান এই দুই বিদ্যা দ্বারা জন গণ পৃথ্বী মধ্যে মান্য এবং ধন্য রূপে খ্যাত হয়, কিন্তু শস্ত্র বিদ্যা বৃদ্ধ কালে বল হ্রাস জন্য হাস্য হেতু হয়, শাস্ত্র বিদ্যা ক্রমে খ্যাতি বৃদ্ধি করে।

শিষ্ট জন সত্য কথা সদা কহে, এবং মিথ্যা বাক্যে ঘৃণা করে, ঈর্ষা করা মন্দ

---

(১৮)

জানে, এই হেতু বিশ্ব মধ্যে সেই ব্যক্তি গণ সাধু রূপে গণ্য হয়, আর লোকে আস্থা হেতু উক্ত সাধু হস্তে স্বীয় ধন স্থাপ্য রাখে, অতএব বাল্য কালে শ্রম দ্বারা বিদ্যা শিক্ষা কর এবং সত্য প্রতি রতি, মিথ্যা বাক্যে দ্বেষ দ্বারা চিরকাল ধন্য রূপে খ্যাত হও।

একাক্ষর ও দ্ব্যক্ষর শব্দের পাঠ

ধনী, জ্ঞানী, রাজা, নদী, এবং বৈদ্য এই পাঁচ যে দেশে না থাকে, সে স্থানে বাস সুখ কর নহে।

এক যে গুণী পুত্ত্র সেও ভাল, কিন্তু এক শত মূর্খ পুত্ত্র কার্য্য কর নহে, দেখ এক চন্দ্র তমো নাশ করে, শত শত তারা গণে তাহা পারে না।

শাস্ত্রে স্মৃতি নাই কিন্তু গ্রন্থ মাত্র গত যে বিদ্যা আর পর হস্ত স্থিত যে ধন, তাহা

---

(১৯)

কার্য্য কালে প্রাপ্য হয় না, অতএব সে বিদ্যা এবং সে ধন মিথ্যা।

বিদ্যা যুক্ত জন আর রাজা তুল্য রূপে গণ্য নহে, যে ব্যক্তি সম জ্ঞান করে, সে অতি অজ্ঞ, যে হেতু রাজা স্বীয় দেশে পূজ্য বিজ্ঞ বুধ লোক সর্ব্ব দেশে মান্য।

সমাপ্ত।

শিশুসেবধি।

বর্ণমালা।

১ সংখ্যা।

দ্বিতীয় খন্ড।

পাঠশালার ব্যবহারার্থ।

কলিকাতা
জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল
শকাব্দা ১৭৭৭।

(১)

হলবর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ চ

ছ জ ঝ ঞ ট ঠ

ড ঢ ণ ত থ দ

ধ ন প ফ ব ভ

ম য র ল ব শ

ষ স হ ক্ষ।

স্বরবর্ণ।

অ আ ই ঈ উ ঊ

ঋ ৠ ৯ ৡ এ ঐ

ও ঔ অং অঃ।

া ি ী ু ূ ে ৈ ো ৌ ং ঃ

্য ্ম ্ল ্ব ্ণ ্ন ৃ ৯ ´

(২)

সাঙ্কেতিক অক্ষর

প্রকৃত	সাঙ্কেতিক	প্রকৃত	সাঙ্কেতিক
কু	কু	ত্থ	ত্থ
ক্ত	ক্ত	ত্ম	ত্ম
ক্র	ক্র	ত্র	ত্র
গু	গু	ত্রু	ত্রু
গ্ধ	গ্ধ	ত্রূ	ত্রূ
গ্রু	গ্রু	দ্দ	দ্দ
গ্রূ	গ্রূ	দ্ধ	দ্ধ
ঙ্ক	ঙ্ক	দ্রু	দ্রু
ঙ্গা	ঙ্গ	দ্রূ	দ্রূ
জ্জ	জ্জ	ন্তু	ন্তু
জ্ঞ	জ্ঞ	ন্থ	ন্থ
ঞ্চ	ঞ্চ	ন্দ	ন্দ
ট্ট	ট্ট	ন্ধ	ন্ধ
ণ্ড	ণ্ড	প্রু	প্রু
ত্	ৎ	ব্ধ	ব্ধ
ত্ত	—	ব্রূ	ব্রূ

(৩)

প্রকৃত	সাঙ্কেতিক	প্রকৃত	সাঙ্কেতিক
ব্রু	ব্রু	ষ্ণ	ষ্ণ
ভূ	ভূ	স্তু	স্তু
ভ্রু	ভ্রু	স্থ	স্থ
ভ্রূ	ভ্রূ	স্রু	স্রু
ম্ম	ম্ম	স্রূ	স্রূ
ষ্য	ষ্য	হু	হু
রু	রু	হূ	হূ
রূ	রূ	হ্ম	হ্ম
শু	শু	হৃ	হৃ

শ্রু	শ্রু	হ্ব	হ্য
শ্রূ	শ্রূ		

একাক্ষর শব্দ।

জ্যা, ত্রি, দ্বি, ভূ, ভ্রূ শ্রী, স্ব

---

(৪)

অহ	জপ	বক	শঠ	জরা
ইহ	জয়	বন	শণ	তথা
ঈশ	জল	বর	শত	দশা
ঊন	তট	বল	শর	দয়
ঋণ	তল	বশ	শব	ফণা
এক	দশ	ভয	সৎ	মশা
কফ	ধন	মঠ	সম	লতা
কর	নখ	মনঃ	হত	যথা
খর	নট	মল	ক্ষম	শরা
খল	নদ	যম	ক্ষয	সদা
গজ	নত	যব	ক্ষণ	সভা
গণ	নব	যশঃ	আভা	ক্ষপা
ঘট	পণ	রণ	কণা	ক্ষমা
ঘন	পদ	রত	কথা	অতি
চর	পর	রথ	কদা	অরি
ছল	পয়ঃ	রব	গদা	আদি
জড়	পল	রস	ছটা	আধি
জন	ফল	লয়	জটা	ইতি
ঋষি	রবি	ইক্ষু	কাণ	পাক

---

(৫)

কতি	শনি	ঋজু	কাশ	পান
কটি	ক্ষতি	ঋতু	কাল	পাঠ
কপি	অক্ষি	কচু	কায়	পাপ
কলি	ঋণী	কটু	খাত	পাশ
কবি	ঘটী	তনু	গাঢ	ফাল

খণি	জয়ী	তরু	গান	বাণ
গতি	ধনী	পটু	ঘাস	বাত
ছবি	নটী	পশু	জাল	বাস
তরি	নদী	ধনুঃ	তাত	ভাগ
দধি	ফলী	বহু	তান	মান
দশি	বলী	মধু	দান	মাস
পতি	মহী	মরু	দাস	যাগ
বলি	শশী	লঘু	দাহ	যান
মণি	সতী	সরু	ধাম	রাগ
মতি	সখী	উরু	নাগ	রাস
মসি	অণু	বধূ	নাথ	লাভ
যতি	আয়ঃ	এবং	নাম	শাক
যদি	আশু	আয়	নাশ	শাপ
শান	রাজা	পাপী	সানু	বিনা

---

(৬)

ষাঁড়	শাখা	বাণী	চির	শিখা
সার	শালা	বাটী	জিত	শিলা
সাত	খানি	বাদী	তিল	শিরা
হার	জাতি	ভাগী	দিক্	গিরি
ক্ষার	তালি	রাগী	দিন	তিথি
কাণা	নাভি	রাজী	ধিক্	নিধি
কারা	রাশি	রাঢ়ী	নিজ	বিধি
ছায়া	সাথি	রানী	বিশ	লিপি
জায়া	হানি	শাটী	বিষ	ক্ষিতি
তারা	কালী	চারু	মিল	বিধু
দারা	কাশী	জানু	শিম	রিপু
দাতা	খারী	তালু	শিরঃ	শিশু
ধারা	ভাগী	দারু	হিত	কীট
ভাষা	ঢালী	ধাতু	হিম	গীত
মাতা	তাপী	বায়ু	চিতা	চীর
মালা	দাসী	বাহু	দিবা	জীব

মায়া	নাড়ী	রাহু	নিশা	তীর
মাষা	নারী	সাধু	পিতা	দীন

(৭)

দীপ	টীকা	বুধ	ডুলি	দূত
ধীর	পীড়া	ভুজ	তুলি	দূর
নীড়	বীণা	মুখ	রুচি	ধূম
নীচ	লীলা	লুঠ	মুনি	ধূপ
নীর	সীমা	যুগ	শুচি	পূয
নীল	সীসা	শুক	কুশী	পূত
পীঠ	হীরা	শুভ	গুণী	ভূত
পীত	নীতি	শুঁঠ	ছুরি	ভূয়ঃ
বীজ	ভীতি	সুখ	ধুতী	মূক
বীর	রীতি	সুত	পুরী	মূঢ়
ভৃত	ভীরু	সুর	শুনী	মূল
ভীম	কুল	হুত	সুখী	যূষ
মীন	কৃশ	ক্ষুর	সুধী	রূঢ
লীন	খুর	গুহা	গুরু	রূপ
শীত	গুড়	তুলা	কূপ	শূর
শীল	গুণ	যুবা	কূল	শূল
হীন	ঘুণ	সুধা	গূঢ়	সূঁচ
ক্ষীণ	তুঁষ	সুরা	তূণ	চূড়া
ক্ষীর	পুনঃ	ক্ষুধা	তূল	পূজা

(৮)

ভূষা	কৃপা	দেশ	খেলা	দৈব
মূলা	ঘৃণা	দেহ	বেলা	বৈধ
লূতা	তৃষা	পেয়	ভেলা	বৈর
ধূলী	দৃশা	ফেন	মেধা	শৈল
ভূরি	বৃথা	বেগ	মেলা	শৈব
ভূমি	কৃমি	বেদ	রেখা	কোপ
রূঢ়ি	কৃষি	বেশ	সেনা	কোণ

সূচি	ভৃতি	ভেক	সেবা	কোষ
দূতী	ধৃতি	ভেদ	কেলি	গোপ
কৃশ	গৃহী	মেষ	বেদি	ঘোর
গৃহ	কৃতী	মেদঃ	বেণী	চোর
ঘৃত	মৃদু	মেঘ	ভেরী	ঢোল
তৃণ	কেশ	সেক	ধেনু	তোয়
দৃঢ়	খেদ	লেশ	বেণু	তোষ
নৃপ	দেহ	সের	রেণু	দোষ
মৃত	ছেদ	শেষ	মেরু	বোধ
মৃগ	তেজঃ	হেয়	সেতু	ভোগ
বৃষ	দেয়	ক্ষেম	হেতু	ভোজ
হৃত	দেব	ক্ষেপ	তৈল	মোহ

---

(৯)

যোগ	মোচা	ক্ষৌর	অদ্য	উক্ত
রোম	লোণা	নৌকা	অর্থ	উগ্র
রোষ	ভোতা	মৌনী	অর্শঃ	উচ্চ
লোক	হোতা	অংশ	অস্ত	উঞ্ছ
লোত	কোটি	বংশ	অন্ধ	উম্ব
লোভ	গোপী	হংস	অন্ন	উষ্ণ
লোম	দোষী	অংশী	অল্প	উহ্য
লোপ	যোগী	বংশী	অজ্ঞ	রুদ্ধ
শোক	রোগী	হংসী	অব্দ	রুক্ম
শোণ	লোভী	অংশু	অন্তঃ	ওষ্ঠ
শোথ	গৌর	মাংস	অশ্ব	কল্য
শোধ	গৌড়	হিংসা	অষ্ট	কম্প
ষোল	চৌর	সিংহ	অম্ল	কণ্ঠ
সোম	ধৌত	দুঃখ	আদ্য	কর্ণ
হোম	পৌষ	অগ্র	আম্র	কচ্ছ
ক্ষোভ	মৌন	অত্র	আপ্ত	কল্ম
ছোলা	লৌহ	অঙ্ক	আস্য	খঞ্জ

তোলা	শৌচ	অণ্ড	আম্র	খণ্ড
পোষা	সৌর	অন্য	ইষ্ট	খড়্গ

(১০)

গল্প	দন্ত	পদ্য	ভব্য	লম্ফ
গব্য	দত্ত	পদ্ম	ভদ্র	লগ্ন
গণ্য	দণ্ড	বক্র	ভক্ষ্য	লব্ধ
গঞ্জ	দর্প	বঙ্গ	মঞ্চ	শক্য
গণ্ড	দগ্ধ	বক্ষঃ	মত্ত	শঙ্খ
গন্ধ	দম্ভ	বজ্র	মদ্য	শব্দ
গদ্য	দর্ভ	বৎস	মধ্য	শল্য
চক্র	ধন্য	বর্ষ	মণ্ড	শস্য
চন্ড	মগ্ন	বদ্ধ	মন্দ	সঙ্গ
ছত্র	নস্য	বধ্য	মৎস্য	সখ্য
ছন্ন	নষ্ট	বর্ণ	যক্ষ	সদ্যঃ
ছন্দঃ	নম্র	বর্গ	যজ্ঞ	সত্ত্ব
জন্য	নব্য	বশ্য	যত্ন	সত্য
জন্ম	পন্ড	বন্ধ	রম্য	সভ্য
জল্প	পত্র	ভক্ত	রক্ত	সপ্ত
ঝম্প	পঞ্চ	ভগ্ন	রত্ন	সর্প
তর্ক	পক্ষ	ভঙ্গ	লক্ষ	সহ্য
তথ্য	পঙ্ক	ভট্ট	লভ্য	ষষ্ঠ
দক্ষ	পথ্য	ভণ্ড	লম্ব	ষণ্ড

(১১)

হট্ট	গঙ্গা	সংখ্যা	ষষ্ঠী	জ্বর
হড্ড	ঘণ্টা	সংজ্ঞা	অম্বু	ত্রয়
হর্ষ	ঢক্কা	অগ্নি	অশ্রু	ত্বচ
হর্ম্ম্য	বক্তা	অস্থি	ইচ্ছু	দ্রব
হস্ত	বন্যা	উক্তি	ইন্দু	দ্বয়
স্বয়ং	লঙ্কা	ছর্দ্দি	চক্ষুঃ	ব্রত
আক্রা	বর্ষা	ভক্তি	জন্তু	ব্রণ
আখ্যা	ভর্ত্তা	বহ্নি	তন্তু	ব্যয়

আত্মা	ভদ্রা	যষ্টি	দদ্রু	ভ্রম
আজ্ঞা	মজ্জা	রশ্মি	দস্যু	স্তন
আস্থা	লজ্জা	শক্তি	পঙ্গু	স্তব
ইচ্ছা	সজ্জা	সন্ধি	বন্ধু	স্বর
ঈর্ষ্যা	রক্ষা	পৃথ্বী	বস্তু	স্থূল
উল্কা	শঙ্কা	দণ্ডী	মন্যু	শ্লথ
উল্মা	শয্যা	দন্তী	শত্রু	হ্রদ
কক্ষা	সত্তা	পল্লী	রজ্জু	ধ্বজ
কন্থা	হত্যা	পক্ষী	ক্রম	ব্যথা
কন্যা	হন্তা	চক্রী	ক্রয়	ত্বরা
খট্টা	যক্ষ্মা	হস্তী	গ্রহ	প্রজা

(১১)

প্রথা	স্নান	গর্হ্য	রন্ধ্র	ছাত্র
ক্বাথ	স্থান	ঘর্ম্ম	যন্ত্র	জাড্য
গ্রাম	শ্যাম	ধর্ম্ম	লক্ষ্য	তাম্র
গ্রাস	শ্বাস	চর্ম্ম	শস্ত্র	দাস্য
ঘ্রাণ	হ্রাস	চর্ব্ব্য	কর্ত্তা	ধান্য
জ্ঞান	অন্ত্য	চন্দ্র	চর্চ্চা	নাশ্য
ত্রাণ	অম্বু	তন্ত্র	চর্য্যা	নাট্য
ত্যাগ	অর্ঘ্য	তত্ত্ব	তন্দ্রা	পাঠ্য
ত্রাস	অর্দ্ধ	খর্ব্ব	বন্ধ্যা	পাত্র
দ্বার	অস্ত্র	গর্ব্ব	সন্ধ্যা	পান্থ
ধ্যান	আর্দ্র	গর্ভ	কর্ত্রী	পার্শ্ব
ন্যায়	আর্ত্ত	দন্ত্য	মন্ত্রী	বাদ্য
ন্যাস	আর্য্য	পক্ষ্ম	লক্ষ্মী	বাক্য
প্রাণ	ইন্দ্র	পর্ব্ব	কান্ড	বাল্য
প্রাতঃ	উষ্ট্র	বর্ত্ম	কান্ত	বাহ্য
প্রায়	ঊর্দ্ধ্ব	বস্ত্র	কাব্য	বাস্প
ব্যাধ	ওষ্ঠ্য	সর্ব্ব	কাম্য	ভান্ড
ব্যাস	কর্ম্ম	বক্ত্র	কার্শ্য	ভাদ্র
মান	কর্জ্জ	মন্ত্র	গাত্র	মান্য

(১৩)

মাল্য	কাষ্ঠা	বাস্তু	পিত্ত	নিন্দা
রঙ্গ	জঙ্ঘা	কাংস্য	বিঘ্ন	নিষ্ঠা
রাজ্য	মাত্রা	খিন্ন	বিপ্র	ভিক্ষা
রাষ্ট্র	বাঞ্ছা	চিত্ত	বিল্ব	বিষ্ঠা
পাঠ্য	যাত্রা	চিত্র	বিদ্ধ	মিথ্যা
শান্ত	ভার্য্যা	চিহ্ন	বিশ্ব	বিদ্যা
শাস্ত্র	যাচ্ঞা	ছিন্ন	ভিন্ন	শিক্ষা
সাধ্য	শাস্তা	ছিদ্র	মিত্র	হিক্কা
সাম্য	শ্লাঘা	ডিম্ব	মিষ্ট	সিদ্ধি
সাক্ষ্য	কান্তি	জিহ্ম	রিক্ত	ভিত্তি
সাহ্ম্য	নাস্তি	তিক্ত	লিপ্ত	কিন্তু
হার্য্য	রাত্রি	দিব্য	শিষ্ট	সিন্ধু
হাস্য	শান্তি	নিত্য	ক্ষিপ্ন	বিন্দু
দার্ঢ্য	শাস্তি	নিম্ন	শিল্প	হিঙ্গু
ক্ষান্ত	ক্ষান্তি	নিম্ব	ক্ষিপ্ত	হিন্দু
ইচ্ছা	রাজ্ঞী	বিত্ত	হিংস্র	নিঃস্ব
উষ্মা	সাক্ষী	বিজ্ঞ	চিন্তা	কুত্র
উল্কা	সাধ্বী	পিন্ড	জিহ্বা	কুন্দ
কান্তা	পান্ডু	পিষ্ট	নিদ্রা	কুষ্ঠ

(১৪)

কুঞ্জ	মুখ্য	ক্ষুণ্ন	ধূর্ত্ত	কৃমি
কুণ্ঠ	মুন্ড	ক্ষুদ্র	দূর্ব্বা	মানী
কুৎসা	মুক্ত	ক্ষুব্ধ	মূর্চ্ছা	ভ্রাতা
গুচ্ছ	যুক্ত	মুক্তা	কুক্ষি	জ্বালা
গুপ্ত	যুদ্ধ	মুদ্রা	তুষ্টি	শ্যালা
গুল্ম	যুগ্ম	পংক্তি	পুষ্টি	খ্যাতি
গুহ্য	রুষ্ট	চূর্ণ	বুদ্ধি	জ্ঞাতি
তুচ্ছ	রুদ্ধ	পুজ্য	মুক্তি	ব্যাধি
তুষ্ট	রুগ্ন	মুর্খ	যুক্তি	গ্লানি
তুন্ড	লুপ্ত	মূত্র	মুষ্টি	জ্ঞানী

দুষ্ট	লুব্ধ	সূত্র	শুদ্ধি	স্বাতী
দুর্গ	শুল্ক	মূল্য	কর্ত্তৃ	স্বামী
দুগ্ধ	শুক্র	সূর্য্য	ভ্রাতৃ	স্থায়ী
দুঃস্থ	শুক্ল	শূদ্র	ধ্বনি	স্থালী
পুত্র	শুষ্ক	শূন্য	ব্যয়ী	প্রাণী
পুচ্ছ	শুদ্ধ	কূর্ম্ম	স্থলী	দ্বিজ
পুণ্য	শুভ্র	পূর্ব্ব	ব্রতী	প্রিয়
পুষ্ট	সুপ্ত	পূর্ণ	শ্রমী	স্থির
পুষ্প	সুস্থ	পূর্য্য	প্রভু	ক্রিয়া

(১৫)

দ্বিধা	শ্রুত	শ্লেষ	কোষ্ঠী	দীঘ
ত্রিধা	স্নুষা	স্নেহ	গোষ্ঠী	দীপ্ত
স্থিতি	শ্রুতি	স্বেদ	লোষ্ট্র	বীর্য্য
তিক্ষি	স্তুতি	ক্রেতা	ক্রোড়	শীর্ণ
ক্রীত	ত্রুটি	ত্রেতা	ক্রোশ	শীর্ষ
ক্লীব	দ্যুতি	শ্রেণী	ক্রোধ	শীঘ্র
ক্ষীণ	ক্রূর	ক্ষেত্র	দ্রোণ	দীপ্তি
ক্ষীর	ন্যূন	নেত্র	দ্রোহ	কীর্ত্তি
।প	ব্যূহ	বেত্র	স্রোতঃ	কৃষ্ণ
স্বীয়	ভ্রূণ	লেহ্য	শ্লোক	কৃৎস্ন
ক্রীড়া	স্তূপ	ছেদ্য	স্তোক	গৃধ
গ্রীবা	স্থূল	সেব্য	জ্যোতিঃ	নৃত্য
প্রীতি	স্মৃতি	দ্বৈধ	প্রৌঢ়ি	দৃশ্য
হি	ক্লেদ	স্ত্রৈণ	ধ্বংস	পৃষ্ঠ
চ্যুত	ক্লেশ	যোগ্য	রুক্ষ্ম	বৃক্ষ
দ্রুত	দ্বেষ	শোধ্য	জীর্ণ	বৃদ্ধ
ধ্রুব	প্রেত	শ্রোতা	তীব্র	ভৃত্য
স্ফুট	প্রেম	চূষ্য	তীর্থ	ভৃঙ্গ
প্লুত	শ্বেত	কো	তীক্ষ্ণ	ভৃষ্ট

(১৬)

শৃঙ্গ	পোষ্য	সৈন্য	ব্যগ্র	স্বল্প

হৃষ্ট	ভোগ্য	বৈদ্য	ব্যঙ্গ	স্বস্থ
হৃদ্য	শোচ্য	বৈশ্য	ব্যস্ত	হ্রস্ব
জৃম্ভা	পোষ্টা	ভৈক্ষ্য	ব্যক্ত	ক্লান্ত
তৃষ্ণা	ভোক্তা	ধৈর্য্য	ব্যঙ্গ্য	গ্রাম্য
স্পৃহা	বোদ্ধা	দৈন্য	ব্রহ্ম	গ্রাহ্য
পন্থা	যোদ্ধা	মৈত্র	ভ্রষ্ট	ত্যাজ্য
তৃপ্তি	চৌর্য্য	গ্রন্থ	স্কন্ধ	ন্যায্য
বৃদ্ধি	দৌত্য	গ্রস্ত	স্তম্ভ	প্রান্ত
বৃত্তি	রৌপ্য	ত্রস্ত	স্তব্ধ	প্রাজ্ঞ
বৃষ্টি	রৌদ্র	ত্যক্ত	স্তন্য	প্রাপ্য
দৃষ্টি	সৌম্য	দ্বন্দ্ব	স্পন্দ	ব্যাঘ্র
সৃষ্টি	সৌখ্য	দ্রব্য	স্পর্শ	ব্যাপ্ত
মৃত্যু	শৌর্য্য	দ্ব্যর্থ	স্পষ্ট	ভ্রান্ত
কৢপ্ত	বৌদ্ধ	নযস্ত	স্বচ্ছ	শ্রাদ্ধ
বেশ্যা	পৌত্র	প্রশ্ন	স্বত্ব	শ্রাব্য
চেষ্টা	চৈত্র	প্রস্থ	স্বপ্ন	শ্রান্ত
বেত্তা	দৈত্য	প্রজ্ঞ	স্বর্গ	স্থাপ্য
ভেত্তা	শৈত্য	ব্যর্থ	স্বর্ণ	স্মার্ত্ত

(১৭)

স্বাস্থ্য	গ্রন্থি	শ্রান্তি	গ্রীষ্ম	শ্লেষ্মা
স্বর্থ	ব্যক্তি	স্পৃশ্য	ক্রুদ্ধ	দ্বেষ্টা
শ্লাঘ্য	স্বস্তি	স্পষ্ট	স্তুত্য	স্তোত্র
দ্রষ্টা	ব্যাখ্যা	ক্লিষ্ট	স্ফূর্ত্তি	শ্রোত্র
প্রজ্ঞা	দ্রাক্ষা	স্নিগ্ধ	ম্লেচ্ছ	শ্বশ্রূ
শ্রদ্ধা	ক্লান্তি	স্বিন্ন	জ্যেষ্ঠ	শ্মশ্রু
স্রষ্টা	প্রাপ্তি	শ্লিষ্ট	শ্রেষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ
স্পর্দ্ধা	ভ্রান্তি	শ্বিত্রী	দ্বেষ্য	জ্যোৎস্না
শৌর্য্য	ক্রৌর্য্য	সূর্য্য	পূর্য্য	স্থৈর্য্য

(১৮)

দুই পদে উহ্যক্রিয় বাক্য।

বিদ্যা রত্ন	বৃথা আশা	দীঘ(র্ঘ) কর্ণ

মিষ্ট বাক্য	তিক্ত স্বাদ	মান্য বংশ্য
ক্ষুদ্র কীট	গ্রাম ভাষা	প্রিয় শিষ্য
ক্রূর পশু	রক্ত পুষ্প	মূর্খ মন্ত্রী
দিব্য ভূষা	সদা দুঃখ	তীক্ষ্ণ অস্ত্র
গুণ হীন	তৃণ রজ্জু	আশু বোদ্ধা
পদ্ম চক্ষুঃ	শল্যা স্থান	অৰ্দ্ধ দৃষ্টি
ঋণ শেষ	পূৰ্ব্ব দেশ	যত্ন সাধ্য
ক্লেশ প্রাপ্য	ধান্য রাশি	শুভক্ষণ
বহু ভৃত্য	তুচ্ছ কাৰ্য্য	স্থূল কূৰ্ম্ম
দশ অংশ	সাধু সুখী	ষষ্ঠ শ্রেণী
জ্ঞানী জন	কৃশ হংস	রৌপ্যমুদ্রা
মূঢ় শিশু	পক্বশস্য	রক্ষ স্নান
ভগ্ন শাখা	গূঢ় বীজ	শূন্য শয্যা
গ্রীষ্ম ঋতু	স্বল্প শাক	জীর্ণ বস্ত্র
ধূৰ্ত্ত ব্যক্তি	বৃক্ষ মূল	শক্ত উরু
ক্ষীণ প্রাণী	সৰ্ব্ব গুণ	বন্ধ্যা ভাৰ্য্যা
শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা	জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা	সুশ্রী কন্যা
স্বর্ণ ধাতু	শিষ্ট পুত্র	দীপ্ত শিখা

---

(১৯)

দুই পদে উহ্যক্রিয় বাক্য।

বাটী যাও	ক্রীড়া কর	পক্ষি ধর
গ্রন্থ লিখ	নস্য লও	অন্ন খাও
বৃষ্টি পড়ে	বীণা শুন	সাক্ষী হও
ব্যাঘ্র ডাকে	বায়ু বহে	নিদ্রা পায়
হিক্কা উঠে	স্বপ্ন দেখে	ভীত হই
গৃহে শুই	মূল্য দেও	তৃষ্ণা নাই
অগ্নি জ্বলে	মাল্য গাঁথ	কাৰ্য্য আছে
পুষ্প আন	শ্লোক পড়	দেশে চল
যব ভাঙ্গ	চূর্ণ চাহি	দীপ জ্বাল
চক্ষুঃ মীল	স্বাস্থ্য দিবে	ঘৰ্ম্ম মোচ

ক্লিষ্ট ছিলে ঘৃত মাখ শ্রম বাড়ে
চন্দ্র দেখ হিম লাগে শীঘ্র বল

তিন পদে উহ্যক্রিয় বাক্য।

অতি সূক্ষ্ম সূত্র
শ্বেত বর্ণ অশ্ব
জ্ঞান বিনা অন্ধ
ঋষি গণ মৌনী
শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা
নদী কূলে ক্ষেত্র
সতী সাধ্বী রানী
শোকে জীর্ণ তনু
সিংহ পশু ক্রোধী
সর্প স্পৃষ্ট বস্তু
স্বার্থ নাশে ক্ষুব্ধ
ষোল শত সৈন্য

---

(২০)

তিন পদে উক্ত ক্রিয় বাক্য।

স্মৃতিশাস্ত্র জানি
অন্ন দধি আনি
ভূরি মণি চাহে
অগ্রে প্রশ্ন বলি
শুষ্ক বৃক্ষ কাট
দশ পংক্তি পড়ি
নিত্য নৃত্য শিখ
পূর্ব্ব দেশে থাকে
বংশী ধ্বনি করি
কেশ সহ্য করে
গীত বাদ্য শুনি
উষ্ণ দুগ্ধ খাই
শত্রু দ্বেষী হয়
বাস্তু ভূমি মাপ

চারি পদে বাক্য।

কুষ্ঠ ব্যধি স্পৃশ্য নহে, বক্ষঃস্থলে সূঁচ বিধে,
অর্থ ব্যয়ে লব্ধ খ্যাতি, অন্ত্য স্বর হ্রস্ব লিখি,
শুল্ক দ্বারা ক্রীতা বাটী, দ্বেষ্টা প্রতি ক্ষমা কর,
উক্ত পদ্যে ক্রিয়া উহ্য, গন্ধ ঘ্রাণে স্নিগ্ধ থাকি
জিহ্বা দন্তে যথা প্রীতি, বীর্য্য দৃষ্টে শূর কহি।

দ্ব্যক্ষর শব্দের পাঠ।

বিজ্ঞ জনে বহু গুণ বর্ত্তে, মূর্খ লোক প্রায় দোষী হয়
এই হেতু শত অজ্ঞ ব্যক্তি এক প্রাজ্ঞ তুল্য নহে।

(২১)

শিশু যদি লেখা প্রতি চেষ্টা করে এবং নিত্য পাঠে রত হয় তবে বন্ধুজন স্নেহ করে, এবং কোন মিষ্ট ফল প্রাপ্তি মাত্রে অতি যত্নে শিশু হস্তে দিতে চাহে।

বিদ্য(া) রূপ নিধি চৌর দ্বারা নষ্ট হয় না, ভ্রাতৃ সহ ভাজ্য নহে, এবং দানে ক্ষীণ নয়, তথা দূর দেশে সঙ্গে যায়, এই জন্যে ইহা মহা ধন, অতএব সেই রত্ন লাভে যত্ন যুক্ত হও।

পিতা মাতা গুরু প্রতি শ্রদ্ধা কর, এবং চিত্ত মধ্যে তথা বাহ্যে সেই সব মান্য জনে স্নেহ রাখ, দুষ্ট লোক সঙ্গ, দিবা নিদ্রা, দ্যূত ক্রীড়া চৌর্য্য, পরদ্রোহ, এই রূপ মন্দ কর্ম্ম, ত্যাগ কর।

হে বন্ধু বাটী দ্বারে এক জন অতি দীন অন্ধ বৃদ্ধ প্রতি দিন এক খানি বস্ত্র যাচ্ঞা করে আর শীতকালে সেই ব্যক্তি বস্ত্র বিনা হিম বায়ু সহ্য করে কিন্তু এই পল্লী মধ্যে কোন লোক ঐ দুঃখী জীব প্রতি স্নেহ করে নাই, অতএব তুমি যদি দয়া কর তবে দীন হীন ক্ষীণ ভিক্ষু রক্ষা পায়।

অস্ত্রশিক্ষা আর শাস্ত্রজ্ঞান এই দুই বিদ্যা দ্বারা জনগণ পৃথ্বী মধ্যে মান্য এবং ধন্য রূপে খ্যাত হয় কিন্তু শস্ত্রবিদ্যা বৃদ্ধকালে বল হ্রাস জন্য হাস্য হেতু

---

(২২)

হয়, শাস্ত্রবিদ্যা ক্রমে ক্রমে খ্যাতি বৃদ্ধি করে।

শিষ্ট জন সত্য কথা সদা কহে এবং মিথ্যা বাক্য ঘৃণা করে, ঈর্ষা করা মন্দ জানে, এই হেতু বিশ্ব মধ্যে সেই ব্যক্তিগণ সাধুরূপে গণ্য হয় আর লোকে আস্থাপূর্ব্বক উক্ত সাধুহস্তে স্বীয় ধন স্থাপ্য রাখে অতএব বাল্যকালে শ্রমদ্বারা বিদ্যা শিক্ষা কর এবং সত্য প্রতি রতি, মিথ্যা বাক্যে দ্বেষ দ্বারা চিরকাল ধন্য রূপে খ্যাত হও।

একাক্ষর ও দ্বাক্ষর শব্দের পাঠ।

ধনী, জ্ঞানী, রাজা, নদী, এবং বৈদ্য, এই পাঁচ যে দেশে না থাকে, সে স্থানে বাস সুখকর নহে।

এক যে গুণী পুত্র সেও ভাল কিন্তু একশত মূর্খ পুত্র কার্য্যকর নহে, যেহেতু এক চন্দ্র তমো নাশ করে শত শত তারা গণে পারে না।

শাস্ত্রে স্মৃতি নাই কিন্তু গ্রন্থ মাত্র গত যে বিদ্যা আর পর হস্ত স্থিত যে

ধন, তাহা কার্য্যকালে প্রাপ্য হয় না, অতএব সে বিদ্যা এবং সে ধন মিথ্যা।

বিদ্যাযুক্ত জন আর রাজা তুল্যরূপে গণ্য নহে যে ব্যক্তি সম জ্ঞান করে, সে অতি অজ্ঞ, যেহেতু রাজা স্বীয় দেশে পূজ্য, বিজ্ঞ বুধ লোক সর্ব্ব দেশে মান্য।

সমাপ্তঃ

একমেবাদ্বিতীয়ং

বর্ণমালা

দ্বিতীয় সঙ্খ্যা

২০ বৈশাখ ১৭৬৬ শক
কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল ॥

(১)

ওঁ তৎসৎ

অক্ষর	অর্চ্চনা	ইঙ্গিত	উত্তম	একান্ত
অধর	আশ্রয	ইষ্টক	উন্দূরু	একাত্মা
অমর	আলয	ইষীকা	উপমা	এরণ্ড
অজর	আভাস	ইন্দ্রিয	উর্ব্বরা	ঐশ্বর্য্য
অনল	আলস্য	ইন্দ্রাণী	উত্তপ্ত	ঐহিক
অশন	আশয	ঈশান	উৎকর্ষ	ঐকাগ্র্য
অধম	আদর্শ	ঈশানী	উৎসব	ওদন
অভয	আকাব	ঈদৃশ	উৎসাহ	ওঁকার
অলস	আকাশ	ঈশ্বর	উদ্যান	ওষধি
অথর্ব্ব	আধার	ঈশ্বরী	উদ্ভিজ্জ	ঔষধ
অনন্ত	আচার	ঈশিতা	উদ্বাহ	ঔরস
অচারু	আহার	ঈক্ষণ	উন্মনা	ঔদাস্য
অঙ্গুলি	আষাঢ়	ঈপ্সিত	উৎকণ্ঠা	করণ
অখণ্ড	আভোগ	ঈড়িত	উৎপত্তি	কটক
অচিন্ত্য	আকাঙ্ক্ষা	উদক	ঊষর	কপট
অমূল্য	আচার্য্য	উদর	ঊর্ম্মিকা	কলস
অপূর্ব্ব	আম্নায	উদার	ঋত্বিক্	কণিকা
অদ্ভুত	আনীত	উত্তর	একদা	কমলা
অব্যয	আকৃতি	উচ্ছিষ্ট	একত্র	করুণা
অব্যক্ত	আহূত	উজ্জ্বল	একাকী	কবরী
অধুনা	ইতর	উভয	একাগ্র	কদাচ

(২)

কঠিন	কুণ্ডল	খণ্ডন	ঘটিকা	চিন্তন
কলঙ্ক	কুকর্ম্ম	খাদক	ঘর্ঘর	চেতন
কর্ত্তব্য	কুরব	খেচর	ঘর্ষণ	চৈতন্য
কণ্টক	কুমার	গগণ	ঘাতক	ছদন
কর্ত্তৃত্ব	কৃপণ	গণক	ঘাতিনী	ছন্দর
করকা	কৃপালু	গরল	ঘূর্ণিত	ছলনা
কানন	কেকয়ী	গহন	ঘৃতাক্ত	ছাদিত

কারণ	কেদার	গভস্তি	ঘোটক	ছুরিকা
কামনা	কোমলা	গন্ধর্ব্ব	ঘোষণা	ছেদন
কামাখ্যা	কৌশল্যা	গণিকা	চয়ন	জর্জ্জর
কাকিনী	ক্ষমতা	গর্জ্জিত	চতুর	জঠর
কামিনী	ক্ষত্রিয়	গর্ব্বিত	চপলা	জনক
কান্তার	ক্ষিতিপ	গর্ব্বিণী	চঞ্চলা	জননী
কিরণ	ক্ষুধিত	গম্ভীর	চন্দন	জনতা
কিরীট	ক্ষেত্রজ্ঞ	গ্রহণ	চম্পক	জম্বীর
কিশোর	খদির	গ্রাহক	চণ্ডিকা	জয়ন্তী
কিন্নর	খনন	গান্ধারী	চলিতা	জলৌকা
কিঙ্কর	খলতা	গাম্ভীর্য্য	চন্দ্রিকা	জাতক
কীকস	খচিত	গুরুতা	চন্দ্রমা	জামাতা
কীচক	খর্জ্জর	গোচর	চন্দ্রিমা	জীর্ণতা
কীলক	খর্পর	গোপাল	চাতক	জীবন
কুদৃষ্টি	খঞ্জন	গোপিকা	চাতুর্য্য	জীবিকা
কুৎসিতা	খদ্যোত	ঘটনা	চামর	ঝর্ঝর

(৩)

ঝাবুক	দর্পক	নয়ন	নির্দ্দোষ	বদন
ডমরু	দরিদ্র	নরক	পঠন	বধীর
তড়াগ	দক্ষিণ	নষ্টতা	পরিধি	বরাহ
তনয়	দাতব্য	নম্রতা	পঞ্চাস্য	রনিতা
তরল	দায়ক	নক্ষত্র	পর্ব্বত	বরদা
তপস্যা	দ্বিরদ	নমস্য	পথিক	বলয়
তরুশ	দুঃখিত	নর্ত্তকী	পয়স্য	বড়িশ
তপন	দুর্জ্জন	নবীনা	পদাতি	বসুধা
তক্ষক	দুর্ম্মতি	নলিনী	প্রণতি	বরেণ্য
তন্ত্রতা	দুর্নীতি	নায়িকা	প্রণব	বর্দ্ধিষ্ণু
তাড়না	দুঃশীলা	নাশিকা	প্রকাশ্য	বানর
তাপিত	দুর্দ্দশা	নাশিনী	প্রতিষ্ঠা	বাসর
তাপিনী	দুরন্তা	নাপিত	প্রতিমা	ব্রাহ্মণ
তারিণী	দুষ্টতা	নাবিক	প্রকৃতি	বালুকা

তারকা	দুহিতৃ	নিরাশা	প্রস্তর	বাসনা
তিন্তিড়ী	ধনদ	নির্দ্দয়	প্রমদা	বাসিনী
তীরস্থা	ধরণী	নিন্দিতা	প্রসৃতি	ব্যাকুলা
তুলনা	ধরিত্রী	নির্ম্মায়	প্রশংসা	বিভব
তুলসী	ধারণা	নিদ্রালু	প্রস্তাব	বিস্মৃতি
তূর্ণতা	ধারিণী	নির্লজ্জ	পাষাণ	বিভূতি
তূলিকা	ধীষণা	নির্লেপ	পাপিনী	ব্যুৎপত্তি
দহন	ধুস্তূর	নির্ব্বুদ্ধি	পৃথিবী	ভগিনী
দয়ালু	ধূর্ত্ততা	নিষ্কাম	বদরী	ভদ্রতা

---

(৪)

ভর্ৎসনা	মদিরা	মানব	লেখনী	সতর্ক
ভক্ষক	মধুর	মানস	লোচন	সন্তান
ভক্ষিত	মন্দির	মালিনী	লোহিত	সন্তপ্ত
ভাবনা	ময়ূখ	মুকুট	শকল	সম্পন্ন
ভাবিনী	ময়ূর	মুদ্গর	শঙ্করী	সম্বন্ধ
ভারতী	মন্দার	মেদিনী	শকট	সরাব
ভাস্কর	মর্য্যাদা	মোদক	শপথ	সহায়
ভ্রাতৃব্য	মশক	মৃণ্ময়	শমন	সুখদা
ভীষণা	মরুৎ	মৃত্তিকা	শয়ন	সুস্থতা
ভ্রুকুটী	মহৎ	রচনা	শরণ	সেবধি
ভেদক	মন্ত্রণা	রমণী	শ্রবণ	সংকল্প
ভেষজ	মধ্যম	রসনা	শ্মশান	সংকীর্ণ
ভুজঙ্গ	মহতী	রক্ষণ	শর্ব্বরী	হরণ
ভূদেব	মহিমা	রেচন	শফরী	হর্ষণ
মকর	মহিষ	লবণ	শীতল	হরিণ
মন্ডল	মক্ষিকা	লবঙ্গ	শ্রীফল	হায়ন
মন্ডূক	মার্জ্জার	লক্ষণ	শ্রীধর	হস্তিনী
মত্তক	মার্জ্জনা	লাঙ্গল	শ্রীরাম	হিরণ্য
মদন	মাতঙ্গ	লাবণ্য	সকল	হিমানী
মন্দর	মাতুল	লালস	সরল	হীরক

অধিকারী	অকূপার	অন্যাদৃশ	অগ্রজন্মা
অনুমতি	অবিকৃতি	অবেষ্টিত	অগ্রসর

(৫)

অগ্নিশিখ	অপরাধ	উত্তমর্ণ	এড়মূক
অঙ্গহাব	অবগ্রহ	উত্তমাঙ্গ	এষণিকা
অঙ্গারক	অবরোধ	উত্তরীয়	একাগ্রতা
অঙ্গীকার	অবশ্যায়	উদ্ঘাটন	ঐরাবত
অজগর	অমাবস্যা	উন্মদিষ্ণু	ঐরাবতী
অজগব	অমাবাস্যা	উপকৃষ্ট	ঐরাবণ
অতিক্রম	আখণ্ডল	উপগত	ওষধীশ
অতিপন্থা	আখ্যায়িকা	উপগ্রহ	ঔদরিক
অতিরিক্ত	আদর্শন	উপত্যকা	ঔপায়িক
অতীন্দ্রিয়	অন্বিক্ষিকী	উপদ্রব	কল্পতরু
অধ্যাপক	আনুপূর্ব্বী	উপনিধি	কদম্বক
অধিবাস	আমন্ত্রণ	উপবাস	কটিদেশ
অধিষ্ঠান	আম্রেড়িত	উপাচার্য্য	কণ্ঠীরব
অন্তর্ব্বর্ত্তী	ইতিহাস	উষ্ণরশ্মি	কমণ্ডলু
অন্তরীপ	ইন্দীবর	উর্জ্জস্বল	কম্বুগ্রীবা
অনুকম্পা	ইরন্মদ	উরীকৃত	কর্ক্কটক
অনুক্রম	ইষ্টগন্ধ	ঋতুমতী	করপাল
অনুষ্ঠান	ঈশবাদী	ঋষ্যশৃঙ্গ	করবীর
অনুমতি	ঈহামৃগ	ঋক্ষগন্ধা	করশাখ
অনুভব	ঈক্ষণিকা	একতর	কাদম্বিনী
অন্বেষণ	উগ্রগন্ধা	একপদী	কার্ত্তিকেয়
অপবাদ	উচ্চৈঃশ্রবা	একস্বর্গ	কিম্বদন্তী
অপ্রত্যক্ষ	উচ্ছাদন	একাকিনী	ক্রিয়াবান্

(৬)

কুটুম্বিনী	গৃহপতি	জঘন্যজ	তামরস
কুরুক্ষেত্র	গোপালক	জনপদ	তামলকী
কুম্ভকার	গোবর্দ্ধন	জনয়িত্রী	তাম্রচূড়
কুবলয়	ঘটীযন্ত্র	জনশ্রুতি	ত্রিদিবেশ

কৃত্তিবাস
কৃষ্ণবর্ত্ম
কেশবেশ
কেশপাশী
কোলাহল
কোমলতা
ক্ষণপ্রভা
ক্ষিতিপাল
খননীয়
খিদ্যমান
খড়্গমুষ্টি
খগেশ্বর
গণনীয়
গণরাত্র
গন্ধবহ
গজানন
গ্রহপতি
গার্হপত্য
গুণান্বিত

ঘনমার
ঘনরস
চক্রবাক
চতুর্ব্বর্গ
চতুর্দ্দশ
চতুষ্পদ
চন্দ্রমালা
চর্ম্মকার
চমৎকার
চরাচর
চরিতার্থ
চামীকর
চিকিৎসক
চিত্রকার
চিত্রকূট
চিপিটক
চিরন্তন
চূড়ামণি
ছদ্মবেশ

জরায়ুজ
জলধর
জলনিধি
জলব্যাল
জলৌকস
জাগরূক
জাঙ্গলিক
জাতবেদা
জাতাপত্যা
জায়ফল
জীবঞ্জীব
তন্তুবায়
তনুত্রাণ
স্তনয়িত্নু
তনূরুহ
তমস্বিনী
তরঙ্গিণী
ত্র্যহস্পর্শ
ত্রয়োদশী

ত্রিপথগা
তিরস্কার
তৃণধ্বজ
দণ্ডধর
দণ্ডাহত
দদ্রুরোগী
দধিফল
দর্বীকর
দ্রুমাময়
দন্দশূক
দামোদর
দ্বাদশাত্মা
দ্বারপাল
দ্বিজরাজ
দিবাকর
দূরদর্শী
দীর্ঘদর্শী
দ্রোণকাক
ধনঞ্জয়

---

(৭)

ধনাধিপ
ধনুষ্মান্
ধর্ম্মরাজ
ধরাধর
ধারাধর
ধুরন্ধর
ধূমকেতু
নক্ষত্রেশ
নাড়ীন্ধম
নামধেয়
নারিকেল

নীলাম্বর
নৌকাদণ্ড
পঙ্কেরুহ
পঞ্চজন
পঞ্চশর
পঞ্চশাখ
পীতাম্বর
পতিবত্নী
পতিব্রতা
পদ্মরাগ
পদ্মাকর

প্রভঞ্জন
প্রভাকর
প্রবাহিক
প্রবোধন
পারাবার
পৌর্ণমাসী
পুরাতন
ভয়ানক
ভাগধেয়
ভাদ্রপদ
ভারযষ্টি

মহোৎপল
মাতুলানী
মাল্যবান্
মার্গশীর্ষ
মিথ্যাদৃষ্টি
মীনকেতু
মুক্তাস্ফোট
মুষ্টিবন্ধ
মৃগতৃষ্ণা
ম্লেচ্ছমুখ
যাচিতক

নাস্তিকতা	পদাতিক	ভারার্পণ	যুবরাজ
নিকেতন	পয়োধর	ভুজঙ্গম	রক্তোৎপল
নিবেদন	পর্ণশালা	ভূমিকম্প	রজস্বলা
নিয়ামক	প্রহেলিকা	ভূরিমায়	রত্নাকর
নিরর্থক	প্রণিহিত	ভোগবতী	রমণীয়
নিরন্তর	প্রত্যাহার	মরীচিকা	রাজহংস
নির্ব্বপণ	প্রতিজ্ঞাত	মলয়জ	রৌহিণেয়
নির্ব্বাহক	প্রতিদিন	মহাজন	ললাটিকা
নিশারণ	প্রতিধ্বনি	মহাশয়	লম্বোদর
নিশীথিনী	প্রতিপন্ন	মহীপাল	লিপিকর
নিঃসরণ	প্রদীপন	মহীরুহ	লোহিতাঙ্গ

(৮)

বৎসতর	শক্তিধর	সমঞ্জস	সিমন্তিনী
বনপ্রিয়	শচীপতি	সমাকর্ষী	সুরদ্বেষী
বনস্পতি	শ্রদ্ধাশীল	সমাঘাত	সুরাচার্য্য
ব্যবহার	শশধর	সমর্য্যাদ	সূপকার
বর্ণতূলী	শাখামৃগ	সম্বৎসর	সৈংহিকেয়
বাতপ্রেমী	শারিফল	সমাদর	সোমপ্লব
বাতায়ন	শালপর্ণী	সমাহার	সোমরাজী
বাতমৃগ	শিখাবল	সম্প্রদায়	স্রোতস্বতী
বাজশ্রবা	শিরোরুহ	সম্মার্জ্জনী	সৌদামিনী
বাহুলেয়	শিলীমুখ	সমাবৃত্ত	সৌগন্ধিক
বিচারণা	শোভাঞ্জন	সর্ব্বংসহা	হরিণ্মণি
বিচক্ষণ	ষড়ভিজ্ঞ	স্ত্রীধর্ম্মিণী	হরিতকী
বিচিকিৎসা	ষড়ানন	সরস্বতী	হরিদশ্ব
বিভাকর	ষাণ্মাতুর	স্বয়ম্বরা	হরিপ্রিয়া
বিভাবরী	সঙ্কলন	স্বর্ণকার	হরিহয়
বিভূষণ	সঙ্কর্ষণ	স্ববাসিনী	হলায়ুধ
বিশ্বম্ভরা	সত্যানৃত	স্বস্তিমুখ	হস্ত্যারোহ
বিষধর	সদাগতি	সস্যশূক	হলাহল

(৯)

অনবধানতা অসমীক্ষকারী ঘনরসরুহ
অক্ষরতূলিকা আগ্রহায়ণিক চর্ম্মপ্রভেদিকা
অভ্যবকর্ষণ আনকদুন্দুভি চিত্রশিখণ্ডিজ
অভবস্কন্দন কালিন্দীভেদন তৃতীয়াপ্রকৃতি
অভ্যাসাদন কাষ্ঠাম্বুবাহিনী পানীয়শালিকা

---

(১০)

অভ্রমুবল্লভ কুমুদবান্ধব রেবতীরমণ
অমৃতান্ধসক গৃহাবগ্রহণী সর্ব্বধুরাবহ

অপরাদ্ধপৃষৎক মেঘনাদানুলাসী

রথাঙ্গাহ্বয়নামক।

জকারভেদ।

জল্পন জীর্ণ জ্বর জালা জায়া জরা জন জ্বলন জিহ্বা জল জার জঘন জলদ জর্জ্জর জাতি জঙ্গম জিত জিজ্ঞাসা জন্য জড় জন্তু জ্যেষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ জঘন্যজ জামাতা জঠর জাল জটা পূজ্য পূজা রাজ্য গজ ভোজ্য দ্বিজ লজ্জা প্রজা রজঃ ধ্বজ বজ্র তেজঃ বীজ মজ্জা খঞ্জ কুব্জ রজ্জু অজ কুজ পুঞ্জ গুঞ্জ পরাজয় উপার্জ্জন ভুজঙ্গ কুজন বর্জ্জন ব্যঞ্জন ব্যজন ভোজন রজনী তর্জ্জন রঞ্জন গর্জ্জন রজক দুর্জ্জন কজ্জল অঞ্জন রজক খর্জ্জূর বিজয় অজ পঞ্জর যোজন মজ্জন ভঞ্জন পারিজাত জনতা নির্জ্জন ভজন পঙ্কজ।

---

(১১)

যকারভেদ

যমুনা যুদ্ধ যুক্ত যোজন যত্ন সংযত শয্যা যাপন যম যশোদা যাতনা যন্ত্রণা যশঃ যদি যোগ যজ্ঞ যাগ যজন যুগ্ম যতি সংযম যজমান যুগল যুগ যোজনা যান যব যাচন যাত্রা যামিনী যাদব যক্ষ যৌবন যোগ্য ময়ূর যবন যজুঃ যথার্থ যাদৃশ যাবৎ যথা।

ণকারভেদ।

গণ পণ গুণ কঙ্কণ রেণু কল্যাণ অঙ্গণ তৃণ অণু নিপুর লবণ প্রবীর লাবণ্য বীণা ফণা বেণু স্থাণু বাণী পাণি রমণ বেণী দ্রোণ মাণিক্য মণি বণিক্ চাণক্য গণিকা ফেণ ফাল্গুণ গগণ তূণীর বিপণি কাণ।

শকারভেদ।

শিব শুভ শম্ভু শঙ্কব শিলা শক্তি শশী শেখর শরীর শুচি শুদ্ধ শিষ্ট শোভা শাক শান্ত শর্ম্ম শত শ্বেত শুক্র শ্লথ শোথ শপথ শঠ শাখা শিখা শঙ্খ শাণ্ডিল্য শোক শেফালিকা শক শকট শিশু শ্বশুর শৈল শ্যামল শয়ন শীত শুক্তি শূল শক্র

---

(১২)

শ্বযন শ্যাম শ্যালক শাশ্বত শুষ্ক শস্ত্র শাস্ত্র শীতল শঙ্কা শিল্প শিক্ষা শূদ্র শকৃৎ শনৈঃ শীর্ণ শনি শ্রান্তি শ্রম শ্রেযঃ শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা শ্রুতি শ্রেণি শূকর শৃগাল শৃঙ্গ শ্লোক শস্য শ্রুত শ্রেণি শূকর শৃগাল শৃঙ্গ শ্লোক শস্য শ্রুত শ্রবণ শৃঙ্গার কেশব কাশী ঈশ্বর আশ্রয অশোক দশা আশয কুশল আশ্বাস অতিশয কাশ্মীর বিশ্বাস সংশয নিশিত শাসন বিংশতি দংশন আশ্বিন অশ্রু অশ্বত্থ অশন প্রশ্ন বিশ্ব অবশ্য রশ্মি পশুপতি অশেষ বিশেষ কেশ বেশ ক্লেশ লেশ বিনাশ হুতাশ সন্দেশ দংশ বংশ শাপ কর্কশ আক্রোশ ক্রোশ আকাশ প্রবেশ নিশা শব্দ যশঃ প্রকাশ নিবেশ সদৃশ অঙ্কুশ কুশ পলাশ আশা ঈশ দিশ্ স্পর্শ আশু দেশ গণেশ শেষ শাপ বশ অংশ।

যকারভেদ।

যষ্ঠী যষ্টি যণ্ড বিভীষণ ভীষণ ভূষণ বিশেষণ পুষ্কর দুষ্কর দুষ্খ গোষ্পদ ঘোষণ নিষেধ পুষ্প ঔষধ ভিষজ্ বিষাদ শষ্প দৃষ্ট ভেষজ কষায পাষাণ পাষণ্ড কুষ্মাণ্ড ষট্পদ আষাঢ় দুষ্ট বশিষ্ঠ বিষয ভাষা পৌষ নিষাদ ভাষ্য শিষ্য গ্রীষ্ম দূষণ তুষ্ট উষ্ম ভীষ্ম বর্ষ মেষ দ্বেষ কলুষ কিল্বিষ পূরুষ প্রত্যূষ আভাষ বিশেষ শ্লেষ মহিষ অভিলাষ পুরুষ।

---

(১৩)

সকারভেদ।

সমূহ সকল সিদ্ধি সমস্যা সুন্দর সর্ব্ব সভ্য সদ্যঃ সম সিত স্রোতঃ সমুদ্র সঙ্গম সীমা সোম সীমন্ত স্বস্তি স্বর সদা সিন্দূর সুর সদন সাগর সমর সার

সংসার স্বামী সমষ্টি সর্প সূত্র সহস্র সূর্য্য সূচি সিন্ধু সময় সলিল সুরা স্বয়ং সাক্ষী সূক্ষ্ম সেবক সুখ সম্বাদ সত্য সিংহ সাধু সৃজন সুত সুবর্ণ স্বর্গ সহ সন্ধি সতী স্মৃতি সংস্কৃত সন্দেহ সাক্ষাৎ সমাচার সঙ্ক্ষেপ সম্মতি সহায় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সম্প্রতি বিকসিত ব্যবসিত লসিত প্রসার অসুর প্রসাদ বসু অমাবাস্যা ব্যসন মাৎসর্য্য প্রসঙ্গ বাসর বসন্ত কুসুম হাস্য প্রশস্ত ভস্ম জ্যোৎস্না ব্যাস ন্যাস বাস কৈলাস অসি কংস ধ্বংস হংস মাস দিবস রস কার্পাস ত্রাস গ্রাস সংযত দাস বিলাস উল্লাস।

বর্ণমালা।

প্রথম ভাগ।

BARNA-MALA.

PART I.
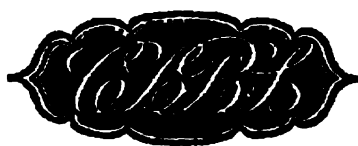
CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS;

AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1853

1st ed.	
2nd.	2000 copies
3rd.	2000
4th.	2500
5th	5000
6th	10,000
7th	10,000

(৩)

ক খ গ ঘ ঙ।
চ ছ জ ঝ ঞ।
ট ঠ ড ঢ ণ।
ত থ দ ধ ন।
প ফ ব ভ ম।
য র ল ব শ
ষ স হ ক্ষ।
অ আ ই ঈ উ ঊ
ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ
ও ঔ অং অঃ।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০

---

(৪)

ব্যুৎক্রম স্বর।

অ এ ই উ ঐ ঋ
ও ঈ ঊ ঌ ঔ ৠ
ৡ আ অঃ অং।

ব্যুৎক্রম ব্যঞ্জন।

ক ঝ ব ঘ র ধ
ষ য খ ফ থ ঙ
ড ভ ত জ ঞ ঠ
চ ঢ ট হ শ ল
ণ দ প গ ক্ষ ম
ন ছ স।

(৫)

ঞ্চ ঞ্জ্র ন্ট ঞ্জ ঙ্গ

ণ্ন ঙ্খ ন্ঠ ন্ত ণ্ড

ঙ্ঘ স্প ন্ধ ঙ্ক ন্দ

ম্ব ঞ্ঝ ন্ন ম্ম জ্শ

ঙ্ল ঙ্হ ঙ্ব ঙ্ষ ঙ্ক্ষ

ন্ট ন্ত ন্ফ ন্জ স

ন্হ ঞ্ঝ ঙ্ঙ

---

(৬)

স্ত্র ঙ্ত ন্থ হ্ন ক্ম

ট্শ দ্ঘ ব্ঝ ব্ট ব্ধ

ড্ড হ্ব ট্ক্ষ ড্গা ব্জ

ব্ড ব্দ দ্ব হ্ল ট্হ

স্খ শ্ছ ষ্ঠ স্থ স্ফ

ট্স স্ক শ্চ ষ্ট ন্ত

স্প হ্য ট্ষ।

(৭)

কো পা তৈ গি মা চূ টৈ ডু ভঃ থং

ত্ম ক্য প্ন ভ্র ট মৃ গ্ন র্থ ঙ্ক স্ত

যুক্তাক্ষর

ক্ক ক্খ ক্চ ক্ছ ক্ট ক্ঠ ক্ত—ক্ত

ক্থ ক্ন ক্প ক্ফ ক্ম ক্য ক্র—ক্র

ক্ল ক্ব ক্শ ক্‌ষ—ক্ষ ক্স খ্ল খ্ন

খ্য খ্র খ্ব খ খ্শ খ্ষ খ্স

গ্গ গ্ঘ গ্জ গ্ঝ গ্ত গ্দ গ্ধ—গ্ধ

গ্ন গ্নু গ্ম গ্য গ্র গ্ল গ্ব

ঘ্ন ঘ্ম ঘ্য ঘ্র ঘ্ল ঘ্থ ঙ্ক

ঙ্খ ঙ্গা-ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ঙ ঙ্য ঙ্চ ঙ্ছ

ঙ্ব ঙ্শ ঙ্ষ ঙ্স ঙ্হ ঙ্ক্ষ চ্চ

চ্ছ চ্ছ চ্ছ্র চ্য চ্র চ্ব চ্ম ছ্য

ছ্র ছ্ল ছ্ব জ্জ জ্ব জ্ঞ—জ্ঞ জ্ন

জ্ম জ্য জ্র জ্ল ঝ্য ঝ্র ঝ্ম

(৮)

ঝ্ম ঝ্ব ঞ্চ—ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ঞ্জ্র

ট্ট—ট্ট ট্ন ট্য ট্র ট্ল ট্শ ট্ষ

ট্স ট্হ ট্ক্ষ ঠ্ন ঠ্ম ঠ্য ঠ্র

ঠ্ল ঠ্ব ড্গ ড্জ ড্ঝ ড্ড ড্ব

ড্ন ড্য ড্র ড্ল ড ঢ্ম ঢ্য

ঢ্ন ঢ্র ঢ্ল ঢ্ব ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড

ণ্ঢ ণ্য ণ্র ণ্ব ণ্ন ত্ক ত্খ

ত্ত ত্থ—ত্থ ত্ন ত্প ত্ফ ত্ম ত্য

ত্র—ত্র ত্ব ত্স ত্ন থ্ম থ্য থ্ব

থ্র দ্গ দ্ঘ দ্ভ দ্ল দ্দ দ্ধ—দ্ধ

দ্ভ দ্য দ্ম দ্র দ্ব—দ্ব দ ধ্ন

ধ্ম ধ্য ধ্র ধ্ব ধ্ল ন্ক ন্চ

ন্ত ন্থ—ন্থ ন্দ ন্ধ—ন্ধ ন্ন ন্ল ন্ফ

ন্ম ন্য ন ন্ন ন্ব ন্ষ ন্হ

প্ত প্থ প্ন প্প প্ম প্য প্র

প প্ব প্স ফ্ল ফ্য ফ্র ফ্ব

ব্ল ব্দ ব্ধ ব্ন ব্ভ ব্ম

(৯)

ব্য ব্র ব্ল ব্ব ভ্ন ভ্ম ভ্য

ভ্র ভ্ল ভ্ব ম্ন ম্প ম্ফ ম্ব

ম্ভ ম্ম ম্য ম্র ম্ল ম্ব য্ন

য্য য্ব য্ য্র য্ম ল্ক ল্খ

ল্গ ল্প ল্ফ ল্ভ ল্ম ল্য ল্র

ল্ব ল্শ ল্ষ ল্স ল্থ ব্জ ব্ঝ

ব্ড ব্ঢ ব্দ ব্ধ ব্ন ব্র ব্য

ব শ্চ শ্ছ শ্ম শ্য শ্র শ্ল

শ্ব শ্ল্শ ষ্খ ষ্ট ষ্ঠ ষ্ন—ষ্ণ ষ্প

ষ্ক ষ্ম ষ্য ষ্ব স্ক স্খ স্ত

স্থ স্ন স্প স্ফ স্ম স্য স্র

স্ল স্ব স্ল্স হ্ন-হ্ণ হ্ম—হ্ম হ্য হ্র হ্ল হ্ব

ত্র্যক্ষর যুক্ত

ক্ষ্য ক্তৃ ক্ত্য ক্ত্র ক্ত্ব ক্ল্য ক্র্য

ক্ষ্ম ন্ত্র ক্ষ্ণ ক্ষ্ব গ্ন্য গ্নূ গ্র্য

গ্ম্য ঘ্র্য ঙ্কৃ ঙ্ক্য ঙ্ক্ষ ঙ্ঘ্য ঙ্গ্য

(১০)

ঙ্গ্ল ঘ্ঘ্য চ্চ্য চ্ছ্য চ্ছ্ব চ্ম্য জ্জ্ব

জ্জ্য জ্জ্ব ঞ্চ্য ণ্ড্য ঞ্ছ্য ঞ্জ্য ঞ্জ্ব

ণ্ড্য ন্ট্ব ণ্ড্ব ৎকৃ ৎক্য ত্ত্ল ত্ত্ব

ত্ত্ম ত্ত্য ত্ত্র ত্তৃ ত্ন্য ত্ম্য ৎসৃ

ৎস্য ৎস্ব দ্গৃ দ্ন্য দ্ধ্ব দ্ব্র ড্ডৃ

ড্ড্য ড্ড্র দ্র্য দ্ব্য ধ্ব্য ন্জ্য ন্জ্ব

ন্ত্ব ন্ত্য ন্ত্র . ন্ত্ম ন্থ্ব ন্দৃ ন্দ্য

ন্দ্র ন্দ্ব ন্ধ্ম ন্ধ্য ন্ধ্ব ন্নৃ ল্লৃ

ন্ম্র ন্ত্র্য প্ত্য প্ত্র প্ত্ব প্তৃ প্র্য

প্ল্য স্পৃ স্প্য স্প্র ম্ভ্য ম্ব্য ম্ভ্ব

ন্ম্য ন্ম্র ম্ব্য ল্ক্য ল্গ্য ল্প্য ব্ধ্য

ব্ধ্র ব্ভ্য ব্ব্র শ্চ্য শ্বৃ স্ক্র ষ্ট্য

ষ্ট ষ্ট্র ষ্ঠ্য ষ্ন্য ষ্ণ্য স্প্র স্ক্য

স্কৃ ষ্ক্র স্ত্য স্ত্র স্ত্ব স্ত্ম স্পৃ

স্প্য ষ্প্য স্ফ্য স্মৃ স্ম্য স্ম্র স্ব্য

স্ব্র হ্ব্র হ্ব্য হ্বৃ

(১১)

স্বরান্ত দ্ব্যক্ষর।

অজা	অতি	কাক	কামী	আয়ু	ভয়	চমু
আজা	অপি	শঠ	কালী	আলু	কাচ	হনু
আশা	রথ	অলি	ক্রোধী	বন	ইক্ষু	আগা
শব	অসি	গৃহী	ক্ষয়	ঋতু	আভা	আদি
বশ	গোষ্ঠী	কটু	আমা	ক্ষণ	ইতি	কাল
গোপী	কচু	যম	ঊষা	ইনি	আদ্য	খিল
গৌরী	বল	উড়া	যশঃ	উক্তি	জিত	ঘটী
কিছু	বিষ	কপি	একা	ঝুড়ী	নাশ	কিন্তু
কথা	কমি	মাস	দ্রোণী	গরু	রাগ	কাঁচা
কষি	শিরা	দ্রোহী	ঘুঘু	কাঁচ	চাল	খড়ি
ধাত্রী	কাছা	গতি	শাঁস	নদী	চক্ষুঃ	ষাঁড়
কাণা	গদি	শাল	জন্তু	পত্নী	তল	তালু
খাড়	পক্ষী	চারু	তিল	খানা	গাড়ি	মদ
পৃথ্বী	খোলা	গাতি	কাম	ফণী	জানু	কাণ
খাতা	গালি	বলী	পাপ	যাদ	খুড়া	গিরি
রাঢ়	রাণী	ঝাড়ু	হাব	খেলা	গুঁটি	হাম
বাদী	টাঙ্গী	খোনা	ঘসি	কীট	বাটী	তনু

---

(১২)

গোড়া	দীপ	চটি	ধাতু	নীর	বেণী	তরু
নাথ	গাঁজা	চাকি	ধাম	মহী	পঙ্গু	বীজ
ধেনু	গাদা	শিলা	চাবি	মালী	হাল	পট
মাঘ	গালা	চিনি	শীত	মৃগী	পশু	পাদ
শীল	ঘড়া	চুনি	রাগী	কেশ	পান্তু	ঘটা
চুরি	মীন	রাজ্ঞী	পুরু	কূল	ঘোড়া	পীত
চৌকী	বাণী	প্রভু	মূল	চিটা	চৌরি	রোগী
বন্ধু	ক্ষীণ	চৌড়া	ছড়ি	দাস	শ্রেণী	গীত

বসু	চূড়া	ছাতি	তীর	ষষ্ঠী	বহু	যুক্তি
ছটা	তাল	ছবি	সতী	বারু	নাশ	ঝাঁটা
জাতি	সাধ্বী	ধীর	রাহু	ছড়া	ঝুঁকি	চীন
সাক্ষী	বিন্দু	ছাড়া	ঝুলি	নিজ	সুখী	বিধু
ছানা	নখ	টাটি	হংসী	বিষ্ণু	ছাপা	টিকি
ছাগ	হস্তী	বেণু	রস	ছায়া	ঢিবি	মধু
হাতি	পার	ছালা	টুঁটি	চণ্ডী	জিন	মরু
ছিটা	টুপী	দীন	ক্ষৌণী	শুক	মৃত্যু	ছোলা
দেশ	ঢাক	ক্রিয়া	বাজী	মৃদু	তুষ	জামা
শিখা	ক্ষীর	যদু	তরি	দণ্ডী	রঘু	তাল
জালা	তালি	দুলী	রিপু	ঘট	জরা	পণ
পাণি	লেবু	জ্বালা	ঘাট	তিথি	ঘটা	গৌর

(১৩)

লঘু	কেশ	লূতা	ঐশী	দধি	যোষা	রেণু
জীরা	দশা	গুণ	জ্ঞান	শত্রু	নাতি	পৌষ
শম্ভু	ঝামা	বংশ	নলি	শরু	শোক	ঝোড়া
নিধি	ডাঁড়ী	কশ	কংস	শিশু	কাঁটা	ফুটি
থালী	কোণ	টোনা	ফুসি	দড়ী	শুক	সাধু
টাকা	অংশ	চিল	ফাঁকি	ঘটি	গলী	সিন্ধু
বাঁশ	বিল	টেরা	হেম	হাঁটু	বিধি	ছড়ী
ভীত	ঘোষ	টোকা	বলি	ধনী	শুভ	রূপ
হেতু	পৃথু	বৈরী	তোষ	অর্ক	শূল	তৃণ
মণি	যুগ	অর্থ	ঠিকা	দৃঢ়	মতি	গুড়
অর্দ্ধ	ঠেঁটা	মাজি	মৃগ	ডগা	তৈল	মাটি
চোর	অগ্র	ঢাকা	পেয়	মারী	অহি	ডালা
যদি	অঙ্গ	বাটা	তাম	অণ্ড	তানা	রতি

অন্য	তাঁমা	রবি	অস্ত	থানা	রাশি	অন্ধ
থালা	লুচি	অন্ন	দয়া	কল্প	দাতা	নূড়ি
অশ্ব	দানা	হরি	অস্ত্র	দশা	হাঁড়ি	আর্ত্ত
দিবা	বাড়ি	আদ্য	দোনা	হালি	উক্ত	দোলা
ক্ষতি	ঊর্দ্ধ	ক্ষিতি	অল্প	দোষা	ক্ষৌরি	কর্ম্ম
ধীরা	অগ্নি	অল্প	ধুনা	অস্থি	ধার্য্য	নাসা
খ্যাতি	খণ্ড	নাদা	গানি	খাদ্য	নালা	ত্রুটি

(১৪)

গণ্য	পড়া	দীপ্তি	গন্ধ	পাড়া	পঁক্তি	গুল্ফ
পীড়া	প্রাপ্তি	গুহ্য	পূজা	সৃষ্টি	ঘর্ম্ম	পালা
প্রীতি	চন্দ্র	পাশা	ফান্দ	চর্ম্ম	পিতা	বুদ্ধি
চূর্ণ	কলা	বৃদ্ধি	ছন্দঃ	ফণা	বৃষ্টি	গল্প
ফাঁসা	ব্যাপ্তি	জন্য	বাসা	ভ্রান্তি	খর্ব্ব	বাধা
যষ্টি	ঝম্প	ভাড়া	রাত্রি	তত্ব(ত্ত্ব)	ভাটা	শক্তি
তপ্ত	ভারা	শাস্তি	তন্ত্র	ভূষা	শান্তি	তিক্ত
কালা	সৃষ্টি	দণ্ড	মালা	স্মৃতি	দত্ত	শ্রান্তি
হুণ্ডি	দন্ত	মামা	ক্ষান্তি	ধন্য	মায়া	তুষ্টি
ধার্য্য	মরা	নতি	কর্তৃ	ততি	নম্র	মসা
ধর্ম্ম	মাতা	পুষ্টি	পিতৃ	হোতৃ	মাষা	কশা
নিত্য	মহা	নিম্ন	নৃত্য	মহী	পত্র	মিঠা
পদ্য	মিতা	পদ্ম	মূলা	পর্ব্ব	মূর্ষা	পার্শ্ব
মেধা	পিণ্ড	মোচা	পুণ্য(পু)	মোজা	পুত্র	মোটা
পূজ্য	মোড়া	পূর্ণ	যথা	বঙ্গ	যাহা	বদ্ধ
যোড়া	বিদ্ধ	রাজা	বর্গ	রাণা	বধ্য	লতা
বন্য	লীলা	বাদ্য	লোণা	বাহ্য	লোভা	বিশ্ব
শরা	বীর্য্য	শসা	ভক্ত	শালা	ভঙ্গ	শিলা
ভণ্ড	শুকা	ভাণ্ড	শোণা(ন?)	ভাক্ত	শোভা	ভৃত্য
সখা	মণ্ড	সদা	মত্ত	সভা	মন্দ	সাদা

(১৫)

মদ্য	সীমা	মধ্য	সেথা	মর্ম্ম	সোণা	মল্ল
হাতা	মান্য	হাঁড়া	মুক্ত	হানা	মুণ্ড	হাবা
যত্ন	নিম্ব	যুক্ত	হাসা	রক্ত	হীরা	হাসি
বঙ্গ	হুকা	যুক্তি	রত্ন	হেথা	খুসি	রুগ্ন
হেলা	গতি	রুদ্ধ	হোতা	বিধি	রুষ্ট	হোথা
হাতী	লম্ফ	হোলা	খড়্গী	লিঙ্গ	ক্ষপা	শক্ত
ক্ষমা	শঙ্খ	ক্ষুধা	শস্য	অম্বা	শান্ত	আজ্ঞা
শীর্ণ	আচ্ছা	শৈত্য	শূন্য	আদ্যা	শৌর্য্য	আর্য্যা
সঙ্গ	ইচ্ছা	সত্য	ঈর্ষা	সর্ব্ব	ত্রপু	সহ্য
কন্যা	সাধ্য	কজ্জা	হর্ষ	কুজ্জা	হৃদ্য	ক্রেতা
ক্ষুণ্ন	ক্লীব	গণ্ডা	ক্লেশ	ঘণ্টা	ক্রম	ঘুঁট্যা
ক্রিয়া	চেষ্টা	ক্রোধ	গ্লানি	চিন্তা	গ্রাম	চর্চ্চা
গ্রাস	ঝণ্ডা	জ্যোতিঃ	ঢক্কা	জ্বর	তক্তা	ঘড়ী
ত্বরা	জ্ঞান	স্বস্তি	দূর্ব্বা	ন্যাস	ধ্বজা	প্রিয়
নিন্দা	ব্যাধি	ব্রত	নিদ্রা	ব্রণ	নিষ্ঠা	ভ্রম
পণ্ডা	শ্রুত	পাণ্ডা	শ্রুতি	শ্বাস	শ্লাঘা	শ্যাম
বন্ধ্যা	শেষ	বশ্যা	শ্রম	বাঞ্ছা	স্নান	শোতা
স্নেহ	বিদ্যা	স্থূল	ব্যথা	হ্রদ	বেশ্যা	হ্রাস
ক্ষণ	ভর্ষা	ভার্য্যা	ক্ষেপ	ভিক্ষা	ক্রান্ত	ভোক্তা
ভক্ত	ক্লান্ত	মজ্জা	কান্তি	কিষ্ট	মুক্তা	গ্রস্ত

(১৬)

মিথ্যা	গ্রাম্য	মুদ্রা	গ্রাহ্য	যাত্রা	গ্রীষ্ম	যোদ্ধা
জ্যেষ্ঠ	রম্ভা	ত্যক্ত	রক্ষা	ত্রস্ত	লঙ্কা	দ্রব্য
লম্বা	দ্বন্দ(ন্দ্ব)	শ্রদ্ধা	ধ্বস্ত	সন্ধ্যা	ধ্বান্ত	হিক্কা

স্বরান্ত ত্র্যক্ষর।

অথর্ব্ব	আকৃতি	অধুনা	অধম	উজ্জ্বল
উৎপত্তি	অনন্ত	উপমা	কুদৃষ্টি	অভয়

উর্ব্বরা	কুসৃষ্টি	অলস	একদা	দুর্ম্মতি
আভাস	কমলা	দুর্নীতি	আলয়	কলিকা
প্রণতি	আশয়	কণিকা	প্রকৃতি	করুণা
প্রসৃতি	ইঙ্গিত	কামনা	বিভূতি	ইতর
কামাখ্যা	বিস্মৃতি	ইষ্টক	কারিকা	ব্যুৎপত্তি
ঈদৃশ	পরিধি	ঈশ্বর	কুৎসিতা	অঙ্গুলী
ঈশান	কোমলা	উচ্ছিষ্ট	কৌশল্যা	ইন্দ্রাণী
উত্তম	ঈশানী	খচিতা	উত্তর	খলতা
ঈশ্বরী	উভয়	গণিকা	উদীচী	একত্র
গুরুতা	একাকী	একাগ্র	গোপিকা	কবরী
একান্ত	লেখনী	করিণী	ঐশ্বর্য্য	ঘটনা
কলসী	ঐহিক	ঘটিকা	কেকয়ী	ঔষধ

(১৭)

ঘোষণা	খর্ব্বাঙ্গী	কটক	চঞ্চলা	খেচরী
কঠিন	চতুরা	গর্ব্বিণী	কর্ত্তব্য	কণ্টক
চন্দ্রিকা	গান্ধারী	কপট	চপলা	গুর্ব্বিণী
সুখদ	ঘাতিনী	কদাচ	জনতা	চণ্ডালী
করণ	জামাতা	চার্ব্বঙ্গী	কর্তৃত্ব	জীবিকা
জননী	কলঙ্ক	জীর্ণতা	তাপিনী	তন্দ্রতা
তারিণী	কারণ	তাড়না	তুলসী	কুকর্ম্ম
তারকা	তোমরা	কুণ্ডল	তীরস্থা	ধারিণী
কৃপণ	তুলন	নাশিনী	খচিত	তূর্ণতা
পাপিনী	খনন	দধীচি	ফলিনী	খর্পর
দক্ষিণা	বাসিনী	খাদক	দায়িকা	ভগিনী
খেচর	দুঃখিতা	ভবানী	খোদন	দুঃশীলা
ভাবিনী	পঠন	দুরন্তা	মালিনী	গণক
দুর্দশা	রমণী	গরল	দুষ্টতা	শঙ্করী
গর্ব্বিত	ধারণা	সর্ব্বরী	গবাক্ষ	ধূর্ত্ততা
হ্লাদিনী	গহন	নম্রতা	ক্ষীণাঙ্গী	গাম্ভীর্য্য (র্য্য)
নবীনা	হরিণী	গোচর	নষ্টতা	অচারু
গোপাল	নায়িকা	নাসিকা	অলাবু	গ্রহণ
নিন্দিতা	আভীর	গ্রাহক	নিরাশা	ইভোরু
ঘর্ষণ	নির্দয়	উন্দুরু	ঘাতক	নির্ম্মাণ

(১৮)

ঊর্ণায়ু	ঘৃতাক্ত	নির্লজ্জ	করিষ্ণু	ঘোটক
প্রতিজ্ঞা	করেণু	ঘোষণা	প্রতিষ্ঠা	কৃপালু
চকোর	প্রশংসা	দয়ালু	চঞ্চল	বাসনা
নিদ্রালু	চটক	ব্যাকুল	পরন্তু	চতুর
ভৎর্সনা	বর্ত্তিষ্ণু	চন্দন	ভাবনা	বর্দ্ধিষ্ণু
চম্পক	মত্ততা	পুনর্ভু	চাতক	মর্য্যাদা
বর্ষাভূ	চাতুর্য্য(তু)	মূর্খতা	জামাতৃ	চামর
মন্ত্রণা	দুহিতৃ	চিন্তন	যশোদা	ননান্দৃ
ছাগল	যাতনা	সর্ব্বেষ্ট	নায়িকা	গোপিতা

স্বরান্ত চতুরক্ষর।

অমানিতা	জয়যুক্তা	কৃপাময়ী	জন্যদ্রব্য
কৃতকত্যা	কুম্ভকারী	গলহস্ত	চিরকাল
গিরিধারী	চেষ্টান্বিতা	গোবর্দ্ধন	ঔষধীশ
চিন্তনীয়া	গাণপত্য	গোপনীয়া	ঘটনীয়
চর্ম্মকারী	ঋষ্যশৃঙ্গ	খিদ্যমানা	চতুষ্পদ
চরিতার্থা	গোপালক	খলান্তকা	কামান্তক
জিজ্ঞাসিতা	কোলাহল	জীবধারী	জনার্দ্দন
তন্ত্রবায়	জ্বালান্বিতা	দায়ভাগ	পীড়ান্বিতা
পরাক্রম	পাপান্বিতা	নারায়ণ	নীচনসা

(১৯)

পরিজন	বারণীয়া	তুরঙ্গম	জয়ান্বিত
পরাজয়	প্রতিনিধি	প্রিয়পাত্র	বিলক্ষণ
ফলযুক্তা	দৈবাধীন	বজ্রধর	দূরস্থিতা
বিচক্ষণ	দয়াশীল	বিভূষিতা	আতপত্র
ধীশচিব	বৈবাহিক	ধৈর্য্যশালী	বর্ত্তমান
দণ্ডপ্রদ	খণ্ডবলা	খড়্গাপাণি	দণ্ডহস্তা
ধরাধর	নিকটস্থা	পৌর্ব্বাপর্য্য	জিতেন্দ্রিয়া
প্রায়শ্চিত্ত	সাঙ্কেতিক	বোধান্বিতা	বুদ্ধিযুক্ত
ধৌতবস্ত্রা	পরিপাটী	নিন্দনীয়া	পুনর্ব্বার
পারিপাট্য	ভারগ্রস্তা	ত্রিভুবন	ধারণীয়
ধর্ম্মশীলা	ত্রিলোচন	বিকসিত	দ্রাক্ষারস

পীনস্তনী	বারম্বার	দানযোগ্য	নমস্কার
বর্হির্ভূর্তা	পরিমাণ	পরিণয়	পরিণাম
দিনকর	ভোজনীয়	অনুমতি	অগ্নিশিখা
অধিকারী	মকরন্দ	অজমোদা	অবিকৃতি
সুসন্তান	আমিষাশী	মদমত্ত	কুসন্ততি
আখ্যায়িকা	ইষ্টসিদ্ধি	ইভগামী	মনোহর
ঈশ্বরেচ্ছা	ঈশবাদী	মাতামহ	উগ্রগন্ধা
উপস্থিতি	পূর্ণতমা	অন্যমূর্ত্তি	ঋক্ষনাদী
মাদকত্ব	উপাসিতা	উষাপতি	প্রতারণা

---

(২০)

একব্রতী	মীমাংসক	ঋদ্ধিদাতা	ঋদ্ধিবৃদ্ধি
প্রফুল্লতা	ঐকাহিকী	মূলীভূত	কলালপা
একগতি	প্রমাণিকা	ওষ্ঠভঙ্গী	মূর্চ্ছান্বিত
কুশলতা	কর্ম্মমতি	বশীভূতা	কর্ম্মকারী
যজমান	কৈতবতা	কামবুদ্ধি	ধারণীয়া
যত্নযুক্ত	কোমলতা	কুপ্রবৃত্তি	বিবেচনা
কাদম্বিনী	গর্ব্ভবতী	যমরাজ	কৌশলতা
খড়্গমুষ্ঠি	বোধনীয়া	ঘনশ্রেণী	যাবদীয়
গর্ব্ভস্থিতি	ভয়ানকা	পুত্ত্রবতী	যুক্তিসহ
খেদযুক্তা	গানশক্তি	পুষ্করিণী	যুবরাজ
খোবকতা	গুরুভক্তি	ভীমরূপা	পৌর্ণমাস
যৌবনস্থ	গৌরবতা	গূঢ়বুদ্ধি	ভূরিঘটা
বৃহন্নদী	রাজকার্য্য	ঘাতকতা	চন্দ্রগতি
মদোন্মত্তা	অতিলঘু	রীতিযুক্ত	ঘুণাক্ষর
চারুমতি	আদিকারু	রূপান্বিত	চন্দ্রকলা
ছন্নবুদ্ধি	মাননীয়া	ইন্দ্রসূনু	লাঞ্ছনীয়
চিন্তনীয়া	জন্মতিথি	মিতাহারা	উচ্চদারু
লুক্কায়িত	চক্রফলা	জন্মভূমি	যাজনীয়া
ঈষৎপাণ্ডু	লেপনীয়	ছদ্মবেশা	দানরতি
যুদ্ধশীলা	উর্ণাতন্তু	লোভযুক্ত	ছাদনীয়া

(২১)

ধনপতি	যোগরতা	ঋণভীরু	লৌহময়
ছিন্নমস্তা	ধর্ম্মমতি	যৌবনস্থা	একপ্রভু
শঙ্কান্বিত	ছেদনীয়া	নরপতি	রমণীয়া
কল্পতরু	শনিবার	জয়শীলা	পরিমিতি
রাজপ্রিয়া	কামধেনু	শাসনীয়	জাগ্রদ্দশা
পুনরুক্তি	রাসক্রীড়া	খাদ্যবস্তু	শিরোরোগ
জিতশত্রু	বীতফলা	গানপটু	পক্ককেশ
জিতেন্দ্রিয়া	ফলাশক্তি	শীর্ষদেশ	তমোযুক্তা
মতামতি	লোভযুক্তা	চন্দ্রচারু	শূন্যগেহ
তীরস্থিতা	হতবুদ্ধি	শোকযুক্তা	জলজন্তু
শেষদ্রব্য	তুন্দোদর	কাশীপতি	দীর্ঘজানু
শোকান্বিত	তূর্ণকর্ম্মা	নীলমণি	সচ্চরিত্রা
ধূমকেতু	ষোড়শাঙ্গ	তোষণীয়া	পরমায়ুঃ
সঙ্কলন	ত্বরান্বিতা	প্রভুবিষ্ণু	সর্ব্বদেব
দানশীলা	বৃহদ্বাহু	সদানন্দ	দিনপ্রভা
সাময়িক	দীর্ঘতর	সায়ংকাল	দুঃখহরা
সার্ব্বভৌম	দূরস্থিতা	সিদ্ধবিদ্য	দেশভাষা
ঘুরগণ	দৈন্যযুক্তা	সূর্য্যদেব	দোষযুক্তা
সেবনীয়	ধর্ম্মযুক্তা	সোমবার	ধারণীয়া

(২২)

হলাহল	ধীরবর্গ	হিমকাল	ধুরন্ধরা
হেমবর্ণ	ধৃতশাখ	হোমদ্রব্য	ধৃতগর্ব্বা
ক্ষমাযুক্ত	নামমালা	ক্ষিতিপাল	নিরুপমা
ক্ষীণদেহ	ক্ষেত্রজাত	ক্ষুধাযুক্ত	পাকশালা
ক্ষেপণীয়	পিপীলিকা	ক্ষেমান্বিত	পীড়নীয়া
ক্ষৌণীপাল	পীড়ান্বিতা	দয়াশীল	চতুরঙ্গ
ধীরবর্য্য	রীতিযুক্তা	শালগ্রাম	দীনবট।

স্বরান্ত পঞ্চাক্ষর।

অসামঞ্জস	অনলশিখা	ঈশ্বরভক্ত
অগ্নিপ্রদীপ্তি	উষ্ট্রবদন	আপন্নসত্ত্বা

উর্দ্ধকেতন	আভীরপংক্তি	ঋণপ্রদান
ইভগমনা	ব্রণনয়ন	ঈশ্বরপ্রভা
ঈশ্বরভক্তি	ঐন্দ্রজালিক	ঔর্দ্ধদেহিক
উচ্চপ্রকৃতি	কচচ্ছেদন	উপকারিকা
কথাশচিব	উষরভূমি	কনকাচল
উররীকৃতা	কপটবেশ	ঋণসংহতি
কমঠপৃষ্ঠ	ঋক্ষনখরা	কামনাযোগ্য
একাবস্থিতি	কিতবতুল্য	একগৃহস্থা
কীটসমান	ঐকাগ্রদৃষ্টি	কুৎসিতমুখ

---

(২৩)

ঐশিকমায়া	কৃপণশ্রেষ্ঠ	কলিপ্রবৃত্তি
কেশমার্জন	কপটবেশা	মহিষশৃঙ্গ
কৈতবপ্রিয়	কিরীটদীপ্তি	কোমলপত্র
কীশবদন	খট্টোপরিস্থ	কীলকাকৃতি
খননযোগ্য	কুমন্ত্ররতা	গঙ্গাসাগর
কৈশোরমতি	গম্ভীরজল	কেশরহিতা
গাম্ভীর্য্যযুক্ত	কোদণ্ডাকৃতি	গীতপ্রবন্ধ
কৈতবযুক্তা	গুরুবচন	খরপ্রদীপ্তি
গোবর্দ্ধনস্থ	কোমলপদা	গৌরবযুক্ত
গজেন্দ্রগতি	ঘণ্টাবাদন	কৌমারাবস্থা
ঘর্ঘরশব্দ	গুণালঙ্কৃতি	চকোরশব্দ
গুণাগ্রন্থিতা	চঞ্চলচিত্ত	গোধূমতিতি
চন্দ্রবদন	গাঢ়বচনা	চক্ষুঃপ্রকাশ
গৌণপ্রকৃতি	চামরহস্ত	গাত্রবেদনা
চারুশরীর	জননাবধি	চিরপ্রবাস
গীতসংহিতা	চীনদেশস্থ	জড়প্রকৃতি
চৈতন্যযুক্ত	গোময়ভবা	চেতনান্বিত
নগরপ্রাপ্তি	ছিন্নমস্তক	গৌরবান্বিত
ছলগ্রাহক	নীচপ্রবৃত্তি	ছায়ারহিত
দমনযোগ্যা	ছেদকারক	পরমতুষ্টি

(২৪)

জগন্মোহন	পরমসভা	জলসমূহ
ব্রাহ্মণজাতি	জলপ্লাবিত	পরমশোভা
জলবহন	মন্দপ্রবৃত্তি	জিতসংগ্রাম
ভবনক্রিয়া	জীর্ণশরীর	মনুষ্যশ্রেণী
ঝঙ্কারশব্দ	ভারতকথা	ডমরুবাদ্য
রাজ্যাধিপতি	ডিণ্ডিমশব্দ	মদমত্ততা
তদনন্তর	শাসনবৃদ্ধি	তমোবাহুল্য
সুখবাসনা	তাৎপর্য্যবাক্য	ক্ষয়জব্যাধি
তিরস্কারক	হাস্যবদনা	তুন্দিলপাত্র
আশুভাষিণী	তুলনাহীন	ক্ষমতাপন্না
তুল্যবিষয়	ইন্দ্রবরুণা	তূর্ণপাঠক
দুঃখহরণ	তৃপ্তিবিশিষ্ট	ঈশগামিনী
তৃষ্ণারহিত	সুখবাসনা	তৈলমর্দ্দন
উষ্ট্রগামিনী	দণ্ডগ্রহণ	ঊর্দ্ধচারিণী
দত্তকপুত্র	ঋদ্ধিদায়িন	দন্তশোধনী
ঐক্যবাদিনী	দয়াবিশিষ্ট	ঔষধকারিণী
দাড়িমফল	কর্কশবক্তী	দারুচ্ছেদন
কাকভাষিণী	দিবাপ্রদীপ	করীটশ্রেণী
দীর্ঘশরীর	কুৎসিতবাণী	দুন্দুভিবাদ্য
কৈরবমুখা	দূরদেশস্থ	কোকিলনাদী

(২৫)

দেবরপুত্র	গায়কাবলী	দোষবিশিষ্ট
গীতকারিণী	দৌর্ব্বল্যান্বিত	গুহ্যভাষিণী
ধনগর্ব্বিত	গূঢ়চারিণী	ধরণীধর
গেহশোধিনী	ধরাপতিত	গোত্রবৰ্দ্ধিনী
ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ	গৌররূপিণী	ধুস্তুরপুষ্প
তোষকারিণী	ধৌতবসন	দুঃখহারিণী
ধ্যেয়চরণ	বহুরূপিণী	নরকপতিত
মঙ্গলদাত্রী	নানাপ্রকার	মথুরাপুরী

নামকরণ	মদোন্মোদিনী	নিকটাগত
রাজমহিষী	নিরহঙ্কার	কমলবন্ধু
নীতিশিক্ষক	কামদেবেষু	পরমলাভ
কিরাতধনুঃ	পরমানন্দ	কীলকদারু
পরিগণিত	কুমন্ত্রপটু	পরিবেষণ
কৈতবপটু	পাকচক্রশ্রেষ্ঠ	কোমলতনু
পাদপর্য্যন্ত	দীনদয়ালু	পাপকারক
পরমবস্তু	পিত্তবর্দ্ধক	সুন্দরশিশু।

---

(২৬)

জটায়ু জনতা জয় জপ জনার্দ্দন জ্যোতির্ম্ময় জগন্ময় জীবন জনক জননী জন্ম জাহ্নবী জল্পন জীর্ণ জ্বর জ্বালা জঙ্ঘা জায়া জরা জন জয়ত্রী জৃম্ভা জম্বুক জ্বলন জিগীষা জিহ্বা জলৌকস্ জল জাগরণ জীরক জম্বীর জার জানু জ্যা জঘন জাপ্য জাড্য জাতীফল জয়ন্তী জলদ জর্জ্জর জাতি জঙ্গম জবন জতুক জাত্তক জম্বু জিত জিন জতু জবস জিজ্ঞাসা জন্য জড় জন্তু জ্যেষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ। জ্যোতিষ্ জম্বাল জঘন্যজ জামাতা জঠর জাল জৈত্রধ্বজ জীমূত জনমেজয় জটী জটা জূট। পূজ্য পূজা রাজ্য রাজা ওজঃ বাজী গজ ভোজ্য দ্বিজ নিজ লজ্জা প্রজা রজঃ ধ্বজ বজ্র তেজঃ বীজ মজ্জা খঞ্জ কুব্জ রজ্জু বিভঞ্জ কালজ সজ্জ অব্জ আত্মজ শৈলজ কুজ সরোজ পঙ্কজ পুঞ্জ গুঞ্জ গুঞ্জা। পরাজয় উদ্বেজক উপার্জ্জন ভুজগ ভুজঙ্গ কূজন বর্জন ব্যঞ্জন ব্যজন ভোজন রজনী রাজীব তর্জ্জনী তর্জ্জন পর্জন্য রঞ্জন অর্জ্জুন গর্জ্জন তেজন মঞ্জন রজক দুর্জ্জন কজ্জল অঞ্জন রজত

---

(২৭)

খর্জুর খঞ্জন ধনঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় বিসর্জন বিজয় দুর্জয় অজয় মার্জ্জন অজগর পঞ্জর ধূর্জটি যোজন মজ্জন ভজন ভঞ্জন পারিজাত যজমান নিযোজন।

জন্ম ও জ্ঞান বুদ্ধিতে যে ২ জ-কারের প্রয়োগ করা যায় সে সকল বর্গীয় জকার জানিবা। যথা পঙ্কজ, গুণজ্ঞ ইত্যাদি।

নিত্য ণকার।

গণ পণ গুণ ঘুণ শণ শোণ শাণ পকশ কঙ্কণ কিণ রেণু কোণ কাণ কল্যাণ অঙ্গণ ব্রণ ভণ ব্রণ তৃণ চিক্কণ আপণ অণু মৃডঙ্কণ হুণ নিপুণ মৎকুণ স্থূণ সিঙ্ঘাণ লবণ উল্বণ প্রবীণ কণ তক্ষণ টঙ্কণ লাবণ্য লোণ কণ্ব কিণ্ব পণ্য

ঘোণা বীণা ফণা বেণু পুণ্য বস্কয়ণ্য স্থাণু বাণী বিপণি কফোণি পাণি ফাণি মণি কুণি বেণী তূণী গোণী দ্রোণ রণ নিপাণি তূণীর মাণিক্য মণি বণিক্ নিবাণি পিণ্যাক চাণক্য মণিমন্থ ধ্বাণিক কিঙ্কিণী গণিকা চাণুর চণক ফাণিত কুণপ পণব বেণ ক্বণিত শোণিত গণিকারিকা কণিশ ফেণ ধুণ ফাল্গুণ কাকিণী গগণ।

(২৮)

নিত্য শকার।

শিব শুভ শম্ভু শম্ভু শঙ্কর শবর শিলা শালী শুল্ক শক্তি শলাক শম্বর শশাঙ্ক শীতাংশু শশী শর্করা শাধু শেখর শরীর শোচিঃ শুচি শুদ্ধ শিষ্ট শোভা শোভাঞ্জন শিকত শ্যামাক শাক শালি শাণ শণ শান্ত শাত শর্ম্ম শত শিত শ্বেত শুক্র শ্লথ শোধ শপথ শ্লক্ষ্ণ শক্র শটী শুণ্ঠী শঠ শল্য শাখা শিখা শিখী শঙ্খ শিখণ্ড শাণ্ডিল্য শোক শেফালিকা শফর শালূক শুক শক শাক্য শকঠ শাম্বুক শলভ শরভ শ্বভ্র শুভ্র শূন্য শ্লাঘ্য শীঘ্র শিশু শ্বশুর শরণ্য শাদ্বল শার্দূল শৈল শকল শ্যামল শয়ন শিথিল শীল শ্যেন শুক্তি শূল শত্রু শঙ্কা শিল্প শিক্ষা শারঙ্গ শশ্বৎ শূদ্র শাদ শকৃৎ শীপদ শরৎ শনৈঃ শীর্ণ শোণ শয্যা শিঞ্জা শিফা শনি শম্ব শিম্ব শিম্বী শিত্র শকুন্তি শকুনি শাল্মলি শিংশপা শাল শৈবাল শম শমী শ্মশ্রু শ্বশ্রু শ্মশান শীকর শব শশ শ্যাম শ্যালক শম্বল শাশ্বত শিলীন্ধ্র শৌণ্ড শুষ্ক শেরু শস্ত্র শাস্ত্র শংসন শাসন শরারি শারিকা শীতল শ্রান্ত

(২৯)

শ্রম শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা শ্রুতি শ্রেণী শূকর শৃগাল শৃঙ্গ শ্লোক শৃণী শ্রোণী শ্রাবণ শ্রুত শ্রবণ শৃঙ্গার। কেশব কাশ্যপ ঈশ্বর আশ্রয় অশোক দর্শন আশয় কুশল আশ্বাস অতিশয় উশীর কাশ্মীর বিশ্বাস সংশয় নিশিত পিশিত অংশন দশন বিশাখ বিংশতি দংশন লশুন আশ্বিন অশ্রু অশ্বত্থ অশন পিশাচ শিঙ্গল প্রশ্ন অশ্ব বিশ্ব অশ্ম অবশ্য অশনি রশ্মি পশুপতি বেশ্ম অশেষ বিশেষ কিশোর কেশ বেশ ক্লেশ লেশ বিনাশ হুতাশ সন্দেশ কাশী দংশ বংশ পাশ কর্কশ আক্রোশ ক্রোশ আকাশ প্রবেশ নিশা নিশি দশ যশঃ প্রকাশ নিবেশ সদৃশ অঙ্কুশ কুশ পলাশ সকাশ আশা রাশি ঈশ দিশ স্পর্শ আশু কাশ অনিশ বড়িশ দেশ গণেশ আকাশ নাশ বশ শশ অংশ প্রাংশু অনেকশঃ।

নিত্য ষকার ভেদ।

ষষ্ঠী যষ্টি ষণ্ড ষষ্ঠ বিভীষণ ভীষণ ভূষণ বিশেষণ পুষ্কর দুষ্কর দুষ্খ গোষ্পদ ঘোষণ নিষেধ পুষ্প(পু) ঔষধ ভিষজ বিষাদ শষ্প দৃষদ্ ভেষজ কষায় পাষাণ

(৩০)

পাষণ্ড কুষ্মাণ্ড নিষ্ক তুরুষ্ক বিষাণ অভিষেক নিষেক হৃষীক বার্দ্ধুষীক ঈষৎ বৃষদংশক মূষিকবিষয় অভিষঙ্গ যোষিৎ বৃষল উষর আষাঢ় তুষার বিষুব শুষির দুষ্ট বশিষ্ট বিষম ভাষা সর্ষপ পৌষ নিষঙ্গ নিষাদ ভাষ্য প্রেষ্য শিষ্য গাষ্ম দূষণ দূষিকা তুষ্ট উষ্ম বর্ষ্ম ভীষ্ম অম্বরীষ করীষ অমর্ষ বর্ষ মেষ কলুষ কিল্বিষ পূরীষ পুরুষ পরুষ প্রত্যূষ মঞ্জুষ তুষ দ্বেষ বিশেষ শেমুষী কর্ষ কষ শ্লেষ শিরীষ মহিষ উষা নিকষ ত্রপুষী শীর্ষ স্নুষা ইষু অভিলাষ ঈর্ষা যোষা তৃষা।

নিত্য সকার ভেদ

সমূহ সকল সিদ্ধি সমস্যা সুন্দর সর্ব্ব সেব্য সব্য সভ্য সদ্যঃ সম সিত স্মিত সিতা স্রোতঃ সমুদ্র সঙ্গম সমিৎ সরিৎ সাম সীমা সোম সীমন্ত সরস্ত সন্ত স্বস্তি সখি স্বর সুধা সিক্ত সক্ত স্বচ্ছ স্বৈর স্মের স্মর সদা স্বেদ সদঃ সপদি স্যন্দন সালুর সিন্দুর সান্দ্র সুর সদন সাগর সমর সার সৌরী সূরি সৃণি সমীর সংসার স্বামী সমস্ত সরণি সর্পিঃ সর্প সপ সর্প সত্র সহস্র

---

(৩১)

সূর্য্য স্বসৃ সূচি সত্র সিন্ধুবার সিন্ধু স্বাদু সন্ধ্যা সময় সচিব সার্থ সাধ্বস সমাস সারস সরট সূনু সানু সমঞ্জস সায়ক সিহ্লক স্রক সীসক সরস সরসী সলিল সাল সমক্ষ সদৃশ সাম্য সৌম্য সুরা স্বয়ং সাক্ষী সূক্ষ্ম সনস সেবক সুখ সম্বাদ সকৃৎ সত্য সিংহ সপ্ত সাধু সত্ব সৃজন সুত সনৎকুমার সুবর্ণ স্বর্গ সহ সন্ধি সতী স্মৃতি সংস্কৃত সন্দেহ সাক্ষাৎ সমাচার সংক্ষেপ সম্মতি সহায় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সংপ্রতি। বিকসিত ব্যবসিত লসিত পরিসর প্রসার বিসর অসুর প্রসাদ ভাসুর বসুদেব অপসর ব্যাসঙ্গ বসুধা বসু অমাবস্যা অসকৃৎ ব্যসন বাৎস্য মাৎসর্য প্রসঙ্গ বাসর বাসব অসম পরাসর কিসলয় বসন্ত কুসুম অজস্র তমিস্র আস্য লাস্য হাস্য প্রশস্ত আশ্বস্ত দুস্থ কৃৎস্ন ভস্ম জ্যোৎস্না ব্যাস ন্যাস রাস বাস পনস কৈলাস অসি মসী কংস ধ্বংস হংস মাংস মাস দিবস রস বীভৎস কার্পাস ত্রাস হাস ভাস গ্রাস বিশ্বাস কৃকলাস দাস বিলাস উল্লাস ঘাস পায়স সালাস বিভাস।

---

(৩২)

ণত্ব বিধি

ঋ, ৠ, র, ষ এই অক্ষরের পরপদের মধ্যে থাকে যে দন্ত্য নকার, তাহার স্থানে ণত্ব হয়। এবং স্বরবর্ণ ও কবর্গ ও পবর্গ য ব হ অনুস্বর বিসর্গ যদি মধ্যে থাকে, তথাপি ণত্ব হয়; যেমন, কারণ বারণ ধারণ। সমাস

স্থলে, অর্থাৎ দুই তিন পদের ঐক্য হইলে, পূর্ব্বপদের ঋ ঋৃ র ষ এই সকল বর্ণের পর এবং পরপদের পক্ক যুবন অহন এই সকল শব্দ ভিন্ন যে শব্দ তাহার শেষে থাকে যে নকার ও নুমের নকার ও বিভক্তির নকার স্বরবর্ণ কবর্গ পবর্গ য ব হ এই সকল বর্ণ ব্যবধান হইলেও ঈপের সহিত কিম্বা স্যাদির সহিত যোগ হইলে তাহাদিগের বিকল্পে ণত্ব হয়, অর্থাৎ এক বার হয়, এক বার হয় না। যদি পরপদের মধ্যে কবর্গীয় বর্ণ থাকে, কিম্বা পরপদ এক স্বর হয়, তবে তাহাদিগের সর্ব্বদাই হয়।

সমাসস্থলে পূর্ব্বপদের ঋ ঋৃ র ষ এই সকল বর্ণের পরে পরপদের প্রথমে থাকে কি মধ্যে থাকে যে নকার, সে যদি পূর্বপদ ও পরপদে মিলিত হইয়া কোন প্রাণির কিম্বা কোন বস্তুর শাস্ত্রোক্ত নাম হয়, তবে ঐ সকল বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও ণত্ব হয়; কিন্তু গ ব্যবধানে ণত্ব হইবে না। এবং হরিনন্দী ত্রিনেত্রাদি শব্দের ণত্ব হইবে না।

অগ্রে, সারিকা, মিশ্রকা, সিধ্রকা; কোটরা, পুরগা, এই সকল শব্দের পর যে বন শব্দের ন কার তাহার ণত্ব হয় যদি নাম বুঝায়।

---

(৩৩)

শির, আম্র, কার্য্য, পীযূক্ষা, খদির, প্র, নির্, অন্তর, ইক্ষু, প্লক্ষ, এই সকল শব্দের পর বন শব্দের নকারের ণত্ব হয় যদি নাম না বুঝায়।

তিন পর্য্যন্ত স্বরযুক্ত যে বৃক্ষবাচি ও ওধধিবাচি শব্দের যে ঋ ঋৃ র ষ, তাহারও পূর্ব্বের ন্যায় স্বরাদি ব্যবধান থাকিলে বন শব্দের নকারের ণত্ব হয়। কিন্তু তিন পর্য্যন্ত স্বরের অধিক স্বরযুক্ত যে বৃক্ষ ও ওষধিবাচি শব্দ, এবং তিরিকা, ইরিকা, তিমিরা, বিদারী, হরিদ্রা, এই সকল শব্দের পর বন শব্দের ন কারের ণত্ব হইবে না।

ত্রি চতুর শব্দের পর বয়স্ বুঝিতে হায়ন শব্দের নকারের ণত্ব হয়। পর আদি কতগুলি শব্দের পর অয়ন শব্দের নকারের ণত্ব হয়।

অগ্র ও গ্রাম শব্দের পর নী শব্দের নকারের ণত্ব হয়। পূর্ব্বপদের ঋ ঋৃ র ষ ইহার পর যে পান শব্দ তাহাতে বহুব্রীহি সমাসে কিম্বা অধিকরণ বাচ্যে যখন দেশ বুঝায়, তখন পান শব্দের নকারের ণত্ব হয়।

গিরি, স্বর, বক্র, ইত্যাদি কতগুলিন শব্দের পর নদী ও নিতম্ব শব্দের নকারের ণত্ব হয় বিকল্পে।

প্রাদি উপসর্গের রেফের পর নস শব্দের নকারের ণত্ব হয়। প্র, পরা, নির্, অন্তর, ইহার পর অন ধাতুর নকারের ণত্ব হয়, ইত্যাদি।

(৩৪)

ষত্ব বিধি

ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ য র ল হ, ইহার যে কোন অক্ষরের পর চসাৎ প্রত্যয়ের সকার ছাড়িয়া পদমধ্যস্থ স্যাদির ও ত্যাদির ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত প্রত্যয়ের যে সকার, তাহার স্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার হয় ; যেমন, প্রাণাধিকেষু, চরণেষু।

অগ্নি আয়ুস্ জ্যোতিস্, এই তিন শব্দের পর সমাসে বর্ত্তমান যে স্তোম শব্দ তাহার ষত্ব হয়, এবং গবি যুদি ইহার পর স্থির শব্দের সকারের ষত্ব হয়, মাতৃ পিতৃ শব্দের পর স্বসৃ শব্দের সকারের ষত্ব হয় ; কিন্তু অলুক সমাসে বিকল্পে হয়।

একবার উত্তাপ বুঝিতে নিস্তপ এই রূপের সকারের ষত্ব হয়।

অম্ব, আম্ব, অপ, ত্রি, ভূমি, কু, দিবি, পর, মে, গো, শেকু, শঙ্কু, অঙ্গু, মঞ্জি, সব্যে, সব্য, অগ্নি, পুঞ্জ, দ্বি, এই সকল শব্দের পর স্থ এই রূপের সকারের ষত্ব হয়।

অগ্রগামী বুঝিতে প্র শব্দের পর স্থ এই রূপের সকারের ষত্ব হয়।

বি, কু, শমী, পরি, এই সকল শব্দের পর স্থল শব্দের সকারের ষত্ব হয়।

নি এবং নদী শব্দের পর স্না ধাতুর সকারের কৌশলার্থে ষত্ব হয়।

---

(৩৫)

কপি শব্দের পর স্থল শব্দের সকারের গোত্র বুঝিতে ষত্ব হয়।

বৃক্ষ ও আসন বুঝিতে বিস্তর এই রূপে সকারের ষত্ব হয়।

অঙ্গুলি শব্দের পর সঙ্গ শব্দের সকারের ষত্ব হয়।

তুরা ও জনাদির পরে সাঢ় শব্দের সকারের ষত্ব হয়।

উপসর্গ সম্বন্ধীয় যে ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ র, ইহার পর সু সো স্য ছাড়িয়া যে স্বাদি ধাতু, এবং স্ত ধাতু, আর ষঙ ছাড়িয়া সিচ স্থা সেনি স্বঞ্জ ধাতু, ও অগত্যর্থ সিধ ধাতু, ও অপ্রতি পূর্ব্বক সদ ধাতু, ও আঙ ছাড়িয়া স্তম্ভ ধাতু, সিব সহ ধাতু, ও নি বি পরি ইহার পর যে সেব ধাতু, ও বি অবর পর ভোজনার্থক যে স্বন ধাতু, ইহাদিগের সকারের ষত্ব হয়।

অন্ত্য অক্ষরের পূর্ব্বে যদি মকার ও অবর্ণ থাকে এমন যে শব্দ, এবং মকারান্ত ও অবর্ণান্ত যে শব্দ, আর ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত

থ দ ধ প ফ ব ভ এই সকল অক্ষরের যে কোন অক্ষর অন্তে থাকে, এমত যে শব্দ, তাহার পরে বিদ্যমান অর্থ বুঝিতে বৎ হয়। যথা, লক্ষ্মীবান, যশস্বান, জ্ঞানবান, দয়াবান, ইত্যাদি উদাহরণ জানিবা।

যে সকল শব্দের পর বতু প্রত্যয় হয় তাহা বিনা যৎ শব্দ আর গরুৎ শব্দ ইহার পরে বিদ্যমান অর্থ বুঝিতে

---

(৩৬)

মৎ প্রত্যয় হয় ; যথা শ্রীমান্, বুদ্ধিমান্, গরুত্মান্। বতু মতু প্রত্যয়ের পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনে বান্ মান্ এই রূপ হয়, এবং স্ত্রীলিঙ্গের প্রথমার একবচনে বতী মতী হয়, ও ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার একবচনে বৎ মৎ এইরূপ হয় ; যথা, জ্ঞানবান্, জ্ঞানবতী, জ্ঞানবৎ, শ্রীমান্, শ্রীমতী, শ্রীমৎ ইত্যাদি।

সমাপ্ত

বর্ণমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

BARNA-MALA.

PART II.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS;
AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

185[illegible].

(৩)

প্রথম অধ্যায়।

১ প্রকরণ।

ভাল হইলেই সুখী হয়।
শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে কুকর্ম্মের ফল অবশ্য হয়।
সাধুর জন্ম কেবল নিজের জন্যে নয়।
আত্মম্ভরির জন্ম বৃথা।
পরের সুখার্থে ভদ্র লোকের চক্ষু সদা চলে।
পরোপকারক লোক ইহকালে ও পরকালে সুখী হয়।
কেবল নিজ সুখ চেষ্টা করা ক্ষুদ্র লোকের কর্ম্ম।
মনুষ্যের প্রধান অলঙ্কার শীলতা।
ধূর্ত্ততাতে ছোট লোককে চেনা যায়।
সুজন ব্যক্তি সর্ব্বদা সকল স্থানে মান্য হয়।
পরনিন্দকের যশ কোথাও নাই।
হিংসকের নরক ও দুর্দ্দশা অবশ্য হয়।
মিথ্যাবাদিকে প্রত্যয় করা উচিত নয়।
সত্যরূপ বৃক্ষ রূপিলে সর্ব্বদা সুফল পাওয়া যায়।
সৎকর্ম্ম করিতে বিলম্ব করিও না।
আলস্য ও পাপ দুঃখের মূলকারণ।
তুষ্ট লোকের মন অসংখ্য ধনস্বরূপ।
চেষ্টার ফল অবশ্য হয়।
স্বীকারের আগে বিচার করা ভাল।
যে বালকের পিতা ধার্ম্মিক ও গুণী তাহার ভাগ্য ভাল।
শরীরের পরিষ্কার থাকিলেই সুস্থ থাকে ও মন প্রফুল্ল হয়।
ঈশ্বরের নিকটে কিছু গুপ্ত নাই।

---

(৪)

২ প্রকরণ।

সংসর্গের দ্বারা মনুষ্যের ধর্ম্ম খ্যাতি জানা যায়।
ঈশ্বরকে ভয় ও সম্ভ্রম করা কর্ত্তব্য।
তাবৎ গুপ্ত কর্ম্ম ঈশ্বরের নিকট ব্যক্ত আছে।
বাল্যকালে যেমন স্বভাব হয় তাহাই মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকে।

স্বভাবানুসারে লোক মান্য ও তুচ্ছ হয়।

সকলের উপর দয়া করা উচিত, বিশেষতঃ যাহারা আমাদের প্রতি নির্দয়।

মন্দ করিয়া স্বীকার করা ভাল, তাহা করিলে সে ক্ষমা পায়।

অহঙ্কার হইতে আর বড় শত্রু নাই।

আমাদিগের দোষাবক্তাই আমাদের বন্ধু।

পরসুখে সুখী হওয়া ভদ্র লোকের উপযুক্ত।

পরের মঙ্গলে তুষ্ট হওয়াতে সুশীলতা প্রকাশ পায়।

ক্ষুদ্র প্রাণিকে দুঃখ দিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়।

আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগের মনের ইচ্ছা ও বিবেচনা জানেন।

বিদ্যা শিখিতে আলস্য ও অনাদর করিও না।

সকল ধন হইতে বিদ্যা ধন বড়।

বিদ্যা দান করিলে ক্ষয় না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়।

বিদ্যা ধন জ্ঞাতিরা ভাগ করিয়া লইতে পারে না।

৩ প্রকরণ।

যে কেবল আপন সুখ চেষ্টা করে, সে অল্প সুখ পায়, ও তাহাকেই নীচ বলা যায়।

---

(৫)

গোপনে কুকর্ম্ম করিয়া পরের অপমান হইতে পলায়ন করা যায়, কিন্তু আপন মনের দুঃখকে ছাড়ান যায় না।

ক্ষুদ্র প্রাণিকে দুঃখ দিয়া খেলা করা অনুচিত, তাহাকে পীড়া দেওয়াতে পাপ হয়।

অধর্ম্ম কর্ম্মের সুখ বিনাশি, কিন্তু সৎক্রিয়ার সুখ নিত্য।

পাপি লোক অধর্ম্মের ভয় করে না, ও ঈশ্বরের পথ দেখে না।

অল্প দুঃখ সহা আমাদের কর্ত্তব্য, যেহেতু বড় দুঃখ হইলেও তাহা সহ্য করিতে পারিব।

পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা ও তাঁহাদের কৃত শাস্তি সহা ভাল বালকের নিদর্শন।

অকারণে বিরোধ করা অহঙ্কার ও পাপের চিহ্ন।

গুরু ও বৃদ্ধ লোককে আদর করা সাধু লোকের চিহ্ন।

ভৃত্য ও দীন ও পশুর প্রতি ব্যবহার দেখিয়া ভাল মন্দ স্বভাব জানা যায়।

আত্মীয়ের সহিত যাহাতে বিরোধ না হয়, তাহা করা উচিত।

বন্ধু লোকের আনন্দে আনন্দিত ও দুঃখে দুঃখিত হও, প্রতিবাসিকে আত্ম তুল্য প্রেম করিয়া প্রীতি কর।

অনুমতি বিনা পরের কোন ছোট দ্রব্যও লইও না, যে হেতুক ছোট দ্রব্য লইতে লইতে বড় দ্রব্য চুরি করণে ইচ্ছা হয়।

বিশিষ্ট ও সাধু লোকের ব্যবহার্য্য যে সুআচরণ, তাহাই কর।

মন্দ স্বভাব ত্যাগ কর।

---

(৬)

তুচ্ছ করিলে কোন কর্ম্ম হয় না; অতএব সকল কার্য্যে মনোযোগ কর।

ভারি কর্ম্মের আরম্ভের পূর্ব্বে তাহা ব্যক্ত হইলে তাহার ক্ষতি হইতে পারে।

আরব্ধ কার্য্যের সমাপ্ত করিবা; যাহা সমাপ্ত করিতে না পার, বরং তাহার আরম্ভ না করা ভাল।

আমাদিগের তাবৎ ইচ্ছাই কুপথে যায়, অতএব তাহা যাহাতে সুপথে যায়, এমত মনোযোগ করিলে সেই মনোযোগ আমাদিগকে জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিবে।

গত কালে কোন কার্য্য হয় না, ও ভবিষ্যৎ কালও আমাদের নহে; অতএব বর্ত্তমান কালে মনোযোগ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা ও ঈশ্বর ধ্যান কর।

যাহাদিগের আশা অল্প তাহাদের নৈরাশ্যও অল্প, কিন্তু যাহাদের আশা অধিক তাহাদের নিরাশতাও অধিক।

কটুভাষি ও পরদ্রোহি ও বিবাদির প্রতি কাহারও বিশ্বাস ও প্রেম থাকে না।

কদাকার ও বিকলাঙ্গ ও খোঁড়া ও কাণা ইত্যাদি লোককে দেখিয়া উপহাস করা অনুচিত, কেননা ইহা সকলেরই হওনের সম্ভাবনা আছে।

সব্বর্দা সকল অবস্থাতে পবিত্র ও নির্ম্মল থাক, অবশ্যই তাহাতে মনের প্রফুল্লতা ও উৎসাহ জন্মে।

পরের গুপ্ত কথা ও পত্রাদি জানিবার কারণ চেষ্টা করিও না।

নিষ্কর্ম্মে থাকিও না, তাহাতে মনুষ্যের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া দুর্দশা হয়।

---

(৭)

পরের দোষ দেখিয়া যেমন নিন্দা করি, আপনার দোষেও সেইরূপ করা উচিত।

আপন দোষ ব্যক্ত করিবা, পরের দোষ গুপ্ত করিবা।

পরের অনিষ্ট করিলে যে সুখ ও ঐশ্বর্য্য হয় তাহা অনিত্য; কিন্তু সৎকর্ম্ম জন্য যে সুখ ও ধন তাহা নিত্যস্থায়ি।

অল্প ক্রোধ সহ্য শিখিলে শেষে বড় ক্রোধ সহিতে পারা যায়। এবং অল্প অপরাধ ক্ষমা করিতে শিখিলে শেষে অধিক অপরাধও ক্ষমা করিতে পারা যায়।

দোষিগণকে যদি আমরা ক্ষমা না করি, তবে ঈশ্বরের কাছে আমরাও নিজ দোষের ক্ষমা পাইব না।

আপনার ও পরের মন্দ দেখিয়া ঈশ্বরকে নিন্দা করা উচিত নয়; যেহেতু সর্ব্বদর্শী যে ঈশ্বর, তিনি বিবেচনা বিনা কিছুই করেন না।

কুসংসর্গী ও কুকর্ম্মী ও বিধর্ম্মী ও দ্বেষী ব্যক্তি তুচ্ছাস্পদ হয়।

সন্তানদিগের সৎক্রিয়াতে পিতা মাতার মন প্রফুল্ল হয়, বিশেষতঃ তাহারা যখন অতিশয় বৃদ্ধ ও চলৎশক্তিহীন হয়।

ঈশ্বরের কৃপাতে ধনী ও সুখী হইলে নম্রতা ও দয়ালুতা প্রকাশ কর, ও পরের দুঃখ বিবেচনা কর।

ঈশ্বরের দত্ত অবস্থাতে আনন্দে থাকা জ্ঞানি ও সাধুর চিহ্ন।

চৌর্য্য ও মিথ্যা ও শঠতা দ্বারা উপার্জ্জন করণাপেক্ষা সামান্য কর্ম্ম করিয়া জীবন রক্ষা করা ভাল।

কুকর্ম্মে কাল যাপন করা উচিত নয়, কেননা পরে আমাদিগের সকল কার্য্যের হিসাব দিতে হইবে।

---

(৮)

যিনি আমাদিগকে অসংখ্য খাদ্য ও পেয় ও পরিধেয় দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা প্রেম ও কৃতজ্ঞতা করা উচিত।

৪ প্রকরণ

বালকদিগের সত্বর হওয়া ও শ্রম করা উচিত, কর্ম্মশিক্ষা করা ও উপার্জ্জন করা এই সকল তাহাদের প্রধান কর্ম্ম।

সকল সৎকর্ম্মের মূল মনের দৃঢ়তা ও সত্যতা।

ভাবি সুখ অতি সুন্দর বোধ হয়, কিন্তু ভোগ করিলে তাহার তেমন সৌন্দর্য্য থাকে না।

তোমার প্রতি পরের কুব্যবহার দেখিয়া সেই রূপ আচরণ করিও না, কিন্তু পরের ভাল আচরণ দেখিয়া তাহা শিক্ষা কর।

মূর্খ লোক শরীরস্থ কামাদি শত্রু ও কুস্বভাবদ্বারা সংসারের সুখ হইতে রহিত হয়।

সকল সদ্গুণের প্রধান যে সত্য ধর্ম্ম ও বিদ্যাভ্যাস, ইহাই বাল্যাবস্থাতে

শিক্ষা করা উচিত।

দুঃখি লোকের প্রতি দয়া করা ও তাহাদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় না করিয়া উপকার করা ও তাহাদের বিলাপে ও খেদোক্তিতে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের কিছু আনুকূল্যে যদি আমরা বাধিত হই, তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আমাদের কেমন আমোদ করা ও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

অন্যের বৃদ্ধিতে দুঃখী হওয়া ও পরের প্রতিষ্ঠার বাধা করা হিংসক ও নিন্দক লোকের নিদর্শন।

---

(৯)

গুণের অহঙ্কার না করিয়া অন্যের হিত চেষ্টা করা আমাদিগের উচিত, এবং সেই গুণ যে ঈশ্বর হইতে পাইয়াছি, তাহার গৌরব করা কর্ত্তব্য।

পিতা মাতা বৃদ্ধ কি ক্লিষ্ট হইলে সন্তানগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহাদিগের সেবা ও ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা। তাহা করিলে তাহারা পিতা মাতার প্রেম ও আশীর্ব্বাদ পাত্র হয় ; কিন্তু যদি তাহাদিগকে অভক্তি করিয়া সেবা না করে, তবে অধর্ম্ম ও শাপের পাত্র হয়।

যাহারা অপরিমিতাচারী ও শত্রুর আহ্লাদজনক কার্য্যকারী তাহারা ক্লেশ ও দুর্গতি ভোগ করে।

অন্যহইতে প্রাপ্ত হিতোপদেশ ও ধর্ম্মশিক্ষা মনে মনে বিবেচনা করিলে ঐ দুই বিষয় আরও অধিক বৃদ্ধি হয়।

হিতোপদেশকে তুচ্ছ করাতে লোকের মূর্খতা প্রকাশ হয়।

অন্যের কুপরামর্শ গ্রহণ করিলে যে দোষ জন্মে, তাহাতে মনের সর্ব্বনাশ ও ভদ্রতার হানি হয়।

পরিমিতাচারিরা অল্প সুখেতেও সুখী হয়, এবং সুখের সম্পূর্ণ আস্বাদ পায়।

নম্রতা দ্বারা কুব্যবহার নষ্ট হয়, এবং সুপথগামী হইলে দুঃখের ন্যূনতা হয় ; ও মনুষ্যকে দুঃখ দেওয়াতে ঈশ্বরকে রুষ্ট করা হয়।

দুঃখি লোকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে ও সুবাক্য কহিলে তাহারা সন্তুষ্ট হয়।

---

(১০)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১ প্রকরণ। — ধার্ম্মিক পুত্রের বিষয়।

কোন সময়ে এট্না নামক পর্ব্বত বিদীর্ণ হওয়াতে অগ্নি .... এবং পর্ব্বতস্থ ধাতু গলিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পতন হেতু তন্নিকটবর্ত্তি দেশের

অতিশয় উৎপাত হইলে সেখানকার লোকেরা নিজ রক্ষার্থে দূরে পলাইতে যত্ন করিল। এই ভয়ানক উপপ্লব সময়ে অন্য সকলে যেমন আপন আপন উত্তম উত্তম দ্রব্য লইয়া পলায়ন করিতেছিল, তদ্রূপ অনাপিয়স্ ও অম্ফিনমস্ নামক দুই ভ্রাতাও আপন আপন ধন সম্পত্তি রক্ষা করিতেছিল ; ইতিমধ্যে হঠাৎ অতিবৃদ্ধ এবং স্বরক্ষায় অক্ষম এমত পিতা মাতার স্মরণ তাহাদিগের মনে উদয় হইলে তাহারা ধনাদি সকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইহা ভাবিতে লাগিল, হায় হায় যাঁহাদের দ্বারা আমাদিগের জন্ম হইয়াছে, ও যাঁহারা আমাদিগকে জন্মকালাবধি প্রতিপালন ও রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা কোথা? অবশেষে এক জন আপন পিতাকে ও অন্য জন আপন মাতাকে স্কন্ধে করিয়া ঐ ভয়ানক পর্ব্বতীয় ধূমশিখার মধ্য দিয়া লইয়া রক্ষা পাইল।

অপর পিতা মাতার প্রতি ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের এমত সদ্ব্যবহার দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান পূর্ব্বক তাহাদের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। পরে ঐ সুক্রিয়ার স্মরণার্থে তদবধি পুরুষানুক্রমে সেই স্থানের নাম ধর্ম্মক্ষেত্র রাখিল।

---

(১১)

২ প্রকরণ। — সন্তানের জ্ঞান।

পারিস্ নগরের কোন পাঠশালার এক ছাত্র কেবল ঝোল ও রুটি এবং জল খাইয়া প্রাণ ধারণ করিত ; ঐ বালকের এই গুণ অনুপযুক্ত তপস্যামাত্র, ইহা জ্ঞান করিয়া পাঠশালার কর্ত্তা তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা অতি দৃঢ় ইহা দেখিয়া পাঠশালাধ্যক্ষ তাহাকে পুনর্ব্বার ডাকাইয়া বলিলেন, এমত স্বভাব অতি মন্দ, এবং এই পাঠশালার নিয়ম স্থির রাখা আমারি কর্ম্ম ; অতএব ইহার কারণ জানিতে চাহি। তাহাতেও ঐ যুবা আপন গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিল না। শেষে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করাইয়া তিনি কহিলেন, তোমাকে পাঠশালা হইতে বাহির করিব। এই কথাতে ভীত হইয়া বালক শীঘ্র প্রকাশ করিয়া কহিল, হে মহাশয়, আমার পিতার বাটীতে আমার আহার কেবল অতি মন্দ কৃষ্ণবর্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) রুটি ছিল ; তাহাও অতি অল্প, কিন্তু এখানে আমি অতি উত্তম ঝোল ও উত্তম রুটি পূর্ণরূপে পাই ; অতএব পূর্ব্বের অবস্থা মনে করিয়া আমি ইহাতে সন্তুষ্ট আছি, এবং আমার পিতামাতার দুর্দ্দশা মনে হইলে আমি দুঃখ প্রযুক্ত অধিক খাইতে পারিও না।

পাঠশালার অধ্যক্ষ বালকের এই প্রকার পিতৃমাতৃ ভক্তি শুনিয়া চমৎকার

বোধ করিয়া অতিশয় আর্দ্রচিত্ত হইলেন, এবং চক্ষুর জল নিবারণ করিতে পারিলেন না। পরে কহিলেন, তোমার পিতা পূর্ব্বে সৈন্যের কর্ম্ম

(১২)

করিয়াছিল, তবে তাহার কি কোন মাসিক নিয়মিত নাই? তাহাতে বালক কহিল, না, কেননা তাহা পাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ধন ও সহায় না থাকাতে তাহা হয় নাই। ইহাতে পাঠশালার কর্ত্তা কহিলেন, তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে তোমার পিতাকে প্রতিবৎসর এক শত টাকা করিয়া দিব; এবং, এই কএকটি টাকা তুমি লও, এবং তোমার পিতার যে বার্ষিক আমি স্থির করিলাম, তাহার অর্দ্ধেক এক্ষণেই তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দি। তাহাতে ঐ বালক কহিল, হে মহাশয়, আমাকে যে টাকা দিয়াছেন তাহাও ঐ পঞ্চাশ টাকার সঙ্গে দিউন; কেননা এখানে আমার কোন অপ্রতুল নাই; তদ্দ্বারা আমার পিতার অন্য সন্তানের প্রতিপালন হইবে।

৩ প্রকরণ। — মধুমক্ষিকার কথা।

কোন এক যুবা আহ্লাদেতে মক্ষিকাগণকে ধরিয়া তাহাদের হস্ত পদ ও ডেনা ছিঁড়িয়া অতিশয় দুঃখ দিত, এবং তাহারা যেন পলাইতে না পারে এ কারণ সতর্ক থাকিত। কোন কোন সময় ঐ যুবা অনেক মক্ষিকা ধরিয়া চট্‌কাইয়া মারিয়া আপন বীরত্ব প্রকাশ করিত।

ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার শিক্ষক তাহাকে বার বার দয়া করিতে কহিলেন, এবং আমাদের ন্যায় মক্ষিকাগণেরও জীবন ও শারীরিক সুখ দুঃখ আছে, ইহা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। সেই সকল কথা বিফল থাকাতে অবশেষে শিক্ষক বালকের হস্তে মিক্রস্কপ নামে

(১৩)

এক যন্ত্র দিলেন, সেই যন্ত্র সূক্ষ্ম বস্তু সকল অতি স্পষ্ট করিয়া স্থূল বস্তুর ন্যায় দেখায়। তাহাতে বালক তদ্দ্বারা মক্ষিকার হস্তপদাদি অবয়ব ও উৎকৃষ্ট বর্ণ দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া ঐ দুষ্কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইল।

গ্রীষ্মসময়ের প্রভাতে দুইটি মধুমক্ষিকা মধুর অন্বেষণে ভ্রমণ করিল; ঐ উভয়ের মধ্যে একটি বুদ্ধিমান ও অল্পাহারী, অন্য অসাবধান ও অগ্মর ছিল। তাহারা উত্তম পুষ্পে ও সুখাদ্য ফলেতে পরিপূর্ণ এক উদ্যানে গিয়া সম্মুখস্থিত বিকীর্ণ নানা সুখাদ্য দ্রব্য দেখিয়া আনন্দিত হইল। তাহার মধ্যে একজন ভবিষ্যৎ শীতকালের কারণ আপন উরুদেশে মধু সঞ্চয় করিতে

লাগিল, অন্য মক্ষিকা তাহা না করিয়া কেবল বর্ত্তমান সুখাভিলাষী হইয়া মধুপান করিতে লাগিল। পরে তাহাদের আহারার্থে স্থাপিত এক পীচ বৃক্ষের ডালে ঝুলান ও উত্তম মধুতে সম্পূর্ণ একটা লম্বাগলা শিশি পাইয়া ঐ নির্ব্বোধ সুখাভিলাষি মক্ষিকা আপন বন্ধুর হিংসা পূর্ব্বক আপন গলা লম্বা করিয়া ঐ শিশির মধ্যে দিয়া তাবৎ মধু খাইতে পণ করিল। ঐ জ্ঞানি মক্ষিকা অতি সাবধান পূর্ব্বক তাহার ঘ্রাণ লইল, কিন্তু তাহাতে আপদ আছে এই সন্দেহ করিয়া অন্য পুষ্পে উড়িয়া গেল, এবং অল্প অল্প আহারদ্বারা রসাস্বাদন করিয়া সুখভোগ করিতে লাগিল।

পরে ঐ জ্ঞানি মক্ষিকা আপন বন্ধু ফিরিয়া চাকে আসিবে কি না তাহা জানিতে সন্ধ্যাকালে তথা গিয়া দেখিল, সে ঐ মিষ্ট মধুপানে মত্ত হইয়া আছে, তাহাতে তাহার ডেনা ও পদ দুর্ব্বল হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অশক্ত হইয়াছে। পরে

(১৪)

অজ্ঞান মক্ষিকা আপন বন্ধু জ্ঞানি মক্ষিকাকে দেখিয়া সম্বর্দ্ধনা মাত্র করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া এই প্রকার খেদ করিতে লাগিল, আমি মধুর আস্বাদ লইবার কারণ জীবনের আস্বাদকে নষ্ট করিলাম।

৪ প্রকরণ। — শ্রমি কৃষক বালকদ্বয়ের কথা।

এক ধনি কৃষকের এক বৎসর ন্যূনতিরিক্ত বয়স্ক দুইটি পুত্র ছিল। যে দিনে তাহার দ্বিতীয় পুত্ত্র জন্মিল, সেই দিনে কৃষক আপনার বাগানে সমান চাষ ও পাইট করিয়া দুইটি আম্রের গাছ রোপণ করিলে এই দুই গাছ এমত সমানরূপে বাড়িয়া উঠিল যে কোন ব্যক্তি তাহাদের বিশেষানুভব করিতে পারিত না। পরে ঐ দুই সন্তান চাষকর্ম্মের উপযুক্ত হইলে, কৃষক বসন্তকালের কোন দিনে আপন সন্তানদ্বয়কে ডাকিয়া বাগানে গিয়া কহিল, হে আমার পুত্ত্রদ্বয়, আমি এই দুই উত্তম বৃক্ষ তোমাদিগকে দিবার জন্যে এক কালে রোপণ করিয়াছিলাম ; এখন তাহা লও ; তাহা তোমাদিগের শ্রমানুসারে ফল দিবে, আলস্য করিলে ফল দিবে না, তাহাতে তাহাদের ফল তোমাদের শ্রমের পুরস্কার হইবে।

পরে কনিষ্ঠ অতিশয় শ্রম ও মনোযোগ করিয়া বৃক্ষের অনিষ্টকারক কীট সকল দুর করিয়া পরিষ্কার করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত হইত, এবং গাছের গায়ে ঠেকা দিয়া ও তাহার চর্তুদিকের মৃত্তিকা খনন করিয়া যাহাতে রৌদ্র ও শিশির দ্বারা তাহার মূল প্রতিপালিত হয় এমত চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপন বৃক্ষের পালন ও স্নেহ

(১৫)

না করিয়া বরং পথিক ও শ্রান্ত লোকদিগকে ইষ্টক ফেলিয়া মারিয়া কালক্ষেপ করিত, তাহাতে লোককর্তৃক নানা প্রকার অপমানিত হইয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন করিত, এবং বৃক্ষের কার্য্যে এমত আলস্য করিত যে তাহাকে কখনও মনে করিত না।

পরে বর্ষাকালে একদিন দেখিল, কনিষ্ঠের বৃক্ষ উত্তম ফলভারে পূর্ণ হইয়াছে; দেখিবামাত্র অতিশীঘ্র আপন বৃক্ষের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া মনে করিল যে আমার বৃক্ষেও ঐ মত ফল পাইব; কিন্তু তাহাতে ফল না পাইয়া চমৎকৃত হইয়া দেখিল, আমার গাছ ঘাস ও লতাতে বেষ্টিত ও আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাতে সে রাগ ও ঈর্ষ্যাতে পূর্ণ হইয়া আপন পিতার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া কহিল, হে পিতঃ, আপনি আমাকে কিরূপ গাছ দিয়াছেন? আমার বৃক্ষ ঝাঁটার ন্যায় শুষ্ক, ও আমি তাহাতে একটাও ফল পাইলাম না, কিন্তু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনি উত্তম ব্যবহার করিয়াছেন; অতএব আপনি কনিষ্ঠকে আজ্ঞা করুন, যে তাহার ফলের অংশ আমাকে দেয়। তাহাতে তাহার পিতা কহিল, শ্রমী যদি অলস ব্যক্তিকে পালন করিতে শ্রম করে, তবে তাহার পরিশ্রম বৃথা হয়। তুমি আপন ভাগ্যে সন্তুষ্ট হও। ইহা তোমার আলস্যের ফল। তোমার ভ্রাতার বৃক্ষের ফল দেখিয়া আমাকে অযাথার্থিক কহিও না; কেননা তোমার ও তাহার বৃক্ষ সমান ছিল, কিন্তু তুমি নিজ গাছের পরিপাটি না করিয়া কীটগণের খাদ্য করিয়াছ। এখন তোমার গাছ তোমাহইতে নীত হইয়া তোমার কনিষ্ঠ

(১৬)

ভ্রাতাকে দেওয়া যাইবে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বাগানে যাইয়া অতিসুন্দর আর একটা চারা লও, ও তাহার প্রতিপালন করিয়া আপন দোষ নিবারণ কর; এবং তাহাতেও যদি তুমি আলস্য কর, তবে তাহাও তোমার ভ্রাতাকে দেওয়া যাইবে।

জ্যেষ্ঠ আপন পিতার মনোবাঞ্ছা জ্ঞাত হইয়া উদ্যানে গিয়া অতি সতেজ একটা চারা বিবেচনা করিয়া লইল। পরে কনিষ্ঠ তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়া সাহায্য করিলে জ্যেষ্ঠও আপন বৃক্ষেতে মনোযোগ করিতে লাগিল, এবং ভ্রাতার সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়া আপন দুষ্ট বুদ্ধিদ্বারা যে ন্যূন হইয়াছিল, এ কারণ নিজ মন্দাচরণ ত্যাগ করণ পূর্ব্বক অতি নিরালস্য হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। পরে বর্ষাকালে বাগানে গিয়া আপন গাছে অনেক ফল পাইয়া

আমোদিত হইল। পরে তাহার পিতা পুত্ত্রের স্বভাব পরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইয়া পরবৎসরে বাগানের তাবৎ ফল বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন।

৫ প্রকরণ — শান্ত ব্যক্তির কথা।

কোন ব্যক্তি শান্ত স্বভাবের কারণ প্রসিদ্ধরূপে খ্যাত ছিলেন। তিনি যাবজ্জীবন কখন ধনী ছিলেন না, তথাচ আপন দুঃখের কারণ কদাচ খেদ করেন নাই, ও অধৈর্য্য হন নাই। পরে তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহার শান্ত থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়া কহিল, হে বন্ধো, তুমি যে সর্ব্বদা শান্ত থাক ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে বল। ঐ ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া কহিলেন,

---

(১৭)

ইহার সত্য কথা তোমাকে কহি, আমি আপন চক্ষুর উচিত দর্শন দ্বারা শান্ত থাকি।

শুন, আমি যে কোন অবস্থাতে থাকি, তাহাতেই স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখি, এই মর্ত্য লোকের প্রধান কর্ম্ম স্বর্গগমনের উপায় চেষ্টা ; পরে ভূমিতে অধোদৃষ্টি করিয়া দেখি, যখন আমার মৃত্যু হইবে তখন আমার অত্যল্প ভূমির প্রয়োজন ; পরে সংসারের চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া বুঝি, এই পৃথিবীতে অসংখ্য লোক আমাহইতেও অধিক দুর্ভাগ্য আছে। এই রূপ বিবেচনা করিয়া পরম সুখ কোথায় থাকে, এবং ঐহিক দুঃখের শেষ কোথায় হইবে, ইহা বুঝিতে পারি, এবং আমার অসন্তোষের কোন কারণ নাই, ইহাও দেখি।

৬ প্রকরণ। — উদ্যম দাতার কথা।

কোন এক সাধু লোক দেশভ্রমণ করিবার মানস করিয়া তাহার ব্যয়ের কারণ বারো স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিল। পরে সে আপন গমনের নিরূপিত সময়ের কিছু পূর্ব্বে দেখিল, এক ব্যক্তি অতিশয় ভাবনাকুল ও দুঃখের পরিচ্ছদে বেড়াইতেছে। তাহাতে সে অতি নম্রান্তঃকরণে ঐ দুঃখি ব্যক্তিকে ডাকিয়া শিষ্টতারূপে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার দুঃখ দূর করিতে আমার সাধ্য আছে কি না? তাহাতে সে দীনহীন ব্যক্তি তাহার প্রিয়ালাপে বাধিত হইয়া তাহার নিকট আপনার দুঃখ সকল প্রকাশ করিতে কিছুই সন্দেহ না করিয়া কহিল, দশ স্বর্ণমুদ্রাতে আমার প্রয়োজন, তাহা না পাইলে আমার পরিবারগণ ও সাধ্বী

(১৮)

স্ত্রীহইতে ভিন্ন হইয়া অদ্য সন্ধ্যাকালে আমি কারাগারে যাইব। তাহাতে সেই ব্যক্তি কহিল, তুমি কি আর কিছু চাহ না? আমার সঙ্গে আইস, আমার সিন্দুকে বারো স্বর্ণমুদ্রা আছে, তাহা তোমার কার্য্যার্থে দিব।

তাহার পরদিন তাহার এক বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে এক দুঃখি লোককে সপরিবারে বড় দুঃখহইতে মুক্ত করিয়াছ, এ কি সত্য? তিনি উত্তর করিলেন, হে আমার বন্ধো, হাঁ সে সত্য বটে, এবং আমি গত রাত্রে অতি সুখেতে তাহার পরিবারের সহিত রুটী ও পনীর ইত্যাদি ভোজন করিলাম; কারণ তাহাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন যে চক্ষুর্জ্জল তাহা দেখিলাম, এবং তাহারা ভোজনসময়ে প্রতি গ্রাসে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

তৃতীয় অধ্যায়

১ প্রকরণ — জোসেফের সচ্চরিত্রের কথা

বার্বেডস্ নিবাসি জোসেফ নামক এক খ্যাত কাফ্রী বণিক্ ছিল। তাহার বাণিজ্য প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতেই হইত। সে এমত সুন্দররূপে কর্ম্ম করিত যে ঐ নগর অন্য অন্য দোকানে পরিপূর্ণ হইলেও তাহার বাটীতে সর্ব্বদা অনেক ক্রেতা লোক আসিয়া একত্র হইত। তাহার সহিত ব্যবহার করিলে সে যে অতি মর্য্যাদান্বিত ব্যক্তি, ও লোককে বাধ্য করিয়া ব্যবহার করিত, ইহা প্রকাশ পাইত। কোন লোকের কোন দুর্লভ বস্তুর প্রয়োজন হইলে

(১৯)

জোসেফ আপন পরিশ্রমদ্বারা অন্বেষণ করিয়া লভ্য না লইয়াও তাহা আনিয়া দিত। এবং তাহার ধারা এবং আচরণ এমত সুন্দর ছিল যে সভ্য লোকেরা তাহাকে যেমন সম্মান করিত তেমন স্বদেশীয় লোককেও প্রায় করিত না; কেননা তাহাদের মধ্যে জোসেফের ন্যায় সদন্তঃকরণ প্রায় কেহ ছিল না।

ইং ১৭৫৬ সালে অগ্নি লাগিলে বার্বেডস্ নগরের প্রায় অর্দ্ধেক ভাগ দগ্ধ হওয়াতে তন্নিবাসি লোকেরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া উঠিল। কিন্তু নগরের যে ভাগে জোসেফ বাস করিতেন সেই ভাগ ঐ অগ্নির আপদহইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তজ্জন্যে জোসেফ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। আর যাহারা সেই বিপদে সম্পত্তিহীন হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের নিকটে জোসেফ প্রথমাবস্থাতে অতিশয় বাধিত হইয়াছিল। সেই ব্যক্তি অগ্নি লাগনের পূর্ব্বেই দুঃখগ্রস্ত হইয়াছিল, পরে অগ্নিতে তাহার অবশিষ্ট ধনও দগ্ধ হইল।

জোসেফ তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া তাহার দৈন্যভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অন্যাপেক্ষা তাহার বিশেষ উপকার করিতে স্থির করিলেন। জোসেফের নিকট তাহার অনেক টাকার খত ছিল ; অতএব সে তাহাহইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া কহিল, তোমার ঋণ আমি ত্যাগ করিলাম। আমি ইচ্ছা করি যে তুমি সহজরূপে অন্যের সকল ঋণ পরিশোধ কর। আর আমি নিশ্চয় কহি, তোমার ঋণের বিশেষ আমি বিস্মৃত হইলাম ; অতএব যদি সময় ক্রমে তোমার ন্যায় আমার দুর্ভাগ্য হয়, ও ঐ ঋণপাওনের ইচ্ছা হয়, তবে তাহার

(২০)

নিবারণের কারণ তোমাকে কহি, তুমি এই ঋণের বিষয় আর কাহাকে কহিও না। এই কথা কহিয়া আপনি উঠিয়া হাস্যবদনে কহিল, তোমার খত লইয়া যাও। আমি যে কিঞ্চিৎ উপকার করিলাম, তাহা তোমার পরিবার হইতেই প্রথমাবস্থাতে পাইয়াছিলাম।

২ প্রকরণ। — সিপিওর সচ্চরিত্রের বিষয়।

ছোট সিপিও নামক রোমীয় লোকদের অতিবিখ্যাত এক সৈন্যাধ্যক্ষ স্পানিয়া দেশস্থ সৈন্যদিগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে কার্থাজীনা নামক শত্রুদের প্রধান নগর পরাজয় করিয়াছিলেন। পরে কোন সময়ে আপন তাম্বুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার কতকগুলি সেনা একত্র হইয়া এক যুবতী সাধ্বী স্ত্রীকে আনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। ঐ স্ত্রী এমত সুন্দরী যে অতিশয়রূপে সকলের মনকে আকর্ষণ করিল, এবং তাহাতে তাবৎ সৈন্য স্তব্ধ হইল। পরে সেনাগণের কলহ শুনিয়া এবং ঐ স্ত্রীর লাবণ্য দেখিয়া সিপিও স্থির করিলেন, এই কন্যা অতি সুন্দরী ও মনোহরা, এ সকল সৈন্যের মন চুরি করিতে পারে ; ইহাতে সিপিও লোমাঞ্চিত হইয়াও সাধুতা প্রকাশ করিয়া এবং আপন অস্থিরতা দূর করিয়া ঐ সাধ্বী স্ত্রীর নাম ও নিবাস ও জন্ম ও ঘর ও অবস্থা ইত্যাদি সকল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে সে আপন পরিচয় দিলে জানিলেন, সেল্টিবিরিয়া দেশস্থ রাজার পুত্র যে আল্লুসিয়, তাহার সহিত এ স্ত্রীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। ইহা শ্রবণমাত্রেই আল্লুসিয়কে ও

(২১)

ঐ স্ত্রীর পিতামাতাকে ডাকিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে যখন ঐ রাজা তাহার সম্মুখে আইলেন, তখন তিনি আপনার নিকটে তাহাকে বসাইয়া ঐ স্ত্রীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

৩ প্রকরণ — পেরিণের কৃতজ্ঞতার কথা।

পেরিণ নামে কোন ব্যক্তি বাক্যস্ফুট হওনের পূর্ব্বে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। পরে তিনি বিদ্যার্থী হইয়া কোন পাঠশালায় রহিলেন; কিন্তু ১৫ বৎসর বয়স্ক হইলে এক কৃষকের নিকট মেষপালন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। সেই স্থানের অতি নিকটে লুসেট্টা নাম্নী তাহার কর্ত্তার কন্যাও আপন পিতার মেষ পালন করিত; আর তাহারা সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিত ও একত্রে থাকিতে ভাল বাসিত। এই রূপে পাঁচ বৎসর থাকাতে অতি সুন্দররূপে উভয়ে উভয়ের স্বভাবাদি জ্ঞাত হইয়াছিল।

পরে আপনাদিগের পরস্পর বিবাহার্থে কর্ত্তার সম্মতি আছে কি না, ইহা জ্ঞাত হইবার জন্যে পেরিণ কোন দিন লুসেট্টাকে কহিল, আমি কি তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিব? তাহাতে লুসেট্টা তাহাকে বারণ না করিয়া কেবল লজ্জিতাপ্রযুক্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল। পরদিবস ঐ কন্যা নগরভ্রমণ করিতে গেলে তাহার অসাক্ষাতে পেরিণ তাহার পিতার নিকটে গিয়া ঐ কথা উপস্থিত করিল। তাহাতে ঐ কন্যার পিতা কহিলেন, তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিতেছ; কিন্তু তাহার বাসার্থে তোমার বাটী এবং তাহার ভরণপোষণার্থে তোমার কিছু বিষয় আছে?

---

(২২)

আমার কন্যার এমত বিষয় নাই যে তাহাতে উভয়ের প্রতিপালন হয়। হে পেরিণ, ইহা হইতে পারিবে না। তাহাতে পেরিণ উত্তর করিলেন, কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে আমার হাত আছে, এবং বিবাহের ব্যয়োপযুক্ত বিংশতি মুদ্রাও সঞ্চয় করিয়াছি, এবং তাহার প্রতিপালনার্থে নিরালস্যে শ্রম করিয়া অধিক উপার্জ্জন করিব। তাহাতে ঐ বৃদ্ধ কহিলেন, ভাল, তুমি এখন যুবা পুরুষ, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া ধনী হইলে তোমার সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইবে।

পরে ঐ সমাচার লুসেট্টাকে জ্ঞাত করাইবার কারণ পেরিণ সন্ধ্যাকালে তাহার অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। অনন্তর লুসেট্টা আসিয়া কহিল, আমার পিতা কি ঐ বিষয়ে অসম্মত হইয়াছেন? তাহাতে পেরিণ করিলেন, হায় লুসেট্টা, আমার ধনাভাবই আমাকে অকৃতকার্য্য করিয়াছে; তথাপি আমি সকল আশাহইতে পতিত হই নাই, কেননা ইহার পরে বর্ত্তমান অবস্থাহইতে আমার উত্তম অবস্থা হইবার সম্ভাবনা আছে। পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে রাত্রি হইল।

অনন্তর পেরিণ গমনকালীন ভূমিতে অকস্মাৎ পতিত হইবামাত্র অতি ভারি এক পূর্ণ থলিয়া কুড়াইয়া পাইয়া নিকটবর্ত্তি প্রদীপের নিকট আনিয়া দেখিলেন, তাহা স্বর্ণেতে পূর্ণ। ইহা দেখিয়া পেরিণ আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে প্রণাম করি, কেননা আমাদিগের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তিনি আমাদিগকে এ নিধি দিয়াছেন; অতএব এ নিধি তোমার পিতাকে সন্তুষ্ট করিবে, এবং আমাদিগকেও

---

(২৩)

আনন্দ দিবে। কিন্তু ঐ কন্যার পিত্রালয়ে যাইতে যাইতে পেরিণ বিবেচনা করিলেন, এ স্বর্ণমুদ্রা আমাদিগের নহে, অবশ্য কোন বিদেশির হইবে; ইহা হারাইয়া বিদেশি ব্যক্তিও খেদ করিতেছে। অতএব চল, আমরা কোন ধর্ম্মোপদেশকের নিকটে যাই, তিনি আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া ইহার সৎপরামর্শ দিবেন। ইহা ভাবিয়া পেরিণ ধর্ম্মোপদেশকের হস্তে ঐ থলিয়া সমর্পণ করিয়া কহিলেন, হে মহাশয়, আমি প্রথমে অনুমান করিয়াছিলাম যে আমাদিগের বিবাহার্থে পরমেশ্বর এই নিধি দিয়াছেন; কিন্তু এইক্ষণে ইহা আর ভাল জ্ঞান করি না। তাহাতে ঐ উপদেশক উভয়ের প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে পেরিণ, এই সত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করাতে ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। এই ধনের কর্ত্তাকে অন্বেষণ করিতে আমরা চেষ্টা করিব; তিনি তোমাদিগের এই সৎকর্ম্মের পুরস্কার করিবেন, আমিও উপযুক্ত মত কিছু দেওয়াইব যাহাতে তুমি লুসেট্টাকে পাও।

পরে ঐ থলিয়াপূর্ণ স্বর্ণের বিষয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইলে, এবং নিকটস্থ লোকদিগের নিকট তাহা প্রকাশ হইলে, কেহ ঐ টাকা লইতে না আসাতে ধর্ম্মোপদেশক তাহা পেরিণের নিকট সমর্পণ করিয়া কহিলেন, এ টাকা নিরর্থক বসিয়া থাকার কোন ফল নাই-, ইহার সুদ তুমি লও; কিন্তু তুমি ইহা এমত করিয়া রাখিবা, যে কোন ব্যক্তি যদি কখন আসিয়া দাওয়া করে, তবে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহা দিতে পার। পরে পেরিণ সেই টাকাদ্বারা ভূমি ক্রয় করিয়া বিবাহার্থে লুসেট্টার পিতার সম্মতি

---

(২৪)

পাইলেন। পেরিণ আপনি কৃষিকার্য্য ও লুসেট্টা গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন, এই রূপে উভয়ে অতিশয় মেলনপূর্ব্বক বাস করিলে তাহাদিগের দুই সন্তান জন্মিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে কর্ম্মশেষ হইলে, পেরিণ বাটী আসিবার সময়ে দেখিলেন যে দুইজন মহৎ লোক গাড়ি উল্টাইয়া পড়িয়াছেন। পেরিণ তাহাদের উপকার করিবার কারণ দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে গেলেন। পরে তাহাদের গাড়ি উঠাইয়া তাহাদিগকে নিজ গৃহে আনিয়া শক্ত্যনুসারে আহারাদি দিলেন। পরে ঐ আগন্তুক দুই জনের মধ্যে এক জন কহিল, এই স্থান আমার অতিশয় মন্দকারী, যেহেতুক দশ বৎসর হইল আমি এইখানে বারো হাজার টাকা হারাইয়াছি। পেরিণ তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া কহিলেন, আপনি কি সেই হারাণ টাকার অন্বেষণ করিয়াছিলেন না? তাহাতে পথিক কহিল, না, তৎকালে আমার স্থানান্তর যাইবার কারণ জাহাজ প্রস্তুত ছিল, এইজন্য অতিশয় ব্যস্ত থাকাতে তাহার অন্বেষণ সুন্দররূপে করিতে পারি নাই।

পরদিনে প্রাতর্ভোজন কালে পেরিণ বাটী বাগান পশুগণ ইত্যাদি আপনার সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে দেখাইলেন, ও তাহার উপস্বত্ব জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন, এ সকল বিষয় তোমার, কেননা তোমার যে টাকা হারাইয়াছিল তাহা আমি পাইয়া তদ্দ্বারা ইহা ক্রয় করিয়াছিলাম ; এ বিষয়ের এক লিপি আমাদের এখানকার ধর্ম্মোপদেশকের নিকটে আছে, আমি মরিলেও এই সকলের উপরে আপনকার অধিকার থাকিত। এইরূপ কথা শুনিয়া ঐ

---

(২৫)

পথিক পেরিণের ও লুসেট্টার ও তাহাদের সন্তানগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সেই লিপি পাঠ করিয়া কহিলেন, আমি এ কি কথা শুনিতে পাই। মনুষ্যদের মধ্যে এতাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞতা বড় আশ্চর্য্য বিষয়।

পরে পথিক পেরিণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল বিনা তোমার কি অন্য ক্ষেত্রাদি আছে? তাহাতে পেরিণ কহিলেন, না। তাহাতে পান্থ কহিলেন, আমার ধন বাণিজ্যদ্বারা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছি; অতএব তুমি এই যে ক্ষুদ্র বিষয়ের আধিপত্য করিতেছ, তাহা এখন আপনার জ্ঞান করিয়া ভোগ কর, তোমার সাধুতার ও উত্তমতার এই ফল! তাহাতে পেরিণ ও লুসেট্টার আনন্দাশ্রুপাত হইতে লাগিল; আর পেরিণ কহিল, হে আমার প্রিয় সন্তানেরা, তোমাদিগের পরম হিতকারির হস্তে চুম্বন কর। হে লুসেট্টা, এইক্ষণে এই ক্ষেত্রাদি আমাদিগের হইল, আমরা নিরুদ্বেগে আনন্দপূর্ব্বক এ বিষয় ভোগ করিতে পারি।

সাধুতার পুরস্কার এই, অতএব যে কেহ পুরস্কার ইচ্ছা করে সে ব্যক্তি এইরূপ সাধুতা অভ্যাস করুক।

৪ প্রকরণ। — শিল্পকর্ম্মে নৈপুণ্যের ফল।

জর্ম্মাণি দেশীয় জ্ঞানবান ও অতিমান্য এক যুবা পুরুষ পালাটিনেট নামক প্রদেশের এক সুন্দরী যুবতি কন্যার সহিত বিবাহবিষয়ে ঐ কন্যার পিতার সম্মতি লইতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাতে ঐ কন্যার

(২৬)

বৃদ্ধ পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকারে আমার কন্যাকে প্রতিপালন করিবা। এই প্রশ্নেতে ঐ ধনবান যুবা অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কহিল, আপনকার কন্যার উপযুক্তরূপে প্রতিপালন করিবার নানা উপায় আছে; যেহেতুক ভূমি প্রভৃতি আমার অনেক সম্পত্তি আছে, ইহা আপনি জানেন। তাহাতে কন্যার পিতা কহিল, সত্য বটে, কিন্তু আমাদিগের দেশ যুদ্ধাদি নানা উপদ্রবেতে অতিশয় উপদ্রুত হয়, ইহা তুমি জ্ঞাত আছ; সেই সেই উপদ্রব তোমাকে নির্ধন করিয়া দুর্দশাগ্রস্ত করিতে পারে। অতএব আমি ভাল শিল্পকর্ম্মজ্ঞ লোক ব্যতিরেকে আর কাহারো সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব না, ইহা স্থির করিয়াছি, কেননা এমত যুবার দৈবাৎ কোন বিপদ হইলে সে শিল্পকর্ম্মদ্বারা তাহার প্রতিপালন করিতে পারিবে। বৃদ্ধের এই মনস্থ জানিয়া ঐ যুবা কিছু কাল মনোদুঃখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে চেতনা পাইয়া কহিল, এই ভাবি বিবাহে আমার সকল সুখ হইবে, অতএব সম্মানের অবর্হিভূত যে কোন কঠিন কর্ম্ম তাহাও করিতে স্বীকৃত হইলাম। আমি কোন শিল্পকর্ম্ম শিখিতে ছয় মাস পর্য্যন্ত বিদায় পাইলে শিখিতে পারি। তাহাতে ঐ কন্যার পিতা বরের আশয় জানিয়া তুষ্ট হইয়া কহিল, ভাল, ঐ নিয়মিত সময় পূর্ণ হইলে যদি ঐ কার্য্য সফল হয়, তবে আমি বিবাহেতে সম্মত হইব, ইহা দৃঢ়রূপে স্বীকার করিলাম।

যুবা তাঁহার এমত কোমল কথাতে ভরসান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ফ্লাণ্ডর দেশে গিয়া কঞ্চির ঝুড়ি বুনিতে লা

(২৭)

গিল, এবং আপন সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা সম্যক্‌প্রকারে ঐ কর্ম্মে পারক হইয়া নিয়মিত সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে স্বহস্তনির্ম্মিত কতক শিল্প কার্য্য লইয়া ফিরিয়া আইল। সেই চুপড়িতে ফুল ও ফল ও সূচী রাখিবার স্থান ছিল, তাহা ঐ যুবতীকে উপঢৌকন দিল। সেই কর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও কারিগরি

দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। তখন ঐ যুবার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে আর কোন বাধা না হওয়াতে আনন্দেতে বিবাহ নির্ব্বাহ হইল।

পরে ধর্ম্মাচরণ ও পরিমিতাচরণ দ্বারা ঐ দম্পতী বহুদিনাবধি নিরাপদে ও সুখে থাকিল ; কিন্তু কিছু কাল পরে পালাটিনেট প্রদেশে যুদ্ধের উপদ্রব উপস্থিত হইল, তাহাতে তাহাদের পরিবারেরা পলাইল, এবং সকল ধন বদ্ধ হইল। তখন সেই সৎযুবা শিল্পবিদ্যা প্রকাশ করিয়া চুপড়ি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল ; তাহাতে সেই কর্ম্মে তাহার নৈপুণ্য প্রযুক্ত সে আপনার ও বৃদ্ধ শ্বশুরের দুর্দশাপন্ন পরিবারকে আপন শ্রমদ্বারা অনেক সুখভোগ করাইল। এইরূপে তাহারা পূর্ব্বের উত্তম দিন স্মরণে দুঃখে মগ্ন হইল না।

৫ প্রকরণ। — দিয়নুষিয়ের উপাখ্যান।

দিয়নুষিয় নামে সিসিলি দেশের এক জন রাজা অতিশয় ধনী ও ভাগ্যবান্ ছিলেন, কিন্তু তিনি কখন সুখী না হওয়াতে ধন ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা যে যে সুখ জন্মে তাহাতে বঞ্চিত ছিলেন। পরে দামক্লি নামে এক জন খোসামুদে ঐ দিয়নুষিয় রাজার সুখাড়ম্বর দর্শনে ভুলিয়া দিয়নুষিয়ের

---

(২৮)

সদৃশ প্রধান ও সুখী ভূপতি এ পৃথিবীতে নাই, এইরূপ কথাদ্বারা তাহার সুখের ও ধনের পরাক্রমের প্রশংসা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ রাজা কহিলেন, হে দামক্লি, তুমি যে সুখের এত প্রশংসা করিলা, তোমার মন সে সুখ কি পরীক্ষাদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করে? ইহা দামক্লি অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বীকৃত হইলে রাজা তাহার জন্যে এক সভা করিতে ও তাহাতে স্থাপনার্থে স্বর্ণ রূপ্য সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত এক আসন প্রস্তুত করিতে লোককে আজ্ঞা দিলেন, এবং ঐ সভাতে ভোজনার্থে স্বর্ণ রৌপ্যাদির বহুমূল্য বাসন রাখিলেন, ও সেই সভাস্থ মেজ রক্ষার্থে অতি সুন্দর সুন্দর সুসজ্জ বালকগণকে নিযুক্ত করাইলেন, ও তাহাতে আতর ও গোলাপ এবং পুষ্পমালা ইত্যাদি দ্রব্য রাখিলেন, এবং মেজের উপর উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখিলেন। তাহা দেখিয়া দামক্লি আনন্দে মত্ত হইয়া আপনাকে একজন মহৎ লোকের ন্যায় জ্ঞান করিলেন। এই আহ্লাদে মত্ত হইয়া দামক্লি যখন আনন্দ করিতেছিলেন, সেই কালে হঠাৎ একটা কেশদ্বারা ছাতে ঝুলান সুশাণিত নাশক এক খড়্গ আপন মস্তকোপরি দেখিলে ভয়ে তাহার সকল আনন্দের শেষ হইল। ঐ সভায় নানা প্রকার আজ্ঞাকারি লোক ও উত্তম উত্তম বাসন ও নানা প্রকার সুখাদ্য দ্রব্য থাকিলেও তাঁহার আর

কিছুই সুখ বোধ হইল না; এবং তিনি সেই মেজে হাত দিতে অতিশয় ভীত হইলেন, এবং গোলাব ও পুষ্পমালা ফেলিয়া সেই ভয়ানক স্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বস্থানে যাইতে রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়া

---

(২৯)

কহিলেন, এতাদৃক দুঃখ ও ভয়জনক স্থানে সুখভোগ করিতে আমার আর ইচ্ছা নাই। ইহার দ্বারা দিয়নুষিয় দামক্লিকে জানাইলেন, যে সকল ঐশ্বর্য্য ও রাজপদ ও ভোগ কেমন দুঃখজনক হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

লেডি জেন গ্রের কথা

ইংগ্লণ্ড দেশের রাজবংশোদ্ভবা লেডী জেন গ্রে নামে অতি মান্যা এক স্ত্রী ছিলেন; তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত হেন্‌রি গ্রে। তাঁহার মাতা ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ সপ্তম হেনরির পৌত্রী ছিলেন। ঐ স্ত্রী অতিশয় সুলক্ষণা এবং অতুল্য পরমাসুন্দরী; তিনি লেখাপড়া ও সূচিবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা ও গীতিবাদ্য প্রভৃতি স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয় তাবৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া সেই সকল বিদ্যার পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার সভাসৎ দুই জন জ্ঞানি সাহেব তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন, তাহাতে ঐ জেন গ্রের এমন বিদ্যাভ্যাস হইয়াছিল যে কেবল স্বদেশীয় ভাষা এমন নয়, কিন্তু দুই তিন প্রকার ভাষা লিখিতে ও কহিতে জানিতেন। অপর তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও বিবেচনা ও বুদ্ধির তীক্ষ্নতা প্রভৃতি নানা গুণ ছিল, এবং কঠিন কঠিন যে সকল বিষয় তাহা অনায়াসে বুঝিতে এবং তদ্বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক কথা কহিতে এমন উপযুক্তা ছিলেন, যে তাহা দেখিয়া শুনিয়া অতি বিজ্ঞ লোকেরাও চমৎকার বোধ করিতেন। অপর তাঁহার

---

(৩০)

এই সকল মহদ্গুণ থাকিতেও অহঙ্কারপথে কখন গমন ছিলনা, বরং অত্যন্ত নম্রশীলা ছিলেন।

ঐ জেন গ্রে কখন কখন ষষ্ঠ এডওয়ার্ড বাদশাহের গৃহে যাইতেন, আর ঐ বাদশাহ তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন, যেহেতু তাঁহার পিতা ঐ বাদশাহের গোষ্ঠী এবং বড় অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। তথাপি তিনি বাদশাহের গৃহে অধিক কাল না থাকিয়া পল্লীগ্রামে পিত্রালয়ে কাল যাপন করিতেন। সেই গ্রামস্থ রজর আস্কাম নামক খ্যাত্যাপন্ন এক জন বিজ্ঞ মনুষ্য জর্ম্মণি দেশে যাইবার সময়েতে ঐ জেন গ্রে সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার পিত্রালয়ে

গেলে, পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। ঐ বিজ্ঞ জন তাঁহার পিত্রালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, যে তাঁহার পিত্রাদি সপরিবারে মৃগয়ার নিমিত্তে গমন করিয়াছেন, একাকিনী শ্রীমতি জেন গ্রে গ্রীক্ পুস্তক পাঠে নিমগ্নচিত্তা বসিয়া আছেন। পরে পরস্পর কিছু আলাপ করিয়া ঐ রজর আস্কাম শ্রীমতি জেন গ্রেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিত্রাদির সহিত আহ্লাদিতা হইয়া মৃগয়ার্থে তুমি কেন গমন কর নাই? তাহা শুনিয়া চন্দ্রমুখী জেন গ্রে ঈষদ্ধাস্যবদনা হইয়া মধুর বাক্যদ্বারা উত্তর করিলেন, শুন মহাশয়, তাঁহারা প্রকৃত যে সুখ, অর্থাৎ পারমার্থিক আনন্দ, তাহা আস্বাদ না করিয়া যে কেলিবিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তাহা আমার এই পুস্তকাধ্যয়নের সহিত মিলন করিয়া বিবেচনা করিলে ঐ কেলিবিষয় কেবল নিরর্থক বোধ হয়। ইহা শুনিয়া ঐ বিজ্ঞ মনুষ্য পুনর্ব্বার জেন

---

(৩১)

গ্রেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও বুদ্ধিমতি, তুমি কি প্রকারে এমন জ্ঞানের উপার্জ্জন করিয়াছ? তাহাতে জেন গ্রে কহিলেন, ও বিজ্ঞ মহাশয়, তাহা শুনিয়া আপনি আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, আমার বিদ্যাভ্যাসের মূখ্য (মু. প্র. ?) হেতু এই দুই, আমার প্রতি পিতা মাতার অকরুণত্ব, ও শিক্ষকের অতি স্নেহ। যেহেতু আমার পিতা মাতা আমার প্রতি তাড়না তর্জ্জনাদি রূপ নানা কঠিনতাচারণদ্বারা যথেষ্ট স্নেহশূন্যত্ব প্রকাশ করিয়া কোন প্রকারে আমার পাঠ বাধ করিতে দেন নাই, এবং আমার অধ্যাপক মহাশয় আমার প্রতি স্নেহ করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক নানা শাস্ত্রোপদেশদ্বারা আমাকে জ্ঞান দিয়াছেন; অতএব কোন কেলিবিষয়ে আমার ইচ্ছা হয় না। এই কথা শুনিয়া ঐ রজর আস্কাম জেন গ্রে প্রতি বড় তুষ্ট হইয়া গমন করিলেন।

পরে জেন গ্রের দুই মাতুলের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার পিতা ও রাজা নর্থম্বর্লান্দ তৎপদাভিষিক্ত হইয়া লণ্ডন নগরে শ্রীযুত বাদশাহের নিকটে নিযুক্ত হইলেন, একারণ ঐ লেডি জেন গ্রেও পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সুতরাং রাজধানী নিবাসিনী হইলেন। কিছু কাল পরে ঐ বাদশাহের কোন ব্যামোহ হইলে দিনে দিনে তাহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল; তাহাতে ঐ নূতন পদাভিষিক্ত দুই ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত হইলেন, কেননা কি জানি যদি বাদশাহের পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তবে স্বীয় স্বীয় পদের ব্যাঘাত কিম্বা প্রভুত্বের বিনাশ সম্ভাবনা হইতে পারে; একারণ ঐ দুই ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই পরামর্শ স্থির করিলেন, যে আমাদিগের বংশমধ্যে কেহ এই বাদশাহের,

(৩২)

উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয় এমত সম্ভাবনা কোন প্রকারে নাই? অতএব লেডি জেন গ্রে রূপবতী ও নানা গুণবতী ও প্রায় সর্বলোকের প্রেমপাত্র হইয়াছেন, এবং বাদশাহের আত্মীয়াও বটেন, অতএব তাঁহাকে বাদশাহ পদে অভিষিক্তা করিয়া রাজ্যেশ্বরী করিলে ভাল হয়; আমাদিগেরও উদ্বেগ থাকিবে না। এই পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিলেন।

পরে এ বিষয়ের সহায়তার নিমিত্তে বহু গোষ্ঠীক এবং পরমবন্ধু ও ধনবান ও মহা পরাক্রান্ত রাজা গিলফর্দের সহিত শ্রীমতি জেন গ্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু ঐ দুই জনের সেই গুপ্ত পরামর্শ ঐ দম্পতী অর্থাৎ গিল্‌ফর্দ ও জেন গ্রে কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না।

পরে বাদশাহের আসন্ন কালোপস্থিত হইলে নর্থম্বর্লান্দ বাদশাহের নিকটে গমন করিয়া বাদশাহের ভগিনী মেরী ও ইনিশাবেথ উত্তরাধিকারিণী সেই দুইয়ের প্রতিকূল বাক্যদ্বারা আত্ম মনোভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তে শ্রীমতি জেন গ্রের প্রতি সানুকূল হইয়া বাদশাহকে কহিতে লাগিলেন, সে এই বিবি জেন গ্রে রাজবংশীয়া ও নানা গুণবতী ও সত্যধর্ম্মপরায়ণা এবং স্বজাতীয়দিগের সম্মতা; অতএব মহারাজ যখন আপনি রাজের মঙ্গলাদি চিন্তা করিবেন, তখন সম্পর্কীয় ব্যক্তিতে অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে যথার্থরূপে বিবেচনা করিয়ে আজ্ঞা হইবে। এই মন্ত্রণা প্রদান করিয়া বাদশাহের প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ কএকজন উপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহাতে তাহাদিগের

---

(৩৩)

কর্তৃক পুনঃপুনঃ প্রশংসিত বিবি জেন গ্রের রূপ গুণ শ্রবণ করিয়া বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া সম্মত হইলেন, ও আপনার পিতৃদত্ত দানপত্র স্বীকার না করিয়া ভগিনীদের দাওয়া না মানিয়া নূতন দানপত্র দিয়া শ্রীমতী জেন গ্রেকে রাজ্য প্রদান করিলেন।

পরে কিঞ্চিৎ কালান্তর বাদশাহ প্রাণত্যাগ করিলেন। অপর কি প্রকারে এই নূতন দানপত্রের প্রামাণ্য ও এই অসাধ্য কর্ম্মের সিদ্ধি হইবে, অর্থাৎ শ্রীমতী জেন গ্রে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবেন, এই রূপ চিন্তা করিয়া সেই দুই জন এই নিশ্চয় করিলেন, যে যদবধি রাজ্য নূতন রাজ্যেশ্বরীর শাসিত না হয়, তদবধি বাদশাহের মৃত্যুসংবাদ গোপনে রাখা উচিত। ইহা বিবেচনা করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য করিবার বাঞ্ছাতে উত্তরাধিকারিণী রাজভগিনী

লেডি মেরীকে কারাগৃহে বদ্ধা করিবার নিমিত্তে প্রবঞ্চনা করিয়া ঐ শ্রীমতী লেডি মেরির নিকটে বাদশাহের নাম সহী দিয়া এক পত্র পাঠাইলেন, যে তুমি শীঘ্র আমার গৃহে আগমন করিবা, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই পত্র পাঠ করিবামাত্র লেডি মেরী অতি দূর পল্লীগ্রাম নিজ ধামহইতে ত্বরায় যাত্রা করিলেন, কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ পথে আসিয়া কোন প্রকারে বাদশাহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, একারণ এ প্রবঞ্চনাতে পতিতা হইলেন না।

অনন্তর প্রজা সকলের সহায়তার নিমিত্তে ও লেডি জেন গ্রেকে সম্মতা করিবার নিমিত্তে আরও কিছু দিন বাদশাহের মৃত্যু সমাচার গোপনে রাখিয়া রাজা হেনরি

---

(৩৪)

গ্রে নিজ কন্যার সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, শুন, বাদশাহ তোমার নামে দানপত্র লিখিয়া আপনি সহী করিয়া তোমাকে সমুদায় রাজ্য দিয়াছেন, ইহাতে মন্ত্রিবর্গ ও প্রধান প্রধান সেনাপতিরা তোমাকে রাজ্যেশ্বরী করিতে স্বীকৃত আছেন। এই কথা কহিয়া ঐ জেন গ্রের পিতা ও নর্থম্বর্লান্দ উভয়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া শ্রীমতী জেন গ্রেকে রাজ্যেশ্বরী জ্ঞানে সম্ভ্রম করিতে লাগিলেন।

তাহাতে বিবি জেন গ্রে ঐ কথা শুনিয়া চমৎকৃতা হইলেন, এবং অন্তঃকরণে আহ্লাদিতা না হইয়া সংকুচিতা হইলেন, এবং কহিলেন, শুন, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে রাজার ভগিনী রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী আছেন, আমি উত্তরাধিকারিণী কি প্রকারে হইতে পারি? আর যদ্যপি অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়া মূঢ়ত্ব প্রকাশ করি, তবে সে কর্ম্ম ঈশ্বরের অসন্তোষজনক হইবে, এবং সকল লোক উপহাস করিবে। আমি এমন মূঢ়া নই, যে এখন আপনার স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিয়া তোমাদিগের কর্তৃক দত্ত রাজ্যরূপ স্বর্ণশৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধা হইতে বাঞ্ছা করি। এবং সুখজনক বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও নানা মণিময় মুকুটাদি ভূষণ বিষয়ে আমার ইচ্ছা নাই, কেননা রাজভূষণাদি বিষয়ে লুব্ধা হইয়া শান্তিকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। অতএব মহাশয়েরা যদি আমার মঙ্গলেচ্ছুক হয়েন, তবে আমার এই নিবেদন, যে নানা বিপদের মূলীভূত উচ্চপদ অপেক্ষায় বরং নিরুদ্বেগ ক্ষুদ্রপদে আমাকে রাখিতে আজ্ঞা করুন।

শ্রীমতী জেন গ্রে এই প্রকার উত্তর করিলেন, কিন্তু তাহার পিতা মাতার ও পরিবার সমুদায়ের যথেষ্ট উপ

(৩৫)

রোধ ও বিনয় খণ্ডন করিতে না পারিয়া শেষে রাজ্যেশ্বরী হইতে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু যখন ঐ দুই রাজা শ্রীমতী জেন গ্রেকে রাজপরিচ্ছদে লণ্ডন নগরের কেল্লার ভিতরে লইয়া গেলেন, তখন তিনি অতি অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণে আত্যন্তিক নিরানন্দ হইয়াছিলেন।

পরে নগরের সর্ব্বত্র শ্রীমতী জেন গ্রে রাজ্যেশ্বরী এই নাম ঘোষণা হইল বটে, কিন্তু তাহার রাজত্ব মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শীঘ্র লুপ্ত হইল, যেহেতু নগরের সমুদয় লোক সেই মাসের ঊনবিংশতি দিবসে বাদশাহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মেরীকে আনাইয়া অভিষিক্তা করিয়া রাজ্যসিংহাসনে উপবেশন করাইল। তাহা দেখিয়া রাজা শ্রীযুত হেনরি গ্রে আপন কন্যা শ্রীমতী জেন গ্রের নিকটে গমন করিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, তোমাকে রাজপদচ্যুতা হইতে হইবে। এ কথা শুনিয়া শ্রীমতী জেন গ্রে বিষণ্ণা না হইয়া এই উত্তর করিলেন, শুন, পূর্ব্বসংবাদহইতে আজি আমার এ সংবাদ উত্তম বোধ হইল কেননা আপনার অনিচ্ছাতে তোমাদিগের আজ্ঞা প্রযুক্ত অকর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তা হইয়া ঈশ্বরের নিকটে অপরাধিনী হইয়াছি; অতএব আমি আনন্দ পূর্ব্বক এই রাজমুকুট পরিত্যাগ করিতেছি, তাহাতে যেন তোমাদিগের দোষের ক্ষমা হয়।

তদনন্তর ত্রয়োদশ দিবসে তাঁহার অল্পকালীন রাজ্য পদচ্যুতি হইয়া অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইল, অর্থাৎ অত্যল্প দিনের পর তাঁহার সপরিবার শ্বশুরাদির এবং আর আর বন্ধুরূপ অনেক মান্য লোকের সহিত কারাগৃহে তিনি বদ্ধা হইলেন। কিছু দিনানন্তর তাঁহার শ্বশুরের পরলোক

---

(৩৬)

প্রাপ্তি হইলে পর তাহার পিতাও কারাগারাস্থ হইলেন। আর সন ১৫৫৩ সালের ৩ অগ্রহায়ণে তাঁহার স্বামী এবং তাঁহার এক জন আত্মীয় ক্রান্মের নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও আর আর অনেক লোক ঐ জেন গ্রের সহিত কারাগারহইতে বিচারকর্ত্তার নিকটে আনীত হইল। তাহাতে বিচারকর্ত্তা রাজদ্রোহাপরাধ নিশ্চয়দ্বারা মহাদোষী করিয়া প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিয়া পুনর্ব্বার কারাগৃহে প্রেরণ করিলেন। কারাগারে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে অতিশয় দুর্দশাপন্ন হইয়া কাল যাপন করিলেন।

পরে এক মাস বর্হিভূত হইলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের তাদৃশ কঠোর নিয়মের কিঞ্চিৎ শিথিলতা হইল, অর্থাৎ কেল্লার মধ্যস্থ উদ্যানে সুখস্পর্শ

বায়ু সম্ভোগার্থে যাইবার নিমিত্তে ঐ রাজ্যেশ্বরী শ্রীমতী মেরীর অনুমতি পাইলেন, এবং অন্য অন্য বিষয়েও কিঞ্চিৎ কৃপাচিহ্ন দেখিয়া লোকের এমন বোধ হইল, যে তাঁহাদিগের উভয়ের প্রাণরক্ষাও হইতে পারে ; কিন্তু সে ভরসা শীঘ্র ফলশূন্যা হইল, যেহেতুক শ্রীমতী মেরী কিছুদিন পরেই তাঁহাদিগের প্রাণ লইতে স্থির করিলেন ; কিন্তু এ কথা শুনিয়াও শ্রীমতী জেন গ্রে উদ্বিগ্না হইলেন না, কেননা এমন দুর্ঘটনা হইবে, ইহা পূর্ব্বেই স্বীয় বিবেচনাদ্বারা জ্ঞাত ছিলেন, এ কারণ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা পূর্ব্বক পরকালের শুভ চিন্তা সর্ব্বদা করিতেন। তথাপি কারাগারে নির্বাসিনী হইয়া চিরদিন কেবল আপন পরকাল চিন্তা করিয়াছিলেন এমত নহে, কিন্তু অন্য অন্য লোকেদেরও মঙ্গলদায়ক উপদেশ দিয়াছিলেন।

---

(৩৭)

পরে লেডি জেন গ্রে বধস্থানে আনীতা হইলে সুস্বরে পরমেশ্বরের প্রার্থনা ও ধন্যবাদ করিয়া ও তত্রাগত লোকদিগকে বিনয় পূর্ব্বক মধুর বাক্য কহিয়া ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

১ প্রকরণ। সদুপদেশ

কোন লোক এক জন বিচক্ষণকে জিজ্ঞাসা করিল, বালকদিগকে কি কি শিক্ষা দেওয়া উচিত ? তাহাতে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যের যাহা আবশ্যক, তাহাই বালককে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আর এক পণ্ডিত ইহা কহিয়াছেন, বালকদিগকে সৎপথেই লওয়াও, কেননা তাহারা বৃদ্ধ হইলেও সে পথ ত্যাগ করিবে না।

২ প্রকরণ। — দয়াপ্রকাশ

কোন সময় এক ব্যক্তি যিরূশালম নগর হইতে যিরীহো নগরে যাইতে যাইতে দস্যুমধ্যে পড়িলেন। তাহাতে সেই দস্যুরা আত্যন্তিক প্রহারে তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া তাহার বস্ত্রাদি লুটিয়া পলাইল। তৎপরে একজন অধ্যাপক ঐ পথে যাইতেছিলেন, তিনি ঐ মৃতবৎ লোককে দেখিয়া পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া গেলেন। ক্ষণেক কাল বিলম্বে এক জন যাজক ঐ রূপ দেখিয়া অন্য পার্শ্ব দিয়া গেল ; কিন্তু এক জন বিদেশী অতি দয়ালু পরদুঃখে দুঃখী লোক সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঐ মৃততুল্য

(৩৮)

লোকের দুর্দশা দেখিয়া নিকটে গিয়া অতি খেদিতান্তঃকরণে কহিলেন, হায় হায়, কোন দুরাত্মা এমত প্রহার করিয়াছে? আহা সকল শরীরেই রক্তপাত করিয়াছে। পরে তাহাকে উঠাইয়া যে যে স্থানে বেদনা ও রক্তপাত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে ঔষধি দিলেন, পরে তাহাকে সওয়ারি করিয়া সরাইতে আনিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিলেন। পরদিনে সেই সজ্জন পরদুঃখে কাতর দয়াশীল ব্যক্তি দুইটি সিকি বাহির করিয়া সেই সরাইয়ের কর্ত্তাকে দিয়া কহিলেন, ইহাঁকে ভাল রূপে রাখ, ইনি কোন অংশে ব্যামোহ না পান, বরং তন্নিমিত্তে যদি অধিক ব্যয় হয়, তবে তাহাও কর, আমি পুনরাবৃত্তিকালে শুধিব। অতএব এই দৃষ্টান্তে তোমরাও পরের প্রতি দয়া করিয়া পর দুঃখে দুঃখবোধ কর।

৩ প্রকরণ—। গুণের পুরস্কার

কোন সময় এক রাজা আপন ভৃত্যকে ডাকিয়া উত্তর না পাওয়াতে তাহার গৃহদ্বার খুলিয়া দেখেন, সেই দিনে তাঁহার সেবা করিতে সে সদ্বংশজাত বালকের পালা ছিল সে নিদ্রিত আছে। পশ্চাৎ তাহাকে জাগাইবার মনস্থে নিকটে গিয়া দেখেন যে ঐ বালকের কোমরের কাপড়হইতে একখান লিখনের খানিক বাহির হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে কি লেখা আছে, ইহা জানিবার ইচ্ছাতে রাজা তাহা লইয়া পড়িতে লাগিলেন; কিন্তু সেই পত্র বালকের মাতা পুত্রের প্রতি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার আশয় এই, হে আমার প্রিয় পুত্র, তুমি আমার

---

(৩৯)

দুঃখ নিবারণের নিমিত্তে ক্লেশ স্বীকার করিয়াও আপন উপায়ের কিছু পাঠাইয়াছ, ইহাতে আমার প্রতি যে শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিলা, সেই সুকৃতির ফল পরমেশ্বর তোমাকে অবশ্য দিবেন। রাজা ঐ লিখন পড়িয়া পুনর্ব্বার গৃহ প্রবেশ করিয়া কতক গুলিন মোহর ঐ পত্রে মুড়িয়া ঐ বালকের কটি বন্ধনের মধ্যে রাখিলেন। পরে এমন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন যে তাহাতে বালকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাজা কহিলেন, তোমার কেমন নিদ্রা হইয়াছিল; তাহাতে বালক কি উত্তর করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। পরে আপনার কটিবন্ধনে হাত দিয়া খুলিয়া দেখে সেই পত্রের মধ্যে কতক গুলি মোহর আছে। ইহাতে বালকের বড় চমৎকার বোধ হইল। পরে অতিশয় ভাবনা করিয়া, ঐ মোহর সুদ্ধা রাজার চরণেতে পড়িয়া অনেক

কান্দিতে লাগিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন কান্দিতেছ? তাহাতে বালক কাতর হইয়া রাজাকে নিবেদন করিল, হে মহারাজ, কে আমার সর্বনাশের চেষ্টা পাইতেছে? আমি এ মোহরের বিষয় কিছুই জানি না। রাজা অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, হে সুশীল বালক, তোমার সুকৃতির জন্যে পরমেশ্বর তোমাকে মোহর দিয়া পুরস্কার করিয়াছেন ; তুমি আপন মাতার নিকট এ মোহর পাঠাইয়া দেও, এবং আমি তোমার ও মাতার ভার লইব, ইহাও তাঁহাকে জানাও।

---

(৪০)

৪ প্রকরণ। — যৌবন কালে বিদ্যাভ্যাসের কথা।

পূর্ব্বকালে সিষেরো নামে এক ব্যক্তি সদ্বিবেচক ও উত্তম জ্ঞানবান এবং সত্যবাদী ছিলেন, তিনি একান্তচিত্তে জ্ঞানের চেষ্টা করিয়া, উত্তরমরূপে জ্ঞানের যাথার্থ বুঝিয়া, সর্ব্বস্থানে মান্য হইয়াছিলেন। আর এই রূপ বিবেচনা করিতেন, যে পরমেশ্বরের পথ দেখাইতে ও মনুষ্যের কার্য্য দর্শাইতে জ্ঞান বিনা কি আছে? অর্থাৎ জ্ঞান না হইলে কিছু হয় না, অতএব সকলহইতে অত্যুত্তম যে জ্ঞান, তাহাকে অযত্ন করিয়া যিনি আলস্য করেন, তিনি কিসে সুখী হন, তাহা আমি জানি না। যেমন সর্পজাতি হইয়া বিষ না থাকাতে ঢোঁড়াসাপ অতি হেয় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানশূন্য আলস্যগ্রস্ত যে লোক, সে কোন কর্ম্মের নয় ; এবং সৎসভাতেও শোভা পায় না ; সুতরাং সে অসৎ সংসর্গে ফিরিয়া কুকর্ম্মেতেই রত হয়, তাহাতে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। দেখ, জ্ঞানবান পুণ্যশীল যে লোক তিনি সকলের সুখ জন্মাইতে, এবং যাহাতে সকলের উত্তম বিদ্যা হয়, তন্নিমিত্তে আপন শক্তিমত চেষ্টা পান, অতএব সেই ব্যক্তি মনুষ্যজাতির সুখদায়ক অলঙ্কার স্বরূপ হয়।

৫ প্রকরণ। — সৎকর্ম্মে কাল কাটান।

রোম দেশেতে তাইতস নামা এক বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত এই ধারা ছিল, প্রত্যহ দিবাভাগে কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যাকালে তাহা বিবেচনা করিতেন।

---

(৪১)

তন্মধ্যে যদি কোন দিনে পরোপকার না হইত, তবে প্রতি দিনের গণনা পুস্তকে এই রূপ লিখিতেন, আমার একটা দিন বৃথা গেল।

পূর্ব্বকালে এলফ্রেদ্ নামক অতি জ্ঞানবান ও পুণ্যবান ও দাতা যে রাজা অত্যন্ত সুখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের জন্যে

বিশেষ বিশেষ সময় নিরুপণ করিয়াছিলেন, ফলতঃ ইংলণ্ডের চব্বিশ ঘণ্টা পরিমিত দিবারাত্রিকে তিন ভাগ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল এই রূপে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অথচ তিনি অতিশয় রোগ প্রযুক্ত দুঃখ পাইতেন, তথাপি তাঁহার নিদ্রা বিহারের নিমিত্তে আট ঘণ্টা রাখিয়া অবশিষ্ট ষোল ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টা লেখাপড়া ও ঈশ্বরের ভজনা করিতেন, আর আট ঘণ্টা রাজকর্ম্ম করিতেন, কেননা সেই সেই কালের নিকাশ পরমেশ্বরের নিকট জানাইতে হইবে, ইহা জ্ঞাত ছিলেন।

৬ প্রকরণ। — বন্ধুতার কথা।

দিয়নুষিয় নামক ব্যক্তি সিরাকুষ দেশের বাদশাহ হইয়া সর্ব্বদা মন্দ কর্ম্ম করিতেন। এক দিবস ঐ বাদশাহ দামোন নামে এক ব্যক্তির উপরে কোন দোষারোপ করিয়া তাহাকে কহিলেন, এ অপরাধেতে তোমার ফাঁসি হইবে। এই কথা শুনিয়া দামোন আপনার স্ত্রীপুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্তে ঐ বাদশাহকে কহিলেন, আমার স্ত্রী পুত্রদিগকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, তুমি আমার প্রাণদণ্ড করিলে তাহাদিগকে আর দেখিতে পাইব না ; অতএব হে বাদশাহ, কিছুকালের নিমিত্তে আমাকে

(৪২)

বাটী যাইতে দেও। পরে বাদশাহ কহিলেন, তুমি যাইয়া প্রাণভয়ে পলাইবা না, ইহা কি রূপে বিশ্বাস করিতে পারি? দামোন উত্তর করিলেন, যদি আমার প্রত্যাগমনে তোমার প্রত্যয় না হয়, তবে আমার বন্ধু পুথিয়কে বন্ধক রূপে রাখুন। এই মত স্থির হইলে পর তিনি বাদশাহের অনুমতি লইয়া আপন ঘরে গেলেন।

পরে বাদশাহ দামোনের আইসনের নিয়মকালের মধ্যে তাহার বন্ধু পুথিয়কে দেখিতে কারাগারে গিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি দামোনের কথায় বিশ্বাস করিয়া বড় নির্ব্বোধের কর্ম্ম করিয়াছ; তুমি কি প্রকারে বুঝিয়াছ যে সে ব্যক্তি তোমার নিমিত্তে কিম্বা অন্য কাহারো নিমিত্তে আপন প্রাণ দিবে? পুথিয় এই কথা শুনিয়া ম্লান না হইয়া বাদশাহকে কহিলেন, হে প্রভো আমার বন্ধুর বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই; আর তাঁহার পরিবর্ত্তে বরং আমি শত শত বার মরি, সেও ভাল। তিনি আসিব বলিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্যথা কদাচ করিবেন না, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ আছে; এবং তিনি সত্ত্বে আমার প্রাণদণ্ড হইবে না, ইহা আমি নিশ্চয় জানি, কিন্তু পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি, তিনি আমার বন্ধুকে

বাঁচাইয়া রাখুন, অর্থাৎ যাহাতে নিয়মিত কালে আগমন করা তাঁহার অসাধ্য হয়, এমত কোন আটক উপস্থিত করুন; কারণ নিয়মিত দিনের মধ্যে এখানে আসিলে তিনি অবশ্য মরিবেন, তাহাতে তাঁহার স্ত্রী পুত্ত্র বড় দুঃখ পাইবে। আমি মরি, তাহাতে হানি নাই, কিন্তু তাঁহার বাঁচিয়া থাকা অত্যাবশ্যক। বাদ-

---

(৪৩)

শাহ এই সকল কথা শ্রবণ করত চমৎকৃত হইয়া অবাক হইয়া রহিলেন। পরে নিয়মিত দিন উপস্থিত হইলে ফাঁসি দিবার জন্যে ঐ পুথিয়কে কারাগারহইতে বাহির করিয়া আনাইলেন। পুথিয় হৃষ্টচিত্তে গমন করিয়া ফাঁসি দিবার মঞ্চে চড়িয়া হস্তদ্বারা সঙ্কেত করিয়া লোক সমূহকে কহিতে লাগিলেন, আমি পূর্ব্বে যে প্রার্থনা করিয়াছি, বুঝি পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহা শুনিয়াছেন। কারণ দামোনের না আসিবাতে আমি এই অনুভব করিতেছি, ঈশ্বর তাঁহার আইসনের কোন ব্যাঘাত করিয়া থাকিবেন। আমার মৃত্যুর পরে যদি তিনি আইসেন, সুতরাং বাঁচিবেন, সে অতি উত্তম। এই সকল কথা সাঙ্গ হইবামাত্র একটা কলরব হইল, তাহাতে ঐ ফাঁসি দেওয়া কিঞ্চিৎকাল স্থগিত রহিল। তৎপরে ঐ দামোন অতিশয় বেগেতে আসিয়া ঘোড়াহইতে নামিয়া ঐ ফাঁসি দিবার মঞ্চে শীঘ্র উঠিয়া পুথিয়কে কোল দিয়া কহিলেন, বন্ধু হে, পরমেশ্বরকে বিস্তর প্রশংসা করি, যে তিনি তোমাকে এ ভয়ঙ্কর আপদহইতে মুক্ত করিলেন। পুথিয় দামোনকে কোল দিয়া বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, হে বন্ধো, তুমি এত ব্যস্ত হইয়া কেন আসিয়াছ? ইহাতে তো তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। এক্ষণে আমার এই দুঃখ যে আমি আত্মপ্রাণ দিয়াও তোমার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

দিয়নুষিয় এই সকল কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহার অন্তঃকরণেতে দয়াও জন্মিল। পরে তিনি সিংহাসনহইতে নামিয়া সেই ফাঁসি দিবার মঞ্চের নিকটে গিয়া কহিলেন, তোমাদিগের দুইজনের যেমন বন্ধুতা

---

(৪৪)

এমত আমি কোথাও দেখি নাই। তোমরা বাঁচিয়া থাকহ। ধর্ম্ম আছে, এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনকর্ত্তা এক পরমেশ্বর আছেন, ইহা তোমরা সপ্রমাণ করিয়াছ। তোমরা যশোযুক্ত হইয়া মান্য থাকিয়া আমাকেও তোমাদিগের উত্তম বন্ধুতার ভাগী কর।

৭ প্রকরণ। — মিথ্যাকথন

এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, আমার সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে আমা হইতে বয়সে বড় এমন আর দুই জনের সহিত আমি পাঠশালায় একত্র পড়িতাম। এক দিবস আমি পাঠশালায় যাই নাই, কেবল এই জন্যে, ঐ দুই জন আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যাকথা কিম্বা আর কোন দোষ প্রযুক্ত আমাকে কেহ কখনো তিরস্কার করিতে পারেন নাই। মিথ্যাকথার প্রতি আমার স্বভাবতঃ এমন দ্বেষ আছে যে যদ্যপি কোন অপরাধ করি, তবে বিচারসঙ্গত শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকিতেও কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মিথ্যা কহি না ; বরং দণ্ড স্বীকার করিতে হইলেও আমি মিথ্যা কহিয়া মনের মালিন্য জন্মাইতে সম্মত নহি। দেখ, এই মত অবলম্বন করণাবধি অদ্যাপি তাহার অন্যথা করি না।

আরিস্ততল নামে এক ব্যক্তি পরম জ্ঞানবান ছিলেন, তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিল, মিথ্যা কহিলে কি হয় ? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, মিথ্যা কহিলে এই হয়, যে সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না।

আপল্লোনিয় নামে অন্য এক জ্ঞানবান ব্যক্তি কহি

---

(৪৫)

তেন যে যে সকল লোক মিথ্যা কহিয়া অপরাধী হয়, তাহাদিগকে বিশিষ্ট লোকের মধ্যে গণা যায় না। যাহারা দাস্য কর্ম্ম করিয়া প্রাণ বাঁচায়, তাহাদিগের মধ্যেও মিথ্যাবাদিরা ঘৃণিত হয়।

মেণ্ডাক্লস নামে এক বালকের বড় ভাল বুদ্ধি ছিল, এবং সে সদ্বংশোদ্ভবও বটে ; কিন্তু নিয়ত মন্দ লোকের সহবাসেতে তাহার মিথ্যা কহিবার অতিশয় অভ্যাস হইতে লাগিল ; এই নিমিত্তে আত্মীয় লোকেরা কেহ তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া তুচ্ছ করিত। সত্যের অন্যথাচরণ করাতে এইরূপ পাপভোগ তাহার প্রতিদিন হইত।

ঐ মেণ্ডাক্লসের এক অপূর্ব্ব বাগান নানা প্রকার ফুল ফলেতে পূর্ণ ছিল। তাহারই পরিপাটীতে মেণ্ডাক্লস সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত থাকিত। দৈবাৎ এক দিন একটা গোরু বেড়া ভাঙ্গিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম ফলের পাঁচ বৃক্ষ নষ্ট করিল। মেণ্ডাক্লস ঐ ক্ষতিকারি গোরুটাকে আপনি তাড়াইতে না পারিয়া শীঘ্র এক জন মালির নিকটে গিয়া কহিল, ওহে ভাই মালি, একটা গোরু আমার বাগানের বৃক্ষ নষ্ট করিতেছে। অতএব, তুমি যদি একবার আইস, তবে তাহাকে দুই জনে তাড়াই। মালী কহিল, আমি পাগল নহি, অর্থাৎ মেণ্ডাক্লসের কথার প্রত্যয় করিল না।

এক দিবস মেণ্ডাক্লসের পিতা ঘোড়াহইতে পতিত হওয়াতে তাঁহার হাঁটু ভাঙ্গিয়া গেল। পরে মেণ্ডাক্লস আপন পিতাকে ভূমিতে পতিত ও অচেতন দেখিয়া

---

(৪৬)

অতিশয় ব্যাকুল চিত্তেতে আপনি কোন উপায় করিতে না পারিয়া লোকদিগের নিকটে গিয়া পিতার বিপদ সমাচার কহিয়া উপকার প্রার্থনা করিতে লাগিল, কিন্তু মেণ্ডাক্লসকে অত্যন্ত মিথ্যাবাদী জানিয়া কেহ তাহার কথায় আর বিশ্বাস করে না। পরে মেণ্ডাক্লস কোন উপায় না পাইয়া অতি কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, সে স্থানে তাহার পিতা নাই। হঠাৎ অন্য কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহার পিতাকে লইয়া শুশ্রূষা করিল ; নতুবা তাঁহার অত্যন্ত যাতনা হইত। মেণ্ডাক্লস এক দুরন্ত বালকের মিথ্যা অখ্যাতি করিয়াছিল, এই আক্রোশে ঐ দুরন্ত বালক কোন কোন দিন মেণ্ডাক্লসকে পথিমধ্যে পাইয়া নির্ঘাত মারিত। এইরূপ কিছু দিন হওয়াতে মেণ্ডাক্লস আর সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া আপনার পিতার নিকটে গিয়া ঐ দুরন্ত বালকের তাবৎ দৌরাত্ম্যের পরিচয় দিল। মেণ্ডাক্লসের পিতা উহার কথায় সুন্দররূপে বিশ্বাস করিলেন না, তথাচ আপন সন্তানয়েহক্রমে ঐ দুরন্ত বালকের পিতা মাতার নিকটে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত কহিলেন ; কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিল না। শেষে এই রূপ নিষ্ঠুর উত্তর করিল, তোমার পুত্র মেণ্ডাকলস অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, তাহার কথায় কোন প্রকারে প্রত্যয় হয় না। এই রূপ উত্তর উত্তর ঐ ভাগ্যহীন মেণ্ডাক্লসের মিথ্যাকথনের অভ্যাসদোষে তাহার উপরে নানা বিপদ হইতে লাগিল। তখন মেণ্ডাক্লস চিন্তা করিল, হায়, যাহাতে এত আপদ, এমন অনর্থক মিথ্যা আমি কেন কহি ? আর এমন

---

(৪৭)

কু স্বভাবই বা আমার কেন হইল ? অতএব এখন আমার এ দোষ কিসে যায় ? পশ্চাৎ ঐ বিতর্ক করিতে করিতে বুঝিল, যে অধিক কথা কহিলেই মিথ্যাকথা প্রায় আপনি বাহির হয়। পরে বাচালতা ছাড়িল। এই রূপ অনুশোচন করিলে পর, তাহার বোধ হইল, মিথ্যা ও আরোপিত বাক্যহইতে বরং সত্য ও যথার্থ বাক্য কহা সুগম, এবং মনুষ্যের স্বভাবও তাহাতে শুদ্ধ হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মেণ্ডাক্লসের অন্তঃকরণে সত্য বাক্যেতে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জন্মিল। কিছুকাল পরে তাহাতে এমত আস্থা হইল, যে ঐ

মেণ্ডাকলস পরিহাসের স্থলেও সত্যকে অবহেলা করিতে সন্দেহ করিত। এই প্রকার সত্যের অনুষ্ঠানদ্বারা সকল অন্তরঙ্গ লোকের নিকটে মেণ্ডাকলসের সুখ্যাতি হইল। পরে ক্রমে সকলেই তাহাকে প্রত্যয় করিতে লাগিল।

৮ প্রকরণ। — কৃতঘ্নতা।

মাসিডন দেশের ফিলিপ নামে এক রাজা, তিনি কোন কর্ম্ম প্রযুক্ত এক জন সভাসদকে সমুদ্রপথে দেশান্তরে পাঠাইলেন। দৈবাৎ পথিমধ্যে বড় ঝড় হইবাতে জাহাজ বিপ্লুত হইয়া সমুদ্রমধ্যে ডুবিল। পরে কোন এক দয়াশীল লোক ঐ সমুদ্রের তীরে বাস করিতেন, তিনি ঐ ভয়ানক বিপদ দেখিয়া অতি কাতর হইয়া শীঘ্র আপনার এক নৌকাতে আরোহণ করিয়া তাহাকে তুলিয়া আপনার গৃহেতে আনয়ন করিলেন, এবং তাহাকে অতিথিরূপে কিছু দিন সেবা শুশ্রূষা করিয়া উপযুক্ত পাথেয় দিয়া

---

(৪৮)

বিদায় করিলেন। পরে ঐ ব্যক্তি এইরূপে রক্ষা পাইয়া আপন স্থানে পহুঁছিয়া রাজার নিকটে সকল বিপদ সম্বাদ কহিলেন ; কিন্তু যে পুণ্যবান লোকের অনুগ্রহেতে আপনার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল, তাহার কোন প্রসঙ্গ না করিয়া কেবল আত্মবিষয়ে এত কথা সাজাইয়া বলিলেন যে রাজা তাহাতে আর্দ্রচিত্ত হইলেন। পরে রাজা তাহাকে সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, আমার কর্ম্মের নিমিত্তে তুমি যে যে দুঃখ পাইয়াছ, তাহা আমি কখনো ভুলিব না। ইহা শুনিয়া তিনি মনে করিলেন, আমি এ সময়ে রাজার নিকটে যাহা চাহিব, তাহাই পাইতে পারিব ; ইহা নিশ্চয় করিয়া ঐ উপকারী পুণ্যবান ব্যক্তি যে স্থানে বাস করেন, তাহা লইবার বাঞ্ছাতে কহিল, হে মহারাজ আপনার অধিকারের মধ্যে যে কিছু ভূমি সমুদ্রতীরে আছে তাহা যদি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দেন, তবে মহারাজের অনুগ্রহ আমাতে প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং আমার বিপদ হইতে বাঁচিবার চিহ্নস্থানও মনে থাকে। পরে রাজা তৎক্ষণাৎ সে ভূমি তাহাকে দান করিলেন। তখন ঐ সভাসদ শীঘ্র প্রস্থানপূর্ব্বক ঐ ভূমিতে অধিকার করিয়া যে দয়াশীল হইতে প্রাণরক্ষা পাইয়াছিলেন, অগ্রে তাহাকেই দূর করিয়া দিলেন। পরে ঐ অকৃতাপরাধী অতি সাধু জন এই প্রকার অপমানিত হইয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে মহারাজ, আমি আপনকার যে সভাসদকে জাহাজডুবীতে সমুদ্রজল হইতে বাঁচাইয়াছিলাম, তিনিই এখন মহারাজের আজ্ঞানুসারে সেই সমুদ্রতীরের অধিকার লইয়া

(৪৯)

আমাকে সেখান হইতে দূর করিয়াছেন। রাজা এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধযুক্ত হইয়া সেই সভাসদকে ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে রাজদূত যাইয়া তাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া রাজার নিকটে দাঁড় করাইল। তখন রাজা এই আজ্ঞা দিলেন, 'এ লোক কৃতঘ্ন ও মূখ ও নরাধম,' এই কএক শব্দ এই দুরাত্মার কপালে খোদাইয়া দেও। পরে ঐরূপ করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। পুণ্যবান ব্যক্তির ভূমিতে পূর্ব্বে যে রূপ অধিকার ছিল, সেইরূপ থাকিল।

৯ প্রকরণ। — উদ্যম

হরেস নামক এক মহাকবির রচিত এই ইতিহাস ; কোন পথিক লোক এক নদীতীরে আসিয়া মনে করিলেন নদীর স্রোত অতিশয় বেগে বহিয়া যাইতেছে ; সকল জল বহিয়া যাউক ; পরে আমি নদী পার হইব, এখন বসিয়া থাকি এই অসম্ভব আশাতে পার না হইয়া আলস্য প্রযুক্ত দাঁড়াইয়া থাকিলেন ; কিন্তু স্রোতের হ্রাস কখনো হইল না।

থিমিষ্টক্লিস নামে এক ব্যক্তি এক সময় আপন দেশীয় লোকদের সভাতে কহিলেন, আমি এক পরামর্শ স্থির করিয়াছি, সে পরামর্শ নির্ব্বাহ করিলে সকলের পক্ষে অতিশয় ভাল হয় ; কিন্তু বড় গোলের কর্ম্ম নয়, কেবল এক লোককে বলিব ; অতএব যাহাকে কহিলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে এমন একজনকে তোমরা মনোনীত কর। ইহা শুনিয়া যাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে

---

(৫০)

কেহ কোন কর্ম্ম করিত না, এবং যিনি যথার্থবাদী ও লোকদিগের বিশ্বাসপাত্র ; এমন যে আরিষ্টিদিস তাঁহাকেই পরামর্শের নিমিত্তে সকলে স্থির করিলেন। তখন থিমিষ্টক্লিস ঐ আরিষ্টিদিসকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া এই পরামর্শ বলিলেন, নদীতীরে গ্রীকলোকদিগের বহর লাগান আছে, সেই বহর যদি মারিয়া লওয়া যায়, তবে অনায়াসে অনেক সম্পত্তি পাওয়া যায়। ইহা শুনিয়া আরিষ্টিদিস পুনর্ব্বার সভামধ্যে আসিয়া কহিলেন থিমিষ্টক্লিসের পরামর্শ লাভজনক বটে, কিন্তু অন্যায় প্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য।

মাসিডন্ দেশীয় রাজা ফিলিপের অনুগত এক লোক মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিল, এই হেতুক তাহার বিচারের সময়ে সকলেই রাজাকে কহিল, হে মহারাজ, যাহা দিগকে বিচার করিতে ভার দিয়াছেন, তাহাদিগকে আপন

অনুগত লোকের প্রতি কিছু করিতে আজ্ঞা করুন, নতুবা তাহার সম্ভ্রম কোন প্রকারে রক্ষা পায় না। রাজা কহিলেন, সে বাস্তব বটে, কিন্তু উহার সম্ভ্রম না থাকে সেও বরং ভাল, তথাপি অন্যায় করিয়া আপন সম্ভ্রম নষ্ট করিতে পারি না। ইতি।

১০ প্রকরণ। — সদ্গুণের কথা।

এক বণিক পুণ্যবান ও যশোযুক্ত ছিলেন, তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে সময়ানুসারে বাণিজ্য ব্যবসায়েতে যথেষ্ট ক্ষতি হওয়াতে প্রায় দরিদ্রের ন্যায় হইয়া বড় আপদেই পড়িলেন। ক্রমে অতিশয় দুঃখ পাওয়াতে, যদি কেহ

(৫১)

আমার আনুকূল্য করে, এই আশাতে অন্তঃপাতি উপনগরে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল লোকের সহিত ব্যবসায় হইত ও আলাপ ছিল, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার দুঃখের পরিচয় দিয়া যাহাতে পুনর্ব্বার বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে পারেন, এমত আনুকূল্য তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিলেন ; আর যাহাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই তাহাদিগের প্রত্যয়ের নিমিত্তে কহিলেন, তোমাদিগের যাহা আমি ধারি তাহা পরিশোধ করিব, ইহা আমার একান্ত বাসনা। যদি ঈশ্বরেচ্ছাতে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তবে আমি সুখে থাকিতে পারি। এই সকল খেদের কথা শুনিয়া সকলের অন্তকরণে দয়া জন্মিল ; তখন সকল মহাজন লোক একত্র হইয়া কহিল, ভাল, যাহাতে তোমার কিছু উপকার হয়, তাহা আমরা করিব। কিন্তু ঐ বণিকের ঠাঁই এক মহাজনের এক হাজার টাকা পাওনা ছিল, সে ব্যক্তি স্বভাবতো নিষ্ঠুর, এই প্রযুক্ত ঐ বণিকের দুর্দ্দশা দেখিয়া এবং তাহারা খেদের কথা শুনিয়া একবারও দুঃখবোধ না করিয়া, ঐ ঋণের দায়ে তাহাকে বন্দিশালাতে বদ্ধ করিল। পরে ঐ ভাগ্যহীন বণিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার এইরূপ বিপদ সমাচার শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, রোদন করিতে করিতে ঐ উপনগরে গিয়া সেই মহাজনের পায়ে পড়িয়া, চক্ষুর জলে পা ধোয়াইয়া কহিলেন, হে মহোদয়, অনুগ্রহ করিয়া আমার পিতাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিউন ; তিনি পুনর্ব্বার ব্যবসায় আরম্ভ করিলে যদি হইতে পারে, তবে প্রথমেই আপণ

(৫২)

কার ঋণ শোধ করিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাকে অজ্ঞান বালক জানিয়া সদয় হউন, আর আমার মাতা আটটি সন্তান লইয়া বড় দুঃখ

পাইতেছেন, তাহাদিগকে ভরণপোষণ করে, এমত আর কেহ নাই; অতএব হে মহাশয়, আপনি আমাদিগের প্রতি দয়া করুন, যদি ইহাতেও আপনকার অন্তঃকরণে দয়া না হয়, তবে বরং তাঁহার পরিবর্ত্তে আমাকে বন্দিশালায় বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করুন। ঐ বালকের এই রূপ খেদের কথা শুনিলে ঐ মহাজনের অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া জন্মিল, এবং সজল নয়নে অতিশয় স্নেহ করিয়া ঐ বালককে তুলিয়া কহিল, হে বৎস, তুমি রোদন করিও না, তোমার পিতাকে আমি এক্ষণে মুক্ত করিয়া দিব। তখন সে মহাজন ঐ বালকের পিতৃভক্তি দেখিয়া, আপনি যে নিষ্ঠুরতা করিয়াছিল তাহাতে অতিশয় লজ্জা পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার পিতাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিল।

১১ প্রকরণ। — ভ্রাতৃস্নেহ।

এক বৃদ্ধ মনুষ্যের কতক গুলি সন্তান ছিল, তাহারা পরস্পর সর্ব্বদাই বিবাদ করিত; ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ তাহাদিগের ঐক্যের নিমিত্তে বিস্তর যত্ন করেন; কিন্তু তাহারা কোন প্রকারে আর বার একত্র হইতে চাহে না। পরে অন্য কোন উপায় না পাইয়া মনে মনে একটি পরামর্শ স্থির করিয়া আপন পুত্ত্রদিগকে ডাকিয়া অনেক সূত্রেতে জড়িত অতি শক্ত এক রজ্জু তাহাদিগের হস্তে দিয়া কহিলেন, তোমাদিগের যাহার যত শক্তি আছে, কোন

(৫৩)

মতে ত্রুটি করিবা না, হস্ত দিয়া এই রজ্জু ছিন্ন কর। পরে একে একে সকলেই ঐ দড়ি ছিঁড়িতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহ পারিলেন না। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধ ঐ দড়ি গাচটি খুলিয়া এক এক খাই সূতা লইয়া সকল পুত্ত্রের হাতে দিলেন; তখন তাহারা অনায়াসেই তাহা ছিঁড়িল। তৎপরে বৃদ্ধ কহিলেন, রে পুত্ত্র সকল, একত্র থাকাতে কত গুণ তাহা দেখ। এইরূপ তোমরা যদি পরস্পর এক বাক্যতায় থাক, তবে তোমাদিগকে হিংসা করিতে কাহারো সাধ্য হইবে না, কিন্তু যখন তোমাদের পরস্পর অন্তঃকরণের মিলন না থাকিবে, তখন তোমরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শত্রুহস্তে পরাস্ত হইবা।

১২ প্রকরণ। — মাৎসর্য্য।

মিসর দেশের অধিপতি শ্বেতাশ্ব নামে এক রাজা বড় বলবান এবং অতিশয় অহঙ্কারী ছিলেন; তাঁহার এ পর্য্যন্ত অহঙ্কার ছিল, যে তিনি যে সকল রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ঘোড়ার মত করিয়া আপনার রথে বান্ধিয়া রথ টানাইতেন। এক দিবস তাহাদিগকে রথ টানিতে

নিযুক্ত করিয়া আপনি রথের উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন তাহাদের মধ্যে এক রাজা রথের চাকা স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেছে। পরে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ অপমানিত রাজা উত্তর করিলেন, হে মহারাজ, গমন কালে চাকার অধোভাগ উর্দ্ধগত এবং উর্দ্ধভাগ অধোগত হইতে দেখিয়া আমার এক প্রকার মনস্তাপের সান্ত্বনা হইল। শ্বেতাশ্ব

(৫৪)

রাজা এই কথার অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার কুব্যবহার ত্যাগ করিলেন।

লুদিয়া দেশের অধিপতি ক্রৈষ নামে রাজা অতুল ঐশ্বর্য্যবান ছিলেন, কোনদিন ঐ রাজা সোলোন নামে এক পরমজ্ঞানি ব্যক্তিকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্তে একান্ত বাসনা করিলেন। সোলোন তাহা শুনিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ঐ রাজা বহুমূল্য বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া সিংহাসনের উপর বসিয়াছিলেন; কিন্তু সোলোন বিচিত্র বস্ত্র ও মণিময় অলঙ্কারাদির প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সোলোন, তোমার বিস্তর সুখ্যাতি শুনিয়াছি, তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ; এরূপ বিচিত্র বস্ত্র পরিধান করিতে কোথাও কাহাকে দেখিয়াছ? সোলোন কহিলেন, হাঁ মহারাজ, দেখিয়াছি; ময়ূর পুচ্ছ ইহা হইতেও অপূর্ব্ব; আর তাহার সেই পরিচ্ছদ আপনা হইতে হয়, তন্নিমিত্তে কোন চেষ্টা কিম্বা ক্লেশ পাইতে হয় না। রাজা অচিন্ত্য উত্তর শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরে আপন ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, সমুদায় ধন ও বস্ত্র এবং নানা প্রকার অপূর্ব্ব সামগ্রীর ভাণ্ডার সোলোনকে দেখাও পরে ভৃত্যেরা তাহা করিলে রাজা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন কখনো কোন ব্যক্তিকে এমত ঐশ্বর্য্যবান হইতে দেখিয়াছ? সোলোন উত্তর করিলেন, হাঁ দেখিয়াছি, আথীনী দেশে তিলাস নামে এক ব্যক্তি অরাজক দেশে যাবজ্জীবন সম্ভ্রান্ত ও যশোযুক্ত হইয়া কালযাপন করিয়া উপযুক্ত শেষাবস্থাও প্রাপ্ত হইলে ফলতঃ দুই সন্তা-

(৫৫)

নকে সকল ধন সম্পত্তি দিয়া আপনার দেশের মঙ্গলের নিমিত্তের শত্রুসমূহকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া রণস্থলে অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন; পশ্চাৎ তদ্দেশীয় লোকেরা তাহার প্রাণবিয়োগের স্থান প্রদীপ্ত থাকিবার জন্য সেই স্থানে একটা অপূর্ব্ব মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছে; এবং সেই মঠের যথোচিত সম্মাণ এবং গৌরব অদ্যাপি করে।

১৩ প্রকরণ। — রাগ

আগষ্টস নামক ব্যক্তি স্বভাবতঃ ক্রোধযুক্ত ছিলেন, তিনি আথীনদোর নামে এক পরমজ্ঞানির এক লেখন পাইলেন ; তাহার অভিপ্রায় এই, মনে ক্রোধের উদয় হইবামাত্র বর্ণমালার অক্ষরশ্রেণী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিও, তাহাতে ক্রোধের নিবারণ হইবে।

কৈসর নামক ব্যক্তি আপন বিপক্ষগণকে দমন করিবার সময়ে তাহাদের লিখিত কতক গুলিন পত্র পাইয়া পাঠ না করিয়া দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন ; আর কহিলেন, যদ্যপি ক্রোধ নিবারণ করিতে পারি, তথাচ বোধ হয়, যাহা হইতে ক্রোধ অনায়াসে জন্মে, তাহাও দূর করা ভাল।

আন্তিগন নামক সুরিয়া দেশের রাজা তাম্বুর ভিতরে শয়নেতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে দুই জন সেনা রাজার তাম্বুর পশ্চাৎ বসিয়া রাজাকে নিন্দা করিতেছিল। রাজা তাহা আপন কর্ণে শুনিয়া কহিলেন, হে বিশিষ্ট লোকেরা, তোমরা কিঞ্চিৎ দূরে যাও, কারণ তোমাদিগের বাক্য রাজা শুনিতে পাইতেছেন।

---

(৫৬)

এক ক্ষেত্রপালের স্ত্রী একটি নবকুমার প্রসব করিয়া জ্বরেতে পীড়িতা হওয়াতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে ক্ষেত্রপাল আপনি ঐ শিশুটিকে পালন করিতেন। একদিন বস্ত্রেতে ঘেরা এক দোলনার মধ্যে ঐ সন্তানকে শয়ন করাইয়া আপনার একটা কুক্কুরকে সেই স্থানে চৌকি রাখিয়া কৃষিকর্ম্মেতে গেল। পশ্চাৎ আসিয়া দেখে দোলনাটা উল্টিয়া পড়িয়াছে, বস্ত্র সমুদায় রক্তে মাখা হইয়াছে, এবং ঐ কুক্কুরেরও সর্ব্বাঙ্গে রক্ত লাগিয়াছে। এইরূপ দেখিয়া ঐ ক্ষেত্রপাল স্থির করিল, এই কুকুরই আমার সন্তানটিকে নষ্ট করিয়াছে। তখন অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত হইয়া কুড়াল দিয়া ঐ নিরপরাধি কুকুরের মস্তক কাটিল। পরে দোলনা উল্টিয়া তত্ত্ব করিতে দেখে, বালকের কোন বিপদ হয় নাই, এক বৃহৎ সর্প উঠানে মৃত হইয়া পড়িয়া আছে। ঐ কুকুর বালককে রক্ষা করিবার নিমিত্তে সর্পকে নষ্ট করাতে আপনি রক্তমাখা হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষেত্রপাল রাগেতে অন্ধ হইয়া হঠাৎ তাহাকে বিনাশ করিল, এ জন্যে যাবৎ বাঁচিল, তাবৎ ঐ কুকুরের নিমিত্তে বিদ্যমান থাকিল।

সমাপ্ত

শিশুশিক্ষা

TO THE HON'BLE J. E. D. BETHUNE.
Member of the Supreme Council of India,
President of the Council of Education.
&c. &c. &c.

HON'BLE SIR,

The want of elementary works in the Vernacular language for the use of children in Bengal has long been felt. The series, of which the following pages are the first part, is intended to supply that want, which especial reference to female education.

It is natural for an author, however humble his position, and however slight his work, to desire that the fruits of his labour should be presented to the public under the sanction of a dignified personage. This desire has influenced me to connect your name with these publications.

Whether I contemplate your public position as the head of the Educational Department, and therefore the patron exofficio of every undertaking that aims at the intellectual and moral improvement of the country, or whether I reflect on the deep interest which

---

(2)

you have invariably delighted to manifest in the wellbeing of my countrymen, and especially in the emacipation of the females of Bengal from the most galling and degrading, of all yokes – I feel encouraged by the idea that, if I have presumed too much on your kindness in inscribing your name on this work, your public and private acts will be my apology.

In the hope that the series, of which this little book is the first number, and on which, although they are mere primers in the language, I have had occasion to bestow some labour and a good portion of my time, will prove acceptable to you, and useful to those for whose benifit they have been compiled.

I am,
Hon'ble Sir,
Your most Obedient Servant,
Madun Mohun Serma,

Calcutta
6th September
1850

মহামহিম মান্যবর শ্রীযুক্ত জে. ই. ডি. বীটন
ভ(া)রতবর্ষীয় রাজসমাজসদস্য শিক্ষাসমাজাধিপতি
মহাশয়েষু।

সমুচিত সম্মানপূর্ব্বক সবিনয়নিবেদনম্।

অনেকেই অবগত আছেন, প্রথমপাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথা নিয়মে স্বদেশ ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কি ছোট কি বড় গ্রন্থকার মাত্রেই আপনার গ্রন্থ যত তুচ্ছ হউক না কেন, কোন মহানুভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামানুগৃহীত করিয়া লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া থাকেন। এই বিশ্বজনীন ব্যবহার দর্শনে বাসনা হইয়াছে আমারও পুস্তকসকল আপনকার নামাক্ষর সংযুক্ত হইয়া প্রচারিত হয়।

আপনি শিক্ষাসমাজের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া অস্মদ্দেশস্থ লোকের বিদ্যা, বিষয়, শীল, সুনীতি সম্পাদনার্থে যেরূপ অ(া)ন্তরিক যত্ন ও অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, বিশেষতঃ এতদ্দেশের হতভাগ্য নারীগণের দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অজ্ঞানান্ধকূপ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার মানসে যে অশেষ প্রয়াস

---

(২)

পাইতেছেন, আমি আপনকার সেই সমস্ত বিশুদ্ধ গুণে মুগ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আপনকার সুপ্রতিষ্ঠিত নাম সংযোজন সাহসে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে যদি আমি অনুযোজ্য হই, ভাবিয়াছি, আপনকার মহানুভব স্বভাব ও অলোকসামান্য গুণগ্রাম আমার পক্ষে সপক্ষতা করিবেক সন্দেহ নাই।

এই সঙ্কলিত পুস্তকপরম্পরা আপনকার সন্নিধানে পরিগৃহীত এবং শিশুগণসমাজে আদৃত ও ব্যবহৃত হইলেই আমার পরিশ্রম ও সময়ব্যয় সমুদায় সার্থক হইল বলিয়া বিবেচনা করিব ইতি।

কলিকাতা — একান্তবশম্বদস্য
সংবৎ ১৯০৭
২২ ভাদ্র — শ্রীমদনমোহনশর্ম্মণঃ।

শিশুশিক্ষা।

প্রথম ভাগ

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ ৠ

ঌ ৡ এ ঐ

ও ঔ অং অঃ

---

(২)

প্রস্তর অথবা কাষ্ঠফলকে নিম্নলিখিত ধারানুসারে বর্ণপরিচয় করাও।

অ আ অং অঃ

উ ঊ ও ঔ

ই ঈ এ ঐ

ঋ ৠ ঌ ৡ

(৩)

ব্যঞ্জন

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	
শ	ষ	স	হ	ক্ষ

---

(৪)

প্রস্তর অথবা কাষ্ঠফলকে নিম্নলিখিত
ধারানুসারে বর্ণপরিচয় করাও।

ব	র	ক	ধ	ঝ	
য	য়	ষ	ঘ	ম	স
খ	থ	ফ			
চ	ঠ	ঢ	ট	ছ	
ণ	ন	গ	ল	শ	
ত	ভ	ড	ঙ	জ	
হ	ক্ষ	ঞ			
দ	প				

(৫)

পাঠ।

কর   কর   খর   খর
গর   গর   জর   জর
ঝর   ঝর   থর   থর
দর   দর   ধর   ধর
পর   পর   সর   সর

কল   কল   খল   খল
গল   গল   চল   চল
ছল   ছল   টল   টল
ঢল   ঢল   বল   বল

ঘর   কর   কর   ধর
মল   পর   ফল   ধর
বল   কর   জল   সর

যত   কয়   তত   নয়
গত   হয়   কত   সয়

---

(৬)

ঝড়   বয়   বড়   ভয়
রণ   জয়   ধন   রয়

নর   গণ   কর   পণ
ঘন   বন   ধন   জন
হল   ধর   জল   চর
বড়   ঘর   গড়   নর

ধর   বচন   কর   রচন
পর   বসন   খর   দশন
ঘন   ভবন   বন   পবন
জল   শয়ন   ফল   চয়ন

শমন   ভয়   দমন   হয়
সরস   দল   পনস   ফল
সরল   নল   তরল   জল
চরণ   ধর   মরণ   হর

(৭)

আ	া	ক	া	কা
ই	ি	ক	ি	কি
ঈ	ী	ক	ী	কী
উ	ু	ক	ু	কু
ঊ	ূ	ক	ূ	কূ
ঋ	ৃ	ক	ৃ	কৃ
ঌ	ৢ	ক	ৢ	কৢ
এ	ে	ক	ে	কে
ঐ	ৈ	ক	ৈ	কৈ
ও	ো	ক	ো	কো
ঔ	ৌ	ক	ৌ	কৌ
অং	ং	ক	ং	কং
অঃ	ঃ	ক	ঃ	কঃ

---

(৮)

কাল	কাক	ভাল	নাক
কাটা	কাণ	ফাটা	শান
পাকা	পান	টাকা	দান
বার	মাস	তার	দাস

পান	খায়	গান	গায়
দান	চায়	মান	যায়
পাত	পাড়	ভাত	বাড়
ধান	ঝাড়	থান	ফাড়

কি	রাখি	ঘি	চাখি
শিকি	চাই	টিকি	নাই
খিলি	খাই	মিলি	যাই
শিখি	নাই	লিখি	ভাই
মণি	হারা	ফণি	পারা

শীল	যায়	কীল	খায়
শীত	পায়	গীত	গায়

(৯)

ক্ষীণ কায় মীন খায়
কসী টান মসী আন

ঘন কালী বন মালী
বাটী যাও মাটী খাও
খড়ী পাড় দড়ী ছাড়
ভাল ধনী কাল ফণী

ফুল পাড় ফুল ঝাড়
খুদ খায় সুদ চায়
লুণ খাই গুণ গাই
দুধ ভার বুধ বার

ডুব দাও খুব খাও
তরু কাটি চরু চাটি
কাল তনু ভাল ধনু
পুর বাসী সুর দাসী

---

(১০)

কূপ জল রূপ বল
তূল ধুনি মূল বুনি
পদ শূল নদ কূল

ধন তৃষা গণ মৃষা
ঘৃত আনি কৃত মানি
কৃশ কায় ভৃশ ধায়
ঋণ দায় তণ (তৃণ) খায়

কেবা নরে সেবা করে
কেন করি যেন মরি
কেশ ধর বেশ কর
মেষ পাল শেষ কাল

বেদ ছাড়ে খেদ বাড়ে
গেল কাল ফেল জাল
ফেটে যায় চেটে খায়
দেশে চল শেষে বল

(১১)

কোতা	রাখি	তোতা	পাখি
গোল	হয়	খোল	ময়
দোষ	জানে	পোষ	মানে
কোপ	ধরে	লোপ	করে
ঢোল	রাখি	ঝোল	মাখি

খৈ	খাই	দৈ	নাই
মৈ	টানে	কৈ	আনে
ভাল	কৈরব	কাল	ভৈরব

গৌর	কায়	চৌর	ধায়
গৌণ	হয়	মৌন	রয়
কৌতুক	কর	যৌতুক	ধর
যত	কৌরব	হত	গৌরব

হংস	ধরে	কংস	রাজ
অংশ	করে	বংশ	মাজ

---

(১২)

মালা	গাঁথি	গলে	পরি
বাশি (বাঁশি)	বাজে	গান	করি
করি	ফাঁদ	ধরি	চাঁদ

দুঃসাহসে	দুঃখ	হয়
দুঃশীলের	নিঃসংশয়	

পা	ফাটে	গা	চাটে
দা	মারে	ঘা	সারে
হা	করে	না	সরে
রা	কাড়ে	ছা	পাড়ে

গমন	করে	শমন	ঘরে
শয়ন	করে	বসন	পরে
সকল	দেশ	ধবল	বেশ
মরণ	দায়	শরণ	চায়
সরল	মতি	তরল	গতি
পবন	বহে	ভবন	দহে

(১৩)

আমি	বসি	তুমি	যাও
ফল	ধর	জল	খাও
পুথি	পড়	পাঠ	বল
বেলা	নাই	বাড়ী	চল
দেখে	আসি	ভাল	বাসি
ডুব	দাও	জলে	ভাসি
জল	পড়ে	ছাতি	ধর
উঠে	বসি	খেলা	কর

ঘড়ী	গড়	গাড়ী	চড়
মধু	খাও	গান	গাও
পাত	লেখি	হাত	দেখি
জল	আন	ধান	ভান
পাট	কাট	গুড়	চাট
ভোর	হয়	মুখ	ধোও
রাতি	হয়	ঘরে	শোও

---

(১৪)

মিঠাই	খাইব	কোথায়	পাইব
বসন	পরিব	শয়ন	করিব
সকল	পড়িব	ঘোড়ায়	চড়িব
যখনি	যাইব	তখনি	ধাইব
মাধব	আসিবে	যাদব	হাসিবে

দশন	নড়িল	খসিয়া	পড়িল
মলিন	হইল	নলিন	লইল
কোকিল	ডাকিল	অখিল	থাকিল
কুসুম	ফুটিল	সৌরভ	ছুটিল
রমণী	আসিছে	তরণি (তরণী)	ভাসিছে
যাতনা	বাড়িছে	চেতনা	ছাড়িছে
বসিয়া	লেখিছে	উঠিয়া	দেখিছে
পবন	বহিছে	ভবন	দহিছে
বালিকা	হাসিছে	বালক	কাশিছে
বাজনা	বাজিছে	বানর	সাজিছে

(১৫)

তুমি কি লোক?
তোমার নাম কি?
তোমার বাড়ী কোথায়?
তুমি কি পড়?
তোমার হাতে কি পুথি?
আমি বামণ
আমার নাম রামনাথ
আমার বাড়ী বালী
আমি 'য' ফলা পড়ি

আমার হাতে শিশুশিক্ষা
তুমি কি করিতেছ?
আজি পড়িতে যাবে না?
বসিয়া আছ কেন?
কি ভাবিতেছ?

---

(১৬)

তুমি কি ভয় পাইয়াছ?
আমার সহিত আইস?
আমার কাছে কে কি বলিতে পারিবে

অলস হইও না
খেলা করিও না
বেলা হইল
পড়িতে চল
গৌণ কর কেন
কাপড় পর
পুথি লও
পাঠশালায় চল
তোমার পুথির মলাট কোথায় গেল?
গুরু মহাশয় দেখিলে রাগ করিবেন?

---

(১৭)

ভোর হইয়াছে
আর শয়ন করিও না
এখন মুখ ধোও
ঘরের ভিতর আলো হইয়াছে
পাঠের পুথি হাতে লও
আগে নূতন পাঠ শিক্ষা কর
পরে পুরাতন পাঠ একবার দেখ
পাঠের কালে ভাল বলিতে না
পারিলে, একপাঠিরা উপহাস করিবে
গুরু মহাশয় ভাল বাসিবেন না

কমল ফুল ফুটিয়াছে
ভাল সৌরভ আসিতেছে
ঘরে জল পড়িতেছে
বিছানা ভিজিয়া গেল

---

(১৮)

তিনি ভোজন করিতেছেন
এখন দেখা হইবে না
তাঁহার পীড়া হইয়াছে
আমি দেখিতে যাইব
পায় বেদনা হইয়াছে
চলিতে পারিব না
বড় মাথা ধরিয়াছে
কথা কহিতে পারি না
পিতার কথা শুনিবে
মাতার সেবা করিবে
সদা পাঠ পড়িবে
বড় সুখে থাকিবে।

যাহার মলিন বেশ তাহার আদর নাই
অধিক আহার করিলে রোগ হয়।

(১৯)

অলস লোক দুঃখ পায়
দয়ার সমান গুণ নাই
দীন দেখিয়া দান করিবে
চেঁচিয়া কথা কহিও না
পাঠের সময় গোল করিও না
গুরুলোকের নাম ধরিও না
পিপাসায় জল দান করিবে
ক্ষুধিত জনে ভোজন করাইবে
বিবাদ করা ভাল নয়
কাহারও গায়ে হাত তুলিও না
সুশীলকে সকলে ভাল বাসে
কদাচ মিছা কথা কহিও না
কাহারও কিছু চুরি করিও না
কথায় কথায় শপথ করিও না

---

(২০)

পিতামাতার সেবা কর, তাঁহারা যাহা করিবেন তাহাই করিবে। গুরুলোকের উপদেশে অবহেলা করিও না, যাহারা তোমার একপাঠী তাহাদের সহিত কখন কলহ করিও না, কাহাকেও কটু কথা কহিও না।

সকলকেই ভাল বাসিবে ও ভাল কথা কহিবে, যে জন যে কথায় মনে পীড়া পায় তাহাকে তেমন কথা কহিবে না। কাণাকে কাণা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, তাহা বলিলে তাহারা মনে দুঃখ পাইবে। পড়িবার সময়ে আর দিকে মন দিও না। যিনি তোমাকে শিক্ষা দেন সাবধানে তাঁহার কথা মনে রাখিবে এবং তিনি

(২১)

যে বিষয়ে নিষেধ করেন কদাচ তাহা করিও না।

মেঘ হইতে জলধারা পড়িতেছে এখন ঘরের বাহিরে যাইব না। আমার গা ও পা ভিজিয়া যাইবে শীত করিবে এবং অবশেষে কফ কাশী হইয়া বড় পীড়া পাইব। মেঘের ভিতর হইতে আলো বাহির হইয়া আমার চক্ষে লাগিতেছে জানালার কপাট দিই। উঃ! মেঘের ডাকে কাণ ফাটিয়া যায়। আলো বাহির হইতেছে আবারও বুঝি মেঘ ঢাকে, চক্ষু বুজিয়া থাকি

---

(২২)

কাণ ঢাকিয়া রাখি এবং মাঝের কুঠুরীতে যাইয়া বসি। রাম! জল ছাড়িল আপদ্ গেল মেঘের ডাকে এখনি মরিয়া গিয়াছিলাম।

দশ দিক্। সাত বার। দুই পক্ষ। বার মাস। ছয় ঋতু। পোনর তিথি। পৃথিবী গোলাকার। রবি তেজোময় গোলাকার। সাগরের জল লোণা। নিশাকর গোলাকার নিজে তেজোময় নয়। পাহাড় সকল পাষাণময় এবং ভূতল হইতে অনেক উচ। নদ নদী সকল পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে, ইহারা উচ দেশ

---

(২৩)

হইতে নীচ দেশে বহিয়া যাইতেছে, এবং সকলেই সাগরের জলে মিসিতেছে। যেমন ভাগীরথী নদী হিমালয় হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণে ভারত সাগরে পড়িতেছে।

মানুষের দুই পা। যাহার পা আছে সেই চলিতে পারে, যাহার পা বিকল সেই খোঁড়া। দুই হাত। হাত দিয়া সকল কাজ করা যায়। যাহার হাত নাই সে কিছুই করিতে পারে না তাহাকে নুলো বলে। সকলেরি এক মুখ মুখ দিয়া আহার করা যায়। আহার না করিলে

(২৪)

কেহ বাঁচে না। মুখের ভিতর যে জিভ আছে তাহাতেই সকল রস টের পাওয়া যায়। জিভ না থাকিলে লবণ, মধুর, ঝাল, টক, তিত, কষা, কিছুই বোধ হইত না। সকলেরি দুই ঠোট। ঠোট থাকাতে দুধ জল আদি চুমুক দিয়া খাওয়া যায়, ঠোঠ (ঠোট) না থাকিলে মুখ হইতে আহার পড়িয়া যাইত।

মানুষের দুই পাটী দাঁত। দাঁত দিয়া কঠিন ফল, মূল, মাছ, মাংস, চিবান যায়। আমাদের জিভ তালু দাঁত ঠোট আছে, অতএব কথা কহিতে পারি। যে কথা কহিতে না পারে লোকে তাকে বোবা বলে।

---

(২৫)

দুই চক্ষু। চক্ষু দিয়া সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার চক্ষু নাই সে কিছুই দেখিতে পায় না। আহা কাণা বড় দুঃখী।

তোমার দুইটী কাণ আছে। কাণ না থাকিলে আমার কথা শুনিতে পাইতে না। কালারা কিছু শুনিতে পায় না। নাক দিয়া বাহিরের বাতাস টানিয়া লওয়া যায়, এবং ভিতরের বাতাস বাহির করা যায়, তাহাতেই জীবন রক্ষা হয়। যাহার নাক নাই সে ফুলের বাস পায় না, ও দেখিতে কদাকার। দুই ভুরূ। ভুরূ চক্ষুর শোভা। ভুরূ থাকাতে চক্ষে বড় রোদ লাগে না

---

(২৬)

এবং পথের ধূলা ও কপালের ঘাম চক্ষে পড়িতে পারে না। সকলের মাথায় চুল আছে। চুল না থাকিলে মাথার শোভা হয় না। চুল থাকাতে মাথায় রোদ ও হিম কম লাগে। যাহার চুল নাই তাহাকে নেড়া বলে।

এক এক হাতে পাঁচ পাচ (পাঁচ) আঙুল আছে। আঙুল না থাকিলে হাত দিয়া কিছুই করা যায় না। দুই পায় দশ আঙুল। পায় আঙুল না থাকিলে চলা কঠিন হইত। দুই চক্ষে চারি পাতা আছে। ঐ পাতা থাকায় চক্ষুর ভিতর কুটা, ধূলা, পোকা, মাকড়, পড়িতে পায় না এবং রবির তাপ ও

(২৭)

আলো লাগিয়া চক্ষুর কোন দোষ ঘটায় না।

বার তিথি মাস যত।
একে একে হয় গত।
বার মাস সাত বার।
আসে যায় বার বার।
লেখাপড়া করে যেই।
গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।
লেখাপড়া যেই জানে।
সব লোক তারে মানে।
পিতা মাতা গুরুজনে।
সেবা কর কায় মনে।

---

(২৮)

প্রভাত বর্ণন।

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগণে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় যুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥

---

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

শিশুশিক্ষা।

দ্বিতীয় ভাগ।

এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সাহিত্যাধ্যাপক

শ্রীযুত মদনমোহন শর্ম্মতর্কালঙ্কার

প্রণীত।

কলিকাতা। সংবৎ ১৯০৭

CALCUTTA

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY'S PRESS, AND
SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD

1850

মুখবন্ধ।

শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগে কেবল অসংযুক্ত বর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এক্ষণে সংযুক্ত বর্ণপরিচয়ের নিমিত্ত দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলিত হইল।

ইহাতে সংযুক্ত বর্ণের বিন্যাসক্রম প্রাচীন প্রথার অনুরোধে, ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ণ এই রূপ শৃঙ্খলায় অনুবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু যে সকল সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় একেবারে অপ্রচলিত এবং সংস্কৃত ভাষাতেও বিরলপ্রচার তৎসমুদায় শিশুগণের অনাবশ্যক অভ্যাস পরিশ্রম পরিহারার্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেমন, ঙ্য, ছ্য, ঞ্য, চ্র, ঝ্র, ঝ্ল, ঙ্ব, ঞ্ব, খ্ন, ঝ্ণ, ঘ্ণ, ছ্ণ ইত্যাদি।

সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের কেবল সংযুক্ত অক্ষরের পরিচয় ও অভ্যাস করিতে অত্যন্ত অসুখ ও বিরাগ জন্মে, এজন্য প্রত্যেক সংযুক্ত অক্ষরের উদাহরণস্বরূপ এক এক উপদেশবাক্য বিন্যস্ত করা গিয়াছে। এবং স্থূলরূপে কাল পরিজ্ঞানার্থে পুস্তকের শেষভাগে বার, মাস এবং ঋতু বিষয়ক বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

শিশুশিক্ষার শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকটে এই নিবেদন, তাঁহারা সামান্যতঃ সর্ব্বসাধারণ শিক্ষার্থিকে উদাহৃত উপদেশবাক্য সমুদায়ের ভাবার্থ অবগত করাইতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের বোধশক্তি অনুসারে অবগতি করান, কারণ সংযুক্তবর্ণের উদাহরণ স্থল দর্শাইবার উদ্দেশেই (উদ্দেশ্যেই ?) ঐ সকল বাক্যকদম্ব রচিত হইয়াছে, সুতরাং তৎসমুদায়ের ভাবার্থাবগতি যত হউক বা না হউক অভ্যাসমাত্রেই ছাত্রবর্গের ভূয়সী উপকার সম্ভাবনা ইত্যলং বিস্তরেণ।

শিশুশিক্ষা

দ্বিতীয় ভাগ

ক্য	কটু বাক্য নাহি কবে।
খ্য	কুকাজে অখ্যাতি হবে।
গ্য	আরোগ্য সুখের মূল।
চ্য	কুবাচ্য কথার শূল।
জ্য	অনিয়মে রাজ্য নাহি রয়।
ট্য	কুনটের নাট্য কিছু নয়।
ঠ্য	পাঠ্য পুথি হাতে কর।
ড্য	জাড্য দোষ পরিহর।
ঢ্য	আঢ্য জন যারা।
ণ্য	গণ্য হয় তারা।
ত্য	অসত্য পাপের চর।
থ্য	কুপথ্য রোগের ঘর।
দ্য	বিদ্যাধন আছে যার।
ধ্য	সকলি সুসাধ্য তার।

---

(২)

ন্য	ধান্য ধন মহাধন।
প্য	আলাপ্য সরল জন।
ভ্য	সভ্য জন সভার ভূষণ।
ম্য	গম্য নয় কুজন ভবন।
য্য	দিবা শয্যা পরিহর।
ল্য	বাল্যকালে শিক্ষা কর।
ব্য	দিব্য করা বড় দোষ।
শ্য	বশ্য কর নিজ রোষ।
ষ্য	দোষিকে সকলে দূষ্য করে।
স্য	আলস্য অশেষ গুণ হরে।
হ্য	কাপুরুষেরাই অপমান সহ্য করে।
ক্ষ্য	অন্যকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিও না।
ক্র	বক্রভাব ভাল নয়।
গ্র	উগ্রতায় দুঃখ হয়।
ঘ্র	ব্যাঘ্র নাহি বশে থাকে।
জ্র	বজ্রসম সিংহ ডাকে।

(৩)

ত্র	মিত্রসম পাত্র নাই।
দ্র	ভদ্রলোক কোথা পাই।
ধ্র	গৃধ্র পাখী মাংস খায়।
প্র	বিপ্রজাতি দান পায়।
ভ্র	শুভ্র বেশ পরিধান।
ম্র	নম্র লোক পায় মান।
ব্র	ব্রত করে মুনিগণ।
শ্র	শ্রম করে কৃষি জন।
স্র	সহস্র দানের ফল।
হ্র	হ্রদের গভীর জল।
ক্ল	শুক্লপক্ষের রজনী অতি মনোহর।
গ্ল	পরের গ্লানি করা বড় দোষ।
প্ল	জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া যায়।
ম্ল	অধিক অম্ল খাইলে পীড়া হয়।
শ্ল	শ্লাঘা করা উচিত নয়।
হ্ল	মিত্রলাভে কাহার না আহ্লাদ হয়?

---

(৪)

ক্ব	পক্ব ফল সুরস হয়।
গ্ব	মূঢ়ের দিগ্বিদিক্ বোধ নাই।
ঘ্ব	লঘ্বাহারে রোগ হয় না।
জ্ব	জ্বর হইলে ঔষধ খাওয়া উচিত।
ট্ব	ধনি লোকেরা খট্বায় শয়ন করে।
ত্ব	আপন কাজে সত্বর হও।
থ্ব	পৃথ্বী গোলাকার।
দ্ব	বিদ্বান লোক আদরণীয় হয়।
ধ্ব	বীণার ধ্বনি বড় মধুর।
ন্ব	অন্বেষণ করিলে সকলি মিলিতে পারে।
ল্ব	বিল্বফল পাকিলেই সুরস।
শ্ব	আরব দেশে ভাল অশ্ব হয়।
স্ব	রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়।
হ্ব	কাপুরুষ শোকে বিহ্বল হয়।
ক্ষ্ব	রঘুবংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকু।
গ্ন	ভগ্ন গৃহে বাস করা অনুচিত।
ঘ্ন	শুভ কাজের অনেক বিঘ্ন।

(৫)

ত্ন	যত্ন করিলেই সকল সফল হয়।
প্ন	সুনিদ্রায় স্বপ্ন হয় না।
ম্ন	নিম্ন দিকেই জল যায়।
শ্ন	অনুচিত প্রশ্ন করা অনুচিত।
ক্ম	রুক্মিণী অতি গুণবতী ছিলেন।
গ্ম	বাগ্মী লোক সভামান্য।
ঙ্ম	বাঙ্ময় পড়িলে মূঢ়তা দূর হয়।
ট্ম	কুট্মল ফুটিলেই সৌরভ পাওয়া যায়।
ণ্ম	মৃণ্ময় পাত্র সকলেরই সুলভ।
ত্ম	অধমেরা আত্মসুখে রত থাকে।
দ্ম	পদ্মের সৌরভ অতি মনোহর।
ন্ম	বিদ্যা না থাকিলে বৃথা জন্ম।
ল্ম	গুল্মরোগ বড় দুঃখজনক।
ষ্ম	ভীষ্মদেব মহাবীর ছিলেন।
শ্ম	শ্মশান ভূমি অতি ভয়ানক।
স্ম	অলৌকিক বিষয় দেখিলে বিস্ময় জন্মে।

(৬)

হ্ম	ব্রহ্মোপাসনা করা সকলেরই উচিত।
ক্ষ্ম	অপব্যয় করিলে লক্ষ্মীছাড়া হয়।
র্ক	কর্কশ বচন সকলেরই অপ্রিয়।
র্খ	মূর্খের অশেষ দোষ।
র্গ	কুসংসর্গে নানা দোষ ঘটে।
র্ঘ	দীর্ঘসূত্রির যত্ন সফল হয় না।
র্চ	অনধিকার চর্চ্চা করা ভাল নয়।
র্ছ	মূর্চ্ছায় চেতনা নাহি থাকে।
র্জ	মেঘের গর্জনে শিখী ডাকে।
র্ঝ	নির্ঝর জল অতি শীতল।
র্ণ	ধাতু মধ্যে সুবর্ণ মহামূল্য।
র্ত	আর্ত জনে দয়া করা কর্ত্তব্য।
র্থ	লোভ নানা অনর্থের মূল।
র্দ	নির্দয় লোক পশুর সমান।
র্ধ	নির্ধনের আদর নাই।
র্ন	অসতের দুর্নাম ভয় নাই।
র্প	সর্প নাহি মানে পোষ।

(৭)

র্ব	দুর্ব্বলের বৃথা রোষ।
র্ভ	কুজনের কথায় নির্ভর করিলে দুঃখ ঘটে।
র্ম	ধর্ম্মের সদাই জয়।
র্য	ধৈর্যগুণ বড় গুণ।
র্ল	যথার্থ মিত্র অতি দুর্লভ।
র্ব	গর্ব করা বড় দোষ।
র্শ	পরামর্শ না করিয়া কিছুই করিবে না।
র্ষ	অভিলষিত লাভে কাহার না হর্ষ হয়।
র্হ	পরহিংসা অতি গর্হিত কর্ম্ম।
ঙ্ক	অসতের কলঙ্ক ভয় নাই।
ঙ্খ	সকল বিষয়েই শৃঙ্খলা থাকা ভাল।
ঙ্গ	সৎসঙ্গের অশেষ গুণ।
ঙ্ঘ	গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিও না।
ঞ্চ	সঞ্চয়ী লোক অবসন্ন হয় না।
ঞ্ছ	সকল বাঞ্ছা সফল হয় না।
ঞ্জ	নয়নে অঞ্জন সাজে।
ঞ্ঝ	নূপুর ঝঞ্ঝন বাজে।

(৮)

ণ্ট	কুপুত্র কুলের কণ্টক।
ণ্ঠ	কোকিলের কণ্ঠস্বর অতি মনোহর।
ণ্ড	দোষ করিলে দণ্ড পায়।
ণ্ণ	বিপদে বিষণ্ণ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ।
ন্ত	শান্ত লোক সকলের প্রিয়।
ন্থ	ধর্ম্মপথের পান্থ হও।
ন্দ	মন্দ কথা পরিহর।
ন্ধ	অন্ধ জনে দয়া কর।
ন্ন	অন্নদান বড় দান।
ম্প	সম্পদ্ বাড়ায় মান।
ম্ফ	ব্যাঘ্রেরা লম্ফ দিয়া শীকার করে।
ম্ব	বিনা সম্বলে পথ চলিবে না।
ম্ভ	দাম্ভিক লোক সকলেরই অপ্রিয়।
ম্ম	মূর্খের সম্মান নাই।
ঙ্ক্ষ	আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই।
স্ক	তস্করের ধর্ম্ম নাই।
ষ্ক	শুষ্ক সরোবরে সারস থাকে না।

(৯)

স্খ　কদাচ যেন বাক্যের স্খলন হয় না।
ঃখ　পরদুঃখে দুঃখী হও।
দ্গ　তদ্গত মনে পাঠ কর।
দ্ঘ　অন্যের দোষ উদ্ঘাটন করা বড় দোষ।
শ্চ　নিশ্চয় না জানিয়া কিছু কহিও না।
শ্ছ　মানির অপমান শিরশ্ছেদন তুল্য।
ব্জ　কাণ খঞ্জ কুব্জ দেখিয়া উপহাস করিও না।
জ্ঞ　অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করা উচিত।
ষ্ট　দুষ্ট লোকের চিরকাল কষ্ট থাকে।
ষ্ঠ　প, ফ, ব, ভ, ম, ইহারা ওষ্ঠ বর্ণ।
ষ্ণ　সহিষ্ণু লোক বিপদে অবসন্ন হয় না।
স্ত　ঘসিতে ঘসিতে প্রস্তরও ক্ষয় পায়।
স্থ　যাহার শরীর সুস্থ সে সদা সুখী।
ব্দ　অপশব্দ ব্যবহার করিও না।
ব্ধ　লব্ধ ধন রক্ষা না করিয়া অলব্ধ লাভের চেষ্টা উচিত নয়।
হ্ন　মধ্যাহ্নের কাজ মধ্যাহ্নে সার।

---

(১০)

হ্ণ　অপরাহ্ণের কার্য্য অপরাহ্ণে সার।
স্প　পরের দ্রব্য স্পর্শ করিও না।
ষ্প　সুগন্ধি পুষ্প কাহার না মন হরে?
স্ফ　বৃথা আস্ফালন করা অসারের কর্ম্ম।
ষ্ফ　যত্ন কখনও নিষ্ফল হয় না।
দ্ব　জ্ঞানের উদ্বোধ না হইলে হিতাহিত বোধ হয় না।
দ্ভ　হিমালয় হইতে গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে।

ক্ক, চ্চ　প্রভাতে কুক্কুট ডাকে, উচ্চ রব তার।
চ্ছ, জ্জ　ইচ্ছামত কর শিশু সজ্জা আপনার।
জ্ঝ　কুজ্ঝটিকা জলে অঙ্গ ভিজে যায় পাছে।
ট্ট　অট্টালিকা মধ্যে থাক জননীর কাছে।
ড্ড　প্রভাতে ছাড়িয়া আড্ডা পান্থগণ যায়।
ত্ত　মধুপানে মত্ত অলি গুণগুণ গায়।
ত্থ, দ্দ　তমোনাশ উদ্দেশিয়া উত্থান রবির।
ল্ল　পল্লবে পল্লবে পড়ে নিশির শিশির।

(১১)

ল্ক	শ্রীরামেরও জটা বল্কল ধারণ করিতে হইয়াছিল।
ল্গ	ফাল্গুন মাসে বসন্ত ঋতুর উদয় হয়।
ল্ট	প্রথমে যাহা কহিবে তাহার উল্টা কহিও না
ল্প	পাঠের সময় গল্প করিও না।
ল্ফ	গুল্ফদেশে বেদনা হইলে চলিতে পারা যায় না।
ল্ভ	প্রগল্ভতা করা বড় দোষ।
গ্দ	বাগ্দান করিয়া পরে নিরাশ করিও না।
গ্ধ	দুগ্ধদান দুর্ব্বলের বড় পথ্য।
ঞ্চ	যাচ্ঞা করিলে মান যায়।
দ্ধ	গুরুবচনে শ্রদ্ধা করিও।
ড়্গ	কাহারও উপর খড়্গহস্ত হইও না।
ক্ত	ভক্ত ব্যক্তির প্রতি স্নেহ করিবে।
প্ত	পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইও না।
ক্ষ্ণ	তীক্ষ্ণবুদ্ধির অগোচর কি আছে?

---

(১২)

জ্জ্ব	সুবর্ণের বর্ণ অতি উজ্জ্বল।
ত্ত্ব	তত্ত্বজ্ঞান না হইলে একেবারে দুঃখ দূর হয় না।
র্দ্ধ্ব	ঊর্দ্ধ্বমুখে পথ চলিও না।
ন্দ্ব	কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব করিও না।
ন্ত্র	মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।
ন্ত্ব	শোকাকুল ব্যক্তিকে সান্ত্বনা কর।
ম্ভ্র	মান্যজনকে দেখিয়া সম্ভ্রম করা উচিত।
ষ্ট্র	উষ্ট্র ব্যতিরেকে মরু ভূমিতে যাইবার অন্য উপায় নাই।
ষ্ক্র	শিক্ষকের নিকটে শিষ্য যে উপকার পায় তাহার নিষ্ক্রয় নাই।
ষ্প্র	দুষ্প্রাপ্য বিষয়ে আশা করা অনুচিত।
স্ত্র	স্ত্রী লোকের বিদ্যাশিক্ষা করা আবশ্যক।

(১৩)

মাধবের সদ্ব্যবহার।

শুন মাধব, আজি কেন তোমার পাঠশালা হইতে আসিতে এত বিলম্ব হইল ? ছুটীর পরে বুঝি সেখানে খেলা করিতেছিলে ?

না, মা ! খেলা করি নাই, ছুটীর পরে আমি আর গোপাল দুই জনে একত্র আসিতেছিলাম, চৌমাথার কাছে একটি ছোট বালক রোদন করিতে২ যাইতেছে দেখিযা ভাবিলাম ইহার বয়স চারি বৎসর সঙ্গে কেহ নাই অবশ্যই পথহারা হইয়া কান্দিতেছে।

পরে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে আরও কান্দিতে লাগিল। আমরা তাহার চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলাম, ভয় কি ভাই ? তোমার বাড়ী কোথায় বল, এখনি আমরা তোমাকে বাটীতে পহুছিয়া দিব।

সে ভাল করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল এইমাত্র কহিল, আমি ঘোষালদের বাড়ীর ছেলে, আমার বাবার নাম হরনাথ, আমাদের বাড়ীর সম্মুখে বড় পুকুর আছে।

---

(১৪)

ইহা শুনিয়া আমরা কিছুই ঠিকানা করিতে পারিলাম না। দৈবাৎ সেই স্থান দিয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন, তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, আমরা সঙ্গে আইস, ঘোষালদের বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি।

আমরা সেই বৃদ্ধের সঙ্গে২ কিঞ্চিৎ উত্তর মুখে গমন করিলাম। কতক দূর গিয়া তিনি কহিলেন, এই গলি ধরিয়া যাও। খানিক পরেই হরনাথ ঘোষালের বাড়ী। আমরা সেই গলির ভিতর কিঞ্চিৎ গিয়া একটা পুকুর দেখিতে পাইলাম।

তখন সেই বালক "এই আমাদের বাড়ী" বলিয়া সহাস্য মুখে ভিতরে প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া এই আসিতেছি। এই জন্যেই এত বিলম্ব হইল।

মাতা এই কথা শুনিয়া কহিলেন, মাধব, তোমার এত দূর পর্য্যন্ত বোধ জন্মিয়াছে, ইহাতে আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম।

(১৫)

সপ্তবার।

১ রবি। ২ সোম। ৩ মঙ্গল। ৪ বুধ। ৫ বৃহস্পতি। ৬ শুক্র। ৭ শনি।

দ্বাদশ মাস।

১ বৈশাখ। ২ জ্যৈষ্ঠ। ৩ আষাঢ়। ৪ শ্রাবণ। ৫ ভাদ্র। ৬ আশ্বিন। ৭ কার্ত্তিক। ৮ অগ্রহায়ণ। ৯ পৌষ। ১০ মাঘ। ১১ ফাল্গুন। ১২ চৈত্র।

ছয় ঋতু।

১ গ্রীষ্ম। ২ বর্ষা। ৩ শরৎ। ৪ হেমন্ত। ৫ শীত। ৬ বসন্ত।

গ্রীষ্ম।

বারো মাসের মধ্যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল। এই কালে সূর্য্যের তেজ বড় তীক্ষ্ণ হয়। জলাশয়ের জল শুকাইয়া যায়। দিনের বেলায় রৌদ্রের জন্য ঘরের বাহির হওয়া যায় না। অনবরত শরীরে ঘাম হয়। সর্ব্বদা পিপাসা পায়। শরীর জুড়াইবার জন্যে সকল জীব জন্তু শীতল স্থানে বাস করিতে বাসনা করে। দক্ষিণ দিক

(১৬)

হইতে বেগে বায়ু বহিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে অপরাহ্নে ঝড় জল বজ্রপাত হয়, এবং আম জাম কাঁঠাল প্রভৃতি নানাবিধ ফল পাকে। এই কালে দিন বাড়ে রাত্রি ছোট হয়।

হে বালক বালিকাগণ, তোমরা গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় ঘরের বাহির হইও না। বিকাল বেলায়, যখন মাটী ও বায়ু শীতল হইয়াছে দেখিবে, তখন মাঠে গিয়া খেলা করিবে ও বেড়িয়া বেড়াইবে।

বর্ষা।

আষাঢ় শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল। এই কালে আকাশ প্রায় মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। সর্ব্বদা অতিশয় বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন হয়। নদ নদী খাল বিল পুকুর প্রভৃতি সকল জলাশয় জলে পরিপূর্ণ হইতে থাকে। পথ ঘাট কাদা হইয়া যায়; পথিক লোকের যাতায়াত করা কঠিন হইয়া উঠে।

এই সময়ে ভেকগণের বড় আনন্দ; ইহারা নূতন জল পাইয়া নানা রঙ্গে খেলা করে ও উচ্চস্বরে ডাকিতে থাকে। ময়ূর ময়ূরী মেঘ দেখিয়া আহ্লাদে পেকম ধরিয়া নাচিয়া বেড়ায়। কেতক ও কদম্ব পুষ্প ফুটিয়া গন্ধে চারিদিক আমোদিত

(১৭)

করে, এবং আতা পেয়ারা আনারস প্রভৃতি সুখাদ্য ফল সকল পাকে। চাসী লোকেরা মাঠে মাঠে ধান্য রোপণ করিতে থাকে।

এই কালে পূর্ব্বদিক হইতে অহিতকারী বায়ু বহে। হে শিশুগণ, সেই বায়ু শরীরে লাগাইলে এবং বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাদায় কাদায় বেড়াইলে কফ কাশী জ্বর জ্বালা অনায়াসে হইতে পারে।

শরৎ।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে শরৎকাল হয়। এই কালে আকাশমণ্ডল ও দিক্ সকল পরিষ্কৃত হইতে থাকে। সূর্য্যের কিরণ খরতর হয়। পথের কাদা ও ভূমির জল প্রায় শুকাইয়া যায়। নদ নদীর জল নির্ম্মল হয়। চন্দ্র ও তারাগণের জ্যোতি উজ্জ্বল হওয়াতে রাত্রিকালে আকাশের বড় শোভা হয়। কমল কুমুদ প্রভৃতি জলপুষ্প এই সময়ে প্রস্ফুটিত হইয়া জলাশয়ের শোভা করে। হংস বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষী আনন্দে কেলি করিতে থাকে। লেবু নারীকেল তাল সুপারী প্রভৃতি নানাবিধ ফল পরিপক্ক হইয়া বৃক্ষের শোভা বৃদ্ধি করে।

---

(১৮)

এই সময়ে সমুদায় মাঠ ধানের গাছে পরিপূর্ণ দেখিয়া নয়নের বড় প্রীতি জন্মে। হে শিশুগণ, সকালে ও বিকালে যদি মাঠের দিকে বেড়াইতে যাও, তবে ধান্যের শোভা দেখিয়া বড় আহ্লাদ পাইবে। শরৎকালের রৌদ্র বড় উগ্র ও অপকারক, কদাচ শরীরে লাগাইও না।

হেমন্ত।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্ত। এই কালে উত্তর দিক হইতে অল্প অল্প শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়, এবং অল্প অল্প শীত অনুভব হইতে থাকে। রাত্রিকালে এত হিম পড়ে যে প্রভাতে বোধ হয় যেন বৃষ্টি হইয়াছে।

এই কালে মনুষ্যেরা শীত বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। দিনের পরিমাণ অল্প হইতে থাকে এবং রাত্রির পরিমাণ ক্রমে ক্রমে অধিক হয়। রৌদ্রের তেজ হ্রাস হইয়া যায়, হেমন্ত কালে ক্ষেত্রের ধান্য পাকিয়া উঠে।

হে শিশুগণ, হেমন্তকালের হিম শরীরে লাগিলে বড় পীড়া হয়, অতএব শীতবস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা শরীর ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(১৯)

শীত।

হেমন্তের পর পৌষ ও মাঘ মাসে শীতকাল আগত হয়। উত্তরের বায়ু যত বেগে বহিতে থাকে ততই শীতের বৃদ্ধি হয়। রাত্রিকালে মনুষ্যেরা শীত নিবারণের জন্যে লেপ কাঁথা কম্বল ব্যবহার করিয়া থাকে। দিবসেও শাল রুমাল বনাত লুই পাছুড়ি প্রভৃতি শীত বস্ত্র গায় না দিলে শীত ভাঙ্গে না, কোন ব্যক্তিই জলের ত্রিসীমানায় যাইতে চায় না, কেবল আগুনের তাত ও রৌদ্রের উত্তাপ ভাল লাগে।

রাত্রিকালে আকাশ মণ্ডল ধূমে ও শিশিরে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। চন্দ্র ও তারাগণের প্রভা মলিন দেখায়। এই সময়ে রাত্রি অনেক বড় হয়, দিন একেবারে ছোট হইয়া যায়। মুগ মটর মাষকলাই রাই শরিষা প্রভৃতি রবি খন্দ শিশিরের জল পাইয়া প্রস্তুত হয়। কিন্তু পদ্ম আদি জলপুষ্প একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে। শীতকালে সকল লোকেই অতিশয় পরিশ্রম করিতে পারে, অথচ ক্লেশ বোধ হয় না।

---

(২০)

বসন্ত।

ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্তকাল। এই সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে থাকে। আকাশ মণ্ডল নির্ম্মল ও সূর্য্যের তেজ তীক্ষ্ণ হয়। এবং চন্দ্র ও তারাগণের আলোক উজ্জ্বল হয়। সমুদয় তরু ও লতার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। কাহারো নূতন পল্লব কাহারো মুকুল কাহারো মঞ্জরী কাহারো ফুল কাহারো ফল উৎপন্ন হইতে থাকে। পুষ্পের মধু পান করিবার অভিলাষে ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাগণ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে উড়িয়া উড়িয়া বসিতে থাকে। পক্ষিগণ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আহ্লাদে মধুর স্বরে গান করে। বসন্তকাল সকল কাল অপেক্ষা উত্তম। এই কালে না শীত না গ্রীষ্ম না বৃষ্টি না শিশির কিছুই থাকে না। সুতরাং সকল প্রকার জীবজন্তু আনন্দে কাল যাপন করে।

সম্পূর্ণ।

INFANT TEACHER.

PART III

কলিকাতা

মুখবন্ধ।

শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল।

কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; এ নিমিত্ত, হংসীর স্বর্ণডিম্বপ্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাসনিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থালী ও কাষ্ঠভারদর্শনে ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কারলোভে বক কর্ত্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয় মধুর স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয়সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।

কলিকাতা।
১৬ই ভাদ্র। ১৭৭২ শকাব্দাঃ।

শিশুশিক্ষা

তৃতীয় ভাগ

ঋজুপাঠ

সুশীল শিশুকে সকলে ভাল বাসে।

সুশীল ও সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখা পড়া করে। সারা দিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। পাঠের সময় সে যেমন পাঠ বলিতে পারে আর কেহই তেমন পারে না। এজন্য গুরু মহাশয় তাহার উপর বড় সন্তুষ্ট থাকেন। সে কখন মন্দ কর্ম্ম করে না ও মন্দ কথা মুখে আনে না। গুরু লোকেরা তাহাকে যাহা কহেন সে তাহাই করে। কদাচ কথার অবাধ্য হয় না। তাহাকে যে কর্ম্ম করিতে একবার নিষেধ করা যায় তাহা কখন করে না। সুতরাং সে সকলের প্রিয় হয়।

---

(২)

দুরন্ত বালককে কেহ দেখিতে পারে না।

বেণী বড় দুরন্ত বালক। সে কাহারও কথা শুনে না। অতিশয় অনাবিষ্ট। একবারও লেখা পড়া করে না। কেবল খেলিয়া বেড়ায়। পাঠশালা হইতে ঘরে গিয়া পাঠের পুথি কোথায় ফেলিয়া রাখে পর দিন তাহা খুঁজিয়া পায় না। বাড়ীতে যত ক্ষণ থাকে কেবল গোলমাল করিয়া সকলকে বিরক্ত করে। বেণীর মাতা বেণীর জন্যে নানাপ্রকার খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখেন, বেণী বাড়ী আসিয়া সে সকল ফেলিয়া ছড়িয়া দেয়। এবং ইহা দাও, উহা দাও, ক্ষীর কৈ, মিঠাই কৈ, বলিয়া মাকে কটু কহে ও মারিতে যায়।

বেণীকে কেহ ভাল বাসে না। বেণী সকলকে গালি দেয় ও সকলের সঙ্গে ঝকড়া করে, এজন্য কোন বালক তাহার সঙ্গে খেলা করিতে চায় না। গুরু মহাশয় প্রতিদিন তিরস্কার করেন তবু একটি দিনও পাঠ বলিতে পারে না। কেমন মাধব! তুমি শুনিয়াছ গুরু মহাশয় সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, বেণীর বিদ্যা হবে না চিরকাল

(৩)

মূর্খ থাকিবে ও দুঃখ পাবে। দেখিও তুমি যেন বেণীর মত হইও না।

পরের দ্রব্যে লোভ করিও না।

এক দিন পাঠশালার ছুটীর পর সকলে চলিয়া গেলে, গোপাল যেমন নীচে নামিতে ছিল ; সিড়ীর নীচে এক ছড়া সোণার হার পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল। অমনি তাহা কুড়িয়া লইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কোন অসাবধান বালক ইহা ফেলিয়া গিয়া থাকিবেক। আমি এখন কি করি। যদি দ্বারবানের কাছে রাখিয়া যাই, কি জানি, সে ছোট লোক সোণার লোভে পাছে অপলাপ করে। অতএব মার কাছে লইয়া যাই। তিনি যা বলেন, তাই করিব।

গোপাল বাড়ী আসিয়া প্রথমেই মার নিকটে গেল, এবং সেই হার দেখাইয়া কহিল। দেখ মা! কোন অবোধ বালক পাঠশালায় এই হার ফেলিয়া গিয়াছে। হায়! সে বাড়ী গিয়া কত দুঃখ পাইতেছে। পিতা তিরস্কার করিতেছেন,

---

(৪)

মা গালাগালি দিতেছেন, অন্যেরা অসাবধান নির্ব্বোধ বলিয়া কত নিন্দা করিতেছে। আহা! তাহারা সকলেই মনে করিতেছে, হার আর পাওয়া যাইবে না, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, কে পাইয়াছে। দেখ মা! এই সময় যদি আমি এই হার লইয়া তাহাদিগকে দিতে পারিতাম, না জানি, তাহাদের কতই আহ্লাদ হইত।

গোপালের মাতা গোপালের মুখে এই সব কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং গোপালকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, বাছা গোপাল তোমার এত দূর বোধ হইয়াছে! পরের দ্রব্য লইতে নাই, ইহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ! ভাল, ভাল, হার এখন আমার কাছে থাকুক, কালি সকালে পাঠশালা যাইবার সময় লইয়া যাইও। এবং এই সকল কথা কহিয়া গুরু মহাশয়ের হাতে দিও। তিনি যাহার হার তাহাকে দিবেন। পরদিন গোপাল তাহাই করিল। পাঠশালার সকল লোক গোপালের প্রশংসা করিতে লাগিল।

(৫)

সুশীল বালক বালিকা সকলকে সমান ভাল বাসে।

রাখাল! তুমি ঘোষালদের সামা বামাকে দেখিয়াছ? আমি তাহাদের গুণের কথা শুনিয়া দুই তিন দিন দেখিতে গিয়াছিলাম। আহা! তাহাদের যেমন রূপ তেমনি গুণ। দুটী বইনে কেমন ভাব। কেহ কাহাকে উচ্চ কথাটী কয় না। মুখে সদাই হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। দুজনে একত্রে শয়ন করে, একত্রে ভোজন করে, এক সঙ্গে বেড়ায়, এক সঙ্গে খেলা করে। কেহ কাহারো কাছ ছাড়া হয় না।

আমি যতবার সামা বামাকে দেখিয়াছি, কখন তাহাদের মলিন বেশ দেখি নাই। চুল গুলি পরিষ্কার, শরীরে মলা (ময়লা) নাই, দাঁতগুলি পরিচ্ছন্ন। তাহাদের গুণের কথা কি কহিব, রাগ করিয়া দাস দাসীকেও কটু কথা কয় না। তুমি বই তুই বাক্য মুখে আনে না। সামাটী বয়সে বড় বটে কিন্তু বামাকে না বলিয়া কোন কাজ করে না। বামাও, দিদি যা বলেন, তাই করে। কখন কোন বিষয় লইয়া দুজনের ঝকড়া কলহ হয় না। তাহাদের দুটীকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।

---

(৬)

সামা কোন খাবার দ্রব্য পাইলে বামাকে না দিয়া খায় না। এইরূপ বামাও সামাকে না দিয়া একলা খায় না। এক দিন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সামা মার নিকট একটী কমলা লেবু পাইয়াছিল। বামা তখন বাড়ী ছিল না বলিয়া তার জন্যে আধখানি রাখিয়া আধখানি আপনি খাইল। দেখ রাখাল! ইহারা দুটী ভগিনী কেমন সুখে আছে। ইহাদের পিতা মাতা কত সুখী।

অন্ধজনে দয়া কর।

মা! আমাদের বাড়ীর দ্বারে একটী বৃদ্ধ আসিয়াছে। সে অন্ধ, দুটী চক্ষুহীন, কিছুই দেখিতে পায় না। একটী ছোট ছেলে হাত ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার শরীর শীর্ণ, পরিধান এক খানি জীর্ণ বস্ত্র তাহাও অতিশয় মলিন। বৃদ্ধ যখন আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল আমি যে সেখানে দাঁড়িয়া ছিলাম তাহাও সে টের পাইল না। হাঁ গো মা! ও কি কিছুই দেখিতে পায় না? তবেত উহার বড় দুঃখ! ঐ অন্ধ এমন শীর্ণ কেন? উহার কি খাবার যো নাই? ভাল কাপড় নাই?

(৭)

না বাছা, অন্ধ দীন দুঃখী কোথায় পাবে।

ভাল, কাহারও বাড়ীতে কেন চাকরী করে না? তা হলেত এত দুঃখ পাইত না।

হা বাছা! কেমন করিয়া চাকরী করিবে। যাহার চক্ষু নাই তাহার যে কিছুই নাই। চক্ষু মনুষ্যের পরম ধন। চক্ষু না থাকিলে দেখিতে পায় না, কর্ম্ম কাজ করিতে পারে না। তাহাতে আবার বৃদ্ধ হইয়াছে, বোধ করি উহাকে খেতে পরিতে দেয় এমত কেহ নাই; সুতরাং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দুঃখে কালযাপন করে।

মা! তবে উহাকে একখানি কাপড় আর চারিটি পয়সা দাও।

রাখালের এইরূপ দয়া দেখিয়া মাতা আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একখানী বস্ত্র, ও চারিটি পয়সা দিলেন। অন্ধ পাইয়া আনন্দে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

নির্দ্দয় লোক পশুর সমান।

দেখ রাখাল! ইহারি নাম বট গাছ। কল্য তোমাকে ইহারি কথা কহিয়াছিলাম। কেমন!

---

(৮)

সমুদায় বাগান শোভা করিয়া রহিয়াছে কি না। এই গাছের তল কেমন শীতল। ইহার ছায়াতে বসিলে রৌদ্রের তাপ কিছু মাত্র বোধ হয় না। কেমন ঘন ঘন পাতা। চল উহার ছায়ায় গিয়া বসি। রৌদ্রের সময় পক্ষী সকল ডালে বসিয়া গান করিতেছে শুনিতে পাইব।

দেখ, দেখ, ঐ বড় ডালের পাশ দিয়া চেয়ে দেখ। বোধ হয় যেন, আগডালের পাতার মধ্যে একজন মানুষ নড়িতেছে। হাঁ, সত্য বটে, একটি বালক। ও কি করিতেছে? দেখ, ও এমন চুপে চুপে যাইতেছে কেন? আমার বোধ হয়, ঐ পাখীর বাসা হইতে পাখীর ছানা পাড়িতে যাইতেছে। হাঁ, আমি উহাকে চিনি, ও ছোঁড়া বড় নির্দ্দয়। দিনের বেলায় কেবল এই রূপে গাছে গাছে পাখীর ছানা পাড়িয়া বেড়ায়। এবং কাহারো পায় কাহারো ডানায় দড়ী বাঁধিয়া টানাটানি করে।

উহার সঙ্গে আরো দুই ছোঁড়া বেড়ায়। তাহারা আরও নিষ্ঠুর কৌতুক দেখিবার জন্যে কোন পাখীর পা ভাঙ্গিয়া দেয়, কোন পাখীর

(৯)

ডানা কাটিয়া ফেলে। পাখী গুলি যাতনায় ধড় ফড় করে, ইহারা আনন্দে হাত তালি দিয়া হাসিতে থাকে। খেলা সাঙ্গ হইলে ঐ সকল পাখী কুকুর দিয়া খাওয়ায়। এইরূপে নিত্য নূতন নূতন পাখী আনিয়া নষ্ট করে।

আ, হা, হা, কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর! ঐ পামর গুলার পানে তাকাইলেও পাপ হয়। যে সকল জীব দুর্ব্বল, কথা কহিতে পারে না তাহাদিগকে এইরূপে অকারণে যাতনা দেওয়া বড় নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। ভাল উহাদিগের কি মা বাপ নাই? কেহ শাসনকর্ত্তা নাই? যে নিবারণ করে। চল এখান হইতে চল। আর এখানে থাকা যায় না, দেখিয়া বড় দুঃখ হইতেছে।

মিথ্যা কথার অনেক দোষ

যে বালক সর্ব্বদা মিথ্যা কহে তাহার কথায় পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহই বিশ্বাস করে না। সে যদি কখন সত্য কহে তাহাও মিথ্যা মনে করিয়া সকলে অশ্রদ্ধা করে। মিথ্যাবাদী মিছা কহিয়া, একবার দুইবার না হয় তিনিবার পার

---

(১০)

পাইতে পারে, কিন্তু একবার ধরা পড়িলে আর কেহ তাহার কথায় প্রত্যয় করে না।

হরিহর নামে এক বালক গুরু মহাশয়ের নিকট, মার পীড়া হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা করিয়া মধ্যে মধ্যে ছুটী লইত। এক দিন তাহার সেই মিথ্যা ধরা পড়িল। গুরু মহাশয় সেই অবধি তাহাকে আর কখন ছুটী দিতেন না।

মিথ্যাবাদী বালককে কেহ ভাল বাসে না। শিক্ষকেরা তাহাকে ঘৃণা করেন। অধিক কি বলিব, সে দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইলেও কেহ তাহার দুঃখে দুঃখী হয় না; এবং তাহার কান্না দেখিয়া কাহারও দয়া হয় না।

কৃষ্ণদাস নামে এক রাখাল কোন বনের ধারে গরু চরাইত। একদিন সে তামাসা দেখিবার জন্যে এই বলিয়া মিছামিছি চেচাইতে লাগিল (ভাইরে কে কোথায় আছ দৌড়িয়া আইস আমার পালে বাঘ পড়িয়াছে।) নিকটে কৃষকেরা চাস করিতেছিল, রাখালের চীৎকার শুনিয়া সকলে দৌড়িয়া আসিল; দেখিল বাঘ নাই, বালক হী হী করিয়া হাসিতেছে। তখন তাহারা

(১১)

রাখালের তামাসা বুঝিতে পারিয়া গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। দুর্ব্বুদ্ধি রাখাল মধ্যে মধ্যে এইরূপ মিথ্যা চীৎকার করিয়া কৃষকদিগকে ডাকিত ও কৌতুক দেখিত।

দৈবাৎ এক দিন সত্য সত্যই বাঘ আসিয়া গরুর পালে পড়িল। রাখাল বালক বাঘ আসিয়াছে বলিয়া বার বার চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সে দিন কেহই আসিল না। সকলেই মনে করিল মিছামিছি ডাকিতেছে। তখন বাঘ পালের গরু নষ্ট করিয়া মিথ্যাবাদী রাখালের ঘাড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল।

চুরি করা বড় দোষ।

দেখ গোপাল! ঐ যে বেড়ী পায়, গৌরবর্ণ, যুবা পুরুষ, মাটী কাটিয়া পথ বাঁধিতেছে। ও কে, তুমি জানিতে চাও? তবে শুন।

ঐ হতভাগা তোমাদের পাঠশালাতেই পাঠ করিত। সকলে উহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসাও করিত। কিন্তু চিরকালই এক পাঠিদিগের ছুরী, কাঁচী, কাগজ, কলম, পয়সা চুরি করিয়া

---

(১২)

বাড়ী লইয়া যাইত। উহার মা বাপ জানিয়া শুনিয়া বারণ করিত না। ক্রমে ক্রমে উহার এমন কু অভ্যাস জন্মিল যে কাহার কোন ভাল বস্তু দেখিলে চুরি করিতে ইচ্ছা হইত। এবং সুযোগ পাইলে চুরিও করিত।

ঐ ব্যক্তি এক দিন বৈকালে এক মণিকারের দোকানে উপস্থিত হইল। দেখিল নানাবিধ মনোহর বস্তু সারি সারি সাজান রহিয়াছে। দেখিবা মাত্রেই কু-অভ্যাস বশতঃ চুরি করিতে ইচ্ছা করিল। তখন এক বার এ দিক এক বার ও দিক বেড়িয়া চেড়িয়া সুযোগ পাইয়া একটা সোণার ঘড়ী চুরি করিল।

ঘড়ী চুরি করিয়া তাড়াতাড়ি যেমন বাহিরে যাইতেছিল, অমনি দোকানের এক জন লোক উহাকে ধরিল। এবং জিজ্ঞাসা করিল তুমি চুপে চুপে ঘড়ী লইয়া পলাইতেছ কেন? চোর উত্তর করিল এ ঘড়ী তোমাদের নয়। আমি আর এক দোকান হইতে কিনিয়া আনিয়াছি। কিন্তু ঐ নির্ব্বোধ জানিত না যে ঘড়ীর ভিতর ঐ মণিকারের নাম ক্ষোদা আছে। দোকানের লোকেরা

(১৩)

ঘড়ী খুলিয়া উহাকে সেই নাম দেখাইল। এবং তৎক্ষণাৎ চোর বলিয়া বিচারালয়ে পাঠাইয়া দিল। বিচারকর্ত্তা বিচার করিয়া এই দণ্ড দিয়াছেন।

দেখ গোপাল! এই অভাগা যদি চুরি করিতে না শিখিত, তবে এতদিনে এক জন বিদ্বান হইত এবং কত সুখে কাল কাটাইতে পারিত। এখন উহার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, উহার সঙ্গে কথা কহিতেও আমাদিগের ঘৃণা হয়। চুরি করিলে সকলেরি এই রূপ দুর্দ্দশা ঘটে।

চন্দ্র অতি বৃহৎ, গোল, নিজে তেজোময় নয়।

আর রৌদ্র নাই, আমার সঙ্গে তোমরা কে কে বেড়াইতে যাবে আইস। চল গঙ্গা তীরে ঐ ঘাসের উপর বেড়িয়া বেড়াই। আজি পূর্ণিমা তিথি, ঐ দেখ অশ্বত্থ গাছের ভিতর দিয়া দেখ, পূর্ণচন্দ্র উদয় হইতেছে। এখন কত বড় দেখাইতেছে! আর খানিক উপরে উঠিলে এত বড় দেখাবে না।

তোমরা বোধ করিতেছ, চন্দ্র একটী ছোট বস্তু, এক খানি বালার মত। কিন্তু তা নয়, অনেক দূরে

---

(১৪)

আছে বলিয়া এমন ছোট দেখাইতেছে। নিকটে যে বস্তু বড় দেখিতে পাও তাহা দূরে থাকিলে ছোট বোধ হয়। ঐ দেখ, এখনি আমাদের নিকট দিয়া যে লোকটী চলিয়া গেল, উহাকে বালকের মত ছোট বোধ হইতেছে। তবু এখনও অনেক দূরে যায় নাই। তোমরা খানিক দূর যাও দেখি, আমার হাতের এই পাতাটী কত ছোট দেখিবে। কেমন, ছোট দেখাইতেছে কি না? আর খানিক যাও আরও ছোট দেখিবে।

চন্দ্র অতি বৃহৎ ও গোল। উহার উপর কত কত পাহাড় পর্ব্বত আছে। দূরের জন্যে দেখা যায় না। দূরবীণ দিয়া দেখিলে সকল স্পষ্ট দেখা যায়। চন্দ্র ঠিক এই পৃথিবীর মত। যেমন উজ্জ্বল দেখিতেছ সেরূপ নয়। সূর্য্যের আলো পড়িয়া অমন উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রের উপর হইতে দেখিলে এই পৃথিবীও ঐরূপ উজ্জ্বল বোধ হয়।

পেঁচা রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায়।

ছোট ছেলের কান্নার মত অশ্বত্থগাছে ও কি শব্দ শুনা যাইতেছে? বোধ করি তোমরা জান

(১৫)

না। পেচা ডাকিতেছে। দেখ দেখ! ডালের আগায় উঠিয়া বসিল, ডানা মেলিতেছে, এখনি উড়িবে, ঐ উড়িয়া গেল। প্রথমে বার কতক ডানা নাড়িয়া, এখন বাতাসে ভর দিয়া কেমন ধীরে ধীরে যাইতেছে। ইঁদূর ও ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খাবে এই জন্যে ভূমির নিকট দিয়া যাইতেছে।

আমরা যেমন আহার করি, গান গাই, বেড়িয়া বেড়াই, পাখি সকলও দিনের বেলায় সেইরূপ করিয়া থাকে। রাত্রি হইলে আপন আপন বাসায় ডানা গুটাইয়া নিদ্রা যায়। কিন্তু পেঁচার সকলি উল্টা। ইহারা দিনে নিদ্রা যায় রাত্রি কালে চরিয়া বেড়ায়। সূর্য্যের আলো ইহার চক্ষে সয় না, এবং ছোট ছোট পাখী ইহাকে দেখিলে ঠুকরিয়া বিরক্ত করে, এ জন্যে দিনের বেলায় বাহির হয় না। পেঁচা অন্ধকারে থাকে, কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপও ভাল বাসে। যখন শীত পায় তখন গাছের কোটরে ভাঙা দেয়ালের ফাটলে রৌদ্রের উত্তাপে সুখে নিদ্রা যায়।

---

(১৬)

পেঁচা মনুষ্যের হিতকারী। ইহারা ইঁদূর ধরিয়া খায়, তাহাতে লোকের ধান চাল অপচয় হয় না।

ভেক শীতকালে কেবল নিদ্রা যায়।

তোমরা শুনিতে পাইতেছ, পুকুরে বেঙ ডাকিতেছে। আজি রাত্রে বড় উচ্চ রব করিতেছে। যে প্রকার ডাকিছে, বোধ হয় শীঘ্র জল হবে। আমি শুনিয়াছি, এক জন লোক একটা বেঙ পুষিয়াছিল। ঐ বেঙ সেই ব্যক্তিকে জল হইবে কি না বলিয়া দিত। বেঙ কিছু কথা কহিতে পারে না। কিন্তু যখন অনেকক্ষণ ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিত, তখন ঐ ব্যক্তি বুঝিতে পারিত শীঘ্র জল হইবে।

বেঙ পেঁচার মত দিনের বেলায় অন্ধকার গর্ত্তে চুপ করিয়া থাকে। রাত্রি হইলে বাহির হয়। বৃষ্টির সময় দিনের বেলায়ও বাহির হয়। বেঙ জলেও থাকে, স্থলেও থাকে। বেঙের পায়ের আঙুল, হাঁসের আঙুলের মত, চামড়া দিয়া জোড়া ; এজন্য সাঁতার দিতে পারে। কাক

(১৭)

ও সালিকের আঙুল জোড়া নয়, সুতরাং তাহারা সাঁতার দিতে পারে না। বেঙ পুকুরে থাকিতে যেমন ভাল বাসে এমন আর কোথাও নয়। যখন সূর্য্যের তেজ বড় খরতর হয় তখন বেঙ পুকুরের শীতল জলে সুখে বাস করে। শীতকালে পুকুরের জল বড় শীতল হয়। তখন তাহারা জল ছাড়িয়া, পাঁকের ভিতর কিম্বা গর্ত্তের মধ্যে গিয়া, শুইয়া থাকে। এইভাবে তিন চারি মাস ঘুমায়। ঐ সময়ে তাহারা একবারও নড়ে চড়ে না, কিছু খায় না। যদি কেহ খোঁচা মারে কিম্বা পা কাটিয়া দেয় তবুও ঘুম ভাঙে না।

যখন বসন্তকাল আইসে, সূর্য্যের তেজ তীক্ষ্ণ হইতে থাকে, তখন ভেকদিগের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হয়। জাগিয়া আহার অন্বেষণ করে, থপ্ থপ্ করিয়া বেড়ায়, এবং পূর্ব্বের মত আনন্দে খেলা করিতে থাকে।

এই সময়ে ইহারা ডিম পাড়ে। সেই ডিম সকল ফুটিয়া কাল কাল ছোট ছোট ছানা হয়। তাহাদের এক·একটি লেজ ও গোল গোল মাথা। উহাদিগকে বেঙাচি বলে। বোধ করি, তোমরা

---

(১৮)

পুকুরের জলে বেঙাচি দেখিয়া থাকবে। দেড় মাসের হইলে তাহাদের পেছনের পা দুখানি হয়। দুই মাসের হইলে সম্মুখের পাও হয় এবং লেজটি খসিয়া যায়। তখন দেখিতে ঠিক বেঙের মত। লাফিয়া লাফিয়া ডাঙায় ওঠে। ছোট ছোট গুগলী ও ছোট ছোট কীট ধরিয়া খায়। তখন পুকুর ছাড়িয়া কিছু কাল ঝোড়ে ঝাড়ে বাস করে।

পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার আলস্য নাই।

হে শিশুগণ! তোমরা পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার পরিশ্রম দেখিলে বুঝিতে পারিবে, অলস হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয়। দেখ! পিপীলিকারা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। তথাপি অনেকে একত্র হইয়া সর্ব্বদা পরিশ্রম করিয়া আপনদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। একবারো আলস্য করিয়া বসিয়া রয় না। সর্ব্বদাই আহারের অন্বেষণে ফিরিতেছে। কোন খানে অধিক আহারের দ্রব্য দেখিলে সকলে আসিয়া বহিয়া

(১৯)

লইয়া যায়, ও আপন আবাসে সঞ্চয় করে। ইহারা এক ক্ষণও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকে না।

এইরূপ মধুমক্ষিকারাও প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া মধু আহরণ করে। যখন বাসায় থাকে, সকলে মিলিয়া বহু পরিশ্রমে এমন চমৎকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, যে মানুষেরও সেরূপ করা অসাধ্য।

কুকুর বড় প্রভুভক্ত।

হে শিশুগণ! তোমরা যদি পশু ও পক্ষিগণের আচরণ মন দিয়া দেখ, তবে তাহা হইতেও অনেক উপদেশ পাইতে পার। আমি শুনিয়াছি, এক জন একটী কুকুর পুষিয়াছিল। সে যখন সেখানে (যেখানে) যাইত, কুকুরটী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। ঐ কুকুর বড় প্রভুভক্ত, প্রভুর দ্রব্য অতি সাবধানে আগুলিত। এক দিন ঐ ব্যক্তি রাস্তার ধারে একটা বস্তা রাখিয়া, তাহার রক্ষার নিমিত্ত সেই কুকুরকে রাখিয়া গেল। কুকুর সেই বস্তার পাশে বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তথায় এক খান গাড়ী আসিয়া পহুছিল। শকটবান্ কুকু-

---

(২০)

রকে সরিয়া যাইতে সঙ্কেত করিল, কুকুর একবার নড়িলও না। চাবুক মারিতে লাগিল, তথাপি উঠিল না, প্রভুর বস্তা আগুলিয়া বসিয়া রহিল। শকটবান্ আর বিলম্ব না করিয়া, কুকুরের উপর দিয়াই গাড়ী চালাইয়া গেল। কুকুর চাকার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি প্রভুর দ্রব্য ছাড়িয়া উঠিয়া গেল না।

সারসপক্ষী বহুযত্নে সন্তানের লালন পালন করে।

হে বালক বালিকাগণ! মন দিয়া সারসপক্ষির ব্যবহার দেখিলে এই উপদেশ পাওয়া যায়, "পিতা মাতার প্রতি ভক্তি করা উচিত, এবং প্রাণ পণে তাঁহাদিগের ক্লেশ ও দুঃখ দূর করা কর্ত্তব্য"। দেখ! সারস পক্ষী আপন ছানাগুলিকে কত যত্নে লালন পালন করে। ছানাগুলি যত দিন পর্য্যন্ত আপনার আহার আপনি খুজিয়া লইতে না পারে, তত দিন একবারও তাহাদের কাছ ছাড়া হয় না। বাসা হইতে প্রথম বাহির করিয়াই আগে উড়িতে শিখায়। উড়িতে না পারিলে ডানায় করিয়া বহন করে। সারসেরা ছানাগুলিকে

(২১)

বিলের ধারে ছাড়িয়া দিয়া কাছে কাছে থাকে; এবং খাবার জন্যে বেঙ দেখাইয়া দেয়। কট্‌কটে বেঙ খাইলে কষ্ট পাবে এ জন্যে কোন ক্রমে তাহা খাইতে দেয় না।

আগুন লাগিয়া যখন ডেল্‌ট্ নগর পুড়িয়া যায়, তখন একটি সারস, ছানা লইয়া পলাইবার জন্যে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ সন্তানগুলি অতিশিশু যাইতে পারিল না সুতরাং আপনিও তাহাদিগে ফেলিয়া পলাইল না। পরিশেষে আর কোন উপায় না দেখিয়া, ছানাগুলি ডানায় ঢাকিয়া বাসায় বসিয়া রহিল। এবং দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইয়া গেল।

সারসেরা সন্তানগুলিকে যেরূপ ক্লেশে প্রতিপালন করে, সন্তানগুলি বড় হইয়া তাহা ভুলিয়া যায় না। দূর পথ যাইবার সময়ে, বৃদ্ধ সারস সারসী যদি যাইতে অক্ষম হয়, তবে বলবান সন্তানেরা তাহাদ্গিকে পিঠে করিয়া লইয়া যায়।

---

(২২)

ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার।

হে শিশুগণ! যদি সকল মনুষ্য দীন হীন অক্ষম ব্যক্তিকে দয়া করে, পরহিংসা পরদ্বেষ পরধনহরণ প্রভৃতি কুকর্ম্মে রত না হয়, এবং ক্রোধ লোভের বশীভূত হইয়া অধর্ম্মাচরণ না করে, তবে এই সংসার কি সুখের স্থান হয়! আর কেহ কাহাকে কটু কহে না। আর কেহ কাহাকে অহঙ্কার করিয়া ঘৃণা করে না। প্রতারণা মিথ্যা ও চৌর্য্য একেবারে দূর হইয়া যায়। ঘোরতর নির্দ্দয়ের কর্ম্ম যে যুদ্ধ তাহার আর কথাও থাকে না। পৃথিবী আর মনুষ্য রক্তে দূষিত হয় না। তখন সকলেরি অন্তঃকরণ দয়াতে পরিপূর্ণ, সকলেরি নয়ন আহ্লাদে প্রফুল্ল হয়। এবং সকল লোকই একবাক্য হইয়া এই সুখের অবস্থাকে প্রশংসা করিতে থাকে। অতএব সকলেরি এমত যত্নবান্ হওয়া উচিত যাহাতে এইরূপ সুখের অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে।

(২৩)

সিংহ।

সিংহ বড় বলমান্‌, সিংহ কাহাকেও ভয় করে না। এ জন্য লোকে ইহাকে পশুরাজ বলিয়া থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ ইহার জন্ম স্থান। সিংহ ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্ম স্থান ত্যাগ করে না। ইহার ঘাড়ে লম্বা লম্বা কোক্‌ড়া কোক্‌ড়া লোম হয়, তাহাকে কেসর বলে। সিংহ ইচ্ছা করিলে কেসর ফুলাইতে পারে। গায়ের লোম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চিক্কণ, পিঙ্গলবর্ণ। উদরের লোম শাদা। পায়ে বাঁকা বাঁকা বড় বড় ধারাল নখ আছে। সিংহ লম্বে পাঁচ ছয় হাত, উচ্চে তিন হাত। লেজ দু তিন হাত লম্বা। কিন্তু সিংহী এত বড় হয় না, এবং ঘাড়েও কেসর নাই।

সিংহ খাবার বেলায় নদী ও নির্ঝরের ধারে ঝোপের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যখন কোন জন্তু জল খাইতে আসে, অমনি দশ বার হাত দূর হইতে লাফিয়া তাহার ঘাড়ে পড়ে। যদি এক লাফে তাহার উপর পড়িতে না পারে তবে আর তাহাকে আক্রমণ না করিয়া আপন স্থানে ফিরিয়া আসে। সিংহ অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেও ক্ষুদ্র অথবা দুর্ব্বল জন্তু ধরিয়া খায় না।

---

(২৪)

সিংহের গর্জ্জন অতি ভয়ঙ্কর। রাত্রি কালে শুনিলে দূরের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হয়।

সিংহকে প্রতিপালন করিলে প্রতিপালকের বশ হয়। প্রতিপালক ধম্‌কাইলে অথবা তাড়না করিলে তাহা সহ্য করে। কখন কখন প্রতিপালক সিংহের দাঁত ধরিয়া জিব টানিয়া মুখের ভিতর মাথা দিয়া কৌতুক দেখায়, তাহাতে সিংহ বিরক্ত হয় না। কিন্তু সিংহের ক্রোধ অতি ভয়ঙ্কর, অতএব ক্ষুধার সময় বিরক্ত করিলে প্রতিপালকেরও বিপদ্‌ ঘটিতে পারে।

বিলাতে কোন সাহেব এক সিংহ পুষিয়াছিলেন। সাহেবের চাকর সিংহের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিত, কখন কখন অতিশয় নিগ্রহও করিত। এক দিন প্রাতঃকালে হঠাৎ সিংহনাদ শুনিয়া সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। মশারি তুলিয়া দেখিলেন; সিংহ চাকরের প্রাণবধ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে বসিয়া গর্জ্জন করিতেছে।

সিংহী পাঁচ মাস গর্ব্ভ ধারণ করিয়া একেবারে তিন চারিটী সন্তান প্রসব করে। অতি দুর্গম গিরিগহ্বরে গিয়া তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখে।

(২৫)

পাছে কেহ টের পায় এই আশঙ্কায়, যাইবার সময় লাঙ্গুল দিয়া পায়ের চিহ্ন পুছিয়া পুছিয়া যায়। সিংহের সন্তান পাঁচ ছয় বৎসরের হইলেই যৌবন প্রাপ্ত হয়।

সিংহের উপকার করিলে, সে তাহা ভুলে না। রোম নগরের একজন প্রধান লোক কোন অপরাধে এক ভৃত্যের প্রাণবধের আজ্ঞা দেন। ভৃত্য পলাইয়া নিউমিডিয়া দেশে এক পর্ব্বতের গুহায় লুকাইয়া রহিল। হঠাৎ এক দিন তথায় এক সিংহ উপস্থিত হইল। ভৃত্য দেখিয়া বড় ভয় পাইল। কিন্তু সিংহ কোন অনিষ্ট করিল না বরং উহার জানুর উপর একখানি পা তুলিয়া দিয়া বিষণ্নবদনে উহার গা চাটিতে লাগিল। ভৃত্য, সেই সিংহের পায় একটা কাঁটা ফুটিয়া রহিয়াছে, রক্ত পূয পড়িতেছে, দেখিয়া মনে করিল এই জন্যই সিংহ আমার নিকটে আসিয়াছে। তখন কাঁটা বাহির করিয়া দিল। সিংহ সুস্থ হইল এবং তদবধি সেই উপকারক ব্যক্তির আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন এক এক পশু মারিয়া আনিয়া দিত।

---

(২৬)

ভৃত্য সেই জনশূন্য স্থানে একাকী আর থাকিতে না পারিয়া কিছু দিন পরে স্বদেশে ফিরিয়া আইল। ভৃত্যের প্রভু মৃগয়ায় গিয়াছিলেন তিনিও সেই সময়ে কএকটা সিংহ ধরিয়া স্বদেশে আনিলেন। এবং, পলায়িত ভৃত্য দেশে আসিয়াছে, শুনিয়া তাহার পূর্ব্ব অপরাধ মনে করিয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন, "আমি যে সকল সিংহ ধরিয়া আনিয়াছি, উহাকে, তাহাদের একটার মুখে ফেলিয়া দাও"। ভৃত্য নিউমিডিয়া দেশে পর্ব্বত গুহায় যে সিংহের পার (পায়ের) কাঁটা বাহির করিয়া দেয় দৈবাৎ সেও ধৃত হইয়া আনীত হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সেই সিংহেরি মুখে নিক্ষিপ্ত হইল।

সিংহ সেই উপকারক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়া কুকুরের মত তাহার পদতলে লুটিয়া পড়িল, আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল, এবং উহার গা চাটিতে লাগিল। দেখিয়া সকল লোক বিস্ময়াপন্ন। ভৃত্যও সিংহকে চিনিতে পারিয়া তাহার বৃত্তান্ত সকলকে জানাইল। তখন প্রভু স্বচক্ষে সেই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত

(২৭)

হইলেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে ভৃত্যের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

হস্তী।

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে হস্তির আকার অতি বৃহৎ। বড় বড় হাতী দশ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ও আফ্রিকার কোন কোন প্রদেশ হস্তির জন্মস্থান। ইহার গাত্রের চর্ম্ম কর্কশ, বলিত (বলিভ) ও বন্ধুর। প্রায় সকল হস্তির বর্ণ ধূমের মত ধূম্র। কেবল ব্রহ্মদেশে শ্বেত হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়।

হস্তী ঘাড় ছোট বলিয়া মুখ নামাইতে পারে না। শুঁড় দিয়া খাবার দ্রব্য মুখে তুলিয়া লয়। ইহারা ইচ্ছা অনুসারে শুঁড় ফিরাইতে ঘুরাইতে এবং গুড়াইতে বাড়াইতে পারে। শুঁড় দিয়া বড় বড় ডাল ধরিয়া ভাঙিতে পারে। ফুলের গাছ হইতে এক একটী করিয়া ফুল তুলিতে পারে। ভূমি হইতে শিকি দুআনী প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য খুটিয়া লইতে পারে। কপাটের খিল, দড়ার গাঁইটও খুলিতে পারে। হস্তির

---

(২৮)

শুঁড়ের আগায় ছিদ্র আছে এবং তাহাতেই নিশ্বাস প্রশ্বাস বয়। এবং তদ্দ্বারা জলাশয় হইতে জল শুষিয়া লয়। কতক জল মুখে ঢালিয়া দিয়া পান করে। কতক সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়া দিয়া শরীর শীতল করে।

হস্তী ডাল, পালা, ফল, মূল, শাক, পাতা, ঘাস, খড় আহার করে। গোরুর মত গিলিত চর্ব্বণ করে না। কোন স্থানে প্রচুর আহার দেখিতে পাইলে একাকী খায় না। আপন পালের সকলকে ডাকিয়া আনে। হস্তী সকল সর্ব্বদা দল বাঁধিয়া থাকে। যখন চরিতে যায় হস্তিনী ও দুর্ব্বল হস্তিদিগকে মাঝে রাখিয়া বলবান্ দুই হস্তী আগে পাছে গমন করে।

হস্তির শুঁড়ের পাশ দিয়া বড় বড় দুই দাঁত বাহির হয়। ঐ দন্ত অতিশয় দৃঢ়। উহা দ্বারা বাঘ ও অন্য অন্য শত্রুকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। হস্তিদন্তে বাক্স, কৌটা, চিরুণী, পাখা, পাশা প্রভৃতি নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত হয়, ও তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু হস্তিনীর এই রূপ বড় দন্ত হয় না। হস্তির দুই কসে চারি

(২৯)

চারি আট দাঁত আছে। তাহাতেই ডাল পালা চিবিয়া খায়। হস্তির কুলার মত বড় বড় দুই কাণ আছে, সর্ব্বদা তাহা নাড়ি (নাড়িয়া) থাকে। তাহাতেই চক্ষে পোকা মাকড় ধূলা কুটা পড়িতে পায় না।

হস্তী ঘোড়ার মত বেগে চলিতে পারে না। কিন্তু ঘোড়া এক লাফে যত যায়, মাহুতেরা চালাইয়া দিলে হস্তী এক এক পায় তত যাইতে পারে। ইহারা উত্তম রূপে সাঁতার দেয়। বড় বড় বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া অনায়াসে বড় বড় নদী পার হইয়া যায়। সাঁতার দিবার সময় সকল শরীর জলে ডুবিয়া থাকে, নিশ্বাস ফেলিবার জন্য কেবল শুঁড়টী উচ্চ করিয়া রাখে।

হস্তী মধুর স্বর শুনিতে বড় ভাল বাসে। যখন কোন উত্তম বাদ্য বাজে, শুনিয়া আহ্লাদে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

হস্তিনী একবারে এক সন্তানের .অধিক প্রসব করে না। হস্তিনীর স্তন বক্ষঃস্থলে আছে, সন্তান শুঁড় দিয়া তাহা পান করে। কখন কখন হস্তিনীও শুঁড় দিয়া আপন স্তনদুগ্ধ চুষিয়া লইয়া

---

(৩০)

সন্তানের মুখে ঢালিয়া দেয়। পোষা হাতির সন্তান হয় না। অতএব যত পোষা হাতী দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই বন হইতে ধরিয়া আনা। ত্রিশ বৎসর বয়সে হস্তির পূর্ণ যৌবন হয়। পোষা হাতী এক শত বিশ বা ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। ইহাতে বোধ হয় যাহারা স্বচ্ছন্দে বনে বাস করে তাহারা আরো অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন রাজারা বিবাহ ও মহোৎসবের সময়ে আপনাদিগের হস্তি সকল সুসজ্জিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাওদা তুলিয়া বড় ঘটা করিয়া বাহির হইতেন। যুদ্ধকালেও হস্তি লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেন। এখন হস্তি দ্বারা যুদ্ধ হয় না, ইহারা কেবল যুদ্ধের সামগ্রী সকল বহন করে। বড় বড় কামান টানিয়া লইয়া যায়। বালীতে অথবা জলাতে কামানের চাকা বসিয়া গেলে শুঁড় দিয়া তুলিয়া দেয়। যুদ্ধযাত্রাকালে সম্মুখে বন জঙ্গল পড়িলে তাহা পরিষ্কার করিয়া সৈন্যদিগকে পথ করিয়া দেয়। নদীর তীরে জাহাজ নির্ম্মাণ হইলে

(৩১)

কখন কখন তাহা টানিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। শীকারি লোকেরা হস্তির উপর চড়িয়াই ব্যাঘ্রাদি শীকার করে। হস্তী না হইলে দুর্গম পথে যাওয়া যায় না।

হস্তির বল অতিশয়। ছয়টা ঘোড়ায় অথবা পচিশ জন লোকে যে বোঝা নাড়িতে পারে না, হস্তী একাকী তাহা অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়। হস্তী এমত সাবধানে নৌকার উপর মোট উঠাইয়া দেয়, যে মোটের গায় জল লাগিতে পায় না। নৌকার উপর আস্তে আস্তে মোটটি নামাইয়া শুঁড় দিয়া নাড়িয়া দেখে, যদি মোট নড়ে, তবে বুদ্ধিপূর্ব্বক নীচে ঠেকা দিয়া রাখিয়া যায়।

প্রশংসা অথবা তিরস্কার করিলে হস্তী তাহা বুঝিতে পারে। প্রভুর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিয়া পুরস্কারের অভিলাষ করে। কেহ উপকার বা অপকার করিলে হস্তী তাহা কখনও ভুলে না। সময় পাইলেই পরিশোধ করে। হস্তী ছোট বালক বালিকাকে বড় ভাল বাসে ও তাহাদিগকে লইয়া খেলা করে। কেহ উপহাস করিলে তাহাও সে বুঝিতে পারে।

---

(৩২)

কোন সময়ে এক সাহেব এই দেশে একখান নূতন জাহাজ প্রস্তুত করিয়া তাহা জলে ভাসাইবার নিমিত্ত, আপন হস্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হাতী বিস্তর টানাটানি করিল কোন মতে জাহাজ নামাইতে পারিল না। তখন সাহেব ক্রোধভরে কহিলেন "এই অকর্ম্মণ্য হাতিটাকে দূর করিয়া দাও, এ কোন কাজের নয়, আর একটা ভাল দেখিয়া আন।" হস্তী সেই তিরস্কার বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে এমত জোরে টানিতে লাগিল যে তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গেল, এবং সেই স্থানেই দাঁড়িয়া পঞ্চত্ব পাইল।

মদ খেতে দিব বলিয়া, এক মাহুত আপন হাতি দ্বারা কোন কাজ সারিয়া লইয়াছিল, কিন্তু মদ দেয় নাই। হস্তী সেই প্রতিশ্রুত পুরস্কার না পাইয়া ক্রোধে মাহুতের প্রাণ বধ করিল। মাহুতের স্ত্রী সমক্ষে স্বামিহত্যা দেখিয়া মৃত্যু কামনায় আপনি দুই শিশু সন্তান লইয়া হস্তির

(৩৩)

পদতলে পড়িল, এবং কহিল "হে হস্তি তুমি আমার পতিহত্যা করিয়াছ অতএব আমাদিগকেও মারিয়া ফেল।" হাতী তৎক্ষণাৎ অনুতাপিত হইয়া মাহুতের জ্যেষ্ঠ পুত্র কে শুণ্ড দ্বারা আপন স্কন্ধে উঠাইয়া লইল। অর্থাৎ তাহাকেই আপন মাহুত বলিয়া মানিয়া নিল। তদবধি আর কাহাকেও আপন স্কন্ধে চড়িতে দিত না।

কোন মাহুত পথে যেতে যেতে একটা নারিকেল পাইয়াছিল। এবং তখনি তাহা খাইবার অভিলাষে হাতির মাথায় আছাড় মারিয়া ভাঙিল। তাহাতে বড় বেদনা বোধ হইলেও হাতী সে দিন মাহুতকে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। পরদিন হাতী যেমন বাজার দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। অমনি শুঁড় দিয়া এক দোকান হইতে একটা নারিকেল তুলিয়া লইল, এবং সেই নারিকেল দিয়া মাহুতের মাথায় এমত জোরে আঘাত করিল যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণত্যাগ হইল।

---

(৩৪)

এক মাহুতের স্ত্রী আপন শিশু সন্তানকে পিঁড়ির উপর শুয়াইয়া হাতির সম্মুখে রাখিয়া হাট বাজার করিতে যাইত। হাতী শুঁড় নাড়িয়া সেই ছেলের গায় মসা মাছি বসিতে দিত না। যদি কখন ছেলেটী ঘুম ভাঙিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিত। হস্তী অমনি শুঁড় দিয়া সাবধানে সেই পিঁড়িখানি তুলিয়া লইয়া দোলাইয়া দোলাইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে ঘুম পাড়াইত। হস্তী সেই শিশুকে এমত ভাল বাসিত, যে সে কাছে না থাকিলে আহার করিত না।

কোন লোক এক চিড়িয়াখানায় হাতি দেখিতে গিয়া, এক খানা রুটি, হাতিকে যেন খাইতে দিবে এই রূপ ছল করিয়া, মুখের নিকট ধরিল। হাতী তাহা খাইবার জন্য যেমন শুঁড় বাড়াইল অমনি আর তাহা না দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হস্তী তাহার সেই ঠাট্টা বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে এমন শুণ্ডাঘাত করিল যে ভূতলে পড়িয়া তাহার পাঁজর ভাঙিয়া গেল।

(৩৫)

ব্যাঘ্র

ব্যাঘ্রের তুল্য হিংস্র ও মারাত্মক জন্তু আর নাই। ইহারা যেমন বলবান্ তেমনি ভয়ঙ্কর। সিংহ বিরক্ত অথবা ক্ষুধিত না হইলে হিংসা করে না, কিন্তু ব্যাঘ্র সেরূপ নয়। ইহারা যত প্রাণি দেখিতে পায় সকলকেই বধ করে। প্রাণি বধ করিয়া ইহাদের আশ মিটে না। ব্যাঘ্র মানুষ দেখিলে ভয় পায় না, মানুষের রক্তই অধিক ভাল বাসে।

বাঘের গায়ের লোম পীতবর্ণ, উপরে কাল কাল ডোরা। দেখিতে বড় সুন্দর। পেট ও পায়ের ভিতর দিক কেবল সাদা।

ব্যাঘ্র, সকল পশুকেই আক্রমণ করিয়া থাকে, কখন কখন সিংহকেও আক্রমণ করে। তখন উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, ও উভয়েই বিনষ্ট হয়।

বাঘ কখনও পোষ মানে না। যে ব্যক্তি ইহাকে পুষিয়া প্রত্যহ আহার দেয়, যো পাইলে তাহারও ঘাড় ভাঙিয়া রক্ত খায়। কিন্তু শিশুকালে কোন কোন ব্যাঘ্রকে অহিংস্র দেখা গিয়াছে।

---

(৩৬)

ব্যাঘ্র বড় শোণিতপ্রিয়। ইহারা যখন কোন জন্তু বধ করে, অগ্রেই তাহার রক্ত পান করে, পরে মাংস খায়। যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তবে হত জন্তুর শরীরের ভিতর আপনার চক্ষু পর্য্যন্ত প্রবেশিত করিয়া পেট ভরিয়া রক্ত পান করে।

ইহারা এত শক্তি ধরে যে গরু হরিণ প্রভৃতি জন্তু মুখে করিয়া অনায়াসে খানা ডোবা ডিঙিয়া পলায়ন করে। বড় বড় মহিষকেও বধ করিয়া পিঠে ফেলিয়া লইয়া যায়।

বড় বড় বাঘ লম্বে ও উচ্চে সিংহের সমান হয়। মাঝারি বাঘ দুই হাত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহারা হরিণ ও বনবরাহ খাইতে ভাল বাসে। ক্ষুদ্রজাতীয় বাঘ দেড় হাতের অধিক উচ্চ হয় না, কিন্তু বড় ধূর্ত্ত ও মনুষ্যের রক্ত মাংস অধিক ভাল বাসে।

ব্যাঘ্র সচরাচর নদীর তীরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কোন জন্তু জল খাইতে আসিলে ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া অতি বেগে তাহার উপর লাফিয়া পড়ে। কখন কখন লোকালয়ে আসিয়া

(৩৭)

কুটীরের ও গোয়ালের আগড় ভাঙিয়া গোরু মানুষ ছাগল ভেড়া যা পায় ধরিয়া লইয়া যায়।

সিংহীর ন্যায় বাঘিনীও একবারে চারি পাঁচ সন্তান প্রসব করে। নবপ্রসূতা ব্যাঘ্রী অধিক হিংস্রক ও ভয়ানক হয়।

হঠাৎ বাধা দিতে পারিলে কখন কখন ব্যাঘ্র ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়। কোন সময়ে কয়েকটি বিবি ও সাহেব সুন্দরবনে এক নদীর তীরে বৃক্ষের তলে বসিয়া আহার ও আমোদ প্রমোদ করিতেছিল। হঠাৎ এক বাঘ আসিয়া আক্রমণের উপক্রম করিলে, তৎক্ষণাৎ এক বিবি আপনার ছাতা বাঘের মুখের উপর খুলিয়া ধরিল। বাঘ ভয় পাইয়া পলাইয়া গেল।

ভালুক

শাদা, কাল, ধূসর এই তিন বর্ণের ভালুক দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা ভালুক হিমপ্রধান দেশে জন্মে। ইহারা অতিবলবান্ ও প্রকাণ্ড শরীর। কেবল মৎস আহার করে। কাল ও ধূসর

---

(৩৮)

বর্ণের ভালুক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ফল মূল শস্য ভক্ষণ করে। কখন কখন মৎস মাংসও আহার করিয়া থাকে। যে সকল দুর্গম গিরিগহ্বরে সর্ব্বদা মনুষ্যের গতায়াত নাই ইহারা সেই খানে বাস করে।

ভালুকের অঙ্গে ঘন ঘন লম্বা লম্বা লোম আছে, এজন্য শীত বাত বৃষ্টিতে ক্লেশ পায় না। ইহাদের গোল গোল ছোট ছোট কাণ। চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। পা ও উরু অতিশয় দৃঢ় ও মাংসল। প্রত্যেক পায় পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি থাকায় সম্মুখের পা দিয়া হস্তের কার্য্য করিতে পারে। আঙুলের আগায় বড় বড় ধারাল নখ হয়। ভালুকের শ্রবণশক্তি ঘ্রাণশক্তি ও স্পর্শশক্তি বড় প্রবল। ইহাদের স্বর গম্ভীর কর্কশ ও ভয়ানক।

বর্ষার শেষে ভালুক বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হয়। শীতের আরম্ভ হইলে পর্ব্বতের গহ্বরে প্রবেশ করে। কিছু খায় না, মরার মত হইয়া সমুদায় শীত কাল কাটায়। এই কালে ভল্লুকীর সন্তান হয়। ভালুক টের পাইলে সেই ছানা খাইয়া ফেলে, এজন্য ভল্লুকী তাহার কাছ ছাড়া হইয়া

(৩৯)

অন্য কোন গোপনীয় গহ্বরে গিয়া প্রসব হয়। চারি মাস আপনি কিছু না খাইয়াও সন্তানকে স্তন পান করায়, ও অতিশয় স্নেহে প্রতিপালন করে।

ভল্লুকী ছয় মাস গর্ব্ভ ধারণ করিয়া অগ্রহায়ণের শেষে একবারে দুই তিন সন্তান প্রসব করে। ভালুকের ছানা প্রথমে পীতবর্ণ ও পিণ্ডের মত গোলাকার হয়, কেবল মুখের দিকে কিঞ্চিৎ সরু। ২৮ দিন পর্য্যন্ত চক্ষু ফুটে না।

বসন্ত কালের আরম্ভে ভল্লুকী ছানা গুলি সঙ্গে লইয়া বাহির হয়। অনাহারে অতি কৃশ, ও ক্ষুধায় বড় কাতর, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আহার অন্বেষণ করে। গাছে চড়িয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কত গুলা ফল ভক্ষণ করে। যখন গাছে চড়ে পাছের পায়ে ডাল ধরিয়া সমুখের পা দিয়া ফল পাড়িয়া খায়। ইহারা খেজুর খাইতে বড় ভাল বাসে।

ভালুক বড় নিষ্ঠুর জন্তু, অতি অল্পেই রাগিয়া উঠে ও নখ দিয়া চিরিয়া ফেলে। পরিশেষে সমুখের দুই পা দিয়া আপন কোলের মধ্যে

---

(৪০)

এমত চাপিয়া ধরে, যে ধৃত ব্যক্তির নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ হয়।

ভালুকের বোধ শক্তিও বিলক্ষণ আছে। ভালুকেরা কখন কখন রাত্রিকালে ক্ষেতে পড়িয়া যব, গম, ধান উপড়ায় ; এবং মাটীতে আছড়িয়া বীজ সকল ছাড়াইয়া ভক্ষণ করে। পাতিয়া শুইবার নিমিত্ত বিচালি লইয়া যায়। ইহারা মধু পান করিতে এত ভাল বাসে, যে তাহার জন্যে নানা চাতুরী করে ও অনেক কষ্ট সয়।

পোষা ভালুক অনেক শান্ত। যে প্রতিপালন করে তাহার অবাধ্য হয় না। ভালুক পুষিয়া তাহাকে সোজা হইয়া চলিতে ও নাচিতে এবং নানা কৌতুক করিতে শিখায়। ভালুক সহজে শিখিতে চায় না, নির্দ্দয় দুরাত্মা লোকেরা শিখাইবার নিমিত্ত বিস্তর যাতনা দেয়।

কোন কোন দেশের লোকেরা ভালুকের চর্ম্মে বিছানা গায়ের কাপড় ও টুপি প্রস্তুত করে। এবং বরফের উপর দিয়া চলিতে পারিবার জন্য জুতোর তলাও গড়ে। ভালুকের নাড়ী অভ্রের মত স্বচ্ছ এজন্য ঐ লোকেরা সেই নাড়ীর চর্ম্মে

(৪১)

জানালার পরদা তৈয়ার করে। ঐ পরদায় আলো আটকায় না। আর ভালুকের ঘাড়ের হাড় দিয়া তাহারা ঘাসও কাটিয়া থাকে।

গণ্ডার।

গণ্ডার কেবল হস্তি অপেক্ষায় আকারে ছোট, কিন্তু বল ও বিক্রমে কাহা অপেক্ষাও ন্যূন নয়। গণ্ডার হিংস্রক নহে অথচ ভাল পোষ মানে না। কখন কখন ইহার এমত রাগ উপস্থিত হয় যে কোন মতেই সান্ত্বনা করা যায় না। একবার একটা গণ্ডারকে এক জাহাজে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পথের মধ্যে হঠাৎ সে রাগপ্রাপ্ত হইয়া জাহাজখান ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপ আরও একটা গণ্ডার জাহাজ ভাঙিয়া ফেলিয়া সমুদ্রে ডুবে মরিয়াছিল।

ইহারা কাদায় পড়িয়া খেলা করিতে ভাল বাসে। এজন্য যেখানে মনুষ্যের গতায়াত নাই এমন জলা বিল ও নদীর তটে সচরাচর বাস করে। বাঙ্গালা, শ্যাম, চীন, জাবা, সিংহল এই সকল দেশ গণ্ডারের জন্ম স্থান।

---

(৪২)

গণ্ডারের চর্ম্ম এমত কঠিন যে তা ব্যাঘ্রের নখরে বিদ্ধ হয় না, হস্তির দন্তে বিদারিত হয় না, তরবারের ধারে কাটা যায় না, বন্দুকের গুলিতেও ভেদ হয় না। ইহার ওষ্ঠ অধরের উপর ঝুলে পড়িয়া আছে, ওষ্ঠ দিয়া খাবার বস্তু মুখে তুলিয়া লয়। ইচ্ছা মত ওষ্ঠ বাড়াইতে ও এদিক ওদিক ফিরাইতে পারে।

বহুদিন অন্তর গণ্ডারীর সন্তান হয়। একবারে একটীর অধিক হয় না। প্রথম মাসে সন্তান দেখিতে শূকরের মত। তখন শৃঙ্গ থাকে না, পরে ক্রমশঃ যত বয়স বাড়ে নাকের উপর একটি শৃঙ্গ বাহির হইতে থাকে। উহাকেই লোকে গণ্ডারের খড়্গ বলে। গণ্ডারের শৃঙ্গ দু হাত আড়াই হাত লম্বা হয়।

গণ্ডার কাঁচা ঘাস, কাঁটা শাক ও সকল প্রকার শস্য ভক্ষণ করে। সর্ব্বাপেক্ষায় ইক্ষু খাইতে বড় ভাল বাসে।

গণ্ডারের শ্রবণ শক্তি বড় তীক্ষ্ণ। যদি কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পায় অমনি মনোযোগ পূর্ব্বক সেই দিকে কাণ পাতিয়া রয়। ইহার

(৪৩)

ঘ্রাণশক্তিও বড় তীক্ষ্ণ, শত্রু ব্যক্তি দূরে থাকিলেও গন্ধ দ্বারা টের পায়। গণ্ডার ঠিক সম্মুখের বস্তুই দেখিতে পায়, আশ পাশের দেখিতে পায় না। যখন কোন শত্রুকে আক্রমণ করিতে ধায়, কোন বাধা না মানিয়া কেবল সোজা দৌড়ায়। শরীরে ঘর্ষণে গাছ পালা ভাঙিয়া চুরিয়া যায়, এবং সম্মুখে যাহা কিছু পড়ে শৃঙ্গ দ্বারা তুলিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়।

গণ্ডারের চর্ম্মে ঢাল হয়। শৃঙ্গে উত্তম উত্তম কৌটা বাটী জলপাত্র ও খেলানা প্রস্তুত হয়। ইহার মাংস আফ্রিকা দেশের লোকেরা রুচি পূর্ব্বক ভক্ষণ করে, এবং আমাদের ভারতবর্ষেও পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্যামদেশের লোকেরা ইহার শৃঙ্গ বিষঘ্ন বলিয়া আদর করে।

গণ্ডার বাছুরের মত শব্দ করে। ইহারা ৭০/৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

উষ্ট্র

জগদীশ্বর আরব দেশের জন্যই উটের সৃষ্টি করিয়াছেন। আরবীয়েরা ইহার দুগ্ধ পান

---

(৪৪)

করে। লোমে গাত্রবস্ত্র ও তাম্বু প্রস্তুত করে। ইহার মাংস খায় ও বিষ্ঠা জ্বালায়। স্ত্রী পুত্ত্রাদি পরিবার ও গৃহস্থালী দ্রব্য সকলি উটের পৃষ্ঠে লইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া কেবল উটের গুণেই পরিত্রাণ পায়। অতএব উষ্ট্রই আরবদিগের পরম ধন।

আরব দেশের মরু ভূমি অতি ভয়ানক। সে স্থানে জলাশয় নাই, বৃক্ষের ছায়া নাই, অধিক কি কহিব একগাছি তৃণও নাই ; যে দিকে চাও কেবল অপার বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। বিশেষতঃ যখন মধ্যাহ্নকালে দারুণ রৌদ্র হয়, বালির রাশি তাতিয়া উঠে, অগ্নির কণার মত বালি সকল ঝড়ে উড়িতে থাকে, কোন জীব জন্তু চলিতে পারে না। তখন ধৈর্য্যশালী দুঃখসহিষ্ণু উষ্ট্র নাসিকার উপরের চর্ম্ম দ্বারা নাসিকার দ্বার আবৃত করিয়া চক্ষু মুদিয়া সেই মরুভূমির উপর দিয়া অনায়াসে গতায়াত করে।

উটের পদতল কোমল, এজন্য বালির উপর দিয়া গতায়াত করিতে তাহার ক্লেশ হয় না।

(৪৫)

গোরু ও মহিষের যেমন চারিটা পাকস্থলী আছে উটের সেরূপ নয়। ইহার আরো একটা অধিক আছে। ঐ পাকস্থলীতে কয়েক দিনের মত পানীয় জল একবারে পূরিয়া রাখে, ও প্রয়োজন মতে ব্যবহার করে। অতএব পাঁচ সাত দিন জল না জুটিলেও উটের কষ্ট হয় না। উষ্ট্র কেবল গোটা কতক খেজুর ও কাঁটা ঘাস খাইয়া দিন কাটাইতে পারে। ইহারা তিন পোয়া পথ থাকিতে গন্ধ দ্বারা জল টের পায়।

উষ্ট্রের সমান শান্ত ও ধৈর্যশালী পশু আর দেখা যায় না। ইহারা অগ্নি তুল্য তপ্তবালির উপর দিয়া প্রতিদিন ৫০/৬০ ক্রোশ করিয়া ক্রমিক নয় দশ দিন চলে, একবারও পরাঙ্মুখ হয় না। যখন দারুণ উত্তাপে তাপিত হয় তখনই কেবল উন্মত্তের ন্যায় হইয়া আপন প্রভুকে কামড়াইতে যায়।

তুরুস্ক, পারস্য ও মিসর দেশের লোকেরা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বড় বড় বোঝা চাপাইয়া দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যায়। যখন বাণিজ্য যাত্রা করে সহস্র সহস্র উট একত্রিত করিয়া

---

(৪৬)

দল বাঁধিয়া চলিয়া যায়। উট যখন বোঝাই লয় উদর পাতিয়া মাটীতে শয়ন করে, এবং পা গুটাইয়া পেটের তলে রাখে। বোঝাই হইবা মাত্রেই আপনি উত্থিত হয়। যদি অধিক ভার চাপান যায় তবে উঠিতে চায় না, কাতর স্বরে চীৎকার করিতে থাকে। উটকে চালাইবার জন্যে চাবুক মারিতে হয় না, কেবল বাঁশি বাজাইলেই তাহার স্বর শুনিয়া আনন্দে চলিয়া যায়।

উটের সন্তান একবারে একটীর অধিক হয় না। ছয় বৎসর বয়সে উট পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়, এবং চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

সম্পূর্ণ।

বর্ণপরিচয় ১ ও ২

২৫৩—৩০৭

শিশুবোধক

৩০৯—৪০৪

বর্ণপরিচয়।

প্রথম ভাগ।

অসংযুক্ত বর্ণ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

একাদশ বার মুদ্রিত।

CALCUTTA:

THE SANSKRIT PRESS.

No 1. College Square

Printed And Published

BY

HARISH CHANDRA TARKALANKAR.

1858.

মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

প্রথম বার	মুদ্রিত	৬০০০
দ্বিতীয় বার	,,	৫০০০
তৃতীয় বার	,,	৫০০০
চতুর্থ বার	,,	৫০০০
পঞ্চম বার	,,	৫০০০
ষষ্ঠ বার	,,	৫০০০
সপ্তম বার	,,	১০০০০
অষ্টম বার	,,	১০০০০
নবম বার	,,	১০০০০
দশম বার	,,	৫০০০
একাদশ বার	,,	২৫০০০

বিজ্ঞাপন।

বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকালাবধি বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় দীর্ঘ ৯কার ও দীর্ঘ ঌকারের প্রয়োগ নাই। এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণ স্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড ঢ য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ পদমধ্যে অথবা পদান্তে থাকিলে ড় ঢ় য় হয়। সুতরাং উহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ত্রই পরস্পর ভেদ আছে তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই শ্রেয়ঃকল্প এই নিমিত্ত উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়। সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ এ জন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ।
১৬ই আষাঢ়। সংবৎ ১৯১২।

বর্ণপরিচয়।

প্রথম ভাগ।

স্বরবর্ণ।

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ ৯

এ ঐ ও ঔ

বর্ণ পরিচয়ের পরীক্ষা।

অ এ ঋ ই

ও ৯ ঐ উ

ঔ ঈ আ ঊ

ব্যঞ্জন বর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

য র ল ব শ ষ স হ

ড় ঢ় য় ং ঃ ঁ

বর্ণ পরিচয়ের পরীক্ষা।

র ব ক ঝ ধ

য য় ট ষ ঘ

ম স খ থ ফ

চ ঠ ছ ণ ন

গ ল শ ত ভ

ড ড় ঙ জ হ

ঞ দ প ঢ ঢ়

অংথ	কর	চর	ধন
ইহ	খল	ছল	নখ
ঈশ	গণ	জল	নত
ঋণ	গত	তট	নর
এক	ঘন	দশ	পট

পণ	ভয়	রথ	বশ
পথ	মত	রব	শঠ
পদ	মন	রস	শত
পর	যব	বক	শর
ফল	যশ	বট	শব
বল	রণ	বন	শশ

অচল	অভয়	আদর	ঈষৎ
অধম	অযশ	আনন	উদয়
অধর	অলস	আলয়	উদর
অনল	অবশ	আশয়	উভয়
অপর	আকর	ইতর	একক

ঔষধ   গগন   জঠর   দশম
কপট   গরল   জনক   ধবল
কলম   চপল   তনয়   ময়ন
কলস   চরণ   তরল   নবম
কলহ   চরম   দমন   পবন

পরম   বচন   সকল
ভবন   বসন   সদয়
মরণ   শকট   সফল
যবন   শয়ন   সরল
লবণ   শরণ   সহজ

অনশন   করতল
অপচয়   জলচর
অসময়   জলধর
আচরণ   পদতল
আভরণ   পরবশ
আহরণ   শতদল

আ া

ক	আ	কা
ন	আ	না
ম	আ	মা

ই ি

ক	ই	কি
ছ	ই	ছি
ঝ	ই	ঝি

ঈ ী

ক	ঈ	কী
জ	ঈ	জী
ভ	ঈ	ভী

উ ১
ক ট ক
উ উ উ উ
কু টু কু
ঊ ২
ক ত থ
ঊ ঊ ঊ ঊ
কূ তূ থূ
ঋ ৩
ক ষ প
ঋ ঋ ঋ ঋ
কৃ ষ প

এ ে

ক এ কে

র এ রে

স এ সে

ঐ ৈ

ক ঐ কৈ

খ ঐ খৈ

দ ঐ দৈ

ও ো

ক ও কো

গ ও গো

ঘ ও ঘো

কাক	তাপ	ভার	বার
কাচ	দার	ভাব	বাস
কাল	দাস	মান	শাক
গান	নাম	মাস	শাণ
ঘাম	নাশ	রাগ	শাপ
ঘাস	পাঠ	লাভ	সার
জাল	পাপ	বাণ	হাত
ডাল	ভাগ	বাম	হার

তিল	দীন	শীল	মুখ	দূর
দিন	ধীর	হীন	শুক	ধূম
বিষ	নীল	কুল	শুভ	মূঢ়
হিত	পীত	কুশ	সুখ	মূল
হিম	ভীত	গুড়	কূপ	কৃচ্ছ
কীট	বীজ	গুণ	কূল	কৃপ
গীত	বীর	ঘুণ	তূণ	শূল
জীব	শীত	তুষ	দূত	কৃশ

গৃহ	খেদ	তৈল	বোধ	গৌর
ঘৃত	দেশ	শৈল	ভোগ	পৌষ
তৃণ	ভেদ	কোণ	যোগ	মৌন
দৃঢ়	মেঘ	কোপ	রোগ	লৌহ
মৃগ	মেষ	গোল	রোষ	শৌচ
মৃত	লেশ	ঘোষ	লোক	——
বৃষ	বেশ	চোর	লোভ	
কেশ	শেষ	দোষ	শোক	

পিতা	পূজা	কবি	গুরু	পাতা
মাতা	নিধি	বিধি	কৃপা	দয়া
লতা	ধেনু	বাণী	পটু	মালা
শাখা	সেনা	মৃদু	তরু	সভা
শিখা	সাধু	ঘৃণা	মধু	কটু
সদা	শিশু	শোভা	দশা	রীতি
বাধা	বেণু	সেবা	কথা	ঋজু
ধারা	শশী	লঘু	বহু	পুরী

আশা দাতা নীতি কৃষি মেধা
পশু দিবা রবি শিলা আদি
আভা দধি ধাতু ভূমি রাশি
খেলা মণি সুখী গিরি —
চূড়া রিপু সেতু সুধা
বেণী ঋতু হেতু নদী
নারী যদি সীমা মায়া
টীকা বাহু কৃমি পীড়া

—

অতিথি অশেষ ভূষণ আচার
অতীত বিশেষ মসৃণ ভুবন
অসার আদৃত বিষম কুশল
আয়াস আবৃত মহিষ আহার
আকার কারণ হরিণ বিকার
আকুল বিধান দয়ালু আদেশ
কানন বাহন অসীম অথবা
পুলক ময়ুর পৃথিবী দুরূহ

মহিমা	নিষেধ	চতুর	বাসনা
কুপিত	বিরোধ	কঠোর	বিড়াল
কেবল	বিষয়	কোমল	কিরীট
নিয়ম	সাগর	কৌতুক	অলীক
শিরীষ	শৈশব	ঐহিক	তাদৃশ
ঈদৃশ	শাসন	বালিকা	উপায়
রুধির	কুসুম	গৌরব	উদার
রসনা	কষায়	সৌরভ	বিরাগ

বিরাম	মুকুল	নৃপতি	চামর
একাকী	করুণা	পুরুষ	লোচন
কৃপণ	কঠিন	পায়স	পৈতৃক
সমান	গণনা	মহিষী	মায়াবী
সদৃশ	ভৃকুটী	মেদিনী	মেধাবী
নূতন	ভূপতি	মাতুল	বৈশাখ
নবীন	অবৈধ	কৌপীন	বিনাশ
কৃপালু	অশৌচ	আষাঢ়	বানর

বামন	শিশির	শীতল
সারস	রোপণ	যৌবন
বিষাদ	সাহস	যামিনী
মৃগয়া	শারিকা	জীবন
ষোড়শ	শিথিল	রোদন
শোণিত	মানুষ	শোধন
কোকিল	সহায়	রজনী
শৃগাল	সমাজ	গৃহিণী

অতিশয়	নিরূপণ	নৈয়ায়িক
অধিকার	রমণীয়	বিভূষিত
অনুমান	উপহাস	অভিনব
অনুপম	সুশোভিত	রাশীকৃত
অনুরাগ	আরোহণ	অপচার
পুরাতন	মনোযোগ	অপরাধ
মনোহর	কৌতূহল	অভিমান
পরিহাস	সমাবেশ	অপঘাত

অপলাপ	কারাগার	অবিকল
অবকাশ	বশীভূত	মধুকর
কোলাহল	যাবতীয়	সবিশেষ
দুরাচার	পরিচয়	অবশেষ
পরিশোধ	অকারণ	পরিতোষ
অভিষেক	অতিরেক	পরিশেষ
অনায়াস	উপদেশ	অসদৃশ
পূজনীয়	পরিজন	বিসদৃশ

সমুদয়	মাতামহ
সমুদায়	বিবেচনা
সদাশয়	আলোচনা
মহোদয়	জাগরণ
মহাশয়	পুলকিত
পরিসর	বিপরীত
পিতামহ	সমাপন

অনবকাশ	অনুশীলন	অবিচলিত
অভিনিবেশ	সচরাচর	অনুশোচনা
নিরবশেষ	অনবধান	অবিবেচনা
অসাধারণ	উপঢৌকন	অপরিচিত
বিচারালয়	পারিতোষিক	অনধিকার
পরিগৃহীত	মহানুভব	অনতিদূরে
অনুগৃহীত	অনুধাবন	অভিলষিত
নিরাকরণ	বৈয়াকরণ	নিরপরাধ

অংশ	দুঃখ	কাঁদ
বংশ	দুঃখিত	চাঁদ
হংস	দুঃশীল	দাঁত
মাংস	দুঃসহ	ফাঁদ
সিংহ	নিঃশেষ	বাঁধ
হিংসা	নিঃসৃত	বাঁশ
কিংশুক	দুঃসাহস	হাঁস
বিংশতি	নিঃসংশয়	আঁচল
সংশয়	মনঃসংযোগ	সিঁদুর

১

বড় গাছ।
ছোট পাতা।
লাল ফুল।
ভাল জল।
ঘন দুধ।
কাল চুল।
সোজা পথ।

২

কথা শুন।
পুথি পড়।
হাত ধর।
পথ ছাড়।
বাড়ী যাও।
জল আন।
ভাত খাও।

৩

দুধ খায়।
খেলা করে।
কথা কয়।
হাত নাড়ে।
গান করে।
মেঘ ডাকে।
জল পড়ে।

৪

কোথা যাও।
কি পড়।
কাছে এস।
চুপ কর।
মুখ ধোও।
চেয়ে দেখ।
ধীরে চল।

৫

নূতন ঘটী।
পুরাণ বাটী।
কাল পাথর।
সাদা কাপড়।
চৌড়া কপাট।
ছোট দুয়ার।
শীতল জল।

৬

বাহিরে যাও।
ভিতরে এস।
কপাট খোল।
কাপড় পর।
চাদর আন।
দুয়াত রাখ।
কলম দাও।

৭

আমি যাইব।
সে আসিবে।
কে ডাকিতেছে।
তিনি গিয়াছেন।
তুমি যাও।
তাঁহারা গেলেন।
আমরা দেখিলাম।

৮

কাক ডাকিতেছে।
ঘোড়া দৌড়িতেছে।
গরু চরিতেছে।
পাখী উড়িতেছে।
জল পড়িতেছে।
পাতা নড়িতেছে।
ফল ঝুলিতেছে।

৯

আমার বই নাই।
তোমার কলম নাই।
যদুর কাগজ আছে।
রামের কালী নাই।
মধুর ভাল দুয়াত।
নবীনের কাল কাপড়।
ভুবনের ছাতা নাই।

১০

তুমি হাসিতেছ কেন।
সে বসিয়া আছে।
আমি পড়িতে যাইব।
তিনি কখন আসিবেন।
আমি কালি যাইব।
তুমি কোথায় যাও।
তোমরা কি করিতেছ।

১১

আমি মুখ ধুইয়াছি।
তুমি কাপড় পর।
তোমার ধুতি কই।
আমার চাদর নাই।
মাধব পড়িতে গিয়াছে।
যাদব শুইয়া আছে।
মধু খেলা করিতেছে।

১২

তুমি কখন পড়িতে যাইবে।
তিনি কালি সকালে আসিবেন।
তোমার গৌন হইল কেন।
আমি আজি বিকালে যাইব।
কালি আমরা পড়িতে যাই নাই।
সে কখন বাড়ী গেল।
আমি সেখানে গিয়াছিলাম।

১৩

কখন মিছা কথা কহিও না।
কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।
কাহাকেও গালি দিও না।
ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।
রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না।
পড়িবার সময় গোল করিও না।
সারা দিন খেলা করিও না।

১৪

আমার অসুখ হইয়াছে আজি পড়িতে যাইব না।

কালি জল হইয়াছিল পথে কাদা হইয়াছে।

তুমি দৌড়িয়া যাও কেন পড়িয়া যাইবে।

কৈলাস কালি পড়া বলিতে পারে নাই।

উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে।

কালি বিকালে রাম আমাদের বাড়ী আসিবে।

কেদার আজি পড়িতে যায় নাই।

১৫

তারক ভাল পড়িতে পারে।

ঈশান কিছুই পড়িতে পারে না।

সদয় কালি পড়া বলিতে পারে নাই।

শশী বেস পড়ে সে আমাকে পড়া বলিয়া দেয়।

অভয় বড় বোকা যা পড়ে তাই ভোলে কিছুই মনে থাকে না।

উদয় কালি গালি দিয়াছিল আমি তাহার সহিত কথা কহিব না।

বেণী সারা দিন খেলা করিয়া বেড়ায় লেখা পড়ায় মন দেয় না।

১৬

আর রাত্তি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে গুরুমহাশয় রাগ করিবেন। নূতন পড়া দিবেন না।

১৭

বেলা হইল। পড়িতে চল। আমার কাপড় পরা হইয়াছে। তুমি এখন কাপড় পর নাই। আমার বই লইয়াছি। তোমার বই কোথা। এস যাই আর দেরি করিব না। কালি আমরা সকলের শেষে গিয়াছিলাম। সব পড়া শুনিতে পাই নাই।

১৮

দেখ রাম কালি তুমি পড়িবার সময়ে বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল করিলে ভাল পড়া হয় না। কেহ শুনিতে পায় না। তোমাকে বারণ করিতেছি আর কখন পড়িবার সময় গোল করিও না।

১৯

নবীন কালি তুমি বাড়ী যাইবার সময়ে পথে ভুবনকে গালি দিয়াছিলে। তুমি ছেলে মানুষ জান না কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়। আর যদি তুমি কাহাকেও গালি দেও আমি সকলকে বলিয়া দিব কেহ তোমার সহিত কথা কহিবে না।

২০

গিরিশ কালি তুমি পড়িতে এস নাই কেন। শুনিলাম কোন কাজ ছিল না মিছামিছি কামাই করিয়াছ। সারা দিন খেলা করিয়াছ। রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ। বাড়ীতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজি তোমাকে কিছু বলিলাম না দেখিও আর যেন এমন হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	শূন্য

সম্পূর্ণ।

বর্ণপরিচয়।

Varna Parichaya

Part 2nd

দ্বিতীয় ভাগ।

সংযুক্ত বর্ণ।

---

by

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

Ishwara Chandra Vidyasagar

অষ্টম বার মুদ্রিত।

CALCUTTA:

THE SANSKRIT PRESS.

No 1. College Square.

1858.

মূল্য দুই পয়সা।

প্রথম বার মুদ্রিত		৬০০০
দ্বিতীয় বার	"	৫০০০
তৃতীয় বার	"	৫০০০
চতুর্থ বার	"	৫০০০
পঞ্চম বার	"	১০০০০
ষষ্ঠ বার	"	৫০০০
সপ্তম বার	"	৫০০০
অষ্টম বার	"	২৫০০০

বিজ্ঞাপন।

বালকদিগের সংযুক্তবর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্তবর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগমাত্র শিখাইবেন অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণ বিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই অত্যন্ত কষ্ট হইবেক এবং শিক্ষা বিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে অতিশয় নীরস বোধ হইবে ও বিরক্তি জন্মিবে এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। ঐ সকল পাঠ বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হইবার যোগ্য বিষয় লইয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য স্ব স্ব ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃতকালেজ।

১লা আষাঢ়। সংবৎ ১৯১২।

বর্ণ পরিচয়।

দ্বিতীয় ভাগ।

সংযুক্ত বর্ণ।

য ফলা।

য ্য

ক য ক্য ঐক্য, বাক্য, অনৈক্য, মাণিক্য, একবাক্য।

খ য খ্য মুখ্য, আলেখ্য, অসংখ্য, সংখ্যা, বিখ্যাত, অখ্যাতি, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা।

গ য গ্য ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য, যোগ্যতা, বৈরাগ্য, সৌভাগ্য।

চ য চ্য বাচ্য, বিবেচ্য, অচ্যুত, পদচ্যুত।

জ য জ্য ভোজ্য, রাজ্য, বিভাজ্য, অনুযোজ্য।

ট য ট্য নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য, পারিপাট্য।

ণ য ণ্য গণ্য, পুণ্য, অরণ্য, নৈপুণ্য, লাবণ্য, বৈগুণ্য।

ত য ত্য নিত্য, ভৃত্য, সত্য, হত্যা, অত্যাচার, মৃত্যু।

থ য থ্য তথ্য, পথ্য, নেপথ্য, মিথ্যা।

দ য দ্য অদ্য, সদ্য, বাদ্য, বৈদ্য, উদ্যত, উদ্যম,
বিদ্যমান, বিদ্যা, উদ্যান, অদ্যাপি, বিদ্যুৎ।

ধ য ধ্য বাধ্য, অবাধ্য, সাধ্য, অসাধ্য, মধ্য, মধ্যম,
অধ্যয়ন, অধ্যাপক।

ন য ন্য অন্য, ধন্য, ধান্য, মান্য, শূন্য, সৌজন্য,
সামান্য, মালিন্য, অন্যায়।

ভ য ভ্য লভ্য, সভ্য, অসভ্য, অভ্যাস, অভ্যাগত।

ম য ম্য রম্য, কাম্য, সৌম্য, অগম্য, বৈষম্য।

য য য্য ন্যায্য, অন্যায্য, শয্যা।

ল য ল্য কল্য, বাল্য, মাল্য, তুল্য, মূল্য, অমূল্য,
বাৎসল্য, কল্যাণ।

ব য ব্য গব্য, নব্য, দিব্য, ব্যয়, তালব্য, ব্যসন,

হ য হ্য সহ্য, অসহ্য, বাহ্য।

১ পাঠ।

ঘোষালদের একটি ছেলে আছে। তার নাম গোপাল। গোপালের বয়স্ ছ বছর। গোপাল যা পায় তাই খায় যা পায় তাই পরে। ভাল খাব ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না। তার বাপ মা যখন যা বলেন তাই করে কখন তাঁদের কথা অন্যথা করে না। ভাই ভগিনী গুলিকে অতিশয় ভাল বাসে। কখন তাদের সহিত ছগড়া করে না ও তাদের গায় হাত তোলে না। এজন্যে তার পিতা মাতা তাকে বড় ভাল বাসেন।

গোপাল যখন পড়িতে যায় পথে খেলা করে না এবং মিছামিছি দেরি করে না। পাঠশালায় গিয়া আপনার জায়গায় বসে। আপনার জায়গায় বসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে থাকে। যাবৎ পড়া অভ্যাস না হয় অন্য দিকে চায় না। যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন মন দিয়া শুনিতে থাকে।

খেলিবার ছুটী হইলে যখন সকল বালক খেলিতে থাকে গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা খেলিবার সময় ঝগড়া করে মারামারি

করে। গোপাল তেমন নয়। সে এক দিনও কার সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না।

পাঠশালার ছুটী হইলে গোপাল বাড়ী আসিয়া আগে পড়িবার বই খানি ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয়। পরে কাপড় ছাড়িয়া হাত পা ও মুখ ধোয়। গোপালের মা যা কিছু খাবার দেন গোপাল তাই খায়। খাইয়া আপনার ভাই ভগিনী গুলি লইয়া খানিক খেলা করে। পরে পাঠশালায় যে নূতন পাঠ পড়িয়া আইসে সেই পাঠ অভ্যাস করিতে বসে। পাঠ অভ্যাস হইলে আহার করিয়া শয়ন করে।

গোপাল লেখা পড়ায় একবারও আলস্য করে না। দিন দিন যাহা পড়ে দিন দিন তাহা অভ্যাস করে। পুরাণ পড়া গুলি দুবেলা আগা গোড়া দেখে। এজন্যে সকল পড়া গুলি তার ভাল মনে থাকে এবং পড়া বলিবার সময় সে সকলের চেয়ে ভাল বলিতে পারে। যাহারা পড়া বলিতে না পারে গুরু মহাশয় তাহাদিগকে কত ধমকান। গোপাল এক দিনও ধমকানি খায় না।

গোপালকে যে দেখে সেই ভাল বাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া আবশ্যক।

র ফলা।

র ্র

ক র ক্র চক্র, বক্র, ক্রয়, বিক্রয়, বিক্রম, পরাক্রম, আক্রমণ, ক্রেতা, ক্রোধ, ক্রোশ, আক্রোশ।

গ র গ্র অগ্র, ব্যগ্র, অগ্রগণ্য, অগ্রহায়ণ, গ্রহ, গ্রহণ, আগ্রহ, নিগ্রহ, গ্রাম, গ্রাস, গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য।

ঘ র ঘ্র শীঘ্র, ব্যাঘ্র, ঘ্রাণ, আঘ্রাণ।

জ র জ্র বজ্র, বজ্রপাত, বজ্রাঘাত।

ত র ত্র পুত্র, গাত্র, পাত্র, মিত্র, ছাত্র, ত্রাণ, ত্রাস।

দ র দ্র ভদ্র, অভদ্র, রৌদ্র, দ্রব্য, সমুদ্র, নিদ্রা, হরিদ্রা, নিদ্রিত, দ্রুত।

প র প্র প্রণয়, প্রথম, প্রভৃতি, প্রচার, প্রকাশ, প্রত্যয়, প্রত্যহ, প্রবেশ, প্রত্যূষ, প্রত্যাশা, প্রদীপ, প্রধান, প্রশংসা, প্রাণ, প্রীতি।

ভ র ভ্র শুভ্র, ভ্রম, ভ্রংশ, ভ্রাতা, ভ্রুকুটি।

ম র ম্র আম্র, তাম্র, নম্র, সম্রাট্, সাম্রাজ্য।

ব র ব্র ব্রণ, ব্রত, বিব্রত, অক্রবাণ।

শ র শ্র শ্রবণ, আশ্রয়, শ্রম, আশ্রম, পরিশ্রম, বিশ্রাম, শ্রাবণ, মিশ্রিত, শ্রী, অশ্রু।

স র স্র অজস্র, সহস্র, হিংস্র, সংস্রব, প্রস্রবণ।

হ র হ্র হ্রাস।

ল ফলা।

ল ্ল

ক ল ক্ল শুক্ল, ক্লীব, ক্লেশ।

গ ল গ্ল গ্লানি।

প ল প্ল বিপ্লব, উপপ্লব, প্লাবন, প্লীহা।

ম ল ম্ল অম্ল, ম্লান, অম্লান, মলিম্লুচ।

ল ল ল্ল মল্ল, পল্লব, বল্লভ, প্রফুল্ল, উল্লাস, ভল্লুক।

শ ল শ্ল শ্লাঘা, শ্লাঘ্য, অশ্লীল, শ্লেষ।

হ ল হ্ল আহ্লাদ, আহ্লাদিত।

ব ফলা।

ব ্ব

ক ব ক্ব পক্ব, অপক্ব, পরিপক্ব।

জ ব জ্ব জ্বর, বিজ্বর, জ্বলিত, জ্বালা।

ত ব ত্ব ত্বরা, সত্বর, গুরুত্ব, লঘুত্ব।

দ ব দ্ব দ্বার, বিদ্বান্, দ্বিতীয়, দ্বেষ, উদ্বেগ।

ধ ব ধ্ব ধ্বনি, ধ্বংস, সাধ্বী।

ন ব ন্ব অন্বয়, অন্বিত, অন্বেষণ।

ম ব ম্ব নিম্ব, প্রতিবিম্ব, বিলম্ব, কম্বল, সম্বল, বিড়ম্বনা, আড়ম্বর, আলম্বন, সম্বোধন।

শ ব শ্ব অশ্ব, ঈশ্বর, আশ্বাস, নিশ্বাস, বিশ্বাস, শ্বেত।

স ব স্ব হ্রস্ব, রাজস্ব, স্বজন, সরস্বতী, স্বাদ, আস্বাদ, আস্বাদন, স্বামী, অনুস্বার, তেজস্বী, যশস্বী।

হ ব হ্ব গহ্বর, বিহ্বল, জিহ্বা, আহ্বান।

---

২ পাঠ।

সরকারদের একটি ছেলে আছে। তার নাম রাখাল। রাখালের বয়স্ সাত বছর। ঘোষাল দের গোপাল যেমন সুবোধ রাখাল তেমন নয়। রাখাল বাপ মার কথা শুনে না। যা খুসী হয় তাই করে। সারা দিন উপদ্রব করে। ছোট ছোট ভাই ভগিনী গুলির সহিত ঝগড়া করে তাহাদিগকে মারে। এজন্য তার বাপ মা তাকে দেখিতে পারেন না।

রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে। আর আর বালকের সহিত ঝগড়া করে। মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। আর আর বালকেরা পাঠশালায় গিয়া বই খুলিয়া পড়িতে বসে। রাখাল দেখাদেখি বই

খুলিয়া বসে। বই খুলিয়া হাতে করিয়া থাকে একবারও পড়ে না। এদিক ওদিক চাহিয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে গোল করিয়া অন্য অন্য বালক-দিগকেও পড়িতে দেয় না।

রাখাল এক দিনও ভাল পড়া বলিতে পারে না। এজন্য গুরুমহাশয় প্রতিদিন তাহাকে গালা-গালি দেন। গুরুমহাশয় যখন নূতন পড়া দেন সে তাহাতে একবারও মন দেয় না। কেবল অন্য দিকে চাহিয়া থাকে। খেলিবার ছুটী হইলে রাখাল বড় খুসী। খেলিতে পাইলে রাখাল আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময় ছোট ছোট ছেলে গুলিকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দেয়। সকলের সহিত ঝগড়া করে মারামারি করে। এজন্য প্রতি-দিন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট ধমক খায়।

ছুটী হইলে রাখাল বাড়ীতে আসিয়া পড়িবার বই কোথায় ফেলে কিছুই ঠিকানা থাকে না। কোন দিন পাঠশালায় ফেলিয়া আসে কোন দিন পথে হারাইয়া এসে। এক মাসের মধ্যে রাখা-লের পিতা চারিবার বই কিনিয়া দিয়াছেন। রাখালের পিতা কহিয়াছেন এবার বই হারাইলে তিনি আর কিনিয়া দিবেন না।

লেখা পড়ায় রাখালের বড় আলস্য। এক দিনও পড়ে না এবং এক দিনও পড়া বলিতে পারে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে সে কিছুই লেখা পড়া শিখিতে পারিবেক না। পিতা মাতা তাহাকে দেখিতে পারিবেন না এবং কেহ তাহাকে ভাল বাসিবেন না।

ণ ফলা।

ণ ্ণ

গ ণ গ্ণ রুগ্ণ।

ণ ণ ণ্ণ বিষণ্ণ।

ষ ণ ষ্ণ কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, তৃষ্ণা, বিষ্ণু, সহিষ্ণু।

হ ণ হ্ণ অপরাহ্ণ।

ন ফলা।

ন ্ন

গ ন গ্ন ভগ্ন, মগ্ন, উদ্বিগ্ন, অগ্নি, ভগ্নী।

ঘ ন ঘ্ন বিঘ্ন, কৃতঘ্ন, বিঘ্ন।

ত ন ত্ন যত্ন, রত্ন, রত্নাকর।

ন ন ন্ন অন্ন, ভিন্ন, আসন্ন, প্রসন্ন, অবসন্ন, সান্নিধ্য।

প ন প্ন স্বপ্ন।
ম ন ম্ন নিম্ন।
শ ন শ্ন প্রশ্ন।
স ন স্ন স্নাত, স্নান, জ্যোৎস্না।
হ ন হ্ন চিহ্ন, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, বহ্নি, আহ্নিক।

ম ফলা।

ম ৲

ঙ ম ঙ্ম বাঙ্ময়, পরাঙ্মুখ।
ণ ম ণ্ম মৃণ্ময়, হিরণ্ময়।
ত ম ত্ম আত্মা, দুরাত্মা, মহাত্মা, আত্মীয়।
দ ম দ্ম পদ্ম, ছদ্মবেশ, পদ্মিনী।
ন ম ন্ম জন্ম, তন্ময়, উন্মনা, উন্মাদ, উন্মূলিত।
ম ম ম্ম সম্মত, সম্মতি, সম্মান, সম্মুখ।
শ ম শ্ম শ্মশান, রশ্মি, শ্মশ্রু, কাশ্মীর।
ষ ম ষ্ম গ্রীষ্ম, উষ্ম।
স ম স্ম ভস্ম, বিস্ময়, স্মরণ, অকস্মাৎ, অপস্মার, বিস্মিত, স্মৃতি, বিস্মৃত।
হ ম হ্ম ব্রহ্ম, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা।

রেফ।

র ´

র ক র্ক তর্ক, কর্কশ, শর্করা।

র খ র্খ মূর্খ।

র গ র্গ দুর্গম, নির্গত, বিসর্গ, সংসর্গ, অনর্গল।

র ঘ র্ঘ দীর্ঘ, মহার্ঘ, দুর্ঘট, নির্ঘৃণ।

র ণ র্ণ কর্ণ, বর্ণ, স্বর্ণ, নির্ণয়, নির্ণীত।

র থ র্থ অর্থ, ব্যর্থ, অনর্থ, সার্থক, সমর্থ, প্রার্থনা।

ন র্ন দুর্নয়, দুর্নাম।

র প র্প দর্প,সর্প, অর্পণ, দর্পণ, সমর্পণ, কর্পূর।

র ভ র্ভ গর্ভ, নির্ভয়, নির্ভর, দুর্ভাগ্য, দুর্ভাবনা।

র ল র্ল দুর্লভ, নির্লেপ, নির্লোভ।

র শ র্শ দর্শন, আদর্শ, পরামর্শ।

র ষ র্ষ হর্ষ, বিমর্ষ, সর্ষপ, বর্ষা, বার্ষিক।

র হ র্হ গর্হিত!

---

৩ পাঠ।

যাদব নামে একটি বালক ছিল। তাহার বয়স্ আট বৎসর। যাদবের পিতা প্রত্যহ তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিতেন। যাদব লেখা পড়া করিতে ভাল বাসিত না। সে এক দিনও পাঠশালায়

যাইত না। প্রতিদিন পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত। পাঠশালার ছুটী হইলে সকল বালক যখন বাড়ী যাইত যাদবও সেই সময়ে বাড়ী যাইত। তার বাপ মা মনে করিতেন যাদব পাঠশালা হইতে লেখা পড়া শিখিয়া আসিল। এই রূপে প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

এক দিন যাদব দেখিল ভুবন নামে একটি বালক পাঠশালায় পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল ভুবন আজি তুমি পাঠশালায় যাইও না। এস দুজনে মিলিয়া খেলা করি। পাঠশালার ছুটী হইলে যখন সকলে বাড়ী যাইবে আমরাও সেই সময়ে বাড়ী যাইব। ভুবন কহিল না ভাই আমি খেলা করিব না। সারা দিন খেলা করিলে পড়া হবে না। কালি পাঠশালে গেলে গুরুমহাশয় ধমকাইবেন। বাবা শুনিলে রাগ করিবেন। আমি আর দেরি করিব না। বেলা হইল পাঠশালায় যাই। এই বলিয়া ভুবন চলিয়া গেল।

আর এক দিন যাদব দেখিল অভয় নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে কহিল অভয় আজি পড়িতে যাইও না। এস দুজনে খেলা করি। অভয় কহিল না ভাই তুমি বড় খারাপ

ছোকরা। তুমি এক দিনও পড়িতে যাও না। তোমার সহিত খেলা করিলে আমিও তোমার মত খারাপ হইয়া যাইব। তোমার মত পথে পথে খেলিয়া বেড়াইলে লেখা পড়া কিছুই হবে না। কালি গুরু মহাশয় বলিয়াছেন ছেলে বেলা মন দিয়া লেখা পড়া না করিলে চিরকাল দুঃখ পায়। এই বলিয়া অভয় চলিয়া যায়। যাদব টানাটানি করিতে লাগিল। অভয় তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল। কহিল আজি আমি তোমার সব কথা গুরু মহাশয়কে বলিয়া দিব।

অভয় পাঠশালায় গিয়া গুরুমহাশয়কে যাদবের কথা বলিয়া দিল। গুরুমহাশয় যাদবের পিতার নিকট বলিয়া পাঠাইলেনতোমার ছেলে এক দিনও পড়িতে এসে না। প্রতি দিন পথে পথে খেলিয়া বেড়ায়। আপনি পড়িতে এসে না এবং আর আর বালককেও আসিতে দেয় না। যাদবের পিতা শুনিয়া অতিশয় রাগ করিলেন। যাদবকে অনেক ধমকাইলেন। বই কাগজ কলম যা কিছু দিয়াছিলেন সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি তিনি যাদবকে ভাল বাসিতেন না। কাছে আসিতে দিতেন না। সমুখে আসিলে দূর দুর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।

ক ক ক্ক চিক্কণ, ধিক্কার, কুক্কুট, কুক্কুর।

ক ত ক্ত তিক্ত, ভক্ত, রক্ত, শক্ত, বক্তা, শক্তি।

ক্‌ ষ ক্ষ ভক্ষণ, লক্ষণ, নিরীক্ষণ অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, শিক্ষা, অপেক্ষা, উপেক্ষা, পরীক্ষা।

গ ধ গ্ধ দগ্ধ, দুগ্ধ, মুগ্ধ।

ঙ ক ঙ্ক অঙ্ক, পঙ্ক, কলঙ্ক, শঙ্কা, অলঙ্কার, শঙ্কিত, সঙ্কীর্ণ, অঙ্কুর, সঙ্কেত, সঙ্কোচ।

ঙ খ ঙ্খ শঙ্খ, পুঙ্খ, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খল।

ঙ গ ঙ্গ অঙ্গ, ভঙ্গ, সঙ্গ, প্রসঙ্গ, আলিঙ্গন, সঙ্গতি, অঙ্গার, সঙ্গীত, ভঙ্গী, অঙ্গুলি, অঙ্গুরীয়।

ঙ ঘ ঙ্ঘ লঙ্ঘন, অলঙ্ঘনীয়, জঙ্ঘা।

চ চ চ্চ উচ্চ, সচ্চরিত্র, উচ্চারণ, উচ্চৈঃ।

চ ছ চ্ছ গুচ্ছ, তুচ্ছ, পুচ্ছ, উচ্ছলিত, আচ্ছাদন, উচ্ছিন্ন, উচ্ছেদ, বিচ্ছেদ।

চ ঞ চ্ঞ যাচ্ঞা।

জ জ জ্জ কজ্জল, মজ্জা, লজ্জা, সজ্জা, লজ্জিত।

জ ঞ জ্ঞ অজ্ঞ, বিজ্ঞ, আজ্ঞা, অবজ্ঞা, জ্ঞান।

ঞ চ ঞ্চ অঞ্চল, চঞ্চল, বঞ্চনা, সঞ্চয়, সঞ্চার, বঞ্চিত, সঞ্চিত।

ঞ ছ ঞ্ছ উঞ্ছ, লাঞ্ছনা, বাঞ্ছা, বাঞ্ছিত।

ঞ জ ঞ্জ অঞ্জলি, খঞ্জন, গঞ্জনা, রঞ্জন।
ট ট ট্ট অট্টালিকা।
ড় গ ড়্গ খড়্গ।
ণ ট ণ্ট কণ্টক।
ণ ঠ ণ্ঠ কণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, কুণ্ঠিত, লুণ্ঠিত।
ণ ড ণ্ড খণ্ড, দণ্ড, ভণ্ড, কাণ্ড, মণ্ডল, পণ্ডিত।
ত ত ত্ত আয়ত্ত, নিবৃত্ত, উত্তপ্ত, উত্তর, পিত্ত,
নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি, উত্তীর্ণ, উত্তেজন।
ত থ ত্থ উত্থান, উত্থাপন, উত্থিত।
দ গ দ্গ গদ্গদ, ভদ্গাত, মুদ্গার, উদ্গার, মদ্গুর।
দ ঘ দ্ঘ উদ্ঘাটন, উদ্ঘাটিত, উদ্ঘাত।
দ দ দ্দ উদ্দীপন, উদ্দেশ, উদ্দেশ্য।
দ ধ দ্ধ বদ্ধ, উদ্ধত, শ্রদ্ধা, উদ্ধার, বুদ্ধি, বৃদ্ধি।
দ ভ দ্ভ উদ্ভব, উদ্ভাবিত, উদ্ভিদ, অদ্ভুত।
ন ত ন্ত অন্ত, দন্ত, প্রান্ত, শান্ত, একান্ত, নিতান্ত,
বৃত্তান্ত, অত্যন্ত, চিন্তা, সন্তান, কান্তি,
শান্তি, জন্তু।
ন থ ন্থ গ্রন্থ, পান্থ, মন্থন, রোমন্থ, পন্থা।
ন দ ন্দ মন্দ, আনন্দ, বন্দনা, মন্দির, মন্দুরা,
সন্দেহ।
ন ধ ন্ধ অন্ধ, গন্ধ, বন্ধন, সন্ধান, সন্ধি, বন্ধু

প ত প্ত তপ্ত, লিপ্ত, তৃপ্ত, লুপ্ত, গুপ্ত, প্রাপ্ত, ক্ষিপ্ত, সপ্তম, সমাপ্ত, তৃপ্তি, প্রাপ্তি, দীপ্তি।

ম প ম্প কম্প, সম্পদ্, সম্পত্তি, সম্পর্ক, পরম্পরা, সম্পন্ন, সম্পূর্ণ।

ম ফ ম্ফ লম্ফ, গুম্ফিত।

ম ভ ম্ভ দম্ভ, আরম্ভ, সম্ভব, সম্ভাবনা, দাম্ভিক, গম্ভীর, সম্ভোগ।

ল ক ল্ক বল্কল, উল্কা।

ল গ ল্গ ফল্গু, ফাল্গুন।

ল প ল্প অল্প, গল্প, কল্পনা সঙ্কল্প, বিকল্প।

ব দ ব্দ অব্দ, শব্দ, শব্দাব্দাঃ, শব্দায়মান।

ব ধ ব্ধ লব্ধ, লুব্ধ, ক্ষুব্ধ, আরব্ধ।

শ চ শ্চ নিশ্চয়, পশ্চাৎ, নিশ্চিত, পশ্চিম, নিশ্চিন্ত।

ষ ক ষ্ক শুষ্ক, দুষ্কর, নিষ্কর, পরিষ্কার, পরিষ্কৃত।

ষ ট ষ্ট কষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, অনিষ্ট, অভীষ্ট, আবিষ্ট, মিষ্ট, প্রবিষ্ট, যথেষ্ট, বৃষ্টি, সৃষ্টি।

ষ ঠ ষ্ঠ ষষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, সৌষ্ঠব, নিষ্ঠা, অধিষ্ঠান, অনুষ্ঠান নিষ্ঠুর।

ষ প ষ্প পুষ্প, বাষ্প, গোষ্পদ, নিষ্পীড়ন।

ষ ফ ষ্ফ নিষ্ফল।

স ক স্ক তেজস্কর, পুরস্কার, নমস্কার, মনস্কাম।

স ত স্ত হস্ত, মস্তক, পুস্তক, প্রশস্ত, বিশ্বস্ত, বিস্তর, নিস্তার, প্রস্তাব, বিস্তীর্ণ, প্রস্তুত, বিস্তৃত, নিস্তেজ।

স থ স্থ সুস্থ, স্থল, কায়স্থ, স্থান, আস্থা, প্রস্থান, সংস্থান, অস্থি, স্থিতি, স্থির, স্থূল।

স প স্প বাস্প, আস্পদ, সংস্পর্শ, পরস্পর।

স ফ স্ফ স্ফটিক, আস্ফালন, স্ফীত।

---

৪ পাঠ।

১। কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কহে কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।

২। বাল্যকালে মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে। লেখা পড়া শিখিলে সকলে তোমাকে ভাল বাসিবে। যে লেখা পড়ায় আলস্য করে কেহ তাহাকে ভাল বাসে না। তুমি কখন লেখা পড়ায় আলস্য করিও না।

৩। সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয় সকলে তাহাকে ভাল বাসে। যে মিথ্যা কথা কয় কেহ তাহাকে ভাল বাসে না। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে।

৪। নিত্য যাহা পড়িবে নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।

৫। কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। তাঁহারা যখন যাহা কহিবেন তাহা করিবে। কখন তাহার অন্যথা করিও না। পিতা মাতার কথা না শুনিলে তাঁহারা তোমাকে ভাল বাসিবেন না।

৬। পরের দ্রব্যে হাত দিও না। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে বালক চুরি করে তাহাকে চোর বলিয়া সকলে ঘৃণা করে। কেহ বিশ্বাস করে না।

৭। যে ছাত্র প্রত্যহ পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখে সে সকলের প্রিয় হয়। যদি তুমি প্রতিদিন পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখ সকলে তোমাকে ভাল বাসিবে। যদি লেখা পড়ায় ঔদাস্য কর কেহ তোমাকে ভাল বাসিবে না।

৮। যে চুরি করে মিথ্যা কথা কয় ঝগড়া করে গালাগালি দেয় মারামারি করে মন দিয়া লেখা পড়া শিখে না সারা দিন খেলিয়া বেড়ায় তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না। অভদ্র লোকের সংস্রবে থাকিও না। যদি তুমি অভদ্র হও কিংবা অভদ্র বালকের সংস্রবে থাক তোমার পিতা মাতা তোমাকে ভাল বাসিবেন না। অন্য কেহ তোমাকে কাছে বসিতে দিবে না। তোমার সহিত কথা কহিবে না। সকলেই তোমাকে ঘৃণা করিবে।

৯। যে বালক পিতা মাতার কথা অগ্রাহ্য করে সে কুপুত্র। পুত্র কুপুত্র হইলে পিতা মাতার বড় অসুখ। তুমি কখন পিতা মাতার কথা অগ্রাহ্য করিও না।

১০। শ্রম না করিলে লেখা পড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে সেই লেখা পড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর তুমিও লেখা পড়া শিখিতে পারিবে।

১১। যদি মন দিয়া না পড় কিছুই স্মরণ থাকিবে না। আজি যাহা পড়িবে কালি তাহা ভুলিয়া যাইবে। তুমি যখন যাহা পড়িবে মন দিয়া পড়িবে।

১২। যদি কখন কোন দোষ কর জিজ্ঞাসিলে গোপন করিও না। দোষ করিয়া দোষ স্বীকার করিবে. এবং সাবধান হইবে যেন আর কখন তেমন দোষ না হয়।

ক ষ ম ক্ষ্ম সূক্ষ্ম, পক্ষ্ম, লক্ষ্মণ, যক্ষ্মা, লক্ষ্মী।

ঙ ক ষ ঙ্ক্ষ আকাঙ্ক্ষা, দুরাকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষিত।

জ্জ্ব জ ব জ্জ্ব উজ্জ্বল।

ত ত ব ত্ত্ব তত্ত্ব, মহত্ত্ব।

ন ত র ন্ত্র মন্ত্র, যন্ত্র, স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র, মন্ত্রণা, মন্ত্রী।

ন দ র ন্দ্র ইন্দ্র, চন্দ্র, কেন্দ্র, তন্দ্রা, ইন্দ্রিয়।

ন দ ব ন্দ্ব দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বী।

ন ধ য ন্ধ্য বন্ধ্যা, সন্ধ্যা।

ন ন য ন্ন্য সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী।

ম প র ম্প্র সম্প্রতি, সম্প্রদায়, সম্প্রদান, সম্প্রীত

ম ভ র ম্ভ্র সম্ভ্রম, সম্ভ্রান্ত।

র চ র্চ্চ অর্চ্চনা, চর্চ্চা, অর্চ্চিত।

র চ ছ র্চ্ছ মূর্চ্ছনা, মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছিত।

র জ জ র্জ্জ গর্জ্জন, তর্জ্জন, দুর্জ্জন, দুর্জ্জয়, নির্জ্জন, উপার্জ্জন, বিসর্জ্জন।

র ত ত র্ত্ত আর্ত্ত, মুহূর্ত্ত, বর্ত্তমান, কর্ত্তা, বার্ত্তা; মূর্ত্তি।

র ত থ র্ত্থ প্রার্থনা, অভ্যর্থনা, প্রার্থনীয়, প্রার্থিত।

র দ দ র্দ্দ কর্দ্দম, দুর্দ্দশা, নির্দ্দয়, দুর্দ্দিন, দুর্দৈব, নির্দ্দোষ।

র দ ধ র্দ্ধ অর্দ্ধ, মূর্দ্ধন্য, বর্দ্ধমান, নির্দ্ধারিত।

র দ র র্দ্র আর্দ্র, দয়ার্দ্র।

র ম ম র্ম্ম কর্ম্ম, চর্ম্ম, ধর্ম্ম, নির্ম্মল, দুর্ম্মতি, নির্ম্মাণ, ধার্ম্মিক, নির্ম্মিত, নির্ম্মূল।

র ব ব র্ব্ব খর্ব্ব, গর্ব্ব, পূর্ব্ব, দুর্ব্বল, পর্ব্বত, পর্ব্বাহ, নির্ব্বিরোধ, নির্ব্বুদ্ধি, নির্ব্বোধ।

র শ ব র্শ্ব পার্শ্ব, পার্শ্ববর্ত্তী, পার্শ্বচর, পারিপার্শ্বিক।

ষ প র ষ্প্র নিষ্প্রয়োজন, দুষ্প্রবৃত্তি, দুষ্প্রাপ্য।

স ত র স্ত্র অস্ত্র, বস্ত্র, শস্ত্র, শাস্ত্র, স্ত্রী, শাস্ত্রীয়।

স থ য স্থ্য স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, গার্হস্থ্য।

র য য র্য্য কার্য্য, ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাৎসর্য্য, পরিচর্য্যা।

৫ পাঠ।

১। যে বালক লেখা পড়ায় আলস্য করে সে মূর্খ হয়। মূর্খের চিরকাল দুঃখ। তুমি কদাচ লেখা পড়ায় আলস্য করিও না। তাহা হইলে মূর্খ হইবে ও চিরকাল দুঃখ পাইবে।

২। সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখা পড়ার চর্চ্চা করে। সে কখন মিথ্যা সময় নষ্ট করে না। নির্ব্বোধ বালক লেখা পড়ার চর্চ্চা না করিয়া মিথ্যা সময় নষ্ট করে।

৩। যখন পাঠ অভ্যাস করিতে বসিবে এক বারও অন্য দিকে মন দিবে না। মধ্যে মধ্যে অন্য দিকে মন দিলে অভ্যাস করিতে বিলম্ব হইবে। অধিক দিন মনে থাকিবেক না। পাঠ বলিবার সময় ভাল বলিতে পারিবে না।

৪। যখন যে শব্দ উচ্চারণ করিবে স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবে। স্পষ্ট উচ্চারণ না করিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না।

৫। যে কোন মন্দ কর্ম্ম না করে তাহাকে সচ্চরিত্র বলে। সচ্চরিত্র বালককে সকলে ভাল বাসে। যে সর্ব্বদা মন্দ কর্ম্ম করে তাহাকে দুশ্চরিত্র বলে। যে বালক দুশ্চরিত্র হয় কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না। তুমি কদাচ দুশ্চরিত্র হইও না।

৬। প্রতিদিন যাহা পড়িবে প্রতিদিন তাহা আয়ত্ত করিবে। যত ক্ষণ পড়া আয়ত্ত না হইবে। তত ক্ষণ পড়ায় ক্ষান্ত হইবে না। যদি পড়া আয়ত্ত থাকে জিজ্ঞাসিলে উত্তম বলিতে পারিবে।

৭। পড়িবার সময় গল্প করিও না। গল্প করিলে কিছুই শিখিতে পারিবে না।

৮। যে বালক লেখা পড়া না করিয়া কেবল খেলিয়া বেড়ায় সে বড় লক্ষ্মীছাড়া। লক্ষ্মীছাড়াকে কেহ ভাল বাসে না। যে দেখে সেই ঘৃণা করে। কেহ তাহার সহিত কথা কয় না। তাহার বাপ মা তাহাকে ভাল বাসেন না।

৯। কাহারও সহিত কলহ করিও না। কলহ করা বড় মন্দ। যে সর্ব্বদা সকলের সঙ্গে কলহ করে তাহার সহিত কাহারও সম্প্রীত থাকে না।

১০। গৃহে দৌরাত্ম্য করিও না। দৌরাত্ম্য করিলে তোমার পিতা মাতা তোমার উপর বিরক্ত হইবেন। তোমাকে কখন ভাল বাসিবেন না।

১১। যে বালক চঞ্চল সে মন দিয়া লেখা পড়া শিখিতে পারে না। তুমি চঞ্চল হইও না। চঞ্চল হইলে লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না।

১২। নির্ব্বোধেরা লেখা পড়ায় মন দেয় না। খেলিয়া ও আলস্য করিয়া সময় নষ্ট করে। এজন্য তাহারা চিরকাল কষ্ট পায়। যাহারা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া লেখা পড়া শিখে তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।

শিশুবোধক।

অর্থাৎ

বালক শিক্ষার্থ।

বর্ণমালা, বানান, ফলা, পত্র, আর্য্যা, নামতা,

অঙ্ক, অঙ্করীতি, গঙ্গার বন্দনা,

গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, কলঙ্কভঞ্জন, চাণক্য-

শ্লোক এবং প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি

প্রতিমূর্ত্তি সহিত।

শ্রীনৃত্যলাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৯৯ আহীরীটোলা।

১৩০৫।

শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ ।

ধ্যান মন্ত্রো যথা—

তরুণ সকলমিন্দোর্বিভ্রতি শুভ্রকান্তি,

কুচভরণ মিতাঙ্গী সন্নিসন্নাসিতাব্জে ।

নিজ করকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ

সকলবিভবসিদ্ধৈঃ পাতুবাগ্দেবতা নমঃ ॥

ভদ্রকাল্যৈ নমোনিত্যং সরস্বত্যৈ নমোনমঃ।
বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।
ইতি সরস্বতীং সংপূজ্য মস্যাধার লেখনীঞ্চ পূজয়েৎ।
যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেত্তথা ভব বরপ্রদা।
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবী তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ।
লক্ষ্মীর্মেধাধরাপুষ্টির্গৌরীতুষ্টিঃ প্রভাধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি সর্ব্বাভিরষ্টার্ভি মাং সরস্বতি।

সূচীপত্র।

স্বরবর্ণ।

অ অ আ আ ই ই ঈ ঈ উ উ ঊ ঊ

ঋ ঋ ৠ ৠ ঌ ঌ ৡ ৡ এ এ ঐ ঐ

ও ও ঔ ঔ অং অং অঃ অঃ

ব্যঞ্জনবর্ণ।

ক ক খ খ গ গ ঘ ঘ ঙ ঙ

চ চ ছ ছ জ জ ঝ ঝ ঞ ঞ

ট ট ঠ ঠ ড ড ঢ ঢ ণ ণ

ত ত থ থ দ দ ধ ধ ন ন

প প ফ ফ ব ব ভ ভ ম ম

য য র র ল ল ব ব

শ শ ষ ষ স স হ হ ক্ষ ক্ষ

ড় ড় ঢ় ঢ় য় য় ং ঃ ঁ

যুক্তাক্ষর।

ঙ্ক ঙ্ক ঙ্খ ঙ্খ ঙ্গ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙ্ঘ ঙ্ঙ ঙ্‌ঙ

ঞ্চ ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্জ ঞ্ঝ ঞ্ঝ ঞ্ঞ ঞ্‌ঞ

ণ্ট ণ্ট ণ্ঠ ণ্ঠ ণ্ড ণ্ড ণ্ঢ ণ্ঢ ণ্ণ ণ্ণ

ন্ত ন্ত ন্থ ন্থ ন্দ ন্দ ন্ধ ন্ধ ন্ন ন্ন

ম্প ম্প ম্ফ ম্ফ ম্ব ম্ব ম্ভ ম্ভ ম্ম ম্ম

ঙ্য ঙ্‌য র ং ঙ্ল ঙ্‌ল ঙ্ব ঙ্‌ব

ঙ্শ ঙ্‌শ ঙ্ষ ঙ্‌ষ ঙ্স ঙ্‌স ঙ্হ ঙ্হ ঙ্ক্ষ ঙ্ক্ষ

স্ক স্ক স্খ স্খ দ্গ দ্গ দ্ঘ দ্ঘ ঙ্ক্র ঙ্ক্র

শ্চ শ্চ শ্ছ শ্ছ ব্জ ব্জ ব্ঝ ব্ঝ জ্ঞ জ্ঞ

ষ্ট ষ্ট ষ্ঠ ষ্ঠ ন্ড ন্ড ন্ঢ ন্ঢ ষ্ণ ষ্ণ

স্ত স্ত স্থ স্থ ব্দ ব্দ ব্ধ ব্ধ হ্ন হ্ন

স্প স্প স্ফ স্ফ দ্ব দ্ব দ্ভ দ্ভ ল্ল ল্ল

হ্য হ্য র র হ্ল হ্ল হ্ব হ্ব

ট্শ ট্শ ট্ষ ট্ষ ট্স ট্স ট্হ ট্হ ট্ক্ষ ট্ক্ষ

ক ক ক্য ক্য ক্র ক্র ক্ল ক্ল ক্ব ক্ব

ক্ন ক্ন ক্ম ক্ম কৃ কৃ কৢ কৢ কঁ কঁ

১ ১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫ ৫ ৬ ৬ ৭ ৭ ৮ ৮ ৯ ৯ ০ ০

ইংরাজী অক্ষর।

A	B	C	D	E	F	G	H
এ	বি	সি	ডি	ই	এফ্	জি	এইচ
I	J	K	L	M	N	O	P
আই	জে	কে	এল্	এম্	এন্	ও	পি
Q	R	S	T	U	V	W	X
কিউ	আর	এস্	টি	ইউ	ভি	ডব্লিউ	এক্স

Y	Z
ওয়াই	জেড।

1	2	3	4	5	6
ওয়ান	টু	থ্রী	ফোর	ফাইভ	সিক্স
১	২	৩	৪	৫	৬

7	8	9	10.
সেবেন্	এইট্	নাইন্	টেন্।
৭	৮	৯	১০

বানান।

া	ি	ী	ু	ূ	ে	ৈ	ো	ৌ
কা	কি	কী	কু	কূ	কে	কৈ	কো	কৌ
খা	খি	খী	খু	খূ	খে	খৈ	খো	খৌ
গা	গি	গী	গু	গূ	গে	গৈ	গো	গৌ
ঘা	ঘি	ঘী	ঘু	ঘূ	ঘে	ঘৈ	ঘো	ঘৌ
চা	চি	চী	চু	চূ	চে	চৈ	চো	চৌ
ছা	ছি	ছী	ছু	ছূ	ছে	ছৈ	ছো	ছৌ
জা	জি	জী	জু	জূ	জে	জৈ	জো	জৌ
ঝা	ঝি	ঝী	ঝু	ঝূ	ঝে	ঝৈ	ঝো	ঝৌ
টা	টি	টী	টু	টূ	টে	টৈ	টো	টৌ
ঠা	ঠি	ঠী	ঠু	ঠূ	ঠে	ঠৈ	ঠো	ঠৌ
ডা	ডি	ডী	ডু	ডূ	ডে	ডৈ	ডো	ডৌ
ঢা	ঢি	ঢী	ঢু	ঢূ	ঢে	ঢৈ	ঢো	ঢৌ
তা	তি	তী	তু	তূ	তে	তৈ	তো	তৌ
থা	থি	থী	থু	থূ	থে	থৈ	থো	থৌ
দা	দি	দী	দু	দূ	দে	দৈ	দো	দৌ
ধা	ধি	ধী	ধু	ধূ	ধে	ধৈ	ধো	ধৌ
না	নি	নী	নু	নূ	নে	নৈ	নো	নৌ
পা	পি	পী	পু	পূ	পে	পৈ	পো	পৌ
ফা	ফি	ফী	ফু	ফূ	ফে	ফৈ	ফো	ফৌ
বা	বি	বী	বু	বূ	বে	বৈ	বো	বৌ
ভা	ভি	ভী	ভু	ভূ	ভে	ভৈ	ভো	ভৌ

মা	মি	মী	মু	মূ	মে	মৈ	মো	মৌ
যা	যি	যী	যু	যূ	যে	যৈ	যো	যৌ
রা	রি	রী	রু	রূ	রে	রৈ	রো	রৌ
লা	লি	লী	লু	লূ	লে	লৈ	লো	লৌ
বা	বি	বী	বু	বূ	বে	বৈ	বো	বৌ
শা	শি	শী	শু	শূ	শে	শৈ	শো	শৌ
ষা	ষি	ষী	ষু	ষূ	ষে	ষৈ	ষো	ষৌ
সা	সি	সী	সু	সূ	সে	সৈ	সো	সৌ
হা	হি	হী	হু	হূ	হে	হৈ	হো	হৌ
ক্ষা	ক্ষি	ক্ষী	ক্ষু	ক্ষূ	ক্ষে	ক্ষৈ	ক্ষো	ক্ষৌ

নাম ও গ্রাম লিখিবার ধারা।

ব্রাহ্মণের নামের পশ্চাৎ দেবশর্ম্মণঃ। ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মণঃ। বৈশ্য ও শূদ্রের দাস। কিন্তু নাম লিখিবার পূর্ব্বে এই "শ্রী" লিখিবে যেমন শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ, শ্রীরামগোপাল বর্ম্মণঃ আর শুদ্ধ যবনের নাম লিখিবার পূর্ব্বে এই "সেখ" লিখিবে, যেমন সেখ আলিমোল্লা ওস্তাগর।

গ্রাম লিখিবার পূর্ব্বে সাকিম, মৌজে কিম্বা মোকাম এই কথা লিখিবে, যেমন সাকিম শ্রীরামপুর, মৌজে বল্লভপুর, মোকাম মাহেশ, আর আপনার গুরুর বাসস্থান যে গ্রামে সে গ্রামের নাম লিখিতে কিম্বা কথিতাগ্রে শ্রীপাট ব্যবহার করিবে, যেমন শ্রীপাট খড়দহ।

সেহাখত সন্ধান।

সারদার পদযুগে প্রণতি বিস্তর। তার পরে বন্দিব পার্ব্বতী মহেশ্বর॥ যতেক বালক শুন সেহাখত সন্ধান। চারি রেগণায় হয় ওরক প্রমাণ॥ দীর্ঘে প্রস্থে চারি ভাঁজে ওরক ভাঁজিবে। ষোল কলায় ওরক সমান সাজাইবে॥ ডাইনে বামে দুই জিলা দুই২ রেগণা। প্রথম রেগণা হয় চারি মহলের থানা॥ মুসব্বর ওরক আর দফাত করত। বামেতে

দিলার মধ্যে রস্তের বসত ॥ প্রধান কাগজ চিঠা জদ করি জমি। ইহার রত্তান্ত কিছু কহি শুন আমি ॥ রস্তে বিতারিখ দিলে রোজ তার পর। তদন্তে দিনায় পোঁতা লিখি মুসব্দর ॥ লিখিবে আসামী জমি জিনিস সকল। সদর অতুল করি সদর মহল ॥ খোদকস্তা পাইকস্তা রায়তির তলে। ভাগ পাত কর আদি খামারেতে বলে ॥ যে যার তকসীল আছে লিখি সাবধানে। মহল খাটাবে সব সেহাখত সন্ধানে ॥ চারি হাতে কাঠা হয় বিশ কাঠাতে রসি। দীর্ঘে প্রস্থে জমি মাপি সারা-কালী কসি ॥ তদতহুতপতপু দিকের নির্ণয়। চিঠায় বেরিজ দিলে চিঠা পুর্ণ হয় ॥ বাছনি করিয়া চিঠা সফা তুলি সর। সদর বান্ধিলে হয় চিঠা মুসব্দর ॥ রোজ রোজ খতিয়ান পৈঠা বলি তায়। যার যত জমী সব করি একজায় ॥ একেরাল বান্ধিলে জমীর জমাবন্দী। জমাবন্দী হৈলে হয় কাগজের সন্ধি ॥ কমি বেশী জমী জমা সব জানা যায়। বাহাল বেরিজ আদি সব থাকে তায় ॥ জমাবন্দী কাগজ বাখানে সর্ব্বদেশে জমাবন্দী হৈলে সব জানা যায় শেষে ॥ তদন্তে তলব বাকী তৌজি মাসে২। তহসীলের টাকা সব রোজ নামায় আইসে রোজনামা রস্তে বিতারিখ আগে লিখি। তদন্তে দিনায় পোতা মুসব্দরে রাখি ॥ বিলায়তি বাজে জমা তাগাবি আদায়। এই আদি অনেক হালের তলে রয় ॥ মালের তফসীল বলি খাস মোকদ্দমা। রাইয়তির খামারেতে খাসের মিলে জমা ॥ বসে হাট ঘাট যত সায়েরের তল। জলকর ঘাসকর সায়ের সকল মুসগ্গাস মাড়চা ছেনালি আর চুরি। এ সব মহল লয়ে বাজে জমা করি ॥ বাজে আদায় তফসীল আদায় ভাঁণ্ডার। দ্বিতীয় মহল কর্জ্জ কর্দ্দম তাহার ॥ যে যার তফসীল সে থাকে তার পাস। হরবাবে জমা মধ্যে খরচ নিকাশ ॥ ইরসাল কর্জ্জশোধ তাগাবি দাদন। বাজে খরচ বদলাই খরচ শোধন ॥ পশ্চাৎ রৌসনে বাকী কাগজের সার। জমায় খরচ দিয়া বাকী কাটি তার ॥ মৌজুত হাওলাত হয় বাকীর কারণ। রোজনামা জমা খরচ সমান মিলন ॥ হিসাব কাগজখান কাগজের অন্ত। বিশ্বাস নাহিক তায় বড়ই দুরন্ত ॥ কমী সেওয়ায় যত সেই

সকলি আবাব। হুকুম মাসিক কর্দ্দ করিবে হিসাব॥ সেলাধি মাজন আর বাব হয় যত। মাথট পঞ্চম আদি তার অনুগত॥ ঘরকাটি আদি যে দেশের যেই রীত। হরবাব দিয়া করি তলব উচিত॥ তলবে উসুল দিলে বাকী জানা যায়। কার বাকী হয় কার কাজিল বুঝায়॥ তলবে কাজিল আর উসুল বাকীতে। বাহিরে ভেরিজ দিয়া হয় মিলাইতে॥ কাগজের নানা বাব না যায় লিখন। সেইজন বুঝে যায় বুদ্ধি বিচক্ষণ॥

টাকার খত লিখিবার ধারা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রামজয় চট্টোপাধ্যায়
মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ কস্য কর্জ্জপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি মহাশয়ের স্থানে মবলগে কোং সিকা ৩২্ বত্রিশ টাকা কর্জ্জ করিলাম ইহার সুদ ফিঃ টাকায় মাসিক দস্তুর দরমাহ দিব টাকার ওয়াদা মাহ চৈত্র সুদ সমেত টাকা দিয়া খত পরিশোধ করিব এই করারে দস্তবদস্ত টাকা পাইয়া খত লিখিয়া দিলাম ইতি ১২৯৫ সাল তারিখ ২৮ ফাল্গুন।

ইসাদী।

শ্রীগোরাচাঁদ ঘোষ। সাং বলরামপুর।

শ্রীজয়রাম বিশ্বাস। সাং সাহাপুর।

অঙ্ক নির্ণয়।

এক	১ এক
একে শূন্য	১০ দশ
দশে শূন্য	১০০ শত
শতে শূন্য	১০০০ সহস্র
সহস্রে শূন্য	১০০০০ অযুত
অযুতে শূন্য	১০০০০০ লক্ষ
লক্ষে শূন্য	১০০০০০০ নিযুত
নিযুতে শূন্য	১০০০০০০০ কোটি
কোটিতে শূন্য	১০০০০০০০০ অর্ব্বুদ
অর্ব্বুদে শূন্য	১০০০০০০০০০ বৃন্দ

গণিত শতকিয়া।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০
৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০
৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০
৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০
৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০
৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০
৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

কড়ানিয়া।

। ॥ ৸ (১ ১। ১॥ ১৸ (২ ২। ২॥
২৸ (৩ ৩। ৩॥ ৩৸ (৪ ৪। ৪॥ ৪৸ (৫
৫। ৫॥ ৫৸ (৬ ৬। ৬॥ ৬৸ (৭ ৭। ৭॥
৭৸ (৮ ৮। ৮॥ ৮৸ (৯ ৯। ৯॥ ৯৸ (১০
১০। ১০॥ ১০৸ (১১ ১১। ১১॥ ১১৸ (১২ ১২। ১২॥
১২৸ (১৩ ১৩। ১৩॥ ১৩৸ (১৪ ১৪। ১৪॥ ১৪৸ (১৫
১৫। ১৫॥ ১৫৸ (১৬ ১৬। ১৬॥ ১৬৸ (১৭ ১৭। ১৭॥
১৭৸ (১৮ ১৮। ১৮॥ ১৮৸ (১৯ ১৯। ১৯॥ ১৯৸ ৴০
৴০। ৴০॥ ৴০৸ ৴১ ৴১। ৴১॥ ৴১৸ ৴২ ৴২। ৴২॥
৴২৸ ৴৩ ৴৩। ৴৩॥ ৴৩৸ ৴৪ ৴৪। ৴৪॥ ৴৪৸ ৴৫

গণ্ডাকিয়া।

(১ (২ (৩ (৪ (৫ (৬ (৭ (৮ (৯ (১০
(১১ (১২ (১৩ (১৪ (১৫ (১৬ (১৭ (১৮ (১৯ ৴০
৴১ ৴২ ৴৩ ৴৪ ৴৫ ৴৬ ৴৭ ৴৮ ৴৯ ৴১০
৴১১ ৴১২ ৴১৩ ৴১৪ ৴১৫ ৴১৬ ৴১৭ ৴১৮ ৴১৯ ৵০

৵১ ৵২ ৵৩ ৵৪ ৵৫ ৵৬ ৵৭ ৵৮ ৵৯ ৵১০
৵১১ ৵১২ ৵১৩ ৵১৪ ৵১৫ ৵১৬ ৵১৭ ৵১৮ ৵১৯ ৶০
৶১ ৶২ ৶৩ ৶৪ ৶৫ ৶৬ ৶৭ ৶৮ ৶৯ ৶১০
৶১১ ৶১২ ৶১৩ ৶১৪ ৶১৫ ৶১৬ ৶১৭ ৶১৮ ৶১৯ ।০
।১ ।২ ।৩ ।৪ ।৫ ।৬ ।৭ ।৮ ।৯ ।১০
।১১ ।১২ ।১৩ ।১৪ ।১৫ ।১৬ ।১৭ ।১৮ ।১৯ ।৴০

বুড়কিয়া।

(৫ (১০ (১৫ ৴০ ৴৫ ৴১০ ৴১৫ ৵০
৵৫ ৵১০ ৵১৫ ৶০ ৶৫ ৶১০ ৶১৫ ।০
।৫ ।১০ ।১৫ ।৴০ ।৴৫ ।৴১০ ।৴১৫ ।৵০
।৵৫ ।৵১০ ।৵১৫ ।৶০ ।৶৫ ।৶১০ ।৶১৫ ॥০
॥৫ ॥১০ ॥১৫ ॥৴০ ॥৴৫ ॥৴১০ ॥৴১৫ ॥৵০
॥৵৫ ॥৵১০ ॥৵১৫ ॥৶০ ॥৶৫ ॥৶১০ ॥৶১৫ ৸০
৸৫ ৸১০ ৸১৫ ৸৴০ ৸৴৫ ৸৴১০ ৸৴১৫ ৸৵০
৸৵৫ ৸৵১০ ৸৵১৫ ৸৶০ ৸৶৫ ৸৶১০ ৸৶১৫ ১৲
১(৫ ১(১০ ১(১৫ ১৴০ ১৴৫ ১৴১০ ১৴১৫ ১৵০
১৵৫ ১৵১০ ১৵১৫ ১৶০ ১৶৫ ১৶১০ ১৶১৫ ১।০
১।৫ ১।১০ ১।১৫ ১।৴০ ১।৴৫ ১।৴১০ ১।৴১৫ ১।৵০
১।৵৫ ১।৵১০ ১।৵১৫ ১।৶০ ১।৶৫ ১।৶১০ ১।৶১৫ ১॥০
১॥৫ ১॥১০ ১॥১৫ ১॥৴০ ।

পণকিয়া।

৴০ ৵০ ৶০ ।০ ।৴০ ।৵০ ।৶০ ॥০
॥৴০ ॥৵০ ॥৶০ ৸০ ৸৴০ ৸৵০ ৸৶০ ১৲
১৴০ ১৵০ ১৶০ ১।০ ১।৴০ ১।৵০ ১।৶০ ১॥০
১॥৴০ ১॥৵০ ১॥৶০ ১৸০ ১৸৴০ ১৸৵০ ১৸৶০ ২৲
২৴০ ২৵০ ২৶০ ২।০ ২।৴০ ২।৵০ ২।৶০ ২॥০
২॥৴০ ২॥৵০ ২॥৶০ ২৸০ ২৸৴০ ২৸৵০ ২৸৶০ ৩৲
৩৴০ ৩৵০ ৩৶০ ৩।০ ৩।৴০ ৩।৵০ ৩।৶০ ৩॥০

৩৷৷৴০ ৩৷৷৵০ ৩৷৷৶০ ৩৸০ ৩৸৴০ ৩৸৵০ ৩৸৶০ ৪৲
৪৴০ ৪৵০ ৪৶০ ৪৷০ ৪৷৴০ ৪৷৵০ ৪৷৶০ ৪৷৷০
৪৷৷৴০ ৪৷৷৵০ ৪৷৷৶০ ৪৸০ ৪৸৴০ ৪৸৵০ ৪৸৶০ ৫৲
৫৴০ ৫৵০ ৫৶০ ৫৷০ ৫৷৴০ ৫৷৵০ ৫৷৶০ ৫৷৷০
৫৷৷৴০ ৫৷৷৵০ ৫৷৷৶০ ৫৸০ ৫৸৴০ ৫৸৵০ ৫৸৶০ ৬৲
৬৴০ ৬৵০ ৬৶০ ৬৷০ ।

চৌকিয়া।

৷০ ৷৷০ ৸০ ১৲ ১৷০ ১৷৷০ ১৸০ ২৲
২৷০ ২৷৷০ ২৸০ ৩৲ ৩৷০ ৩৷৷০ ৩৸০ ৪৲
৪৷০ ৪৷৷০ ৪৸০ ৫৲ ৫৷০ ৫৷৷০ ৫৸০ ৬৲
৬৷০ ৬৷৷০ ৬৸০ ৭৲ ৭৷০ ৭৷৷০ ৭৸০ ৮৲
৮৷০ ৮৷৷০ ৮৸০ ৯৲ ৯৷০ ৯৷৷০ ৯৸০ ১০৲
১০৷০ ১০৷৷০ ১০৸০ ১১৲ ১১৷০ ১১৷৷০ ১১৸০ ১২৲
১২৷০ ১২৷৷০ ১২৸০ ১৩৲ ১৩৷৪ ১৩৷৷০ ১৩৸০ ১৪৲
১৪৷০ ১৪৷৷০ ১৪৸০ ১৫৲ ১৫৷০ ১৫৷৷০ ১৫৸০ ১৬৲
১৬৷০ ১৬৷৷০ ১৬৸০ ১৭৲ ১৭৷০ ১৭৷৷০ ১৭৸০ ১৮৲
১৮৷০ ১৮৷৷০ ১৮৸০ ১৯৲ ১৯৷০ ১৯৷৷০ ১৯৸০ ২০৲
২০৷০ ২০৷৷০ ২০৸০ ২১৲ ২১৷০ ২১৷৷০ ২১৸০ ২২৲
২২৷০ ২২৷৷০ ২২৸০ ২৩৲ ২৩৷০ ২৩৷৷০ ২৩৸০ ২৪৲
২৪৷০ ২৪৷৷০ ২৪৸০ ২৫৲।

কাঠাকিয়া।

৴১ ৴২ ৴৩ ৴৪ ৷০ ৷১ ৷২ ৷৩ ৷৪ ৷৷০
৷৷১ ৷৷২ ৷৷৩ ৷৷৪ ৸০ ৸১ ৸২ ৸৩ ৸৪ ১৴০
১৴১ ১৴২ ১৴৩ ১৴৪ ১৷০ ১৷১ ১৷২ ১৷৩ ১৷৪ ১৷৷০
১৷৷১ ১৷৷২ ১৷৷৩ ১৷৷৪ ১৸০ ১৸১ ১৸২ ১৸৩ ১৸৪ ২৴০
২৴১ ২৴২ ২৴৩ ২৴৪ ২৷০ ২৷১ ২৷২ ২৷৩ ২৷৪ ২৷৷০
২৷৷১ ২৷৷২ ২৷৷৩ ২৷৷৪ ২৸০ ২৸১ ২৸২ ২৸৩ ২৸৪ ৩৴০
৩৴১ ৩৴২ ৩৴৩ ৩৴৪ ৩৷০ ৩৷১ ৩৷২ ৩৷৩ ৩৷৪ ৩৷৷০

৩৷৷১ ৩৷৷২ ৩৷৷৩ ৩৷৷৪ ৩৸০ ৩৸১ ৩৸২ ৩৸৩ ৩৸৪ ৪৴০
৪৴১ ৪৴২ ৪৴৩ ৪৴৪ ৪৷০ ৪৷১ ৪৷২ ৪৷৩ ৪৷৪ ৪৷৷০
৪৷৷১ ৪৷৷২ ৪৷৷৩ ৪৷৷৪ ৪৸০ ৪৸১ ৪৸২ ৪৸৩ ৪৸৪ ৫৴০

সেরকিয়া।

৴১ ৴২ ৴৩ ৴৪ ৴৫ ৴৬ ৴৭ ৴৮ ৴৯ ৷০
৷১ ৷২ ৷৩ ৷৪ ৷৫ ৷৬ ৷৭ ৷৮ ৷৯ ৷৷০
৷৷১ ৷৷২ ৷৷৩ ৷৷৪ ৷৷৫ ৷৷৬ ৷৷৭ ৷৷৮ ৷৷৯ ৸০
৸১ ৸২ ৸৩ ৸৪ ৸৫ ৸৬ ৸৭ ৸৮ ৸৯ ১৴০
১৴১ ১৴২ ১৴৩ ১৴৪ ১৴৫ ১৴৬ ১৴৭ ১৴৮ ১৴৯ ১৷০
১৷১ ১৷২ ১৷৩ ১৷৪ ১৷৫ ১৷৬ ১৷৭ ১৷৮ ১৷৯ ১৷৷০
১৷৷১ ১৷৷২ ১৷৷৩ ১৷৷৪ ১৷৷৫ ১৷৷৬ ১৷৷৭ ১৷৷৮ ১৷৷৯ ১৸০
১৸১ ১৸২ ১৸৩ ১৸৪ ১৸৫ ১৸৬ ১৸৭ ১৸৮ ১৸৯ ২৴০
২৴১ ২৴২ ২৴৩ ২৴৪ ২৴৫ ২৴৬ ২৴৭ ২৴৮ ২৴৯ ২৷০
২৷১ ২৷২ ২৷৩ ২৷৪ ২৷৫ ২৷৬ ২৷৭ ২৷৮ ২৷৯ ২৷৷০

দশকিয়া।

১০ ৴০ ৴১০ ৵০ ৵১০ ৶০ ৶১০ ৷০
৷১০ ৷৴০ ৷৴১০ ৷৵০ ৷৵১০ ৷৶০ ৷৶১০ ৷৷০
৷৷১০ ৷৷৴০ ৷৷৴১০ ৷৷৵০ ৷৷৵১০ ৷৷৶০ ৷৷৶১০ ৸০
৸১০ ৸৴০ ৸৴১০ ৸৵০ ৸৵১০ ৸৶০ ৸৶১০ ১৲
১৲১০ ১৴০ ১৴১০ ১৵০ ১৵১০ ১৶০ ১৶১০ ১৷০
১৷১০ ১৷৴০ ১৷৴১০ ১৷৵০ ১৷৵১০ ১৷৶০ ১৷৶১০ ১৷৷০
১৷৷১০ ১৷৷৴০ ১৷৷৴১০ ১৷৷৵০ ১৷৷৵১০ ১৷৷৶০ ১৷৷৶১০ ১৸০
১৸১০ ১৸৴০ ১৸৴১০ ১৸৵০ ১৸৵১০ ১৸৶০ ১৸৶১০ ২৲
২৲১০ ২৴০ ২৴১০ ২৵০ ২৵১০ ২৶০ ২৶১০ ২৷০
২৷১০ ২৷৴০ ২৷৴১০ ২৷৵০ ২৷৵১০ ২৷৶০ ২৷৶১০ ২৷৷০
২৷৷১০ ২৷৷৴০ ২৷৷৴১০ ২৷৷৵০ ২৷৷৵১০ ২৷৷৶০ ২৷৷৶১০ ২৸০
২৸১০ ২৸৴০ ২৸৴১০ ২৸৵০ ২৸৵১০ ২৸৶০ ২৸৶১০ ৩৲
৩৲১০ ৩৴০ ৩৴১০ ৩৵০।

গণিত নামতা।

১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	৪	৬	৮	১০	১২	১৪	১৬	১৮	২০
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩	৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	২৪	২৭	৩০
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪	৮	১২	১৬	২০	২৪	২৮	৩২	৩৬	৪০
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫	১০	১৫	২০	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫	৫০
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	১২	১৮	২৪	৩০	৩৬	৪২	৪৮	৫৪	৬০
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭	১৪	২১	২৮	৩৫	৪২	৪৯	৫৬	৬৩	৭০
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	১৬	২৪	৩২	৪০	৪৮	৫৬	৬৪	৭২	৮০
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯	১৮	২৭	৩৬	৪৫	৫৪	৬৩	৭২	৮১	৯০
১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১০	২০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০	১০০

১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	২২	৩৩	৪৪	৫৫	৬৬	৭৭	৮৮	৯৯	১১০
১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১২	২৪	৩৬	৪৮	৬০	৭২	৮৪	৯৬	১০৮	১২০
১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৩	২৬	৩৯	৫২	৬৫	৭৮	৯১	১০৪	১১৭	১৩০
১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৪	২৮	৪২	৫৬	৭০	৮৪	৯৮	১১২	১২৬	১৪০
১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৫	৩০	৪৫	৬০	৭৫	৯০	১০৫	১২০	১৩৫	১৫০
১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৬	৩২	৪৮	৬৪	৮০	৯৬	১১২	১২৮	১৪৪	১৬০
১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৭	৩৪	৫১	৬৮	৮৫	১০২	১১৯	১৩৬	১৫৩	১৭০
১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৮	৩৬	৫৪	৭২	৯০	১০৮	১২৬	১৪৪	১৬২	১৮০
১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯	৩৮	৫৭	৭৬	৯৫	১১৪	১৩৩	১৫২	১৭১	১৯০
২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০	৪০	৬০	৮০	১০০	১২০	১৪০	১৬০	১৮০	২০০

১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১২১	১৩২	১৪৩	১৫৪	১৬৫	১৭৬	১৮৭	১৯৮	২০৯	২২০

১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৪৪	১৫৬	১৬৮	১৮০	১৯২	২০৪	২১৬	২২৮	২৪০

১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩ ।	১৪	১৪
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০ ।	১৪	১৫
১৬৯	১৮২	১৯৫	২০৮	২২১	২৩৪	২৪৭	২৬০ ।	১৯৬	২১০

১৪	১৪	১৪	১৪	১৪ ।	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০ ।	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২২৪	২৩৮	২৫২	২৬৬	২৮০ ।	২২৫	২৪০	২৫৫	২৭০	২৮৫

১৫ ।	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬ ।	১৭	১৭	১৭	১৭
২০ ।	১৬	১৭	১৮	১৯	২০ ।	১৭	১৮	১৯	২০
৩০০ ।	২৫৬	২৭২	২৮৮	৩০৪	৩২০ ।	২৮৯	৩০৬	৩২৩	৩৪০

১৮	১৮	১৮ ।	১৯	১৯ ।	২০	২০	২০	২০	২০	২০
১৮	১৯	২০ ।	১৯	২০ ।	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
৩২৪	৩৪২	৩৬০ ।	৩৬১	৩৮০ ।	৪০০	৪২০	৪৪০	৪৬০	৪৮০	৫০০

সইয়া।

১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	২॥	৩৸	৫	৬।	৭॥	৮৸	১০	১১।	১২॥

১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।	১।
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৩৸	১৫	১৬।	১৭॥	১৮৸	২০	২১।	২২॥	২৩৸	২৫

দেড়িয়া।

১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১॥	৩	৪॥	৬	৭॥	৯	১০॥	১২	১৩॥	১৫

১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥	১॥
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৬॥	১৮	১৯॥	২১	২২॥	২৪	২৫॥	২৭	২৮॥	৩০

আড়াইয়া।

২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২॥	৫	৭॥	১০	১২॥	১৫	১৭॥	২০	২২॥	২৫

২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥	২॥
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২৭॥	৩০	৩২॥	৩৫	৩৭॥	৪০	৪২॥	৪৫	৪৭॥	৫০

কাক কড়াদির স্থূল গুণাবলী।

আসামী	কাক	কড়া	গণ্ডা	বুড়ি	পণ	চৌক	কাঠা	সের	দশক।
১০	(৷৶	(২॥	(১০	৶১০	॥৶০	২॥০	॥০	৷০	৷/০
২০	(১৷	(৫	/০	৷/০	১৷০	৫৲	১/০	॥০	॥৶০
৩০	(১৸৶	(৭॥	/১০	৷৵১০	১৸৶০	৭॥০	১॥০	৸০	৸৵০
৪০	(২॥	(১০	৶০	॥৶০	২॥০	১০৲	২/০	১/০	১৷০
৫০	(৩৶	(১২॥	৶১০	৸১০	৩৶০	১২॥	২॥০	১৷০	১॥/০
৬০	(৩৸	(১৫	৵০	৸৵০	৩৸০	১৫৲	৩/০	১॥০	১৸৶০
৭০	(৪৷৶	(১৭॥	৵১০	১/১০	৪৷৶০	১৭॥	৩॥০	১৸০	২৵০
৮০	(৫	/০	৷০	১৷০	৫৲	২০৲	৪/০	২/০	২॥০
৯০	(৫॥৶	/২॥	৷১০	১৷৶১০	৫॥৶০	২২॥০	৪॥০	২৷০	২৸/০
১০০	(৬৷	/৫	৷/০	১॥/০	৬৷০	২৫৲	৫/০	২॥০	৩৶০

গণিত কড়া।

কাঁচা।

৪ কাকে	১ কড়া
৪ কড়ায়	১ গণ্ডা ‹১
৫ গণ্ডায়	১ বুড়ি ‹৫
৪ বুড়িতে	১ পণ /০
৪ পণে	১ চৌক ।০
৪ চৌকে	১ কাহন ১্

পাকা।

৪ কড়ায়	১ গণ্ডায় ‹১
৫ গণ্ডায়	১ পয়সা ‹৫
৪ পয়সায়	১ আনা /০
৪ আনায়	১ সিকি ।০
৪ সিকিতে	১ টাকা ১্
১৬ টাকায়	১ মোহর ১৬্

বাজার ওজন।

৫ সিকিতে	১ কাঁচ্চা ‹৫
৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক /০
৪ ছটাকে	১ পোয়া /।০
৪ পোয়ায়	১ সের /১
৫ সেরেতে	১ পশুরি /৫
২ পশুরিতে	১ চৌক ।০
৮ পশুরিতে	১ মণ ১/০

চাউল ও ধান্য ইত্যাদির বিশেষ মাপ।

৫ ছটাকে ১ খুঁচি বা কুনিকা
৪ খুঁচি বা কুনিকাতে ১রেক
৪ রেকে১ পালি বা পশুরি /৫

১৬ সলিতে	১ কাহন ১্
১ কাহনে	৪০ মণ ৪০/

দক্ষিণ অঞ্চলের চলিত মাপ।

১পালিতে বা ৪রেকে ১দ্রোণ

৪ দ্রোণে	১ আড়ি ১
৫ আড়িতে	১ সলি ৫
৪ সলিতে	১ বিশ /০
১৬ বিশে	১ পৌটি ১

সোণা ও রূপার ওজন।

৪ ধানে	১ রতি
৬ রতিতে	১ আনা
৮ রতিতে	১ মাষা
১২ মাষায়	১ তোলা

কাপড়ের মাপ।

৩ যবে	১ অঙ্গুলি
৩ অঙ্গুলিতে	১ গিরা
৮ গিরাতে	১ হাত
২ হাতে	১ গজ

প্রকারান্তর।

৩ দীর্ঘ যবে	১ বুরুল
১২ বুরুলে	১ ফুট
১।। ফুটে	১ হাত
২ হাতে	১ গজ

ভূমির মাপ।

৮ যবে	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে	১ মুট
৩ মুটে	১ বিঘত
২ বিঘতে	১ হাত

১৬ ছটাকে	১ কাঠা
৫ কাঠায়	১ চৌক
৪ চৌকে	১ বিঘা

পথের মাপ।

৩ যবেতে	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে	১ মুট
৩ মুটে	১ বিঘত
২ বিঘতে	১ হাত
৪ হাতে	১ ধনু
২০০০ ধনুতে	১ মাইল
২ মাইলে	১ ক্রোশ
ক্রোশে	১ যোজন

সময় নিরূপণ।

৬০ পলে	১ দণ্ড
৭॥ দণ্ডে	১ প্রহর
৮ প্রহরে	১ দিবা রাত্রি
৭ দিবা রাত্রে	১ সপ্তাহ
১৫ দিনে	১ পক্ষ
২ পক্ষে	১ মাস
২ মাসে	১ ঋতু
৩ ঋতুতে	১ অয়ন
২ অয়নে	১ বৎসর
১২ বৎসরে	১ যুগ

বৈদ্যক পরিমাণ।

৪ ধানে	১ রতি।
৫ রতিতে	১ মাষা।
১৬ মাষায়	১ তোলা।
২০ তোলায়	১ পোয়া।

বার নিরূপণ।

ইং বার।	বাং বার।
১ সন্‌ডে	১ রবিবার
২ মন্‌ডে	২ সোমবার
৩ টুইস্‌ডে	৩ মঙ্গলবার
৪ ওয়েড্‌নেস্‌ডে	৪ বুধবার
৫ থার্সডে	৫ গুরুবার
৬ ফ্রাইডে	৬ শুক্রবার
৭ স্যাটারডে	৭ শনিবার

ইংরাজী মাসের নাম।

১ জানুয়ারি	৭ জুলাই
২ ফেব্রুয়ারি	৮ আগষ্ট
৩ মার্চ্চ	৯ সেপ্টেম্বর
৪ এপ্রেল	১০ অক্টোবর
৫ মে	১১ নবেম্বর
৬ জুন	১২ ডিসেম্বর

বাঙ্গালা মাসের নাম।

১ বৈশাখ	৭ কার্ত্তিক
২ জ্যৈষ্ঠ	৮ অগ্রহায়ণ
৩ আষাঢ়	৯ পৌষ
৪ শ্রাবণ	১০ মাঘ
৫ ভাদ্র	১১ ফাল্গুন
৬ আশ্বিন	১২ চৈত্র

ইংরাজী মুদ্রা পরিমাণ।

৪ ফার্দিঙে	১ পেনি।
১২ পেন্সে	১ শিলিঙ।
২০ শিলিঙে	১ পৌণ্ড।
২১ শিলিঙে	১ গিনি।

শ্রীশ্রীহরি।

সেবক শ্রীনবকৃষ্ণ দে

প্রণাম। বহুব নিবেদন

শ্রাগে মহাশয়ের শ্রীচ-

রণ আশীর্ব্বাদে এজ-

নার প্রাণগতিক সমস্ত

মঙ্গল হয় বিশেষঃ।

পরে মহাশয়ের পত্র

পাইয়া সকল সমাচার

জ্ঞাত হইলাম নিবেদন

ইতি তারিখ ১২ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীশ্রীহরি।

আজ্ঞাকারী শ্রীশ্রীনাথ
দে বিনয় পূর্ব্বক নম-
স্কার নিবেদনঞ্চাগে
মহাশয়ের রাজলক্ষ্মী
শ্রীশ্রীঙবিরাজ করিতে
ছেন তাহাতে অত্রা-
নন্দ হয় বিশেষঃ। পরে
মহাশয়ের পত্র পাইয়া
সকল সমাচার জ্ঞাত
হইলাম ইতি ২৫ মাঘ।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

মহামহিম শ্রীযুক্ত নব
গোপালবন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় বরাবরেষু।
লিখিতং শ্রীরসময়দে
কস্য কর্জ্জপত্র মিদং কা
র্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের স্থা
নে৫০টাকা কর্জ্জ লইলাম
ইহারসুদ।।০হিঃদিবএক
মাহারমধ্যে পরিশোধ
করিব ইতি২৫পৌষ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।

পোষ্য শ্রীরামচন্দ্র দাস
পরম শুভাশীর্ব্বাদ বি-
জ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার
মঙ্গল শ্রীশ্রী৺ স্থানে
প্রার্থনা করিতেছি তা-
হাঁতে মঙ্গল বিশেষঃ।
বহু দিবসাবধি সম্বাদ
না পাইয়া বড় ভাবিত
আছি মঙ্গলাদি লিখি-
বেন ইতি ৺ বৈশাখ।

পত্র লিখিবার ধারা।

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম বন্দিয়া মস্তকে। পত্রের নিয়ম কিছু কহিব সংক্ষেপে ॥ পিতামহ মহাশয়ে করিয়া প্রণতি। সেবকানুসেবক বলিয়া লিখি পাঁতি ॥ পিতা জ্যেষ্ঠা খুড়া আদি সব সমতুল। জ্যেষ্ঠ মধ্যম আর শ্বশুর মাতুল ॥ জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত গুরুজন। সেবক প্রণাম করি লিখি নিবেদন ॥ পরম পূজনীয় বলি দিবে শিরোনাম। পত্রের নিয়ম এই স্থির করিলাম ॥ ছোট ভাই পুত্র আদি ভগিনী যত থাকে। পরমশুভাশী বলি পত্র লিখি তাকে ॥ মঙ্গল উন্নতি করি লিখিবে আশীষে। পরম কল্যাণীয় বলি শিরোনামা শেষে ॥ পুত্র নাহি বনিতা স্বামীকে লিখে পাঁতি। স্বস্তি সেবিকা বলি লিখিবে যুবতী ॥ মহামহিম বলি দিবে শিরোনামা। পত্র লিখিবার রীতি শুন সর্ব্বজনা ॥ কিঞ্চিৎ কহিলাম এই সংক্ষেপ অক্ষরে। সর্ব্বত্র লিখিবে পত্র এই অনুসারে॥ কন্যা পিতাকে লিখে করিয়া প্রণাম। পরম পূজনীয় বলি দিবে শিরোনাম ॥ ভগ্নীপতি যদি হয় অতি সুলক্ষণ। আজ্ঞাকারী করি তাঁকে লিখি নিবেদন ॥ মধ্যম কনিষ্ঠ যদি হয় ভগ্নীপতি। নমস্কার করিয়া তাহাকে লিখি পাঁতি ॥ শ্বশুরের পুত্র যদি স্ত্রীর হয় বড়। তাহাকে লিখিতে পত্র বুদ্ধি চাই দৃঢ় ॥ ধনে মানে কুলে শীলে থাকয়ে সন্তোষ। আজ্ঞাকারী বলিয়া লিখিতে নাহি দোষ ॥ দেশের জমীদার যদি হয় মুসলমান। বন্দের চাকর বলি লিখিবে সেলাম ॥ ক্ষত্র কিম্বা শূদ্র যদি হয় নরপতি। আজ্ঞাকারী করিয়া তাহাকে লিখি পাঁতি ॥ দেশের জমিদার যদি হয়ত ব্রাহ্মণ। সেবক প্রণাম করি লিখি নিবেদন ॥ আজ্ঞাকারী পাঠ লিখি বড় বড় জনে। বিনয় সম্বাদ লিখি প্রণাম নিবেদনে ॥ সমানে সমানে লিখি ত্বদীয় বলিয়া। সমভাবে লিখি তাকে নমস্কার করিয়া ॥

তেরিজ।

তেরিজ ধরণ কথা শুন শিশুগণ। দক্ষিণে কড়ার স্থান করিবে গণন॥ কড়া খুয়ে চারি কড়ায় গণ্ডা লবে হাতে। হাত শুদ্ধা গণ্ডা থোবে দশক পশ্চাতে॥ দশকেং পণ কমি হইলে থোবে। পণেং এক করি চৌক ধরি লবে॥ চারি চৌকে টাকা হয় তেরিজ লেখা কর। নরসিংহ রচয়ে তেরিজ অঙ্ক ধর॥

উদাহরণ।	চাইল খরিদ	৯	৭	৬	৸৶	১৭	॥
	ডাইল ,,	১	৬	৪	৸/	১২	॥
	ঘৃত ,,	১	৩	৪	৸৶	৭	॥
	ময়দা ,,	৯	০	৮	।৵	১৫	
	একুন	২ ১	৮	৫	৶	১২	॥

জমা ওয়াশীল বাকী।

জমা ওয়াশীল বাকী শুন শিশু ভাই। জমা ছোট খরচ বড় ফাজিল বলি তাই॥ জমা বড় খরচ ছোট বাকীদার হয়। জমা ওয়াশীল সমান হলে সাধু খালাস পায়॥

উদা। গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জমা—	৯	৫	৪	॥৵	৬	।
খরচ—		৭	৪	৸/	৮	৸
বাকী—	৮	৭	৯	৸	১৭	॥

কাঠাকালি।

কুড়বাং কুড়বা লিজ্যে। কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্যে॥ কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ। দশ বিশ গণ্ডা কাঠায় জান॥

দীর্ঘ ২॥০ বিঘা প্রস্থে ২।০ বিঘা কত কালি হইল?

২॥০	২।০	৫॥২॥০	কালি

৪॥০
১/২॥
৫॥২॥ বিঘা

জমাবন্দী।

জমী বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা কাঠা প্রতি ধর॥ যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট। গণ্ডা

প্রতি ষোল তিল ঘুচাও কপট ॥ কড়া প্রতি চারি তিল শুভ-ঙ্কর ভণে। জমাবন্দী কর শিশু আনন্দিত মনে ॥

উদা। ১বিঘার খাজানা টা ৯।৶১০॥ হইলে।০ কাঠার খাজানা কত? ৲ টা ৯।৶১০ ॥ এক বিঘার খাজানা ।০ কাঠার

৯ টাকার হিঃ	।৶৪	...	২৶০
।৶০ আনার হিঃ	৭	...	৶১৫
১০ গণ্ডার হিঃ	॥	...	২॥
॥ কড়ার হিঃ	৮	...	৶

১ কাঠার খাজানা ।৶১১॥৮ ৫ কাঠার খাজানা ২।/১৭॥৶

মাস মাহিনা।

মাস মাহিনা যার যত। দিন তার পড়ে কত ॥ বিয়াল্লিশ কড়া দুই ক্রান্তি। আনা প্রতি দুই কড়া দুই ক্রান্তি। বলে গেল ধুনদত্তি ॥

উদা। মাসে যার টা ১২৸/ বেতন, সে ৬ মাস ৪ দিনে কত পাইবে?

টা ১২৸/	দিন ৪	মাস ৬
।৶	১॥	৭২
৬	৶৪	৪৸৶
২	২	৭৬৸৶ ৬মাসের বেতন
৬॥	॥=	
২ =	১॥৶৬॥ = ৪ দিনের বেতন	

।৶১৬॥ = ১দিনের বেতন। ৭৬৸৶ ছয় মাসের বেতন

৭৮॥/৬॥ = উত্তর।

বৎসর মাহিনা।

বৎসর মাহিনা যার যত। মাসে তার পড়ে কত। টাকা প্রতি এক আনা ছয় গণ্ডা আট ক্রান্তি। আনা প্রতি ছয় কড়া দুই ক্রান্তি বলে গেল ধুনদত্তি।

বৎসর মাহিনা যার যত। দিন তার পড়ে কত ॥ তিন কড়া পাঁচ দন্তি। আনা প্রতি দুই দন্তি। বলে গেল ধুনদন্তি ॥

কড়িকসা।

কাহনে লইবে পণ চৌকে লবে বুড়ি। গণ্ডায় লইবে কাক পণে পঞ্চ কৌড়ি॥ কড়ায় লইবে পঞ্চ তিলের লিখন। শুভ-ঙ্কর দাস কহে বালক বুঝন॥ যতেক তঙ্কায় কড়ি বাঁয়ে ই-লেক দিবে। হইবে গণ্ডার কড়ি লেখা করি লবে॥

উদা। যদি ৪৮/৩॥ কাহন এক টাকায় কড়ি হয়, তবে ।৶/১২॥ আনার কড়ি কত হইবে?

৪৮/৩॥
।১৬।
৶/১০
।১৬।৶/১০ এক আনার কড়ি।
(৪৮/৩॥ গণ্ডার কড়ি।

।৶/১২॥
১॥
।১৬
২॥৶
৶
১৮১৮৮/ ছয় আনার কড়ি
৶১৭৮৶২ বারো গণ্ডার
২।৶/১১৮ দুই কড়ার
১৮৶/১৯/১৩৮ উঃ।

মণের নিয়ম।

চারি ধানে রত্তি হয় আট রত্তিতে মাসা। বারো মাসায় তোলা হয় শুন সত্য ভাষা॥ আশী তোলায় সের হয় শুন দিয়া মন। চল্লিশ সেরেতে মণ শুন সর্ব্বজন॥ পাঁচসেরে পস্থরি হয় চারি সেরে বিশে। এ বিদ্যা শিখিলে ঘুচে অবোধের দিশে

মণ কসা।

তঙ্কায় লইবে যত মণ আসবাব। মণেতে আড়াই সের আনার হিসাব॥ যত সের থাকয়ে ছটাক তত হয়। ছটা-কেতে পঞ্চবট শুভঙ্কর কয়॥

উদা। টাকায় ৩৩॥/ চাউল হইলে ৶০ কত চাউল হইবে?

৩৩॥/
/৭॥
৮/১১।
০১ আনায় /৮।/১১। জিনিস

৶
॥৪৮৶০
/১৩৮
॥৫ (১৩৮ তিন আনায় জিনিস

টাকায় হিসাব মণের প্রতি।

তঙ্কা প্রতি মণ যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সের প্রতি ধর॥ আনা প্রতি দুই কড়া গণ্ডায় অষ্ট তিল। শুভঙ্কর দাস কহে এইমত মিল॥

সের কসা।

তৈল লবণ ঘৃত চিনি যাহা কিনিতে যাবে। তঙ্কা প্রতি মণ হইলে সের কত লবে॥ আনা প্রতি কত হবে গণ্ডায় কত লবে। কড়া প্রতি কি ধরিবে স্থির করিতে হবে॥ ইহার নিয়ম কিছু শুন শিশুগণে। টাকায় অষ্ট গণ্ডা সেরে লইবে যতনে॥ আনা প্রতি দুই কড়া বুঝহ সুশীল। গণ্ডা প্রতি ধরিয়া লইবে অষ্ট তিল॥ কড়া প্রতি দুই তিল শুভঙ্কর ভণে। মণকসা কর শিশু আনন্দিত মনে॥

উদা। যদি টা ৫॥৵১৭॥ তে ১ মণ দ্রব্য পাওয়া যায়, তবে ঐ হিসাবে /৭ সেরের মূল্য কত? /৭

৫॥৵১৭॥ | ৮৵
৵৫।৵১৬ | /১৫
৪ | ৩/
৵৫।৶ সেরের দাম। | ৮৶১৮/ সাত সেরের মূল্য

ছটাক কসা।

তঙ্কা প্রতি মন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি দুই কড়া ছটাক প্রতি ধর॥ আনা প্রতি দশ তিল গণ্ডায় অর্দ্ধ কর। শুভঙ্কর দাস কহে এইমত হয়॥

উদা। ১/০ মণের দাম ৭॥৵১০ হইলে ॥/০ ছটাকের মূল্য কত

টা ৭॥৵১০ | ॥/০
৩॥ | /৭
।/০ | ৭।/
৫ | ৵৫

১ ছটাকের মূল্য ৩৮/৫ আনা | /১৪।৶৫ উত্তর।

তোলা কসা।

তঙ্কা প্রতি মন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি দুই কাক তোলা প্রতি ধর॥ আনা প্রতি আড়াই তিল শুভঙ্কর ভণে। তোলা কসা কর শিশু আনন্দিত মনে॥

উদা। মণের দাম টা ৩৫৸৴১০ হইলে ৬ তোলার মূল্য কত?

টা ৩৫৸৴১০	৬
।৶০	৻২॥৶০
৴১৭॥	।৴৮
১।	৪॥
৻।৶১৮৫ তোলা প্রতি	৻২৫৸৴১২॥ উত্তর।

রতি কসা।

সোণা ভরি যত তঙ্কা লবে তত পাই। একুন করিয়া অঙ্ক রাখ তিন ঠাঁই॥ এক ঘুচালে থাকে যত। সোণার রতি পড়ে তত॥

অথবা। সোণা ভরি যত তঙ্কা হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি তের কড়া এক ক্রান্তি রত্তি প্রতি ধর॥

অথবা। সোণাকসা বিবরণ শুন শিশু ভাই। যত টাকা তত পাই কর এক ঠাঁই॥ দুই দিয়া পুরি তাকে তিন দিয়া হরি। প্রত্যেক রতির দাম লইবেক ধরি॥

সুদ কসা।

আসলের যত তঙ্কা যতনে রাখিবে। যত মাস হবে তত গুণ করে লবে॥ এইরূপে পুরণ একুন হলে পরে। মোটে ধরে লবে সুদ শতকরা দরে॥ শতকরা না হইয়া কম টাকা হবে। কি টাকায় হিসাব করিয়া ধরে লবে॥ এইরূপ হিসাবে জুমলা যত হয়। ধার্য্য হয় সেই সুদ জানিবে নিশ্চয়॥

উদা। শতকরা মাসিক ৩॥০ টাকা হার সুদে ৩৪০৲ টাকার সুদ পাঁচ মাসে কত? ৩৪০৲

৫ দিয়া গুণ

১৭০০

৩॥০ দিয়া গুণ

৫৯॥০ উত্তর।

বাঁটা কসা।

শতকরা তঙ্কার বাঁটা বুঝহ সুশীল। তঙ্কা প্রতি তিন গণ্ডা তিন কাক চারি তিল॥ আনা প্রতি তিন কাক চারি তিল জান। একুন করিয়া বুঝ বাঁটার প্রমাণ॥ আসলে হরিলে অঙ্ক যত বাকী রয়। বাঁটা বাদে তত সিকা শুভঙ্কর কয়॥

উদা। শতকরা ৬।০ বাঁটা হইলে ৩্ টাকার বাঁটা কত?

৬।০ ৩ টাকার

(৩৴৪ তিল × ৬ টা (১৯৴৪ ৶০ উত্তর।

৴৪ × ৪ আ (৮১৬

১ টাকার বাঁটা ।০

সলি কসা।

ধান্য চাউল শস্য আদি যাহা কিনিতে যাই। তঙ্কা দরে আনা প্রতি কত দ্রব্য পাই॥ সলি প্রতি পাঁচ পোয়া ছটাক কাঠার। শুভঙ্কর সলিকসা লোকেরে শিখায়॥

উদা। ১ টাকায় /৬॥ ধান্য হইলে ।/১০ আনাতে কত ধান্য পাওয়া যাইবে? টাকায় বিঃ /৬॥ ।/১০ তে

বিশ প্রতি (১।০ ; এক বিশে (১।০ (৫॥

আড়ি প্রতি /০ পোয়া, ৬ আড়িতে ।৵০ (২৮

কাঠায় ৫ তিল, ॥০ কাঠায় (১০ (॥৴০

আনায় (১॥৵১০ ৵১৫

নৌকাকালি। (৯৴১৫ উ।

দীর্ঘে নৌকা হাত যত। প্রস্থ দিয়া পুর তত॥ চাড়া দ্বিগুণ করিয়া একুন। যত হাত তত মণ॥ কিন্তু সরঞ্জমি বাদ আছে নিরূপণ। শতকরা দশ মণ শুভঙ্কর কন॥

একখানি নৌকা দীর্ঘে ৩০ হাত, প্রস্থে ৫ হাত, উচ্চতা ২॥ হাত, আধ হাত খালি রাখিয়া মাল তুলিলে তাহাতে কত মাল ধরিবে? দীর্ঘ × প্রস্থ × আধ হাত খালি বাদ দিয়া।

উচ্চতা দ্বিগুণ = ৩০ × ৫ × ৪ = ৬০০

সরঞ্জমি বাদ ১০ হিঃ ৬০

৫৪০ মণ উ।

শ্রীগঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি।

গঙ্গার বন্দনা।

বন্দ মাতা সুরধুনি, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিত পাবনী পুরাতনী। বিষ্ণুপদে উপাদান, দ্রবময়ী তব নাম, সুরাসুর নরের জননী॥ ব্রহ্মকমণ্ডলে বাস, আছিলা ব্রহ্মার পাশ, পবিত্র করিয়া ব্রহ্মপুরী। জীবে দেখি দুরাশয়, নাশিবারে ভবভয়, অবনী আইলা সুরেশ্বরী॥ সূর্য্যবংশে ভগীরথ, আগে দেখাইয়া পথ, তোমারে আনিল মহীতলে। মহাপাপী দুরাচারী, পরশে তোমার বারি, স্বকায় বৈকুণ্ঠপুরী চলে॥ সগর রাজার বংশ, ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংস, অঙ্গার আছিল অবশেষ। পরশিয়া তব জলে,স্বকায়ে বৈকুণ্ঠে চলে,সবে হয়ে চতুর্ভুজ বেশ॥ নির্ম্মল তোমার জল, ভক্ষণে অশেষ ফল, বিধি বিষ্ণু চিনিতে না পারে। শিরে ধরি শূলপাণি, আপনারে ধন্য মানি, এ মহিমা কে বলিতে পারে॥ তুয়া জলে করি পাক, অন্ন আদি কিবা শাক, দেবতা দুর্ল্লভ করি লয়। সেই অন্ন সুধাময়, ব্যাসভাষা বেদে কয়, ভুঞ্জিলে যমের নাহি ভয়॥ সগর সঙ্গম নাম, কেবল কৈবল্য ধাম, বিধি বিষ্ণু চিনিতে না পারে। নীচ শূদ্র কি সন্ন্যাসী, মরিলে বৈকুণ্ঠবাসী, মকরেতে যেবা স্নান করে॥ শতেক যোজনে থাকে, যদি গঙ্গা বলে ডাকে, পবিত্র তাহার কলেবর। নাম উচ্চারণ ফলে, বিষ্ণুর সদনে চলে, নাহি দেখে শমননগর॥ গতপ্রাণী মৃতকায়া, পিতা মাতা সুত জায়া, শ্মশানে টানিয়া লয়ে ফেলে। দারা

সুত ঘৃণা করে, স্নান করি অহিংসে ঘরে, সেকালে আপনি কর কোলে ॥ যাবৎ উপায় শক্ত, জ্ঞাতি বন্ধু অনুরক্ত, মিলে করে দিন দুই শোক। সে সব সঙ্কট দিনে, তোমার চরণ বিনে, কেহ নাহি আপন্নার লোক ॥ গতপ্রাণী মৃতকায়, কাকে বা শৃগালে খায়, ভেসে গিয়া লাগে তব তটে। হাতেতে চামর ধরি, শত স্বর্গ বিদ্যাধরী, সেবে আসি তাহার নিকটে ॥ তোমার নিকটে রই, শরট করট হই, কিবা কৃশ শুনীর তনয়। গঙ্গাহীন দেশে রয়ে, কোটি হস্তীশ্বর হয়ে, যদি রহে সেহ কিছু নয় ॥ কীটাদি পতঙ্গ পক্ষ, নৃপ আদি জীব লক্ষ, সকলি তোমার সমতুল। মহাপাপী দুরাচারী, পরশে তোমার বারি, অন্তকালে তুমি অনুকূল ॥ গঙ্গার মহিমা যত, আমি তাহা কব কত, বিস্তারিত অনেক পুরাণে। গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ ভকতি মাগে, চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণে ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

ভীষ্মজননী ভাগীরথী মাতর্গঙ্গে।

সগর সন্ততি, গণে দিতে গতি, বিহর সাগর সঙ্গে ॥

ওমা হরিদ্বারাবতী, অতি দ্রুতগতি,

জহ্নুমুনির ধ্যান ভঙ্গে; তারণ কারণ, যমভয় বারণ,

স্থাবর জঙ্গম কীটপতঙ্গে ॥

গুরুদক্ষিণা।

কৃষ্ণঃ করোতি কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী,
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকুতূহলী।
সা তে ভবতু সুপ্রীতে দেবি শিখরবাসিনি।
উগ্রেণ তপসালব্ধ জয়া পশুপতিপতিঃ॥

বন্দ প্রভু নারায়ণ অখিলের পতি। যাঁর পদ সেবেন কমলা সরস্বতী॥ ব্রহ্মার জনম হৈল নাভি-শতদলে। বিষ্ণুর উৎপত্তি হৈল চরণকমলে॥ শুকদেব স্থানে জিজ্ঞাসিল পরীক্ষিত। কহ শুনি মুনি কিছু কৃষ্ণের চরিত॥ গুরুগৃহে যেই কালে হরি হলধর। বিদ্যা শিক্ষা করিলেন অবন্তীনগর॥ অবন্তীনগরে মুনি বড় ভাগ্যবান্। কৃপা করি বাড়াইলা মুনির সম্মান॥ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তনু কভু নহে ভিন্ন। হৃদয়ে ধারণ করেন ভৃগুপদচিহ্ন॥ মৃত-পুত্র যমালয়ে আছিল মুনির। কেমনে আনিয়া দিল দেব যদুবীর॥ সেই কথা শুনিতে বাসনা বড় হয়। কৃপা করি কহ প্রভু ব্যাসের তনয়॥ ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত আমি আছি সপ্তদিন। উপায় না দেখি কিছু তরিবার চিহ্ন॥ মুনি বলে ধন্য অভিমন্যুর নন্দন। গুরুদক্ষিণার কথা শুন দিয়া মন॥ দুইদণ্ড পরমায়ু খট্টাঙ্গ রাজার। শ্রীভারতকথা শুনি হইল উদ্ধার॥ তোমার দীর্ঘল আয়ুঃ সপ্তদিন বটে। শুন শুন কৃষ্ণকথা বসিয়া নিকটে॥ কংস বধ

করি হরি গিয়া মথুরায়। কারাগারে উদ্ধার করিল বাপ মায়॥ মাতামহ উগ্রসেনে দিলা রাজ্যভার। বসুদেব দেবকীর আনন্দ অপার॥ কিছু দিন বাছা মোর ছিলা নন্দালয়ে। লুকায়ে রাখিয়াছিলাম দুষ্ট কংসভয়ে॥ এখন আমরা মরি তোমা বিদ্যমানে। ও চাঁদকমলমুখ হেরিয়া নয়নে॥ পিতা মাতা সান্ত্বনা করিয়া চক্রপাণি। কিছু দিন মথুরায় ছিল রাজধানী॥ একদিন বসুদেব পিতৃ-শ্রাদ্ধদিনে। নিমন্ত্রিয়া আনিল অনেক দ্বিজগণে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ষড়দরশন। মহামহোপাধ্যায় সব বিজয়ী ভুবন॥ নিধিকৃষ্ণ ঘোষাল সাক্ষাৎ সর-স্বতী। জগন্নাথ সার্ব্বভৌম শ্যাম বাচস্পতি॥ গদা-ধর পঞ্চানন মিশ্র হলধর। রঘু বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত দামোদর॥ যদুকুলাচার্য্য মুনি আইলেন গর্গ। চন্দ্র-চূড়া সিদ্ধান্ত প্রভৃতি দ্বিজবর্গ॥ সভাতে বসিলা আসি কৃষ্ণ বলরাম। ভুবনমোহন রূপ জিনি কোটি কাম॥ কুটীল কুন্তলাবৃত বদনকমল। কর্ণমূলে শোভা করে মকরকুণ্ডল॥ শ্যাম অঙ্গে পীতবাস গলে বনমালা। নবীন জলদে যেন সুস্থির চপলা॥ চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ হেলে মন্দবায়। মনোহর মুকুতা সুচারু নাসিকায়॥ অরুণ কিরণ করে পাদপদ্ম দুটি। তাহে শোভা করিয়াছে যেন হেম কোটি॥ নখচন্দ্রে উজ্জ্বল হইল সভাস্থল। অযোধ্যারামের গতি ও পদকমল॥

রামকৃষ্ণ রূপ দেখি যত সভাসদ। হইল জীবন মুক্ত হেরি রাঙ্গাপদ॥ হেরিয়া পরমব্রহ্ম ভাব দুই

জন। বিদ্যার মহলা দেয় যত দ্বিজগণ ॥ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ কেহ পড়ে স্মৃতি। কেহ পড়ে তর্কশাস্ত্র আগমের পুথি ॥ কেহ২ পাঠ করে নাটকের শ্লোক। অর্থ না বুঝিতে পারে যত মূর্খলোক ॥ বেদান্ত নিগম সন্ধি পণ্ডিতে বাখানে। অর্থ করে চাহিয়া কৃষ্ণের মুখপানে ॥ গোবিন্দ বলেন শুন দাদা হল-পাণি। শাস্ত্রের সন্ধান মোরা কিছুই না জানি ॥ নন্দালয়ে গরু চরাইতে গেল কাল। শ্রীদাম সুদাম দাম সকলি রাখাল ॥ মূর্খ হইলাম দোঁহে বিদ্যা না শিখিয়া। পিতৃদোষে মূর্খপুত্র দেখনা ভাবিয়া ॥ বিদ্যাহীন জনার জীবন অসার্থক। হংসমধ্যে শোভা যেন নাহি পায় বক ॥ স্বদেশে পূজিত রাজা রাজ্য করতল। বিদ্যাবন্ত যে জন পূজিত ভূমণ্ডল ॥ আমরা ইহাতে দোঁহে যদুকুলে জন্ম। না জানিলাম কোন শাস্ত্র না জানিলাম মর্ম্ম ॥ বামনে ত্রিপাদ ভূমি বলি দিল দান। দুইপদে স্বর্গ মর্ত্ত্য গেল দুইস্থান ॥ আর এক পদ দিল বলির মস্তকে। নাগপাশে বন্দী হৈল সকলেতে দেখে ॥ প্রভু কহিলেন শুন দানব ঈশ্বর। দুই কথা কহি তুমি অবগত কর ॥ শত মূর্খ লয়ে তুমি স্বর্গে কর বাস। পঞ্চ বুধ লয়ে কি পাতালে অভিলাষ ॥ বলি কহে মূর্খ সহ স্বর্গে কায নাই। লইয়া পণ্ডিত পঞ্চ রসাতলে যাই ॥ মূর্খ সহ বুধজন আলাপ না করে। বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইব দেশা-ন্তরে ॥ জন্মদাতা জননীর অনুমতি লই। মথুরা আ-সিব পুনঃ মাসদুই বই ॥ বিবেকী হইলে কান্দিবেন মাতা পিতা। রচিল অযোধ্যারাম নূতন কবিতা॥

তবে হলধর হরি, মনে মহা খেদ করি, গেলা যথা জনক জননী। প্রণমিয়া করপুটে, দাণ্ডাইয়া সন্নিকটে, কহিতে লাগিলা যদুমণি ॥ পণ্ডিত সভার মাঝ, পাইলাম বড় লাজ, বিদ্যাহীন জন কেন বাঁচে। সান্দীপনি মুনিবর, অবন্তীনগরে ঘর, বিদ্যা শিক্ষা করি তাঁর কাছে ॥ শুনিয়া পুত্রের বোল, প্রাণ হৈল উতরোল, কোলে করি কহেন কান্দিয়া। আমার পরশমণি, কি কথা কহিলে শুনি, কোথা যাবে জননী ছাড়িয়া ॥ আগে হৈল ছয় বংশ, বিনাশ করিল কংস, তোমা পুত্র পাইলাম শেষে। নন্দ যশোদার ঘরে, লুকায়ে রাখিলাম ডরে, মোরা বন্দী এ বৃদ্ধ বয়সে ॥ তোমা পুত্র গুণনিধি, যদি মিলাইল বিধি, দেশান্তরে যাবে আরবার। গুরু আনি দিব গৃহে, বিদ্যাশিক্ষা কর দোঁহে, নয়নে দেখিব আপনার ॥ আমরা মরিয়ে যাই, তার পর দুই ভাই, করিহ যেমন মনে লয়। তোমরা তনয় যার, এমত দুর্গতি তার, শোকে প্রাণ বাহির না হয় ॥ বসুদেব বলে বাণী, শুন পুত্র নীলমণি, বুঝি মোর সংশয় জীবন। রাম গেলে বনপথ, শোকে মরে দশরথ, পাছে হয় আমার তেমন ॥ পিতা মাতা শোকাতর, দেখি রাম গদাধর, প্রবোধিয়া কহেন যতনে। ঘরে রহ স্থির হই, আসিব মাস দুই বই, এত উতরোল কি কারণে ॥ কৃষ্ণমায়া বুঝা ভার, মোহ হৈল বিধাতার, ইহাতে কোথায় অন্য জন। শুভক্ষণে যাত্রা করি, চলিলেন রাম হরি, বন্দি মাতা পিতার চরণ ॥ শুভ ত্রয়োদশী তিথি, পুষ্যা কুড়ি দণ্ড স্থিতি, শুক্রবার

সান্দীপনী মুনির পাঠশালা

গমন উত্তর। প্রথমাগ্রহায়ণ মাস, দশদিক্ সুপ্রকাশ, গমন কৈল অবন্তীনগর ॥ পথিক যতেক যায়, রাম কৃষ্ণ পানে চায়, ভুবনমোহন দুই ভাই। কোন ভাগ্যবতীসুত, হেন রূপ অদ্ভুত, ভুবনে তুলনা দিতে নাই ॥ তাহা সবা দেখি হরি, জিজ্ঞাসেন যত্ন করি, অবন্তীনগর কত দূর। কভু হেথা আসা নাই, পথ বলি দেহ ভাই, সান্দীপনী ভূদেবের পুর ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ঠাঁই, কিছু অগোচর নাই, জিজ্ঞাসা কেবল বিড়ম্বনা। দিন গেল অকারণে, অযোধ্যারামের মনে, ঐ পদ সতত ভাবনা ॥

এতিন মাসের পথ অবন্তীনগর। তিনদিনে উত্তরিল হরি হলধর ॥ বেলা অবসান হৈল অস্ত যায় ভানু। সান্দীপনী মুনির দ্বারেতে রাম কানু ॥ দ্বিজের ভাগ্যের কথা কি দিব তুলন। কৃপা করি ভবনে আইল নারায়ণ ॥ পুত্রশোকে ব্রাহ্মণীর সদা অশ্রুপাত। বলে কোথা আছ মোর বন্ধু জগন্নাথ ॥ পতিতপাবন তুমি বলে জগজ্জন। একবার দুঃখিনীরে দেহ দরশন ॥ সতী অতি পতিব্রতা কৃষ্ণ বলি ডাকে। হেনকালে দুইভাই আইল সম্মুখে ॥ আস্তেব্যস্তে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুইজন। নয়নে দেখিল আসি রাম জনার্দ্দন ॥ পুলকে আকুল তনু সজলনয়ন। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেন তপোধন ॥ কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয়। কোথা হৈতে আইলে কহ কাহার তনয় ॥ সামান্য বালক নহ দেব অবতার। আশ্রম পবিত্র আগমনেতে তোমার ॥ আগমন তব মমালয়ে কিবা হেতু। বিধি বুঝি দুঃখের সাগরে

দিলা সেতু ॥ কহিতে লাগিল কৃষ্ণ যোড় করি ভুজ। আমরা দুভাই বসুদেবের অঙ্গজ॥ কৃষ্ণ বলরাম নাম শুন মহাশয়। কৃপা করি রাখ যদি আপন আলয়॥ তুমি গুরু কল্পতরু বিখ্যাত ভুবন। পশ্চাতে দক্ষিণা দিব শকতি যেমন॥ মুনি বলে আমার ভাগ্যের নাহি ওর। পরম পুরুষ তুমি শিষ্য হবে মোর॥ পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি রামের চরিত্র। বৈকুণ্ঠের নাথ রাম গুরু বিশ্বামিত্র॥ তেমনি তোমারে আমি বিদ্যা দিব দান। পাইব পরমপদ ইথে নাহি আন॥ মুনির যেমন ভক্তি ব্রাহ্মণী তেমন। শুভক্ষণে বিদ্যা আরম্ভিল দুই জন॥ ব্রাহ্মণবালক আর শিষ্য কতগুলি। সুদামারে গোবিন্দ ডাকেন সখা বলি॥ গুরুর চরণে দোঁহে করিল প্রণাম। হস্তে খড়ি ধরিলেন কৃষ্ণ বলরাম॥ ক খ গ ঘ আদি করি চৌত্রিশ অক্ষর। দৃষ্টিমাত্র শিখিলেন হরি হলধর॥ ক ক্য অবধি আর ফলা সাঙ্গ করি। লিখিবারে নাম গ্রাম শিখিল শ্রীহরি॥ অঙ্কশাস্ত্র লিখিয়া করিল সমাপন। পাঠ আরম্ভিল মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ॥ অষ্ট শব্দ মূল টীকা পড়ে অভিধান। টীপ্পনী নৈষধ স্মৃতি বরাহপুরাণ॥ মীমাংসা বেদান্ত তর্কশাস্ত্র মেঘদূত। ভট্টিরঘু বাখানিল জ্যোতিষ অদ্ভুত॥ ন্যাটক নাটিকা ছন্দোমঞ্জরী দীপিকা। আগম নিগম বেদ বাখানিল টীকা॥ আপনি অখিলগুরু সর্ব্বশাস্ত্রবক্তা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি ভারতীর ভর্ত্তা॥ গুরু মাত্র উপলক্ষ একবার কন। দুই মাস চারিদিনে পাঠ সমাপন॥ শিখিল চৌষট্টি বিদ্যা গুরু

বিদ্যমানে। অযোধ্যারামের গতি ও রাজ্যাচরণে॥
দৈবযোগে এক দিন মুনি নাই ঘরে। গিয়াছেন ফল পুষ্প অনিবার তরে॥ হেনকালে গুরুমাতা ডাকে শিষ্যগণে। আমার বচন বাছা শুন সর্ব্ব-জনে॥ রন্ধনের কষ্ট পাই তৃণকাষ্ঠ বিনে। কাষ্ঠ ভাঙ্গি বাছা সব আন গিয়া বনে॥ রামকৃষ্ণ আদি করি যত জন ছাত্র। কাননে চলিল গুরুমায়ের আজ্ঞামাত্র॥ দূর বনে প্রবেশিয়া তৃণকাষ্ঠ কাটি। একে২ বোঝা বান্ধিলেন আঁটি২॥ নদীজলে স্নান করি ফল জল খান। ভবনে গমন কৈল বেলা অব-সান॥ বিষম কৃষ্ণের মায়া বোঝা নাহি যায়। অক-স্মাৎ ঝড় বৃষ্টি হইল তথায়॥ রজনী সম্মুখে হৈল ঘোর-অন্ধকার। পথ হারাইয়া দিশা লাগিল সবার॥ বৃক্ষের কোটরে সবে বঞ্চিল রজনী। গৃহেতে আইল হেথা মুনি সান্দীপনি॥ জিজ্ঞাসিলা ব্রাহ্মণীকে শূন্য কেন ধাম। কোথাকারে গেল মোর কৃষ্ণ বলরাম॥ ব্রাহ্মণী বলিল ঐ শোকে প্রাণ শোষে। কাষ্ঠ হেতু বনে গেল মোর বাক্যদোষে॥ মুনি বলে তুমি মোর হইলে কৈকেয়ী। ধরিতে না পারি প্রাণ রামকৃষ্ণ বই॥ পাইয়া পরশমণি হারাইলা হেলে। আহা মরি বাছা রামকৃষ্ণ কোথা গেলে॥ কান্দিয়া রজনী পোহাইল দুইজনে। প্রভাতে চলিল মুনি কৃষ্ণ অন্বেষণে॥ হেথা বলদেব হরি কাষ্ঠ লয়ে শিরে। ক্ষুধায় অবশ তনু গতি ধীরে২॥ হেনকালে গুরু সঙ্গে পথে দরশন। কাষ্ঠ রাখি প্রণাম করিল সর্ব্ব-জন॥ বলরামে কোলে করি ব্রাহ্মণ বিকল। পুলকে

আকুল তনু নয়ন সজল॥ ব্রাহ্মণী ধাইয়া গিয়া কোলে নিল হরি। চাঁদমুখে চুম্ব খান শত স্নেহ করি কহিতে লাগিল বাক্য হয়ে উত্তরোল। নন্দালয়ে শোভা যেন যশোদার কোল॥ শিষ্যগণ সঙ্গেতে আইল নিজ পুর। পাইল যতেক দুঃখ সব গেল দূর॥ পরম আনন্দে দেবী করিলা রন্ধন। একত্রে বসিয়া সবে করিল ভোজন॥ এই রূপে ছিল তথা দিন ছয় সাত। বিদায় হইতে গেলা গুরুর সাক্ষাৎ॥ বহু দিন আসিয়াছি মথুরা ছাড়িয়া। জননী জনক দোঁহে বিকল কান্দিয়া॥ স্বপনে দেখিলাম অদ্য দৈবকী জননী। রোদনে প্রভাত আজি হইল রজনী শিখেছি সকল বিদ্যা তোমার সদনে। দক্ষিণা কি দিব আজ্ঞা কর দুইজনে॥ কান্দিয়া গেলেন মুনি ব্রাহ্মণীর ঠাঁই। রামকৃষ্ণ বিদায় মাগেন দুই ভাই॥ আকুল হইল প্রাণ এ কথা শুনিয়া। দক্ষিণা কি চাহ তুমি চাহি লও গিয়া॥ দাণ্ডাইল দোঁহে আসি কৃষ্ণের গোচর। পুত্রশোকে দুই জন বড়ই কাতর॥ এক পুত্র ছিল মধুমঙ্গল নামেতে। জলক্রীড়া হেতু পুত্র গেল সমুদ্রেতে॥ শঙ্খনামে অসুর করিল বংশ নাশ মৃতবৎ হয়ে আছি সদাই হুতাশ॥ তোমরা সামান্য নহ দুই সহোদর। বলেছেন কপিল নারদ মুনিবর॥ নন্দালয়ে ছিলা যবে বৃন্দাবনে বাস। গোবর্দ্ধন ধরিলে বাপু শুন শ্রীনিবাস॥ কালিন্দীর বিষজল রাখালের গণ। পান করি মরিয়া আছিল সর্ব্বজন॥ প্রাণদান দিলা তুমি করে সুধাবৃষ্টি। তোমার মায়াতে মোর গেল পরমেষ্ঠী॥ উত্তরার

গর্ব্ভে মরে অভিমন্যুসুত। মরা পুত্র জীয়াইলে কাহিনী অদ্ভুত॥ ত্রিলোকেতে তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। মরাপুত্র দান দেহ এই আমি চাই॥ যেই মরে সেই যায় যমের ভুবন। সেই পুত্র আনি দেহ রাম নারায়ণ॥ এত বলি দোঁহে পড়ি ধরণী লোটায়। চেতন পাইয়া পুনঃ কৃষ্ণ পানে চায়॥ নয়নে গলিত ধারা কম্পিত হৃদয়। ভকতবৎসল কৃষ্ণ হইলা সদয়॥ না কান্দহ গুরুমাতা স্থির কর হিয়া। আনি দিব তব পুত্র যমালয়ে গিয়া॥ শুনিয়া ব্রাহ্মণী মনে হইল উল্লাস। ঈশ্বর কি হেন দিন করিবেন প্রকাশ॥ প্রবোধ করিয়া তাঁরে রাম জনার্দ্দন। যমালয়ে যাত্রা কৈল শ্রীমধুসূদন॥ কহেন অযোধ্যারাম শুন রমাপতি। ওখানে আমার যেন নাহি হয় গতি॥

গুরুপুত্র দিতে দান, যাত্রা কৈলা ভগবান, স্মরিয়া শ্রীপার্ব্বতী শঙ্কর। দেখিতে কৌতুক বড়, দেবগণ হৈল জড়, প্রজাপতি আদি পুরন্দর॥ অসংখ্য সমুদ্র জলে, শঙ্খাসুরে ধরি হেলে, উদর বিদার কৈলা তার। অজিন ফেলিল দূরে, মারিয়া সে শঙ্খাসুরে, নাহি পান মুনির কুমার॥ শঙ্খার জনম ধন্য, তাহে কৈল পাঞ্চজন্য, করে করি করিলা গমন। বাজাইলা এক বার, নিনাদ শুনিয়া তার, স্তব্ধ হৈল এ তিন ভুবন॥ চতুর্ভুজ বেশ ধরি, যমালয়ে গেলা হরি, পাপিলোক দেখিল নয়নে। নরক হইতে তরি, দিব্য রথে ভর করি, গতি কৈল অমরভুবনে॥ দেখিয়া পুরুষোত্তম, পাদ্য অর্ঘ্য দিল যম, কৃতাঞ্জলিপুটে পরীহার।

মোরে দিলে অধিকার, কেন হেন অবিচার, পাপি-গণ হইল উদ্ধার ॥ ইহা কেন কহ২, মুহূর্ত্তেকে যদি রহ, এক প্রাণী না থাকিবে হেথা। হাসিয়া বলিল হরি, শুন নিবেদন করি, সান্দীপনী মুনির বারতা ॥ তাঁর এক পুত্র ছিল, এই শঙ্খা বিনাশিল, আছে সেই তোমার পুরেতে। তারে দেহ আমি নড়ি, যম বলে পায়ে পড়ি, এই লহ সান্দীপনী সুতে ॥ সত্বরে করহ গতি, শুন কমলার পতি, তিল আধ না কর বিশ্রাম। মম শুভদিন আজি, এত বলি রথ সাজি, দিল আনি করিয়া প্রণাম ॥ গুরুপুত্র লয়ে সুখে, চলিল উত্তরমুখে, বিমানে করিয়া আরোহণ। আ-কাশে দুন্দুভি বাজে, হেরিয়া সে দেবরাজে, করেন কুসুম বরিষণ ॥ হেথা সান্দীপনী ঋষি, নিদ্রা নাই সেই নিশি, ভাবনা পাইব পুত্রদান। অলঙ্ঘ্য কৃ-ষ্ণের বাণী, নিশ্চয় মনেতে জানি, এখনি আসিবে ভগবান ॥ দক্ষিণ নয়ন নাচে, এমন সময় কাছে, উত্তরিল রামজনার্দ্দন। নতি করি করপুটে, দাণ্ডাইল সন্নিকটে, এই লহ আপন নন্দন ॥ যেন আকাশের শশী, ভবনে পাইল বসি, আনন্দের নাহিক অবধি। অযোধ্যারামেতে কয়, হরি বড় দয়ামর, মোরে পার কর ভবনদী ॥

ধরাতলে ধন্য সান্দীপনী মুনিবর। যমালয়ে ছিল পুত্র দ্বাদশ বৎসর ॥ হেলে গুরুপুত্র দান দিল যদুমণি। ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম কখন না শুনি ॥ মরা পুত্র আনি দিল গুরুর দক্ষিণা। আর কার শক্তি আছে ভগবান বিনা ॥ গুরু স্থানে বিদায় মাগেন

দুই ভাই। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কান্দে ধরণী লোটাই ॥ এত দিনে আমার আশ্রম হৈল শূন্য। রামচন্দ্র বিনা যেন অযোধ্যা অরণ্য ॥ কি করিবে ধনে জনে কি করিবে কায়া। দিন কত সংসার সকলি মিছামায়া ॥ এই বর দিয়া যাও দয়াময় হরি। ঐ পদ ভাবিতে২ যেন মরি ॥ আজ হৈতে অবন্তীনগর হৈল মুক্ত। অযোধ্যা মথুরা গয়া কাশী কাঞ্চী যুক্ত ॥ মুনিরে অভয় দিয়া যান হলপাণি। কৃষ্ণ দরশনে মুক্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥ কৃষ্ণের গমনে কান্দে অবন্তীর লোক। মথুরা যাইতে যেন গোকুলের শোক ॥ সিংহাসনে উগ্রসেন বসিয়া সভায়। হেনকালে রাম কৃষ্ণ গেলেন তথায় ॥ দেখি আনন্দিত হৈল মথুরা নিবাসী। হাত বাড়াইয়া যেন পাইলেক শশী ॥ মাতামহে বন্দি গেল কৃষ্ণ বলরাম। মা বাপের পদে গিঁয়া করিল প্রণাম ॥ দুই মাস পরে পুত্রের হেরিয়া বদন। কোলেতে করিয়া চুম্ব খান ততক্ষণ ॥ যমালয় হইতে মৃতপুত্র দিল দান। বিস্তারিয়া হেন কথা কহেন তখন ॥ শুনিয়া বিস্ময় হৈল জনক জননী। তোমরা মনুষ্য নহ অখিলের মণি ॥ দুই পুত্র কোলে করি জননী দৈবকী। সর্ব্ব দুঃখ পাসরিলা পরমকৌতুকী ॥ চৌদ্দবৎসরের পর কৌশল্যা যেমন। রামচন্দ্র পায়ে যেন অযোধ্যাভুবন ॥ জননীর কোলে নিদ্রা যায় দুইজনে। সেই দিন যশোদারে দেখিল স্বপনে ॥ করে ননী নন্দরাণী দিতেছেন মুখে। কান্দিয়া উঠেন কৃষ্ণ ধারা বহে বুকে ॥ জিজ্ঞাসা করেন দেবী কহ বাছাধন। কি দুঃখ উঠিল

মনে কর্য়হ রোদন ॥ কহিতে লাগিল কৃষ্ণ গদগদ বাণী। স্বপনে দেখিনু আজি মাতা নন্দরাণী। পালন করিল যত না পারি কহিতে। জনম তাঁহার গেল কাঁন্দিতে২ ॥ আমা বিনা মা বলিতে কেহ নাহি আর। ভাবিতে বিদরে বুক শোক পারাবার ॥ কোথায় রহিল নন্দ ব্রজশিশুগণ। কোথায় রহিল মোর গিরি গোবর্দ্ধন ॥ প্রিয়া রাধা চন্দ্রাবলী গোপিকা সকল। যমুনাসলিল আর বিহারের স্থল দৈবকী বলিল বাছা অনিত্য সংসার। তোমাতে সকল আছে মায়া বুঝা ভার ॥ ব্রহ্মা আদি মোহ হইল তোমার মায়ায়। জন্মমাত্রে চতুর্ভুজ দেখেছি তোমায় ॥ যমালয় হইতে মৃতপুত্র দিলে দান। ইহাতে তোমায় হয় কি মনুষ্য জ্ঞান ॥ তুমি বা কাহার পুত্র কেবা মাতা পিতা। আপনি অখিলপতি দেবের দেবতা ॥ দৈবকী মায়ের বোল জানিয়া মাধব। মায়া করি ঘুচাইলা জননীর স্তব ॥ পুত্র বোধ করি দেবী পুত্র কৈল কোলে। গৃহকর্ম্মে গেল মন পড়ে দেল ভোলে ॥ গুরুদক্ষিণার কথা শুনে যেই জন। রোগশোক পাপতাপ দুঃখ বিমোচন ॥ জন্মিয়া ভারতভুমে বৃথা কাল যায়। যে জন চতুর হয় ভজে কৃষ্ণপায় ॥ সংসার সকলি মিথ্যা অনিত্য শরীর। টলমল করে যেন পদ্মপত্র নীর ॥ কলিঘোরে মায়াডোরে পড়ে কেন থাক। নিজ ঘরে থাকে যেন তসরের পোক ॥ যেন তেন প্রকারেণ মনে কৃষ্ণ রাখ। ভক্তিভাবে নন্দসুতে পুনঃ২ ডাক ॥ গৃহবাস বড় ফাঁস এড়াইবে কিসে। কলেবর জর২

কাল অবশেষে ॥ নিরন্তর কালচয় ফিরে পিছে২ । বিনা হরিনামে নাহি ভবকূপ ঘুচে ॥ শুন শুন সর্ব্ব-লোক এক মন হৈয়া । ভজহ কৃষ্ণের নাম মন মজাইয়া ॥ কলিতে হরির নাম বিনা গতি নাই । সংসারের সার বস্তু ভজ ওরে ভাই ॥ তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুইজন । তারে ভজাইল প্রভু রাম নারায়ণ ॥ কৃষ্ণনামামৃত পান যেই জন করে । আপনি শমন রাজা কি করিতে পারে ॥ ভক্তি বিনা কৃষ্ণ-পদ কেহ নাহি পায় । সকলের মূল ভক্তি কহিলাম সবায় ॥ অযোধ্যারামেতে কয় দয়াময় হরি । ঐ পদ ভাবিতে২ যেন মরি ॥ এত দূরে গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত হইল । বন্ধুজন মিলি সবে হরি হরি বল ॥

দাতাকর্ণ ।

বৈশম্পায়ন বলে শুন জনমেজয় । মহাভারতের কথা শুন মহাশয় ॥ এক দিন বাসুদেব ভাবিলা অন্তরে । কর্ণ যে কেমন দাতা বুঝিব তাহারে ॥ যে যাহা মাগয়ে কর্ণ তাহা দেয় দান । সবে বলে দাতা নাই কর্ণের সমান ॥ এক দিন যাব আমি কর্ণের নিকটে । বুঝিব সে কর্ণ বীর কেমন দাতা বটে ॥ এই কথা মনে মনে ভাবি নারায়ণ । মায়া করি হৈল এক বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ ॥ অতি বৃদ্ধ রূপ হৈল দুই চক্ষু অন্ধ । কর্ণকে ছলিতে গেলা প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র ॥ চলিতে শকতি নাই কাঁপে থর২ । ক-

র্ণের নিকটে গেলা প্রভু গদাধর॥ দ্বারিকে ডাকিয়া বলে প্রভু চক্রপাণি। মোর সমাচার কর্ণে জানাহ আপনি॥ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখি ভয় হৈল চিতে। কর্ণকে চলিল দ্বারী সমাচার দিতে॥ প্রণাম করিয়া দ্বারী যোড়হস্তে কয়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক দাণ্ডাইয়া মহাশয়॥ মোর সমাচার দেহ বলে দ্বিজবর। কর্ণকে আশীষ করি যাব আমি ঘর॥ হেন বৃদ্ধ নাহি দেখি আপনার স্থানে। বুঝিয়া করহ কার্য্য যাহা লয় মনে॥ ব্রাহ্মণের নাম শুনি কুন্তীর নন্দন। অতি শীঘ্র আইলেন যথায় ব্রাহ্মণ॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া কর্ণ পরম আদরে। গলায় বসন দিয়া দণ্ডবৎ করে॥ বসিতে আসন দিয়া যোড়হস্তে কয়। কোন কার্য্যে আইলা দ্বিজ কিবা আজ্ঞা হয়॥ ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ কর অবধান। লোকমুখে শুনি তুমি বড় পুণ্যবান॥ কালি করিয়াছি আমি ব্রত একাদশী। পারণা করাহ মোরে আছি উপবাসী॥ আর এক আছে মোর মনের বাসনা। মাংস বিনা নাহি হয় ব্রতের পারণা॥ উদর পুরিয়া মাংস করাহ ভোজন। আশীষ করিয়া আমি যাব নিকেতন॥ কর্ণ বলে দ্বিজবর মন স্থির কর আনিব প্রচুর মাংস যত খাইতে পার॥ মৃগমাংস পক্ষিমাংস আনিব প্রচুর। যে মাংস খাইতে পার ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥ কবিচন্দ্র বলে কর্ণ হও সাবধান। দাতা বুঝিবারে আইল প্রভু ভগবান

শুনিয়া হাসিয়া কর্ণে দ্বিজবর কয়। পারণ করাহ কর্ণ বিলম্ব না সয়॥ কর্ণ বলে দ্বিজবর যেই আজ্ঞা কর। সেই মাংস আমি দিব তোমা বরাবর॥ ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ কিবা দিতে পার। তবে সে কহিব আগে অঙ্গীকার কর॥ কর্ণ বলে অঙ্গীকারে অন্যথা না হব। যে মাংস খাইতে চাহ তাহা আমি দিব। ধন্য২ কর্ণ তুমি বলেন গোসাঞি। তোমার সমান দাতা ত্রিভুবনে নাই॥ বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন॥ তারে কাটি দেহ মাংস করিব ভোজন॥ স্ত্রীপুরুষে দুইজনে কাটিবে করাতে। রন্ধন করিয়া দেহ আমার সাক্ষাতে॥ হাসিয়া কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর। এ যশ থাকিবে তব ভুবন ভিতর॥ কাতরে কাটিয়া দিলে মাংস নাহি খাব। সরকম্প হবে পুনি ফিরে ঘরে যাব॥ হেঁটমাথা হৈল কর্ণ এই কথা শুনি। দুর্ম্মনা হৈল রাণি মনে২ গণি॥ পিতা হয়ে পুত্রে আমি কা-

টিব কেমনে। কলঙ্ক আমার বড় হবে ত্রিভুবনে॥ মায়া করি ছলিবারে আইল কোন জন। এত দিনে বিপাকে ঠেকালে নারায়ণ॥ কর্ণ বলে দ্বিজবর হও সাবধান। রাণীকে জিজ্ঞাসি আসি বৈস এই স্থান॥ পদ্মাবতী নামে আছে কর্ণের রমণী। পদ্মার নিকটে কর্ণ গেলেন আপনি॥ বিরস বদন কেন পদ্মাবতী কহে। মুখে নাহি সরে বাণী চক্ষে ধারা বহে॥ কর্ণ বলে আর কিবা দেখ পদ্মাবতি। এত দিন পরে মম হইল অখ্যাতি॥ পদ্মাবতী বলে শুনি কারণ ইহার। কি লাগি কলঙ্ক আজি হইল তোমার॥ কর্ণ বলে পদ্মাবতি প্রাণ নাহি রয়। কহিতে পরাণ ফাটে না কহিলে নয়॥ কোথা হৈতে আইল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। বড় নিদারুণ কথা কহিল সে জন॥ কর্ণ বলে সেই কথা মুখে না জুয়ায়। কহিতে দারুণ কথা বুক ফেটে যায়॥ বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন। তারে কাটি মাংস দেহ করিব ভোজন॥ পিতা মাতা দুই জনে কাটিবে করাতে। রন্ধন করিয়ে দেহ আমার সাক্ষাতে॥ হাসিয়া কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর। কাতরে কাটিয়া দিলে ফিরে যাব ঘর॥ পদ্মাবতী বলে নাথ কি বলিব আর। এ কথা শুনিয়া বুক বিদরে আমার॥ পঞ্চ বৎসরের শিশু কিছুই না জানে। মা হয়ে বাছারে আমি কাটিব কেমনে॥ হস্তী ঘোড়া রথ দিব রতন কাঞ্চন। এ চারি ভাণ্ডারে আছে দিব যত ধন॥ আপনার প্রাণ দিব দ্বিজের সাক্ষাতে। বৃষকেতু বাছা আমি না দিব কাটিতে॥ অঙ্গীকার কর তুমি কি কব তোমাকে। কেমনে করাত ধরি কাটিব বাছাকে॥ হাসিয়া বাছারে আমি কাটিব কেমনে। আপনি কাটিয়া দেহ আপনার মনে॥ এমন দারুণ পণ কেহ নাহি করে। শুনিতে নিষ্ঠুর কথা পরাণ বিদরে॥ কর্ণ বলে এই কর্ম্ম যদি না করিবে। অঙ্গীকার ভঙ্গ হলে নরকে পড়িবে॥ কর্ণ বলে একবার দেহ অনুমতি। দাতাকর্ণ বলে বাম রাখ পদ্মাবতি॥ হেনকালে দ্বিজবর ডাক দিয়া কয়। শীঘ্র করি আইস কর্ণ বিলম্ব না সয়॥ অঙ্গীকার করিয়াছ শুন কর্ণ ভাই। বল যে পারিব নাই ফিরে ঘরে যাই॥ এত শুনি পদ্মাবতী সকাতরে কয়। অঙ্গীকার করিয়াছ না দিলে কি হয়॥ পুত্রে কাটি দিব আমি বলহ ব্রাহ্মণে। এ মনঃ

তোমার যেন থাকে ত্রিভুবনে॥ অনুমতি পেয়ে কর্ণ হাসে খল খল। দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দমঙ্গল॥

কর্ণ বলে দ্বিজবর শুন মোর বাণী। ক্ষণেক বিলম্ব কর পুত্রে ডাকি আনি॥ ইহা বলি যান কর্ণ পুত্রে ডাকিবারে। ব্রষকেতু শিশুসঙ্গে খেলিছে বাজারে। কোথা বাছা ব্রষকেতু ডাকে ঘন ঘন। খেলা ছাড়ি একবার আইস বাছাধন॥ আইস২ বলি কর্ণ ডাকে উভরায়॥ খেলা ছাড়ি ব্রষকেতু শুনিবারে পায়॥ ব্রষকেতু সঙ্গীগণে কহিতে লাগিল। ডাকিছেন পিতা কেন ঘরে যাইতে হৈল॥ পাঠায়ে দিয়াছেন মাতা খেলিবার তরে। কিছুই না খাই বলে ডাকিছেন মোরে॥ তোমরা খেলাও সবে বলে হাসি২। কি জন্যে ডাকেন পিতা জিজ্ঞাসিয়া আসি॥ ইহা বলি ব্রষকেতু করিল গমন। পথ হৈতে ফিরে আইল কর্ণের নন্দন॥ ব্রষকেতু বলে এক কথা হৈল মনে। কহিতে আইনু কথা শুন শিশুগণে॥ খেলিতে আসিব যদি বেঁচে থাকি ভাই। নতুবা সবার কাছে হইনু বিদায়॥ অনিত্য শরীর ভাই জানহ সকল। স্থির নাহি হয় যেন পদ্মপত্রজল॥ বিদায় হইয়া যাই সবার সাক্ষাতে। বেঁচে যদি থাকি ভাই আসিব খেলিতে॥ চমৎকার কথা শুনি বলে শিশুগণ। হেন বাক্য তব মুখে না শুনি কখন॥ কর্ণের নিকটে তবে ব্রষকেতু আইল। আইস বাছাধন বলি কোলেতে করিল॥ মুখেতে চুম্বন দিল কর্ণ মহামতি। কোলে করি লয়ে গেল যথা পদ্মাবতী॥ ব্রষকেতু মুখ হেরি পদ্মাবতী বলে। মরিরে অভাগীর বাছা আইস করি কোলে॥ আইসরে সোণার যাদু মোর কথা রাখ। চাঁদ মুখে একবার মা বলিয়া ডাক॥ কান্দিতে লাগিল চাহি ব্রষকেতু পানে। ব্রষকেতু বলে মাতা কান্দ কি কারণে॥ পদ্মাবতী বলে বাছা কহনে না যায়। কহিতে পরাণ ফাটে মুখে না জুয়ায়॥ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক কোথা হৈতে আইল। তোমার পিতাকে সেই সত্য করাইল॥ করাতে কাটিয়া পুত্রে করিবে ছেদন। উদর পুরিয়া মাংস করিবে ভোজন॥ ব্রষকেতু বলে মাগো নিবেদি চরণে। ইহার লাগিয়া তুমি কান্দ কি কারণে॥ পিতা মাতা দুইজনে মম বাক্য লহ। ব্রাহ্মণে সন্তুষ্ট কর মোরে কাটি দেহ॥ এত দিনে হৈল মোর

সার্থক জীবন। ব্রাহ্মণে আমার মাংস করিবে ভোজন॥ ব্যাধিতে মরণ হৈলে কৃমি ভস্ম হয়। আমার এ দেহ যাবে ব্রাহ্মণসেবায়॥

বৃষকেতু বলে শুন, আজি মোর শুভ দিন, রাত্রি পোহাইল শুভক্ষণে। কি কব ভাগ্যের কথা, শুনগো জননি মাতা,মোর মাংস খাইবে ব্রাহ্মণে॥ ব্রাহ্মণে যে জন মানে, সেই পায় নারায়ণে, শুন মাতা কহি তব ঠাঁই। ব্রাহ্মণ বর্ণের রাজা,সকলেতে করে পূজা, ব্রাহ্মণ গোবিন্দে ভেদ নাই॥ সকল গুণের ধাম, ক্রোধ করি ভৃগুরাম, মারে লাথি গোবিন্দের বুকে। কৃষ্ণ বলে হায়২, কত না বেজেছে পায়, পদসেবা করেন কৌতুকে॥ দ্বারকানিবাসী হরি, ব্রাহ্মণের আজ্ঞাকারী, চারি বেদে দিতে নারে সীমা। ব্রাহ্মণের অনল কোপে,দশরথ ব্রহ্মশাপে, মৈল রাজা না জানি মহিমা॥ সুদামা বিপ্রের রাজা, গোবিন্দ করিল পূজা, বসাইয়া পালঙ্ক উপরে। ভক্তি করি খুদ খাইল, অমূল্যরতন পাইল, লক্ষ্মী আজ্ঞাকারী যাঁর ঘরে॥ গঙ্গা আদি তীর্থ যত, দ্বিজ অঙ্গে অবিরত, বৈসে বৃদ্ধ অঙ্গুলি উপরে। যেবা পাদোদক খায়, সর্ব্ব তীর্থের ফল পায়, সেই জন যায় স্বর্গপুরে॥ একচিত্ত হয়ে যারে, ব্রাহ্মণে আশীষ করে,সেই জন সবার পূজিত। এই কথা জান দৃঢ়, ব্রাহ্মণের ক্রোধ বড়, ব্রহ্মশাপে মৈল পরীক্ষিত॥ এমন ব্রাহ্মণ যারে, খাইতে অঙ্গীকার করে, তার হয় সার্থক জীবন। দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয়, বিলম্ব উচিত নয়, দ্বিজরূপে আইল কোন জন॥

বৃষকেতু বলে মাতা এত ভাগ্য হবে। আমা অভাগার মাংস ব্রাহ্মণে খাইবে॥ করাত লইয়া মাথা কাট দুই জনে। বিলম্ব হইলে উঠে যাইবে ব্রাহ্মণে॥ পুত্রের বচনে দোঁহে করাত হাতে লয়। কান্দিতে২দোঁহে পুত্র পানে চায়॥ পুত্রকে করিয়া কোলে কর্ণ পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণের বিদ্যমানে আইল শীঘ্রগতি। যোড়হাতে বৃষকেতু স্তুতি আরম্ভিল। ব্রাহ্মণের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিল॥ অতি পুলকিত শিশু কৃষ্ণগুণ গায়। তিনজনে প্রণমিল ব্রাহ্মণের পায়॥ গলায় তুলসীমালা পরিল কৌতুকে রাধাকৃষ্ণ দুটি নাম লিখি একে২॥ পূর্ব্বমুখে বসি ধ্যান করে নারায়ণ। করাত ধরিয়া দাণ্ডাইল দুই জন॥ গোবিন্দচরণ

দাতাকর্ণের প্রতিমূর্ত্তি।
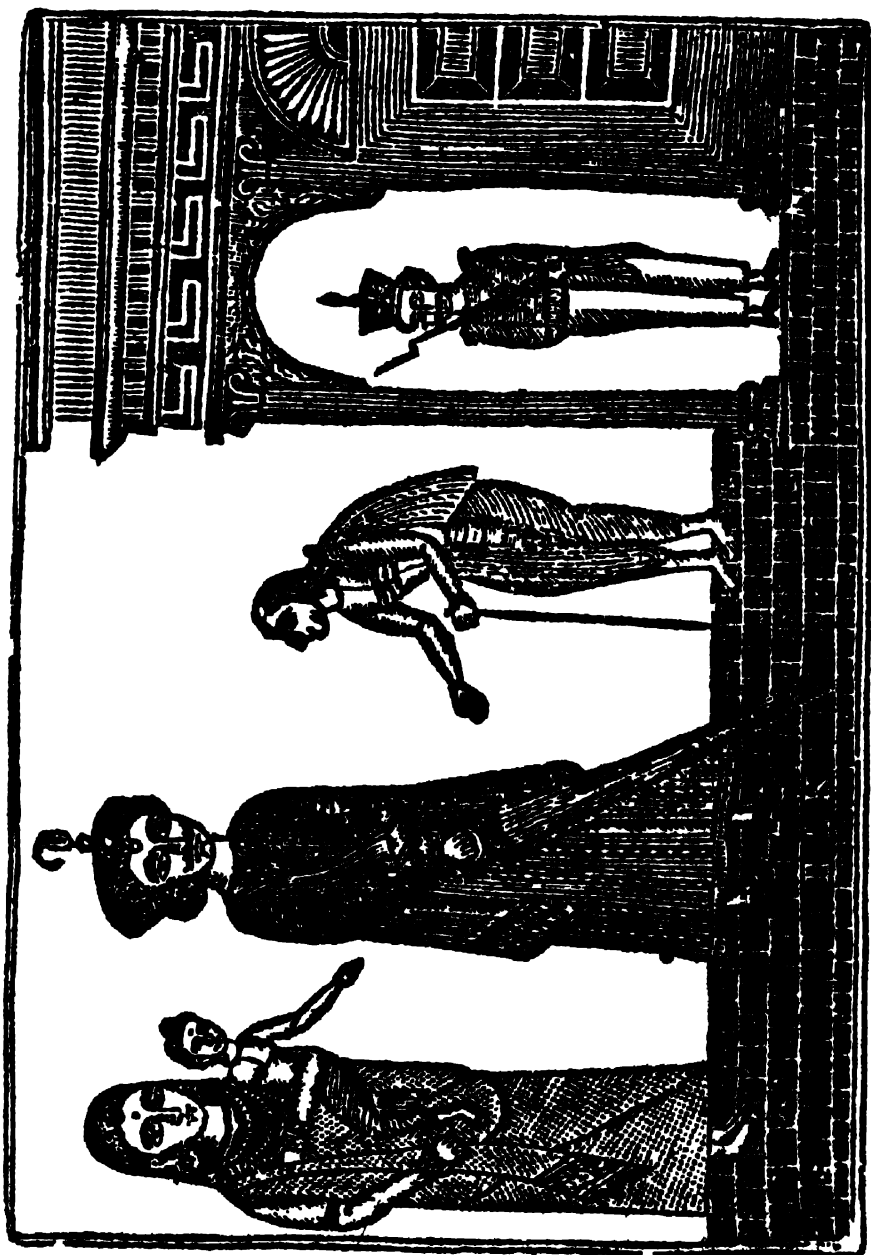
শিশু করয়ে স্মরণ। তিলার্দ্ধ নাহিক ভয় সহাস্য বদন॥ গোবিন্দ বলেন দোঁহে কাতর না হবে। হাসিয়া করাত ধরি পুত্রকে কাটিবে॥ হাসিয়া করাত দোঁহে হাতে করি নিল। ধন্য ধন্য বলি বিপ্র হাসিতে লাগিল॥ করাত বসায় তবে পুত্রের মাথায়। আনন্দে বসিয়া শিশু কৃষ্ণগুণ গায়॥ করাতে কাটিয়া মাথা ফেলে ভূমিতলে। কাটামুণ্ড উচ্চৈঃস্বরে রাধাকৃষ্ণ বলে। কর্ণ বলে ধন্য২ আমার নন্দন। তোমা হৈতে রক্ষা হৈল অভাগার পণ॥ কাটিয়া পুত্রের মাংস রন্ধন করিল। পদ্মাবতী পুত্র মুণ্ড লুকায়ে রাখিল॥ পদ্মাবতী বলে দ্বিজ যাইবে যখন। বাছার মস্তক লয়ে করিব রোদন॥ অন্তরে জানিল তাহা ভকতবৎসল। এই মুণ্ড দিয়া পুনঃ রান্ধাব অম্বল॥ অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধি কর্ণ যোড় করে কয়। ভোজন করিতে শীঘ্র আইস মহাশয়॥ শুন ওহে কর্ণ তুমি বলেন শ্রীহরি। অম্বল বিহনে অন্ন খাইতে না পারি॥ অম্বল রান্ধিয়া দেহ কর্ণ মহাশয়। ভোজনে আমার তবে বড় প্রীতি হয়॥ কর্ণ বলে কিবা দিয়া রান্ধিব অম্বল। একখানি মাংস নাই রেন্ধেছি সকল॥ ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ বলি তব কাছে। পদ্মাবতী পুত্রমুণ্ড লুকায়ে রেখেছে॥ সেইমুণ্ড দিয়া পুনঃ রান্ধহ অম্বল। দ্বিজ কবিচন্দ্রগায় গোবিন্দমঙ্গল॥

কর্ণ বলে ওহে রাণি, শুনহ আমার বাণী, কপট করহ কি লাগিয়া। বল দেখি কি করিলে, যে পুত্র ব্রাহ্মণে দিলে, তার মুণ্ড রাখ লুকাইয়া॥ ক্রোধ করি উঠে যায়, দ্বিজ কিছু নাহি খায়, ভস্ম হবে ব্রহ্মশাপ দিলে। আমার মিনতী লহ, পুত্রমুণ্ড আনি দেহ, পুনঃ পুত্র পাবে পুণ্যফলে॥ এত শুনি পদ্মাবতী, ধরিতে না পারে ছাতি, অচেতনে পড়ে ভূমিতলে। আহা মরি ওরে বাছা, আমি প্রাণ ধরি মিছা, এই ছিল আমার কপালে॥ কান্দিয়া২ কয়, শুন কর্ণ মহাশয়, পাষাণে বেঁধেছ তুমি হিয়া। করিলে দারুণ পণ, কাটি দিলে বাছাধন, কেমনে বাঁচিব না দেখিয়া॥ দশ মাস দশ দিন, উদরে করি ধারণ, যতন করিনু এই হেতু। ভাল মন্দ না জানিল, বাছা মোর ছেড়ে গেল, আরে মোর প্রাণ বৃষকেতু॥ পাইয়া অনেক দুঃখ, দেখিনু পুত্রের মুখ, কেন বিধি করিলে এমন। রাণী বলে আহা মরি, ফুকারে কান্দিতে নারি, শুন২ প্রভু নারায়ণ॥

পুত্রমুণ্ড হাতে করে, দুনয়নে বারি ঝরে, আনি দিল কর্ণ বিদ্যমানে। দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয়, ধন্য কর্ণ মহাশয়, দানশীল বিখ্যাত ভুবনে॥

গোবিন্দ বলেন তুমি শুন কর্ণ ভাই। অন্ন ব্যঞ্জন তুমি কর চারি ঠাঁই॥ আর এক কর্ম্ম কর হয়ে সাবধান। নগর হইতে এক শিশু ডাকি আন॥ ব্রাহ্মণের কথা কর্ণ না করে হেলন। যে আজ্ঞা বলিয়া তবে করিল গমন॥ অনন্ত কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে। বৃষকেতু শিশু সনে খেলিছে বাজারে॥ পুত্র-শোকে মহারাজা চারিদিকে চায়। হেনকালে নিজ পুত্রে দেখিবারে পায়॥ ব্যাকুল হইয়া রাজা পুত্রে নিল কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদনকমলে॥ দ্বিজবেশে ছলিবারে আইল কোন জন। বিস্ময় হইয়া কর্ণ ভাবে মনে মন॥ পুত্র লয়ে আ-ইল কর্ণ পুলকিত কায়। লোটায়ে পড়িল কর্ণ ব্রাহ্মণের পায় কর্ণ পদ্মাবতী দোঁহে যোড় করে কয়। অপরাধ ক্ষমা কর দেহ পরিচয়॥ যদি মোরে পরিচয় না দিবে আপনি। গলায় মা-রিয়া ছুরি মরিব এখনি॥ ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ না চিন আমারে। আপনি আইনু কৃষ্ণ ছলিবার তরে॥ গোবিন্দ বলেন ধন্য কর্ণ মহাশয়। তোমার সমান দাতা কেহ নাহি হয়॥ কর্ণ বলে তুমি কৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতন। কৃপা করি নিজ মূর্ত্তি করাও দর্শন॥ কর্ণকে করিয়া দয়া দৈবকীনন্দন। নিজ মূর্ত্তি দেখাইল প্রভু নারায়ণ॥ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কর্ণ দেখিয়া নয়নে। প্রেমে গদগদ হয়ে পড়িল চরণে॥ ভাবে গদগদ কর্ণ ধরণী লোটায়। কৃ-ষ্ণের চরণধূলি মাথে সর্ব্ব গায়॥ যে পদ করেন ধ্যান সুর মুনিগণে। হেন কৃষ্ণচন্দ্র আইল আমার ভবনে॥ কর্ণ পদ্মা-বতী দোঁহে কান্দে উভরায়। লোটায়ে পড়িল কর্ণ ব্রাহ্মণের পায়॥ ধন্য২ কর্ণ তুমি বলেন ভগবান্। বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি হইল অন্তর্দ্ধান॥ এই কথা যেই জন করয়ে শ্রবণ। রোগ শোক দূরে যায় বিপদ খণ্ডন॥ কবিচন্দ্র কহিলেন পালা হৈল সায়। ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় যে জন গাওয়ায়॥

কলঙ্কভঞ্জন।

রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব্ব কথন। কহ২ কৃষ্ণকথা করিব শ্রবণ।। শুকদেব বচনে রাজা পরীক্ষিত বলে। কি কর্ম্ম করিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে।। এক দিন নন্দরাণী গোবিন্দে লইয়া। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন কোলে বসাইয়া।। মরিরে যাদবরায় মোর কথা রাখ। চাঁদমুখে একবার মা বলিয়া ডাক।। এত বলি খাইতে দিল ক্ষীর সর ননী। রাখরে মায়ের বাক্য বাছা যাদুমণি।। এত বলি নন্দরাণী গৃহকর্ম্মে গেল। বলরাম সঙ্গে বসি খেলিতে লাগিল।। হেথা সব গোপীগণ একত্র হইয়া। করেন পরম যুক্তি বিরলে বসিয়া।। রাধা বলে ললিতা গো শুন মন দিয়া। শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণে দেখে আসি গিয়া।। বৃন্দাবলী বলে কেন যাব তার ঘরে। বড় আদরের ছেলে নানা মায়া করে। কোন রঙ্গ করে সেই নির্দ্দয় না জানি। সবাকার বস্ত্র ধরে করে টানাটানি।। রাধা বলে এই আমি করি আগুসার। বস্ত্র ধরিবেক তার এত অহঙ্কার।। যদি সে ধামালি করে আইসে মোর স্থানে। দমন করিব তার মাতা বিদ্যমানে।। এত বলি যান রাধা অহঙ্কারে ভরি। অন্তরে জানিলা তাহা মুকুন্দমুরারি গোবিন্দের স্থানে যেবা করে অহঙ্কার। সেই ক্ষণে দর্পচূর্ণ করেন তাহার।। রাধা হৈতে প্রিয়া তাঁর নাহি ত্রিভুবনে। অহঙ্কার চূর্ণ হয় কবিচন্দ্র ভণে।।

ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল। অধম তারণকর্ত্তা মদনগোপাল।। এইরূপে যান রাধা অহঙ্কার করি। মনে মনে হাসিলেন তখন শ্রীহরি।। বাহির দুয়ারে গোপী উত্তরিল গিয়া। অঙ্গিনায় নন্দসুতে দেখিল চাহিয়া।। হাসিয়া হাসিয়া কৃষ্ণ গোপীর কাছে গেল। অমনি বসন ধরি টানিতে লাগিল।। ছাড় ছাড় বলি গোপী অমনি পিছায়। দৃঢ় করি ধরে বস্ত্র ছাড়ান না যায়।। ফাঁফরে পড়িয়া গোপী ছাড়াতে না পারে। যশোদা যশোদা বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।। কি কর কি কর রাণি নিশ্চিন্ত বসিয়া। তোমার ছাওয়ালের রঙ্গ

খেলা আসিয়া ॥ এত শুনি নন্দরাণী ধাইয়া আইল। পুত্রের চরিত্র দেখি হাসিতে লাগিল ॥ কেমরে অবোধ ছেলে বলিরে তোমারে। আসিয়াছে যত গোপী তোমার দেখিবারে ॥ ছাড়রে গোপীর বস্ত্র মরি বালাই লয়ে। গৃহকর্ম সব মোর গেলরে বহিয়ে ॥ অনেক যতনে রাণী ছাড়াইতে নারে। মাথায় হাত দিয়া বৈসে ভূমির উপরে ॥ মায়েরে কাতর দেখি প্রভু নারায়ণ। কপট করিয়া হরি যুড়িলেন ক্রন্দন ॥ কান্দিতে কান্দিতে কহে জননী গোচরে। এত বড় বুকের পাটা গেঁড়ু চুরি করে ॥ কপট করিয়া বলে আঁখি ছলছল। গড় করি পায়ে পড়ি গেঁড়ু দিতে বল ॥ যশোদা বলেন বাছা না কর ধামালি। আমি নাই দেই গেঁড়ু গেঁড়ু কোথা পেলি ॥ কৃষ্ণ বলে আগো মাতা বলি তব ঠাঁই। দিয়াছেন স্বর্ণ গেঁড়ু দাদা যে বলাই ॥ সেই গেঁড়ু লয়ে আমি অঙ্গিনায় খেলাই। কবিচন্দ্র বলে প্রভু বলিহারি যাই ॥

একি জ্বালার উপর জ্বালা সাঁজের বেলা।
জলকে যেতে আঁচল ধরে কালা ॥

বসন ধরিয়া টানে ছাড়াতে না পারে। এ বড় বিষম গোপী কাতর অন্তরে ॥ বিপাকে পড়িয়া গোপী না দেখে উপায়। ছেড়ে দেহ ওহে কৃষ্ণ বলি হে তোমায় ॥ যশোদা বলেন গোপী নিবেদন লহ। গৃহকর্ম গেল বহি গেঁড়ু ফেলি দেহ ॥ গোপী বলে নন্দরাণী তোরে নিবেদই। করি গো তোমার দিব্য গেঁড়ু নাহি লই ॥ এত বলি বস্ত্র ঝাড়ি পরিল বসন। বিবস্ত্রা হইল গোপী হাসে নারায়ণ ॥ যশোদা বলেন বাছা শুনরে কানাই। বিবস্ত্রা হইল গোপী গেঁড়ু লয় নাই ॥ কৃষ্ণ বলে আগো মাতা বলি গো তোমারে। রেখেছে সোণার গেঁড়ু কাঁচলি ভিতরে ॥ এত শুনি গোপিকার কাঁপিয়া গেল দেহ। কোথা আছে সোণার গেঁড়ু বাহির করে লহ ॥ এত শুনি গোবিন্দ মায়ের পানে চায়। জননী দিলেন আজ্ঞা আঁখিঠারে তায় ॥ পাইয়া মায়ের আজ্ঞা শ্রীনন্দেরনন্দন। অমনি কাঁচলি তখন ধরে নারায়ণ ॥ কাঁচলি ধরিয়া কৃষ্ণ টানিতে লাগিল। কাঁচলি হইতে গেঁড়ু ভূমিতে পড়িল ॥ ভূমিতে পড়িয়া গেঁড়ু গড়াগড়ি যায়। অমনি লইয়া কৃষ্ণ মায়েরে দেখায় ॥ কাঁকরে প-

ফিরা গোপী করিল গমন। ভাগবত পুরাণ যে কবিচন্দ্র কয়॥

রাজা বলে কহ মুনি অপূর্ব্ব কথন। কহ তবে কি কর্ম্ম করিল নারায়ণ॥ দেখিতে লাগিল কৃষ্ণ আঙ্গিনায় বসিয়া। যথা নন্দ ইষ্ট পূজে এক মন হৈয়া॥ ভকতবৎসল কৃষ্ণ নানা মায়া জানে হামাগুড়ি দিয়া যান পিতার সদনে॥ সিংহাসন হৈতে হরি ভূমিতে পড়িল। আপনি গোবিন্দ সিংহাসনেতে বসিল সিংহাসনে বসিলেন প্রভু জনার্দ্দন। ধ্যানভঙ্গ হৈল নন্দ মেলিল নয়ন॥ সিংহাসনে বসি কৃষ্ণ ইষ্ট ফেলে দিল। যশোদা যশোদা বলি ডাকিতে লাগিল॥ হেদে রে যশোদা হেথা দেখনা চাহিয়া। সর্ব্বনাশ হৈল আর কি কর বসিয়া॥ এত শুনি নন্দরাণী ধাইয়া আইল। কৃষ্ণের চরিত্র দেখি হাসিতে লাগিল॥ নন্দ বলে মোর ধর্ম্ম গেল এত দিনে। ইষ্টদেব ভূমে পড়ে পুত্র সিংহাসনে॥ দেবতা সহিত বাদ করিতে লাগিল। হারাইলাম পুত্র আজি বিপদ ঘটিল॥ রাণী বলে ওহে নন্দ নিবেদি তোমারে। দেখ পুত্র সিংহাসনে কেমন শোভা করে নন্দ বলে এত দিনে গেলি রে অভাগি। দেবতা সহিত বাদ পুত্র অনুরাগী॥ নন্দরাণী বলে পূজ ইষ্ট দামোদরে। করহ পুত্রের পূজা আনন্দ অন্তরে॥ এত শুনি নন্দ ক্রোধে কাঁপে কলেবর। দেবতা হেলন করি পুত্রসেবা কর॥ ক্রোধ করি নিল মালা হাতেতে করিয়া। অমনি দিলেন কৃষ্ণ গলেতে তুলিয়া॥ মাতা পিতার পূজা পাইয়া প্রভু নারায়ণ। আচম্বিতে চতুর্ভুজ হইল তখন॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালাধারী পরিধান পীতাম্বর রূপের মাধুরী॥ যশোমতি নন্দ দোঁহে পড়ে পদতলে। ভকত বৎসল কৃষ্ণ তুলে নিল কোলে॥ পুনর্ব্বার দামোদর সিংহাসনোপরে। কপট বালক হরি গেলেন বাহিরে॥ কতক্ষণে দুই জন পাইল চেতন। স্বপনের প্রায় তখন দেখিল দুজন॥ পুত্রভাব করি তখন তুলি নিল কোলে। কবিচন্দ্র বলে প্রভু রাখ পদতলে॥

রাজা বলে কহ২ অপূর্ব্ব কথন। তার পর কি করিল প্রভু নারায়ণ॥ সেই উপাখ্যান কহ করিয়া স্মরণ। শুনিলে বাড়য়ে সুখ পাপ বিমোচন॥ তবে নন্দরাণী কৃষ্ণে কোলে করি নিল। আহা মরি বলি রাণী বদন চুম্বিল॥ রাণী বলে বাছাধন শুনরে

বতদণ্ড গৃহে থাক কদাচ রাণী না কর গমন॥ কোলে করি বসি রাণী আনন্দ অন্তরে। কপটেতে নিদ্রা যান জননীর কোলে॥ হিন্দোলা উপরে রাণী করান শয়ন। জল আনিবারে তবে করেন গমন॥ কক্ষে কুম্ভ করি যান যমুনাসলিলে। নিদ্রাভঙ্গ হৈল কৃষ্ণ উঠে কুতূহলে॥ অমনি চলিল কৃষ্ণ গোপীর মন্দিরে। কৃষ্ণকে পাইয়া গোপী হরিষ অন্তরে॥ চৌদিকে বেড়িয়া গোপী দেয় করতালি। তাল-নাচে২ প্রভু বনমালী॥ এই রূপে গোপী সব গোবিন্দে নাচায়। শোকার্ত্ত সংগীত রস কবিচন্দ্র গায়॥

চৈতন্যের সঙ্গ পাইয়া কহে নিত্যানন্দ। মাকে ভাব বাপকে পাবে ঘুচিবে মনের ধন্ধ॥ প্রাণের উপর জলের মরাই কাছিম সাপে ধরে। সাপের মাথায় হংসের ডিম্ব তাহে হরিণ চরে॥ ডিমের ভিতর চৌদ্দ ভুবন ডিমের বাজার তায়। সাপের মুখে ফুল ফুটেছে কর্ত্তা বসে তায়॥ সাধ করে ঘরের দ্বার করেছেন নটা। ঘরের ভিতর ভূতের বাসা গালিম আছে ছটা॥ ভূতের মুখে ফুলবাগিচে পাড়ায়২ মেয়ে। জলের ভিতর আগুন দিয়া বাউল দেখে চেয়ে॥ খেপার কথায় হাতী পড়ে মাকড়সার ফান্দে। তা দেখি চৈতন্য হাসে নিত্যানন্দ কান্দে॥ বোবা কয় কালা হাসে কাণা দেখে রঙ্গ। দাস নিত্যানন্দ বলে পেয়ে সাধুসঙ্গ॥

এইরূপে গোপী সব গোবিন্দে নাচায়। হেনকালে নন্দরাণী জল লয়ে যায়॥ কলরব শুনি রাণী গোপীর ভবনে। দেখে পুত্র নাচাইছে যত গোপীগণে॥ যশোদা বলেন গোপী এ কোন ধামালি। নিদ্রাভঙ্গ করি কৃষ্ণে কেমনে আনিলি॥ যতনে শোয়ায়েছিলাম হিন্দোলা উপরে। কেমনে আনিলি কৃষ্ণে কহ না আমারে॥ রাজরাণী বলে তুমি নাহি কর ত্বরা। প্রাতঃকাল হৈতে কৃষ্ণে আনিয়াছি মোরা॥ এত শুনি নন্দরাণী করিল গমন। দেখে পুত্র সেই মত করেছে শয়ন॥ বিস্ময় হইয়া রাণী রাখিল কলসী। পুনর্ব্বার গোপীর বাড়ী যায় হাসি হাসি॥ সেইরূপে গোপী সব কৃষ্ণকে নাচায়। কোথা পাইলি হেন পুত্র গোপীকে শুধায়॥ একবার দেহ মোরে ঘরে লয়ে যাই। বড় সাধ আছে মনে ঘরেতে বসাই॥ এত বলি নন্দরাণী কৃষ্ণে

লয়ে গেল। হিন্দোলা উপরে কৃষ্ণে দেখিতে না পাইল॥ বিস্ময় হইয়া রাণী ভাবে মনেমন। ভাগবত কথা দ্বিজ কবিচন্দ্র কন॥

রাজা বলে কহ২ অপূর্ব্ব কথন। তার পর কি করিল প্রভু নারায়ণ॥ তবে যশোমতি রাণী গৃহকর্ম্মে যায়। হেনকালে মনে২ ভাবে যদুরায়॥ দেখিল যে গৃহকর্ম্মে রাণী হৈল রত। রাধিকার বাড়ী যান হইয়া উম্মত্ত॥ আস্তেব্যস্তে প্রবেশিল রাধিকা মন্দিরে। দেখিল যে রাধা শুয়ে পালঙ্ক উপরে॥ রসিক নাগর প্রেমে মগ্ন হয়ে সুখে। রাধিকার পার্শ্বে গিয়া বৈসেন কৌতুকে॥ কাজলে মিশায় যেন নব গোরোচনা। নীলমণি মাঝে যেন পশিল কাঁচাসোণা॥ কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম। কালো মেঘ মাঝেতে বিজুলি অনুপম॥ পালঙ্ক উপরে কৃষ্ণ রাধিকার কোলে। কালিন্দীর জলে যেন শশধর দোলে॥ বেণী চূড়া হেরি ফিরাফিরি করি বাহু। শরদপূর্ণিমা চাঁদে গরাসিল রাহু॥ দোঁহার গলেতে দোহেঁ পদ্মের মৃণাল। মদনে২ যুদ্ধ হাসয়ে গোপাল॥ কমল উপরে অলি খঞ্জনী খঞ্জন। মুখপদ্ম উপরে চুম্বন ঘনেঘন॥ আবেশে অবশ হয়ে দোঁহে নিদ্রা যায়। জটিলা দেখিয়া আসি করে হায়২॥ ডাক দিয়া চায়ে দেখে আয়ানের মাতা। শুন দেখি আলো রাই এ কেমন কথা লজ্জা ভয় পেয়ে মনে রহে দুই জনে। আয়ান ঘোষের মাতা ভাবে মনে মনে॥ কবিচন্দ্র বলে বুড়ী লজ্জা না করিলি। কালা কুলে কালি দিল কিছু না বলিলি॥

পথপানে নাহি চায়, ধাইয়া যায় জটিলা, কোন লাজে এ বোল বলিব। যে হউক সে হউক মোরে, যাইব তাহার ঘরে, জটে ধরে তাহারে আনিব॥ অনেক দিবস হৈতে, আইসে যায় রেতে রেতে,মনে করি বলিতে না পারি। কদম্ব তলাতে বসি, বাজায় মোহন বাঁশী, তাহা দেখে দেখে জ্বলে মরি॥ তাহার মায়ের কথা, কহিতে লাগয়ে ব্যথা,সারা দিন কোলে করি থাকে। কবিচন্দ্র বলে বুড়ী, ভূমে দেহ গড়াগড়ি, প্রাণত্যাগ কর এই শোকে॥

জটিলা বলেন আমি কেমনে কহিব। কল্পনা করিয়া আমি তাহারে আনিব॥ এত বলি জটিলা গেলেন তার পাশে। হরিদে বিষাদ হয়ে যশোমতি হাসে॥ বিড়ালের কোলে শুয়ে

আছয়ে মূষিকে। বড়ই অপূর্ব্ব কথা ঝাট আইস দেখে॥ ইহা শুনি যশোমতি অতি বেগে ধায়। জটিলা হরিষ হৈয়া পাছু২ যায়॥ যশোদা জটিলা দোঁহে গেল সেই দ্বারে। যশোদারে জটিলা কহেন এই ঘরে॥ রাধিকারে মূষিক করিলা যদুরায়। যাদৃশী ভাবনা যার সেই মত পায়॥ যার গৃহে ভগবান বাঞ্ছা-কল্পতরু। বিড়ালের মূর্ত্তি ধরে অখিলের গুরু॥ যশোদা বদন হেরি বৃন্দাবনী হাসে। কপাট ঘুচাইয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশে মার্জ্জার মূষিক দেখে নন্দের বনিতা। দেখিয়া বিস্ময় হৈল আয়ানের মাতা॥ মার্জ্জারের রূপ কৃষ্ণ বাহির হইল। মূষিক হইয়া রাধা পরলে বসিল॥ যশোমতি ঘরে গেল আনন্দিত মন। কোথা গিয়াছিলা মাতা কহে নারায়ণ॥ রাণী বলে গিয়াছিলাম জটিলার ঘরে। মূষিকের কোলে শুয়েদেখিনু মার্জ্জারে কৃষ্ণ বলেন কি বলিলে আমি দেখি নাই। কালি সঙ্গে লয়ে যাবে বলেন কানাই॥ যশোদা বলেন বাছা কি এমন হবে। কৃষ্ণ বলেন নিত্য২ এমন হইবে॥ মনে মনে হাসে কৃষ্ণ মদন-মোহন। অতঃপর শুন রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন॥ রাধার মঙ্গল গীত কবিচন্দ্রে গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

রাধার মঙ্গলগীত করহ শ্রবণ। রাধার কলঙ্ক কৃষ্ণ করিল ভঞ্জন॥ বৃষভানুসুতা কৃষ্ণে বলিল মন্দিরে। কেহ পাছে জানে বলে কান্দে ধীরে২॥ কান্দিতে কান্দিতে বলে যা করিলে শ্যাম। তোমার লাগিয়া হৈল কলঙ্কিনী নাম॥ কলঙ্কিনী নাম হৈল তাহে নাহি ভয়। হেন অপযশ যেন যুগে২ রয়॥ তো-মার কলঙ্ক মোর অঙ্গের ভূষণ। পুণ্য বহুকাল করেছিলাম তখন এক দিন নষ্টচন্দ্র উদয় হইল। অধোমুখ হয়ে সবে বসিয়া রহিল॥ যার ঘরে যত তার ঘরে শব্দ নাই। এক বৃদ্ধা চতুরা আইল মোর ঠাঁই॥ সে কহিল রাধা তুমি নিজ ঘরে যাও। মোর কিরা লাগে যদি চাঁদ পানে চাও॥ আজি চন্দ্র দেখিলে হইবে অপরাধ। কলঙ্ক হইবে বড় হইবে প্রমাদ॥ এত বলি সেই বুড়ী গেল নিজ ঘরে। আমি আসি জল লইয়া হরিষ অন্তরে॥ শশধর পানে চেয়ে বসিলাম আমি। শ্যাম কলঙ্কিনী হব ধরে দেহ তুমি॥ সেই হৈতে পাইয়াছি তোমা হেন ধন। কিন্তু ননদীর কথা তুষের আগুণ॥ এতেক বলিয়া রাধা হৈল

অচেতন। রাধার দুঃখেতে দুঃখী নহে কোন জন॥ কবিচন্দ্র বলে রাধার আর কেহ নাই। রাধারে রাখিতে কেবল ঠাকুর কানাই॥

এইরূপে রাধিকা কান্দেন গুপ্তবেশে। হেথা কৃষ্ণ যাই বসে যশোদার পাশে॥ কোলে বসে দুগ্ধ খান স্তনে মুখ দিয়া। অমনি পড়িল ভূমে মূর্চ্ছিত হইয়া॥ চক্ষে ধারা বহে কৃষ্ণ লোটায় ভূতলে। কেন বাছাধন বলে রাণী কৈল কোলে॥ মায়ের পানে চান হরি স্থির আঁখি করি। কিবা কর গলা ধর এই আমি মরি॥ মরি মরি শব্দ বাছা কেনরে করিলি। কিবা দোষে বাছাধন আমারে ছাড়িলি॥ কোথা কৃষ্ণ ছেড়ে গেল করে উতরোল। ব্রজপুরী মধ্যেতে হইল পূর্ণগোল॥ গোপী সব গুপ্তে কয় কৃষ্ণ যে মরিল। ললিতা বলেন যশোদার প্রাণ গেল॥ অনঙ্গমঞ্জরী শুনে রাধিকার ভগ্নী। ললিতা বিশাখা রাধার বলিছেন বাণী॥ মুখে নাহি সরে বাণী করে হায় হায়। বলিবার কথা নয় মুখে না জুয়ায়॥ শুন বিনোদিনী রাই দেখি গিয়া চল২ সবে মিলি আমরা তথায় যাই চল॥ কি হৈল কি হৈল বলি গোপীগণ চলে। মূর্চ্ছাগত দেখে কৃষ্ণ যশোদার কোলে॥ যত ব্রজাঙ্গনা সব আইলেন ধেয়ে। কান্দিতে লাগিল সবে কৃষ্ণ পানে চেয়ে॥ জটিলা আইল তার কন্যা সঙ্গে করি। ভাল মন্দ কিছু হউক বেঁচে থাকুক হরি॥ জটিলার কন্যা বলে মোর ভাল হৈল। তোর মোর ভাল হৈল রাধার প্রাণ গেল॥ তুমি আমি কি করিব বিধাতার লিখন। তোমাদের মরণ নাই কবিচন্দ্র কন॥

গোপী সব মুখ চেয়ে, রাণী কান্দে ফুকরিয়ে, বলে দেখ গোপালের মুখ। মরণের চিহ্ন নয়, কপালেতে কিবা হয়, মুখ দেখে ফেটে যায় বুক॥ সব গোপী আইল হেথা, বাছাধনে কহাও কথা, একবার মা বলিতে বল। আর দিন কতবার, ননী মাগো বার২, আজি বিধি নৈরাশ করিল॥ শ্রীনন্দের শব্দ শুনি, উঠ বাছা নীলমণি, বাধা নিতে ডাকে তোর বাপ। মায়ের কথাটী রাখ, আঁখি মেলি চেয়ে দেখ, না চাহিলে জলে দিব ঝাঁপ॥ আর না যাইবে গোঠে, কালিন্দী যমুনাতটে, বংশীবট কদম্বের তলে। সন্ধ্যার সময় কানু, আর না পুরিবে বেণু, গো-

ঠের বেশে না এসিবে আর ॥ শ্রীদাম সুদাম বলে, এখন মা-য়ের কোলে,চেয়ে দেখ কত হৈল বেলা। বাথানে রহিল গাই, আইস ভাই কানাই, বনের মাঝে করি গিয়া খেলা ॥ শ্রীদাম কাতর বাণী, শুনিলেন চক্রপাণি, ভক্তদুঃখ অন্তরে জানিল। কবিচন্দ্র বলে সার,কৃষ্ণ গতি সবাকার, পূর্ণভাবে হরি২ বল ॥

যশোমতি ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। একবার বাছাধন দেখা দেহ মোরে ॥ যদি নাহি দেখা দিবে মরে যাব আমি অভাগী মায়ের বধভাগী হবে তুমি ॥ শ্রীদাম সুদাম ডাকে গরু চরাইতে। আর না সঁপিয়া দিব বলরামের হাতে ॥ ইহা শুনি বলরাম আছাড় খেয়ে পড়ে। রামরম্ভা পড়ে যেন বৈশাখের ঝড়ে ॥ জটিলার ভয়ে রাধা কান্দিতে না পারে। মুখে বাক্য নাহি সরে পরাণ বিদরে ॥ রাধা বলে কলঙ্ক লাগিয়া ডরাইনু এ কুল ও কুল আমি দুকুল হারানু ॥ কলঙ্কিনী নাম হবে তাহে না ডরাই। এই দুঃখ বড় মনে ছাড়িল কানাই ॥ প্রাণনাথ ছেড়ে গেল গলে পদ দিয়া। কৃষ্ণ সঙ্গে যায় প্রাণ পাছু গোড়াইয়া ॥ কৃষ্ণমুখ চেয়ে রাধা করয়ে রোদন। রাধার ক্রন্দনেতে কাতর নারায়ণ ॥ অবতার শিরোমণি প্রভু গুণধাম। চিকিৎসক মূর্ত্তি হইলেন অনুপম ॥ এক মূর্ত্তি যশোদার কোলে বসে থাকে। আর এক মূর্ত্তি হয়ে যশোদাকে ডাকে ॥ কহ২ যশোমতি কিসের ক্রন্দন। তব পুত্র মোর বৈদ্য আছয়ে কেমন ॥ রাণী বলে কোথা থাক চিনিতে না পারি। বৈদ্য বলেচিন নাই নাম মোর হরি ॥ পীড়া শুনি আইলাম তোমার মন্দিরে। চিন্তা নাই তব পুত্র ভাল লাগে মোরে ॥ ইহা শুনি যশোদা আসন দিল আনি। বৈদ্যবেশে আসনে বসিল চক্রপাণি ॥ আসনে বসিয়া বলে তব পুত্র আন। রাধিকার কোলে দেহ মোর বাক্য শুন ॥ যশোমতি কৃষ্ণে দিল রাধিকার কোলে। রাধা কোলে কৃষ্ণচন্দ্র কবিচন্দ্র বলে ॥

যশোমতি বলে বৈদ্য বল কিবা চাই। কি ঔষধ দিলে মোর বাঁচিবে কানাই ॥ বৈদ্য বলে ব্যাধি বড় জানিনু অন্তরে। নূতন কলসী এক আনি দেহ মোরে ॥ যশোমতি কলসী আ-নিয়া বৈদ্যে দিল। সহস্রেক ছিদ্র সেই কলসীতে কৈল ॥বৈদ্য বলে যশোমতি মম বাক্য শুন। পতিব্রতা নারী এক শীঘ্র ডাকি

পতরোমর্ক ।

শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন ।

আন ॥ যশোদা মিনতি করি সবাকারে বলে। পায়ে পড়ি জল আনি বাঁচাও গোপালে ॥ সবে বলে পতিব্রতা দুইজন আছে জটিলা কুটিলা গেলে তব পুত্র বাঁচে ॥ জটিলার পায়ে ধরি বলে নন্দরাণী। তুমি যদি জল আন বাঁচে নীলমণি ॥ জটিলার দয়া হৈল কন্যা পাঠাইল। কুটিলা কলসী লয়ে মুচকি হাসিল ॥ এত লোক থাকিতে আমারে সবে বলে। আমার সমান সতী নাহি ভূমণ্ডলে ॥ সর্ব্ব জনে নিন্দা করি যমুনাতে গেল। অহ-ঙ্কারে পূর্ণ হয়ে কুম্ভ ডুবাইল ॥ কক্ষেতে করিয়া কুম্ভ অতি বেগে চলে। এক পদ না বাড়াতে জল পড়ে জলে ॥ পথে যায় ভেবে২ কি হৈল কি হৈল। অজ্ঞান সময়ে মোর দোষ বুঝি ছিল ॥ কলসী লইয়া যশোদার ঠাঁই দিল। জলশূন্য দেখি কুম্ভ ভাবিতা হইল ॥ কেহ বলে ও মাগীকে ভাল জান ছিল। কেহ বলে দূর কর এথা কেন আইল ॥ কেহ বলে সর্ব্বজন মোর বাক্য ধর। মিছা অসতীরে বলে মুখ নষ্ট কর ॥ এত শুনি জটিলা কলসী লয়ে যায়। হরিষে বিষাদ হয়ে কলসী ডুবায় ॥ আমি সতী বলি বুড়ি কলসীটী তোলে। বসন ভিজিয়া যায় কলসীর জলে ॥ শূন্যকুম্ভ আনি দিল বৈদ্য দেয় গালি কলসীটী নয় এই কলঙ্কের ডালি ॥ অহঙ্কার চূর্ণ হৈল বাক্য নাহি সরে। যশোমতি বলে যাই জল আনিবারে ॥ এত শুনি বৈদ্যরাজের মনে হৈল ভয়।জননী আনিলে জল ঔষধ না হয় আর যত গোপীরে বলেন যশোমতি। সেই গোপী জলে যায় হয়ে হৃষ্টমতি ॥ কলসী লইয়া দিল যশোদার ঠাঁই। তা দে-খিয়া আর গোপী কেহ উঠে নাই ॥ একে২ কলসী লইয়া সবে যায়। আনিতে না পারে জল কৃষ্ণের মায়ায় ॥ যশোমতি বলে তবে উপায় কি করি। একে২ জলে গেল যত ব্রজনারী যত জন জলে যায় জল না আইসে। সতী হয়ে অসতী হইল কর্ম্মদোষে ॥ বৈদ্য বলে ছিছি ব্রজপুরে সব নষ্টা। যে মাগী প্রথমে গেল সেই মাগী ভ্রষ্টা ॥ এত বলি যশোমতি ভাবিতা হইল। কবিচন্দ্র বলে রাধায় জলে যাইতে হৈল ॥

বৈদ্য বলে যশোমতি আছে এক জন। যে জনার কোলে শুয়ে তোমার নন্দন ॥ সবে বলে কৃষ্ণ লয়ে বৈস যশোমতি। বৈদ্যের অপূর্ব্ব ছলে চলিলেক সতী ॥ এক জন বালক বৈদ্য

ইঙ্কোর কর নাই। ও মাগী যেমন সতী তাহা দেখিবার চাই॥ আর জন বলেন বাউক দেখি রাই। অরুণের কথা কিছু বলা যায় নাই॥ যশোদা বলেন রাধা মোরে কৃষ্ণ দিয়া। জল আনিবারে যাও কলসী লইয়া॥ যশোদারে দিয়া কৃষ্ণ রাধা যান জলে। চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব করেন গোপালে॥ কলসী লইয়া কক্ষে কান্দে কুলবতী। কালাচাঁদ জানেন যে আমি যত সতী॥ খল জন হাসে, কৃষ্ণ খলখল করি। কৃপাদৃষ্টি করিলে তরিব ভববারি॥ গোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ গদাধর। ঘন ডাকি ঘনশ্যাম মোরে দয়া কর॥ উদাস আমার মন জল আনিবারে আমি কলঙ্কিনী বলি জানয়ে সংসারে॥ চলিয়া যাইতে নারি না চলে চরণ। ছিছি যদি লোকে বলে ত্যজিব জীবন॥ বারি আনিবারে যাই যমুনার তীরে। ঝর২ দুনয়ন বহিয়া যায় নীরে এমন সময় আসি রাখ হে কানাই। টলং করে অঙ্গ পদ চলে নাই॥ ঠক মোর ননদিনী তুমি কর পার। ডাকি আমি প্রাণ-নাথ ভরসা তোমার॥ ঢেউ দিয়া কলসী পুরি কক্ষেতে করিল আনন্দে চলিল রাধা জল না পড়িল॥ অতঃপর তীর ছাড়ি ত্বরিত চলিল। থম করি একবারে কলসী রাখিল॥ দেখিল দ-ক্ষিণ হাতে জল লয়ে দিল। ধরার উপরে লয়ে কলসী রাখিল নমস্কার করি বৈদ্য রাধিকার পায়। পদে ধরি পদ রেণু নিলেন মাথায়॥ পুনঃ পুনঃ বৈদ্য তাঁরে করেন প্রণতি। বড় ভাগ্য গোকুলে আছহ তুমি সতী॥ ভাবয়ে সকল লোক করে কানাকানি। মিছামিছি রাধিকারে বলে কলঙ্কিনী॥ জল লয়ে বৈদ্যরাজ কৃষ্ণ শিরে দিল। রসিকনাগর তাহে চমকি উঠিল॥ ননী আনিয়া রাণী কৃষ্ণমুখে দিল। অঞ্চলেতে রাণী চাঁদমুখ মুছাইল॥ সব গোপী ঘরে যায় বাক্য নাহি মুখে। হরষিত হয়ে রাণী কৃষ্ণ কৈল বুকে॥ ক্ষমা কর বৈদ্যরাজ যশোমতি বলে। বৈদ্য বলে রাধা হৈতে কৃষ্ণ তুমি পেলে॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম করয়ে সেবন। দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের লিখন॥

যশোমতি বলে রাধা তুমি না আইলে। এতক্ষণে দুঃখিনীর কি হতো কপালে॥ রাধা বলে যশোমতি আমার কি গুণ। বৈদ্য হৈতে তব পুত্র পাইল জীবন॥ বৈদ্য বলে যশোমতি মোর বাক্য শুন। আজি নিজ গৃহে আমি করিব গমন॥

রাধার হস্তের অন্ন খাইবে কানাই। বলবান হইবেক বাড়িবে প্রমাই॥ এত শুনি যশোদা রাধাকে গেল লয়ে। আপনি যশোদা দেন প্রস্তুত করিয়ে॥ রাধিকারে যশোদা বলিলেন তখন। ভালমতে প্রস্তুত কর অন্ন ব্যঞ্জন॥ আপনি শ্রীমতী রাধা করেন রন্ধন। কিবা লেখা দিব তার না যায় কথন॥ লুচি মালপোয়া তোলে ঘৃতেতে ছাঁকিয়া। বার্ত্তাকু ভাজেন তাহে তিলবড়ি দিয়া॥ চৌয়াং করি ভাজে উচ্ছে এক হাঁড়ি কাঁচকলা গোল আলু ভাজে ফুলবড়ি॥ অরহরের ডাল আর মুগের সাউলি। সুপঘণ্ট মোচাঘণ্ট কদলীর আলি॥ কুষ্মাণ্ডের অম্বল তায় দেয় খুব চিনি। নারিকেলের পুর ভাজে রাধা ঠাকুরাণী॥ লাউঘণ্ট করেন তায় ছোলা বরবটী। সুক্তানির ঝোল রান্ধে অতি পরিপাটী॥ আলুপিষ্টকেতে তিনি অতি বিচক্ষণ। শাক হৈতে রান্ধিলেন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥ স্বর্ণথালে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিল। দুই জনে আসি স্বর্ণ পীঠেতে বসিল॥ কৃষ্ণসঙ্গে বৈদ্যরাজ করিল ভোজন। তাহা দেখি যশোদার হরষিত মন॥ ভোজন করিয়া কৃষ্ণ কৈল আচমন। কর্পূর তাম্বূল দিল মুখের শোধন॥ বৈদ্য বলে যশোমতি তব আজ্ঞা পাই। আশীর্ব্বাদ কর তবে ঘরে চলে যাই॥ যশোমতি বলে বৈদ্য কৈলে উপকার। কোন দ্রব্য দিয়া তব করি পুরস্কার॥ বৈদ্য বলে যশোমতি এ কেমন বল। তুমিহ আমার মাতা আমিও ছাওয়াল॥ এত বলি বৈদ্যরাজ করিল গমন। বাহির দুয়ারে গিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান॥ রাধিকা বিদায় হৈল যশোদার ঠাঁই। রাধিকার সঙ্গে তবে চলিল কানাই॥ রাধিকারে কন কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া। এমত হইল মোর তোমার লাগিয়া॥ কলঙ্কিনী বলিয়া তোমারে দেয় গালি। সবার মাথায় দিলাম কলঙ্কের ডালি॥ আমি বৈদ্যমূর্ত্তি হইলাম নারিলে চিনিতে। সহস্র ধারাতে তব কলঙ্ক ঘুচাতে॥ এত বলি রাধিকারে করিল বিদায়। আপন গৃহেতে কৃষ্ণ চলিল ত্বরায়॥ কৃষ্ণের বচনে রাধা করিল গমন। জননীর কাছে কৃষ্ণ বসিল তখন॥ দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় কৃষ্ণের কৃপায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত।

চাণক্য পণ্ডিতের প্রতিমূর্ত্তি।
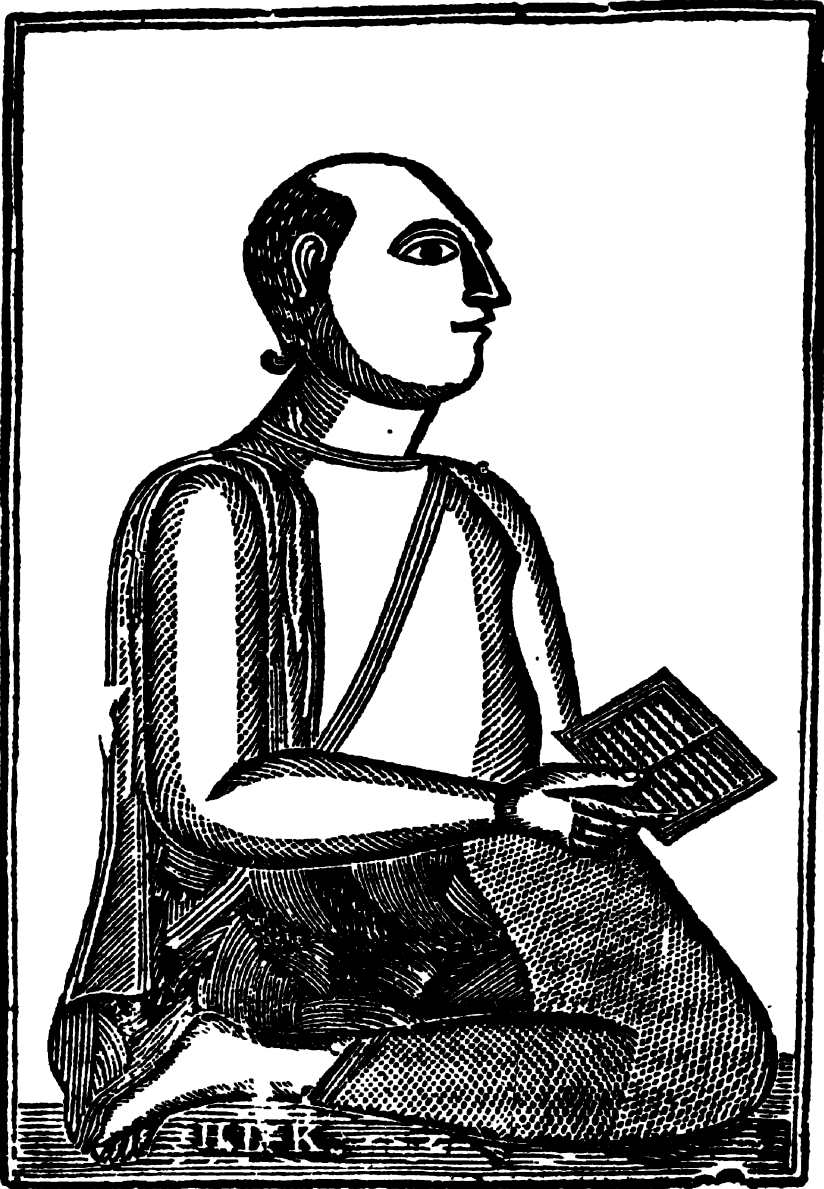
চাণক্যশ্লোকঃ।

আশৈশবং জননীবাণীপদারবিন্দমাসে-
বিতং তব তথা প্রণিপত্য যাচে।
চাণক্যপণ্ডিতবরাভিমতার্থসার্থভাব
প্রকাশনবিধৌ যথোপহাসঃ॥

নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষ্যে রাজনীতিসমুচ্চয়ং।
সর্ব্ববীজমিদং শাস্ত্রং চাণক্যং সারসংগ্রহং॥

নানাবিধ শাস্ত্র হৈতে করিয়া উদ্ধার। রাজনীতি সমস্ত কহিব আমি সার॥ সকলের বীজ শাস্ত্র চাণক্য রচিত। শ্রীসারসংগ্রহ নামে জগতে বিদিত॥

মূলসূত্রং প্রবক্ষ্যামি চাণক্যেন যথোদিতং।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥

যে প্রকার কহিলেন চাণক্য পণ্ডিত। সেই মত মূলসূত্র কহিব নিশ্চিত॥ যাহা জ্ঞাত হবা মাত্র জ্ঞাত হয় নীত। মূর্খের মূর্খত্ব যায় সে হয় পণ্ডিত॥

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥ ১॥

বিদ্যাবান আর রাজা না হয় সমান। যে করে সমান জ্ঞান সে বড় অজ্ঞান॥ কেবল আপন দেশে রাজা পূজ্যবান॥ স্বদেশে বিদেশে বিদ্যাবানের সমান॥ ১॥

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং।
তস্মান্মূর্খসহস্রেষু প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥ ২॥

পণ্ডিত জনেতে সর্ব্বগুণ বর্ত্তমান। মূর্খলোক কেবল অশেষ দোষ স্থান॥ যদ্যপি সহস্র মূর্খ থাকে এক স্থান। তথাপি না হয় এক পণ্ডিত সমান॥ ২॥

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিত॥ ৩॥

পরস্ত্রীকে যাহার জননী সম জ্ঞান। পরধনে জ্ঞান করে লোষ্ট্রের সমান ॥ সকল প্রাণীকে দেখে আপনার মত। সেই জন সুপণ্ডিত শাস্ত্রের সম্মত ॥ ৩ ॥

কিং কুলেন বিশালেন গুণহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোঽপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে ॥ ৪ ॥

কি করিবে কুলে তার বিদ্যা নাহি যার। বিদ্যাবান্ অকুলীন মান্য দেবতার ॥ ৪ ॥

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ ॥ ৫ ॥

যদি রূপবান যুবা অত্যন্ত কুলীন। তথাপি শোভিত নহে হৈলে বিদ্যাহীন ॥ যেমন কিংশুক পুষ্প দেখিতে সুন্দর। গন্ধ বিনা কেবা তার করে সমাদর ॥ ৫ ॥

নক্ষত্রভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণং ॥ ৬ ॥

ভূষা করে নক্ষত্রগণেরে সুধাকর। রমণীর পতি মাত্র অতি শোভাকর ॥ পৃথিবীর ভূষণ ভূপতি অতিশয়। সর্ব্বের ভূষণ বিদ্যা বিদ্যাবানে কয় ॥ ৬ ॥

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
সভামধ্যে ন শোভন্তে হংসমধ্যে বকো যথা ॥ ৭ ॥

মাতা হন শত্রুবৎ পিতা বৈরী প্রায়। যাহারা আপন পুত্রে বিদ্যা না শিখায় ॥ মূর্খ পুত্র সভা মধ্যে শোভা নাহি পায়। যেমন বকের দশা হংসের সভায় ॥ ৭ ॥

বরমেকো গুণিপুত্রো নচ মূর্খশতৈরপি।
একচন্দ্রস্তমোহন্তি নচ তারাগণৈরপি ॥ ৮ ॥

গুণবান্ এক পুত্র সেহ আনন্দিত। মূর্খ শত পুত্রে কার্য্য না হয় কিঞ্চিৎ ॥ একচন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে। লক্ষ লক্ষ তারা দেখ কি করিতে পারে ॥ ৮ ॥

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥ ৯ ॥

করিবেক পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত লালন। নিজ পুত্রে দশবর্ষ পর্য্যন্ত

তাড়ন॥ হইলে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম তার। পুত্রসহ করিবেক মিত্র ব্যবহার॥ ৯॥

লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ॥ ১০॥

বহু দোষ জন্মে অতি করিলে লালন। বহু গুণ বর্ত্তে পুত্রে করিলে তাড়ন॥ সেই হেতু পুত্র আর শিষ্য উভয়েরে। তাড়ন করিবে সদা লালন না করে॥ ১০॥

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥ ১১॥

যে বনে সুবৃক্ষ থাকে সুগন্ধি পুষ্পিত। সর্ব্ব বন করে তার গন্ধে আমোদিত॥ বংশেতে সুপুত্র যদি জন্মে এক জন। সে বংশ উজ্জ্বল হয় তাহার কারণ॥ ১১॥

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥ ১২॥

কাননে নীরস বৃক্ষ জন্মে কুলক্ষণ। কোটরে লাগিয়া বহ্নি দহে সর্ব্ববন॥ বংশেতে কুপুত্র যদি জন্মে কুলাঙ্গার। তার দোষে হয় সেই বংশের সংহার॥ ১২॥

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বসাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে॥১৩॥

দূর হৈতে শোভে মূর্খ বসনে ভূষিত। যাবৎ না কহে কথা সভায় কিঞ্চিৎ॥ ১৩॥

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ ১৪॥

বিষ হৈতে করিবেক অমৃত গ্রহণ। কুস্থান হইতে তুলে লইবে কাঞ্চন॥ নীচ হৈতে ভাল বিদ্যা শিখিবে সুজন। দুষ্টকুল হৈতে লবে স্ত্রীরত্ন শোভন॥ ১৪॥

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ॥ ১৫॥

রাজদ্বারে শ্মশানেতে সহায় যে হয়। দুর্ভিক্ষেতে আর

শত্রু যুদ্ধের সময় ॥ বিপদে বিপদ জ্ঞান উৎসবে উৎসব। যাহার সমান জ্ঞান সেই সে বান্ধব ॥ ১৫ ॥

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখং ॥ ১৬ ॥

অসাক্ষাতে কার্য্য নাশ করে যেই জন। সম্মুখেতে কহে প্রিয় মধুর বচন ॥ বিষে পরিপূর্ণ কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর। এমন দুর্জ্জন মিত্র ত্যজিবেক ধীর ॥ ১৬ ॥

সকৃদ্দুষ্টঞ্চ মিত্রং য পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমুপগৃহ্লাতি গর্ভমশ্বতরী যথা ॥ ১৭ ॥

একবার যার সঙ্গে হয়েছে শত্রুতা। পুনঃ তার সঙ্গে করে যে জন মিত্রতা ॥ আপনার মৃত্যু সে আপনি করে হাতে। অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপনা নাশিতে ॥ ১৭ ॥

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তং মিত্রঞ্চাপি ন বিশ্বসেৎ।
কদাচিৎ কুপিতো মিত্রঃ সর্ব্বদোষং প্রকাশয়েৎ॥১৮॥

অবিশ্বস্ত জনেরে বিশ্বাস না করিবে। মিত্রকে বিশ্বাস কথা কভু না কহিবে ॥ কি জানি কখন যদি মিত্র রুষ্ট হয়। গুপ্ত দোষ প্রকাশিয়া প্রমাদ ঘটায় ॥ ১৮ ॥

জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চাপদকালে চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মকালে জানিবেক ভৃত্য ব্যবহার। বন্ধুর পরীক্ষা লবে দুঃখ কালে আর ॥ বিপদেতে জানিবেক মিত্রের মিত্রতা। ধনক্ষয়ে জানিবে ভার্য্যার আত্মীয়তা ॥ ১৯ ॥

উপকারগৃহীতেন শত্রুনা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নকরস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকং ॥ ২০ ॥

উপকারে বশ এক শত্রুকে করিবে। তাহার দ্বারায় অন্য শত্রুকে বধিবে ॥ যেমন কণ্টক এক করেতে ধরিয়া। পাদবিদ্ধ কণ্টকেরে তুলে তাহা দিয়া ॥ ২০ ॥

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
কারণেন হি জায়ন্তে মিত্রাণি চ রিপুবস্তথা ॥ ২১ ॥

কোন জন নহে কোন জনের বান্ধব। কোন জন নহে

কোন জনের আত্মব ৪ কৰ্ম্মেতে প্রকাশ হয় শাত্রব বান্ধব ॥ বিবেচনা করিয়া কহহ অনুভব ॥ ২১ ॥

দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈব বিশ্বাসকারণং।
মধুতিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলং ॥ ২২ ॥

দুর্জ্জন যদ্যপি কহে মধুর বচন। তথাপি কখন নহে বিশ্বাস কারণ॥ দুর্জ্জনের জিহ্বাগ্রেতে হয় মধুময়। বিষময় বিষম সে তাহার হৃদয় ॥ ২২ ॥

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোপি সঃ।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥

দুর্জ্জন যদ্যপি হয় বিদ্যা বিভূষিত। তথাপি তাহারে ত্যাগ করণ উচিত ॥ শোভা করে যে সর্পের মস্তকে মাণিক। তাহা হৈতে ভয় হয় বরঞ্চ অধিক ॥ ২৩ ॥

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে ॥ ২৪ ॥

সর্প দুষ্ট খল দুষ্ট দুষ্ট দুই জন। সর্প হৈতে খল দেখ অধিক দুর্জ্জন ॥ ঔষধি মন্ত্রেতে বশ হয় ভুজঙ্গম। খলকে করিতে বশ নাহি কোন ক্রমঃ ॥ ২৪ ॥

নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥ ২৫ ॥

নদীকে বিশ্বাস না করিবে কদাচন। নখী আর শৃঙ্গধারী অবিশ্বাসী হন ॥ অস্ত্রধারী অবিশ্বাসী নিকটে না যাবে। নারীকে রাজাকে নাহি বিশ্বাস করিবে ॥ ২৫ ॥

হস্তিহস্তসহস্রেণ শতহস্তেন বাজিনঃ।
শৃঙ্গিণো দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ ॥ ২৬ ॥

যাইবে সহস্র হস্ত অন্তরে হস্তীর। ঘোটকের শত হাত দূরে যাবে ধীর ॥ দশ হাত দূরে রাখি যাইবে শৃঙ্গীরে। স্থান ত্যাগ করিয়া ত্যজিবে দুর্জ্জনেরে ॥ ২৬ ॥

আপদর্থং ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ২৭ ॥

আপদের হেতু ধন করিবে সঞ্চয়। সে ধনেতে পত্নী রক্ষা

করিবে নিশ্চয় ॥ আত্ম রক্ষা করিবেক সর্ব্বথা প্রকারে। পত্নী কিম্বা ধন দ্বারা যে প্রকারে পারে ॥ ২৭ ॥

পরদারং পরদ্রব্যং পরীবাদং পরস্য চ।
পরিহাসং গুরোস্থানে চাপল্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৮ ॥

পরদার পরদ্রব্য পর পরীবাদ। পরিত্যাগ করিবেক নতুবা প্রমাদ ॥ গুরুলোক সম্মুখে চাপল্য পরিহাস। যে করে তাহাকে লোকে করে উপহাস ॥ ২৮ ॥

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামজনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীস্ত্যজেৎ ॥ ২৯ ॥

কুল রক্ষা করিতে ত্যজিবে এক জন। গ্রাম রক্ষা হেতু কুল ত্যজে বিচক্ষণ ॥ দেশের কল্যাণ হেতু গ্রাম ত্যজিবেক। পৃথিবী ত্যজিয়া আত্মা রক্ষা করিবেক ॥ ২৯ ॥

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
নাসমীক্ষপরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥

এক পায়ে গমন করিবে বুদ্ধিমান। আর পায়ে থাকিয়া করিবে অনুমান ॥ একস্থানি নিশ্চয় না করে পূর্ব্বস্থান। পরিত্যাগ না করিবে এই সে বিধান ॥ ৩০ ॥

লুব্ধমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলিকর্ম্মনা।
মূর্খং ছন্দোনুবৃত্তেন তথা সত্যেন পণ্ডিতং ॥ ৩১ ॥

লোভীকে করিবে বশীভূত ধন দিয়া। ক্রোধীকে আনিবে বশে বিনয় করিয়া ॥ মূর্খেরে সাধিবে তার মত কদাচারে। তুষিবেক পণ্ডিতেরে সত্য ব্যবহারে ॥ ৩১ ॥

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিত্রানি চ।
বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৩২ ॥

অর্থনাশ মনস্তাপ গৃহছিদ্র আর। বঞ্চনাপমান যদি হয় আপনার ॥ বুদ্ধিমান ইহা নাহি করিবে প্রকাশ। গোপনে রাখিবে সদা নৈলে উপহাস ॥ ৩২ ॥

ধনধান্য প্রয়োগেষু তথা বিদ্যাগমেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জ সদা ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥

ধন ধান্য আদান প্রদান কর্ম্ম আর। বিদ্যা শিক্ষা আর যে

আহার ব্যবহার॥ ইহাতে করিলে লজ্জা হয় অপচয়। এই হেতু লজ্জা হীন জানিবে নিশ্চয় ॥ ৩৩ ॥

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চম।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

ধনী আর ক্ষত্র রাজা নদী কবিরাজ। এই পঞ্চ নাহি থাকে যে গ্রামের মাঝ ॥ সে গ্রামে নিবাস না করিবে শিষ্ট জন। নিবাসে বিনাশ ঘটে শাস্ত্রের লিখন ॥ ৩৪ ॥

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানং ন প্রীতির্ন চ বান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিত্তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

যে দেশে বান্ধব নাই আর নাই মান। প্রীতি নাহি আর নাহি কোন বিদ্যাস্থান ॥ সে দেশে বসতি ত্যাগ করিবেক ধীর। রাজনীতি শাস্ত্রমত কহিলাম স্থির ॥ ৩৫ ॥

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিতকার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৩৬ ॥

মনেতে করিবে কার্য্য না কবে কথায়। অন্যেতে জানিলে কর্ম্ম সিদ্ধ নাহি পায় ॥ ৩৬ ॥

কুদেশঞ্চ কুবৃত্তিঞ্চ কুভার্য্যাং কুনদীং তথা।
কুদ্রব্যঞ্চ কুভোজ্যঞ্চ বর্জ্জয়েচ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ৩৭ ॥

কুদেশে বসতি আর কুবৃত্তিকরণ। কুনদীতে স্নান আর কুভার্য্যা গমন॥ কুদ্রব্য গ্রহণ আর কুভক্ষ্য ভক্ষণ। না করিবে এই ক্ষয় কর্ম্ম বিচক্ষণ ॥ ৩৭ ॥

ঋণশেষোঽগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈব চ।
পুনশ্চ বর্দ্ধতে যস্মাত্তস্মাৎ শেষঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

নিঃশেষ করিবে ঋণ অগ্নি আর ব্যাধি। কি জানি আপদ ঘটে পুনঃ বাড়ে যদি ॥ ৩৮ ॥

চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং বস্ত্রাণামাতপোজ্বরঃ।
অসৌভাগ্যা জ্বরাঃ স্ত্রীণামশ্বানাং মৈথুনং জ্বরঃ ॥৩৯॥

চিন্তা হয় মনুষ্যের জ্বরের সমান ॥ রৌদ্রেতে জ্বরের ন্যায় বস্ত্র নাশ পান ॥ শৃঙ্গারেতে শক্তিহীন ঘোটকের জ্বর। অসৌভাগ্যা নারী জরা বিধুরা কাতর ॥ ৩৯ ॥

অস্তি পুত্রোবশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈব চ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোহসৌ মহীতলে॥ ৪০॥

পুত্র যার বশে থাকে ভার্য্যা সেই মত। আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয় সদা অনুগত॥ যদ্যপি না থাকে ধন তথাপি সন্তোষী। কেবল ভূমিতে আছে সেই স্বর্গবাসী॥ ৪০॥

দুষ্টাভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়॥ ৪১॥

ভার্য্যা দুষ্টমতি যার শঠ মিত্র হয়। আর ভৃত্য সমান উত্তর যদি কয়॥ যে ঘরে ভুজঙ্গ থাকে সেই ঘরে বাস। মরণ নিশ্চয় তার জীবনে নিরাশ॥ ৪১॥

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং॥ ৪২॥

মাতা যার গৃহে নাই আর নিজ দারা। কহে সে অপ্রিয় কথা নিতান্ত প্রখরা॥ উপযুক্ত বনমধ্যে গমন তাহার। তার ঘর বনস্থল সম ব্যবহার॥ ৪২॥

ঋণকর্ত্তা পিতা শত্রু র্মাতাশত্রুর্ব্যভিচারিণী।
ভার্য্যা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুঃ কুপণ্ডিতঃ॥ ৪৩॥

ঋণ করে যান মরে পিতা শত্রু গণি। মাতা শত্রু সম হন যদি ব্যভিচারিণী॥ রূপবতী ভার্য্যা শত্রু সদা শঙ্কা হয়। আপন সন্তান মূর্খ শত্রু অতিশয়॥ ৪৩॥

কোকিলানাং স্বরোরূপং নারীরূপং পতিব্রতা।
বিদ্যারূপং কুরূপানাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাং॥ ৪৪॥

কোকিলের নাহি রূপ তার রূপ স্বর। পতিভক্তি অবলার রূপ মনোহর॥ কুরূপ জনের রূপ বিদ্যা যদি হয়। তপস্বী জনের রূপ ক্ষমাই নিশ্চয়॥ ৪৪॥

অবিদ্যজীবনং শূন্যং দিক্ শূন্যা চ বান্ধবাঃ।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা॥ ৪৫॥

অবিদ্য জীবন শূন্য বুদ্ধি নাই ঘটে। বন্ধু নাই যে দিকে সে দিক্ শূন্য বটে॥ পুত্রহীন গৃহশূন্য অন্ধকার দেখে। দরিদ্রের সর্ব্ব শূন্য সর্ব্ব শাস্ত্রে লিখে॥ ৪৫॥

অদাতা বংশদোষেণ কর্ম্মদোষাদ্দরিদ্রতা।
উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা ॥ ৪৬ ॥

পুরুষ অদাতা হয় নিজবংশ দোষে। কর্ম্মদোষে ধনহীন ভ্রমে নানা দেশে॥ মাতৃদোষে শিশু নষ্ট না করে পালন। পিতৃদোষে পুত্র মূর্খ না করে তাড়ন ॥ ৪৬ ॥

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতোগুরুঃ ॥ ৪৭

ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি শাস্ত্রে নিরূপণ। সকল বর্ণের গুরু কেবল ব্রাহ্মণ ॥ স্ত্রীলোকের গুরু হয় পতি আপনার। অতিথি আইলে গুরু হন সবাকার ॥ ৪৭ ॥

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং ॥ ৪৮ ॥

অতি দর্পে নষ্ট হইল লঙ্কার রাবণ। অতি মানে সবংশে মরিল দুর্য্যোধন॥ অতি দানে বলির পাতালে হৈল ঠাঁই। অতিশয় কোন কর্ম্ম না করিহ ভাই ॥ ৪৮ ॥

বস্ত্রহীনস্ত্বলঙ্কারো ঘৃতহীনঞ্চ ভোজনং।
স্তনহীনা চ যা নারী বিদ্যাহীনঞ্চ জীবনং ॥ ৪৯ ॥

বস্ত্র নাই অলঙ্কারে কিবা শোভা হয়। গব্যরস বিহীন ভোজন কিছু নয় ॥ বিদ্যাহীন লোকের জীবনে কিবা আশ। স্তনহীনা যেই নারী তারে উপহাস ॥ ৪৯ ॥

ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তির্ব্বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বিভবো দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলং ॥ ৫০ ॥

খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট ভোজনশক্তি তত। রতিশক্তি আর প্রিয় ভার্য্যা অনুগত ॥ দানশক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য এই ছয়। অনেক তপস্যা বিনা কারো নাহি হয় ॥ ৫০ ॥

পুত্রপ্রয়োজনা দারা পুত্রপিণ্ডং প্রয়োজনং।
হিতপ্রয়োজনং মিত্রং ধনং সর্ব্বপ্রয়োজনং ॥ ৫১ ॥

ভার্য্যা ইচ্ছা করিবেক পুত্রের কারণ। পিণ্ডদান মাত্র সুপুত্রের প্রয়োজন ॥ মিত্র প্রয়োজন এই করিবেক হিত। সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ ধনেতে নিশ্চিত ॥ ৫১ ॥

দুর্ল্লভং প্রাকৃতং বাক্যং দুর্ল্লভঃ পুত্রপণ্ডিতঃ।
দুর্ল্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্ল্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥ ৫২॥

দুর্ল্লভ সদর্থবাক্য সর্ব্ব মনোহর। বহুদুঃখে লভ্য হয় পুত্র গুণাকর॥ আপন সমান ভার্য্যা দুর্ল্লভা ভূতলে। হিতকারী প্রিয়বন্ধু অতি দুঃখে মিলে॥ ৫২॥

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥ ৫৩॥

পর্ব্বতেং নাহি মিলয়ে মাণিক। হস্তীতেং কোথা পাইবে মৌক্তিক॥ সর্ব্বত্র না পাওয়া যায় দেখ সাধুজন। বনে বনে নাহি থাকে কখন চন্দন॥ ৫৩॥

অশোচ্য নির্দ্ধনং প্রাজ্ঞোঽশোচ্যঃ পণ্ডিতবান্ধবঃ।
অশোচ্যা বিধবা নারী পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৪॥

পণ্ডিত নির্দ্ধন যদি তবু সে উত্তম। বন্ধু যদি পণ্ডিত সে অতি অনুপম॥ পুত্রপৌত্রবতী নারী বিধবা যদ্যপি। তাহারে দেখিয়া খেদ না হয় তথাপি॥ ৫৪॥

অবিদ্যপুরুষঃ শোচ্যঃ শোচ্যং মৈথুনমপ্রজং।
নিরাহারাঃ প্রজাঃ শোচ্যাঃ শোচ্যং রাজ্যমরাজকং॥৫৫

বিদ্যাহীন পুরুষ দেখিয়া খেদ হয়। সে মৈথুন বিফল সন্তান যাতে নয়॥ হয় শোক প্রজালোক দেখিয়া নির্দ্ধন। অরাজক দেখে দেশ ক্লেশ পায় মন॥ ৫৫॥

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাং।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্ব্বাণো ন বিনশ্যতি॥ ৫৬॥

কুলীনের সহিত সম্বন্ধ আছে যার। পণ্ডিতের সহ যে মিত্রতা করে আর॥ জ্ঞাতিগণ সহ থাকে যাহার মিলন। তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন॥ ৫৬॥

কষ্টাবৃত্তিঃ পরাধীনাঃ কষ্টোবাসো নিরাশ্রয়ঃ।
নির্দ্ধনো ব্যবসায়শ্চ সর্ব্বকষ্টা দরিদ্রতা॥ ৫৭॥

পরাধীন জীবনেতে অতি কষ্ট হয়। নিরাশ্রয় নিবাসেতে কষ্ট অতিশয়॥ কষ্ট পায় করিলে নির্দ্ধন ব্যবসায়। সকল প্রকার কষ্ট দরিদ্রতা হয়॥ ৫৭॥

তস্করস্য কুতোধর্ম্ম দুর্জ্জনস্য কুতঃ ক্ষমা।
বেশ্যানাঞ্চ কুতঃ স্নেহ কুতঃ সত্যঞ্চ কামিনাং ॥ ৫৮ ॥
চৌর্য্যবৃত্তি যে করে তাহার ধর্ম্ম কোথা। দুর্জ্জনের ক্ষমা নাহি কেবল খলতা॥ উপপতি প্রতি বেশ্যা কোথা করে স্নেহ কামুকের সত্য বাক্য নাহি শুনে কেহ॥ ৫৮ ॥
প্রেষিতস্য কুতো মানঃ কোপনস্য কুতঃ সুখং।
স্ত্রীণাং কুতঃ সতীত্বঞ্চ কুতঃ প্রীতিঃ খলস্য চ॥ ৫৯ ॥
পরের সেবক যে তাহার কোথা মান। রাগিলোক কোন স্থানে সুখ নাহি পান॥ স্ত্রীলোকের সতীত্ব জগতে কোথা রয়। কার সঙ্গে থাকে দেখ খলের প্রণয়॥ ৫৯ ॥
দুর্ব্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলং।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলং॥ ৬০ ॥
দুর্ব্বল প্রজার বল রাজা সে কেবল। রোদন কেবল ক্ষুদ্র বালকের বল॥ মৌনী হয়ে থাকা মাত্র বল সে মূর্খের। মিথ্যা কথা মাত্র কেবল আছয়ে চোরের॥ ৬০ ॥
যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবং পরিসেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ॥ ৬১ ॥
নিশ্চিত বিষয় ত্যাগ করিয়ে যে জন। অনিশ্চিত বিষয়েতে করে আকিঞ্চন॥ নষ্ট হয় তাহার যে নিশ্চিত বিষয়। অনিশ্চিত বিষয়ের চেষ্টা মিথ্যা হয়॥ ৬১ ॥
শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥ ৬২ ॥
শুষ্ক মাংসং আর বৃদ্ধা নারী সহ রতি। শরৎকালীন রৌদ্র দধি অম্ল অতি॥ প্রভাতে মৈথুন আর নিদ্রা এই ছয়। শীঘ্র প্রাণ হরণ করয়ে এ নিশ্চয়॥ ৬২ ॥
সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজনং।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্॥ ৬৩ ॥
সদ্য মাংস আর অন্ন নবীন কোমল। সদ্যঘৃত আর দুগ্ধ অল্প উষ্ণ জল॥ বালিকা রমণী সহ রতি এই ছয়। যে করে সেবন তার আয়ুর্বৃদ্ধি হয়॥ ৬৩ ॥

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেচ্চ চত্বারি কুক্কুটাদপি॥ ৬৪ ॥

সিংহ হইতেং এক বিদ্যা বক হৈতে এক। কুক্কুর হইতে ছয় বিদ্যা শিখিবেক॥ গর্দ্দভের কাছে শিখিবেক পাঁচ গুণ। কুক্কুটের কাছে চারি শিখিবে নিপুণ॥ ৬৪ ॥

প্রভূতমল্পকার্য্যম্বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎকুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতং॥৬৫॥

অল্প কিম্বা বহু কার্য্য করিতে যে চায়। উদ্যোগী যেমন সিংহ হবে তার প্রায়॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।
কালদেশোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ॥ ৬৬ ॥

বকের সমান সর্ব্ব প্রকারে তৎপর। কাল দেশ বুঝি কর্ম্ম সাধিবেক নর॥ ৬৬ ॥

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনোগুণাঃ॥ ৬৭ ॥

অনেক আহার করে অল্পে তুষ্ট হয়। শীঘ্র নিদ্রা হয় আর শীঘ্র নিদ্রা ক্ষয়॥ প্রভুভক্ত আর যথাশক্তি পরাক্রম। কুক্কুরের ছয় গুণ শাস্ত্রের নিয়ম॥ ৬৭ ॥

অবিশ্রামং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ॥ ৬৮ ॥

অবিরত বহে ভার শ্রান্ত নাহি হয়। উত্তাপেতে আর শীতে দুঃখবোধ নয়॥ সর্ব্বদা সন্তোষে থাকে গুণ এই তিন। গর্দ্দভের কাছে শিখি হইবে প্রবীণ॥ ৬৮ ॥

গূঢ়মৈথুনধর্ম্মঞ্চ কালে কালে চ সংগ্রহং।
অপ্রমাদমনালস্যং চতুঃ শিক্ষেত বায়সাৎ॥ ৬৯ ॥

গোপনে সঙ্গম করে নাহি দেখে কেহ। উপযুক্তকালে করে খাদ্যের সংগ্রহ॥ সাবধান সর্ব্বদা আলস্য নাহি রাখে। কাকের এ চারি গুণ শিষ্টজন শিখে॥ ৬৯ ॥

যুদ্ধঞ্চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেচ্চতুঃ শিক্ষেত কুক্কুটাৎ॥ ৭০ ॥

প্রত্যুষে চৈতন্য আর নৈপুণ্য যুঝেতে। সমভাগ পূর্ব্বক আহার বন্ধু সাতে॥ প্রাণপণে রক্ষা করে পত্নীকে সঙ্কটে। এই চারি গুণ শিখ কুক্কুট নিকটে॥ ৭০॥

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাং।
কো বিদেশ সবিদ্যানাং কঃ পর প্রিয়বাদিনাং॥ ৭১॥

কৃতিপুরুষের কোন কর্ম্ম অতি ভার। যে জন বাণিজ্য করে কি দূর তাহার॥ বিদ্যাবান জনের বিদেশ কোন দেশ। মিষ্টভাষী জনেরে কি অন্যে করে দ্বেষ॥ ৭১॥

আপদাং কথিতং পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাং॥৭২॥

আপদের পথ ইন্দ্রিয়ের অদমন। সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয় দমন॥ এই রূপ দুই পথ আছে বিদ্যমান। যে পথে হইবে ইচ্ছা করহ প্রয়াণ॥ ৭২॥

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্নচ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলং॥ ৭৩॥

বিদ্যার সমান বন্ধু নাহিক ভূতলে। ব্যাধির সদৃশ শত্রু কখন না মিলে॥ সন্তান সমান স্নেহ অন্যে নাহি হয়। দৈবের অধিক বল না দেখি নিশ্চয়॥ ৭৩॥

সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহং।
নরেন্দ্রাবরণা দেশাশ্চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৭৪॥

আবরণ পয়োনিধি আছে পৃথিবীর। চতুর্দ্দিকে আবরণ ঘরের প্রাচীর॥ আবরণ দেশের প্রবল মহীপাল। সুস্বভাব আবরণ স্ত্রীর সর্ব্বকাল॥ ৭৪॥

ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাদ্ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্ বুধঃ॥ ৭৫॥

ঘৃতকুম্ভ সমান যুবতী নারী জন। জ্বলন্ত অঙ্গার সম পুরুষ তেমন॥ সেই হেতু ঘৃত আর বহ্নি এক স্থান। না রাখিবে রাখিলে প্রমাদ বিদ্যমান॥ ৭৫॥

আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণাঃ।
ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৭৬॥

আহারে দ্বিগুণা স্ত্রী চারি গুণ মতি। ব্যবসায় ছয় গুণ অষ্ট গুণ রতি ॥ ৭৬ ॥

জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং।
রণাৎ প্রত্যাগতঃ শূরঃ শস্যঞ্চ গৃহমাগতং ॥ ৭৭ ॥

প্রসংশিত সেই অন্ন যেই জীর্ণ পায়। নির্দ্দোষে যৌবন গেলে প্রতিষ্ঠা ভার্য্যায় ॥ বীরের প্রশংসা হয় জিনিলে সমরে। সেই শস্য প্রসংশিত যদি আইসে ঘরে ॥ ৭৭ ॥

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

সন্তোষেতে রাজার যেমন হয় হ্রাস। অসন্তোষে ব্রাহ্মণের তেমনি বিনাশ ॥ খানহীনা যেমন নির্লজ্জা কুলবতী। লজ্জাবতী বেশ্যার তেমনি ধনক্ষতি ॥ ৭৮ ॥

অবংশপতিতো রাজা মূর্খস্য পুত্রপণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥ ৭৯ ॥

নিকৃষ্টের পুত্র যদি পায় রাজ্যভার। সুপণ্ডিত হয় যদি মূর্খের কুমার ॥ নির্দ্ধন পাইলে ধন করে অহঙ্কার। তৃণ সম জ্ঞান করে সকল সংসার ॥ ৭৯ ॥

ব্রহ্মহাপি নরঃ পুজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনং।
শশিনস্তুল্যবংশোপি নির্দ্ধনঃ পরিভূয়তে ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মহত্যা করে যদি অতি ধনবান। তথাপি তাহাকে করে সকলে সম্মান ॥ চন্দ্রতুল্য শুদ্ধবংশে যাহার উদ্ভব। ধন না থাকিলে তার কে করে গৌরব ॥ ৮০ ॥

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনং ॥ ৮১ ॥

পুস্তকে শিক্ষিত বিদ্যা মুখে নাহি আসে। ধন আছে বটে কিন্তু আছে পরবশে ॥ অকস্মাৎ কার্য্য যদি হয় উপস্থিত। সে বিদ্যা সে ধনে কিছু নাহি করে হিত ॥ ৮১ ॥

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ং।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধুনাং দুর্জ্জনাদ্ভয়ং ॥ ৮২ ॥

সকল বৃক্ষের ভয় প্রবল সমীর। পঙ্কজের ভয় ঋতু দুরন্ত

শিশির ॥ পৃথিবীতে বজ্রমাত্র পর্ব্বতের ভয়। সুজনের দুর্জ্জন হইতে ভয় হয় ॥ ৮২ ॥

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে তু সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ ॥ ৮৩ ॥

রাজকর্ম্মে যদি হয় নিযুক্ত পণ্ডিত। রাজার এ তিন গুণ হয় উপার্জ্জিত ॥ নিরুপম যশ আর অন্তে স্বর্গবাস। অতুল ঐশ্বর্য্য এই শাস্ত্রের আভাস ॥ ৮৩ ॥

মূর্খে নিযোজ্যমানে তু ত্রয়োদোষা মহীপতেঃ।
অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা ॥ ৮৪ ॥

মূর্খেরে রাজ্যের ভার করিলে অর্পণ। এই এই তিন দোষ-ভাগী রাজা হন ॥ অযশ অধর্ম্ম আর অর্থ নাশ হয়। অবিচার করে মূর্খ রাজারে মজায় ॥ ৮৪ ॥

বহুভির্মূর্খ সংঘাতৈরন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ।
প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সর্ব্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ ॥ ৮৫ ॥

মূর্খ সব পরস্পর পশু ব্যবহার। তাহারা ঢাকিয়ে রাখে গুণ যে রাজার ॥ যেমন নিবিড় মেঘে ঢাকে দিবাকর। মূর্খ হাতে সেইমত হন নৃপবর ॥ ৮৫ ॥

যস্য ক্ষেত্রং নদীতীরে ভার্য্যা বাপি পরপ্রিয়া।
পুত্রস্য বিনয়ো নাস্তি মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

নদী তীরে কৃষিকর্ম্ম করে যেই জন। ইতর পুরুষ প্রতি যার স্ত্রীর মন ॥ পুত্রের বিনয় নাই সদা অবিনয়। মৃত্যুসম দুঃখ তার নাহিক সংশয় ॥ ৮৬ ॥

অসম্ভব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়ন্তি বানরাঃ ॥ ৮৭ ॥

অসম্ভব কথা না কহিবে কোন্ জন। প্রত্যক্ষেতে যদ্যপি সে করে নিরীক্ষণ ॥ জলেতে পাষাণ ভাসে কপি গীত গায়। রামায়ণ বিনা কোথা কে করে প্রত্যয় ॥ ৮৭ ॥

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণঃ।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহং ॥ ৮৮

কৃষিকর্ম্ম যে করে সুভিক্ষ নিত্য তার। নিত্য নিত্য সুখ

তার রোগ নাহি যার ॥ মনোনীতা প্রিয়সী যাহার ভার্য্যা হয়। মহোৎসবময় নিত্য তাহার আলয় ॥ ৮৮ ॥

হেলোস্মাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নির্দ্ধনং।
যাচ্ঞা মাননাশায় কুলনাশায় ভোজনং ॥ ৮৯ ॥

হেলাতে না হয় কোন কর্ম্মসিদ্ধ তাই। দরিদ্র হইলে তার বুদ্ধি থাকে নাই ॥ যাচ্ঞা করিতে গেলে মান থাকে কিসে। কুলীনের কুল নষ্ট ভোজনের দোষে ॥ ৮৯ ॥

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়া সমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে ॥৯০॥

ফলবান মহাবৃক্ষ ছায়াতে শোভিত। তাহারে আশ্রয় করা সেই সে উচিত ॥ যদ্যপি তাহার ফল না মিলে দৈবাৎ। ছায়া পাইবার কোন না দেখি ব্যাঘাত ॥ ৯০ ॥

প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কি করিষ্যতি ॥ ৯১ ॥

প্রথম বয়সে বিদ্যা না করে অর্জ্জন। দ্বিতীয়েতে নাহি করে ধন উপার্জ্জন ॥ তৃতীয়েতে নাহি করে পুণ্যের সঞ্চার। সে জন চতুর্থকালে কি করিবে আর ॥ ৯১ ॥

নদীকূলে চ যা বৃক্ষাঃ পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যং স্ত্রীগোচরো যস্মাৎ সর্ব্বং তদ্বিফলম্ভবেৎ ॥ ৯২ ॥

নদীতীরে বৃক্ষ পরহস্তগত ধন। স্ত্রীলোকের হাতে কোন কার্য্য সমর্পণ ॥ এ তিন বিফল হয় নাহিক সন্দেহ। অতএব তিন কর্ম্ম না করিবে কেহ ॥ ৯২ ॥

কুদেশম্যাসাদ্য কুতোঽর্থসঞ্চয়ঃ, কুপুত্রমাসাদ্য কুতো-
জলাঞ্জলিঃ। কুগেহিনীং প্রাপ্য গৃহে কুতঃ সুখং,
কুশিষ্যমধ্যাপয়তঃ কুতো যশঃ ॥ ৯৩ ॥

কুদেশ ভ্রমিয়ে কোথা করে ধন আয়। কুপুত্র হইলে কোথা জলাঞ্জলি পায় ॥ কুগেহিনী হলে সুখ কোথা হয় ঘরে পড়াইয়া সুখ পায় কোথা কুশিষ্যেরে ॥ ৯৩ ॥

কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলং ॥ ৯৪ ॥

কূপের উদক আর বটবৃক্ষচ্ছায়া। ইষ্টক রচিত গৃহ নারী শ্যামকায়া॥ এই চারি বস্তু উষ্ণ থাকে শীতকালে। উষ্ণকালে শীত হয় লোক শাস্ত্রে বলে॥ ৯৪॥

বিষং চংক্রমণং রাত্রৌ বিষং রাজ্ঞোঽনুকূলতা।
বিষং স্ত্রিয়োঽপ্যন্যরতা বিষং ব্যাধিরবীক্ষিতঃ॥ ৯৫॥

রাত্রিকালে পর্য্যটন বিষের সমান। অতি অনুকূল রাজা করি বিষজ্ঞান॥ অন্য পুরুষানুরক্তা ভার্য্যা বিষ হয়। উদাস্য করিলে রোগ হয় বিষময়॥ ৯৫॥

দুরধীতা বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষং।
বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষং॥ ৯৬॥

অভ্যাস রহিত বিদ্যা বিষতুল্য হয়। অজীর্ণ হইলে যে ভোজন বিষময়॥ বহু গোষ্ঠী দরিদ্রের বোধ হয় বিষ। বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা বিষ অহর্নিশ॥ ৯৬॥

প্রদোষে নিহতঃ পন্থাঃ পতিতা নিহতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অল্পবীজং হতং ক্ষেত্রং ভৃত্যদোষে হতঃ প্রভুঃ॥৯৭॥

সন্ধ্যাকালে পথ হত হয় অন্ধকারে। দুষ্টশীলা নারী হলে হতা বলি তারে॥ অল্পবীজ যদি বুনে ক্ষেত্র হয় হত। ভৃত্যদোষে রাজা হত এই শাস্ত্রমত॥ ৯৭॥

হতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণাঃ।
হতা রূপবতী বন্ধ্যা হতং সৈন্যমনায়কং॥ ৯৮॥

শ্রোত্রিয় যে শ্রাদ্ধে নাই সেই শ্রাদ্ধ হত। দক্ষিণা বিহীন যজ্ঞ হত সেইমত॥ তারে হত বলি রূপবতী বন্ধ্যা হলে। সেনাপতি বিনা সেনা হত রণস্থলে॥ ৯৮॥

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদবচোযুক্ত এষ রাজপুরোহিতঃ॥ ৯৯॥

বেদেতে বেদান্তশাস্ত্রে যে জন বিদ্বান। জপ হোম কর্ম্মে সদা ক্রিয়াবান॥ আশীর্ব্বাদ করেন প্রত্যহ ভূপতির। তিনি রাজপুরোহিত পণ্ডিত সুধীর॥ ৯৯॥

কুলশীলগুণোপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ।
প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যক্ষো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥ ১০০॥

কুলশীল গুণবান ধার্ম্মিক প্রবীণ। ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলি তারে আলস্য বিহীন॥ ১০০॥

আয়ুর্ব্বেদকৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ।
আর্য্যশীলগুণোপেত এব বৈদ্যো বিধীয়তে॥ ১০১॥

আয়ুর্ব্বেদে বিজ্ঞ অতি সুন্দর সুসাজ। সুশীল সুগুণবান রাজকবিরাজ॥ ১০১॥

সকৃদুক্তগৃহীতার্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী প্রকৃষ্টো নামলেখকঃ॥ ১০২॥

উচ্চারণ মাত্রে অর্থ বোধ হয় যার। যে জন ত্বরিত লিখে জিতাক্ষর আর॥ থাকে যার সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বদা অভ্যাস। রাজার লেখক সেই যাহাতে বিশ্বাস॥ ১০২॥

সমস্তনীতিশাস্ত্রজ্ঞো বাহনে পূজিতাশ্রমঃ।
শৌর্য্য বীর্য্য গুণোপেতঃ সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে॥১০৩

নীতিশাস্ত্র সমূহে যে হয় ব্যবসায়ী। অশ্ব আরোহণে মাত্র শ্রম বোধ নাই॥ শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি গুণেতে গুণপতি। সেনাপতি তাহাকে করিবে নরপতি॥ ১০৩॥

মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ধীরো যথোক্তবাদী চ এব দূতো বিধীয়তে॥ ১০৪॥

মেধাবান উপস্থিত বক্তা অতি স্থির। মনোবৃত্তি বুঝিতে পরের অতি ধীর॥ যথার্থ যে কহে কথা অন্যথা না হয়। রাজদূত বলি তারে নীতিশাস্ত্রে কয়॥ ১০৪॥

পুত্রপৌত্রগুণোপেতঃ শাস্ত্রজ্ঞো মিষ্টপাচকঃ।
শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে॥ ১০৫॥

পুত্রপৌত্র থাকে যার আর থাকে গুণ। মিষ্টপাক করে পাকশাস্ত্রেতে নিপুণ॥ কঠিন স্বভাব পরাক্রম থাকে যার। সেই সে উচিত হয় পাচক রাজার॥ ১০৫॥

ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে॥ ১০৬॥

ইঙ্গিতজ্ঞ চতুর সুন্দর বলবান। রাজার সে দ্বারী হয় সদা সাবধান॥ ১০৬॥

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি ॥ ১০৭ ॥
বুদ্ধি নাই যার তার শাস্ত্র কি করিবে। অন্ধেরে দর্পণ দিলে কি লাভ হইবে ॥ ১০৭ ॥

কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ শ্রোতা যত্র ন বিদ্যতে।
নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি ॥ ১০৮ ॥
কি করিবে বক্তা যদি শ্রোতা নাহি থাকে। উলঙ্গ সন্ন্যাসী দেশে কি করে রজকে ॥ ১০৮ ॥

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ মৃণাং প্রজ্ঞা প্রজায়তে।
শতমষ্টোত্তরং পদ্যং চাণক্যেন প্রযুজ্যতে ॥
যাতে হয় জ্ঞান বৃদ্ধি আর শুদ্ধ বাক্য। অষ্টোত্তর শত শ্লোক কহেন চাণক্য ॥

মাতার সমান নাই, শরীর পোষিকা।
ভার্য্যার সমান নাই, শরীর তোষিকা।
বিদ্যার সমান নাই, শরীর ভুষিকা।
চিন্তার সমান নাই, শরীর শোষিকা ॥

বেলা গেল এস ভাই। একে একে দুপা ফেলি।
পড়া হলো বাড়ী যাই ॥ চলে যাই সবে মেলি ॥
সারি সারি সবে যাব। এক দুই তিন চারি।
কোনদিকে নাহি চাব ॥ এস সবে সারি সারি ॥
ধীরে ধীরে পায় পায়। ধীরে ধীরে পায় পায়।
শিশুগুলি ঘরে যায়। শিশুগুলি ঘরে যায় ॥

ছুটীর সময়ে যখন শিশুরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাড়ী যাইবে তখন এই পদ্যটী পাঠ করিবে, এবং ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক গমন করিবে। (সাতকড়ি দত্ত।

তত্ত্বোপদেশ।

ডোরকপ্নী অভিলাষী অমর গৌরহরি। দণ্ড অনুগ্রহ করি মালা তিলকধারী॥ ভকতবৎসল প্রভু মনে অভিলাষী। হইল গৌর অবতার নবীন সন্ন্যাসী॥ জীব যেমন কৃষ্ণপদ না করে ভাবনা। পুনঃ পুনঃ হয় জীবের গর্ভের যন্ত্রণা॥ একবার জনমিয়া আরবার মরে। তথাপি কৃষ্ণের নাম ভাবনা না করে॥ থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় দারুণ ব্যথা। তথাপি না পড়ে মনে শত জন্ম কথা॥ ঊর্দ্ধপদে হেঁট মাথে থাকয়ে বন্ধনে। বিপত্তি সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥ হা কৃষ্ণ হা রমানাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন। মুক্ত কর এইবার গর্ভের যাতন॥ দারুণ যাতনা জননীর গর্ভে আছে। গোবিন্দ ভজনে থাকে তাই প্রাণ বাঁচে॥ জন্মমাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে। ভজিতে অভয় পদ নাহি পড়ে মনে॥ ইহকাল গেল ভাই পরকাল রাখ। জনম সফল কর কৃষ্ণ বলি ডাক॥ ধন বিনা ধর্ম্ম নাহি হেন নরবর। দেউল জাঙ্গাল দেয় দীঘী সরোবর॥ বড় বড় পুণ্য করে হইয়া ধনবান। দুঃখী কৃষ্ণ বলে ডাকে নহেত সমান॥ কলিতে শতেক বর্ষ আয়ু ধরে নর। নিদ্রায় অর্দ্ধেক যায় পঞ্চাশ বৎসর॥ পঞ্চাশ বৎসরে কত ফাঁড়া আছে তার। কোন রূপে কৃষ্ণপদ ভজিতে না পায়॥ বার বৎসর যায় তার বাল্যাবস্থা বেশে। মধ্য বার বৎসর যায় বিদ্যার আদেশে॥ পরে বার বৎসর যায় স্ত্রীসঙ্গ কৌতুকে। ধন উপার্জ্জন চেষ্টা মিছামিছি দুখে॥ শেষ বার বৎসর ধরে ব্যাধি আর কাশ। গোবিন্দ বিমুখ জীব নরকে নিবাস॥ হরি কথা দুই অক্ষর কহিতে লাগে ভার। ধরণীতে হয় কৃষ্ণ ভজন কি তার॥

ষণ্ডামার্ক মুনির পাঠশালা।

শুকদেব বলেন শুনহ পরীক্ষিত। প্রহ্লাদচরিত্র কথা অতি সুললিত॥ হিরণ্যকশিপু নামে কশ্যপনন্দন। ক্রমেতে তনয় তার হয় চারি জন॥ প্রহ্লাদ অনুজ হৈল কৃষ্ণপরায়ণ। পঞ্চ বৎসরের কালে খেলে চারি জন॥ ষণ্ডামার্কে ডাকি দেয় পড়িবার তরে। বলে মুনি প্রহ্লাদে পড়াবে ভাল করে॥ যম শত্রু নাম হীন যে সব অক্ষর। সেই পাঠ পড়াইবে শুন মুনি বর॥ অঙ্গীকার করি মুনি চারি পুত্রে নিল। শুভ দিন দেখি মুনি হাতে খড়ি দিল॥ ক অক্ষর দৃষ্টি করি কান্দয়ে প্রহ্লাদ। ষণ্ডামার্ক বলে একি হইল প্রমাদ॥ মুনি বলে এ বেটার দেখি যে চরিত্রে। পড়া শুনা যা হবে তা জানিতেছি চিত্তে॥ ক দেখে কান্দয়ে বেটা কিসের কারণ। এত বলি প্রহ্লাদেরে জিজ্ঞাসে তখন॥ ক দেখি ক্রন্দন কর কিসের জন্যেতে। শুনি ষণ্ডামার্কে শিশু বলে বিনয়েতে॥ প্রভু নাম আদ্যক্ষর দেখি-বারে পাই। ক্রন্দন না করি প্রেমনীরে ভাসি তাই॥ শুনি মুনি স্বীয় শিরে করে করাঘাত। বলে একি বিপদ ঘটিল অকস্মাৎ॥ যে নাম পড়াতে রাজা করিল বারণ। তার আদ্য-

ন্দর দেখি করয়ে রোদন ॥ আপনি আনিনু ডাকি আপনার কাল। প্রহ্লাদে পড়াতে মম ঘটিল জঞ্জাল ॥ যা হবার হই-য়াছে চারা নাহি তার। যা আছে কপালে তাহা হইবে আমার ॥ এত বলি প্রহ্লাদেরে তুষিয়া যতনে। লেখাতে লাগিল মুনি আপন ভবনে ॥ দৃষ্টিমাত্র শিখে পাঠ হরির কৃপায়। নানা পুথি লিখে দিল হরষিত কায় ॥ দিবানিশি শিশু মুখে কৃষ্ণ২ বলে। দেখি ষণ্ডামার্ক মুনি অগ্নি হেন জ্বলে॥ কত বুঝাইল মুনি প্রহ্লাদের তরে। নাহি শুনে রামকৃষ্ণ দিবানিশি স্মরে॥ কিছু দিন পরেতে ভূপের হৈল মন। দে-খিব কি শিখিয়াছে পুত্র চারি জন ॥ ষণ্ডামার্ক গৃহে দূত ক-রিল প্রেরণ। মুনি সহ সভায় আইল চারি জন ॥ প্রহ্লাদে পরমাদরে কোলে বসাইয়া। জিজ্ঞাসা করয়ে তার শিরে চুম্ব দিয়া ॥ কহ কি পর্য্যন্ত পড়া শুনা হৈল তব। প্রহ্লাদ বলেন পড়া শুনা শ্রীমাধব ॥ দূর বলি ত্যজে রাজা হেন কথা শুনি। ক্রোধে বলে কোথা গেল ষণ্ডামার্ক মুনি ॥ এত দিন ভণ্ড বেটা এই পড়াইল। নিষেধ যা করিলাম তাই ঘটাইল ॥ শুনি ষণ্ডামার্ক বলে ভূপের সদন। মম দোষ নাহি কিছু শুনহ রাজন ॥ যতেক বুঝাই তত কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। শুনিয়া ভূপতি ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে ॥ মুনি বলে মহারাজ মন দিয়া শুন। দুর্গানাম ইহারে পড়াব আমি পুনঃ ॥ ভাল ভাল বলি সায় দিল দৈত্যপতি। প্রহ্লাদে লইয়া মুনি পুনঃ করে গতি ॥ মুনি বলে কৃষ্ণনাম ত্যজ বাছাধন। দিবা নিশি দুর্গানাম কর সংকীর্ত্তন ॥ শিশু বলে হেন কথা নাহি বল আর। কৃষ্ণপদে বাঁধা সদা মানস আমার ॥ শুনি মহামুনি ভৎর্সনা করি তারে। ভাগীরথীতীরে গেল স্নান করিবারে ॥ সেইকালে প্রহ্লাদে জিজ্ঞাসে শিশুগণ। দৃষ্টিমাত্র কিসে পাঠ কর অধ্যয়ন ॥ প্রহ্লাদ বলেন কৃষ্ণ নামের গুণেতে। শুনে কৃষ্ণমন্ত্র কর্ণে নিল সকলেতে ॥ হরি হরি বোল শব্দ উঠিল গগণে। করতালি দিয়ে নৃত্য করে শিশুগণে ॥ মুনি আসি বিপরীত দেখে বলে মার। খাইলি আমার মাথা

ওরে কুলাঙ্গার॥ মুনি যত বলে তত বলে হরিবোল। মুনির ভবনে উঠে মহা গণ্ডগোল॥ শুনি রাজা দূত দ্বারা ধরে আনাইল। ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ পুঁতিতে কহিল॥ কাঁকালি পর্য্যন্ত পুঁতে তবু বলে হরি। এ সময় দয়াময় রাখ কৃপা করি॥ প্রহ্লাদের ভক্তিডোরে বদ্ধ ভগবান। আপনি সতত তাঁরে করেন রক্ষণ॥ তাহে না মরিল দেখে কশ্যপনন্দন। হস্তিতলে ফেলে দিতে কহিল তখন॥ কৃষ্ণভক্ত দেখি করি মস্তকে লইল। ভুজঙ্গেরে খাওয়াইতে রাজা আজ্ঞা দিল॥ কৃষ্ণভক্ত দেখি সর্প ফণা ধরে মাথে। বিষপানে আজ্ঞা পরে দিল নরনাথে॥ কৃষ্ণে নিবেদিয়া শিশু বিষপান করে। তাহে না মরিল রাজা চিন্তিত অন্তরে॥ রাখে শেষে অন্ধকার ঘরে বন্দী করি। প্রেমানন্দে প্রহ্লাদ ভজয়ে সদা হরি॥ এত ভাবি আজ্ঞা দিল দূতেরে ডাকিয়া। প্রহ্লাদে পর্ব্বত হইতে দিল ফেলাইয়া॥ পুষ্পশয্যা উপরেতে করিল শয়ন। তাহে না মরিল দেখে ভাবয়ে রাজন॥ আজ্ঞা দিল দূতগণে অগ্নিকুণ্ড করে। এ পাপ বেটারে মার পোড়ায়ে সত্বরে॥ আজ্ঞামাত্র অগ্নিকুণ্ড করে প্রজ্জ্বলিত। ফেলিল প্রহ্লাদে লয়ে ধরিয়া ত্বরিত॥ ভক্ত দেখে অগ্নি বৈসে শিশু কোলে করে। চন্দন সমান বহ্নি লাগে অঙ্গোপরে॥ তাহে না মরিল দেখে ভাবয়ে রাজন। আজ্ঞা দিল প্রহ্লাদেরে করহ বন্ধন॥ বন্ধন করিয়া এক শিলা বুকে দাও। শিলার সহিত এরে সিন্ধুতে ডুবাও॥ সিন্ধুতে ফেলিতে যায় পবন কর্ণে কয়। ভয় ত্যজি রামনাম করহ স্মরণ॥ রামনাম স্মরণেতে জলে ভাসে শিলা। পুনর্ব্বার পিতৃসন্নিধানেতে আইলা॥ দেখি নগরের লোক আশ্চর্য্য মানয়। রাজারে করিল জ্ঞাত পেয়ে মহাভয়॥ প্রহ্লাদে দেখিয়া রাজা কোলে বসাইয়া। জিজ্ঞাসা করয়ে তারে শিরে চুম্ব দিয়া॥ কেমনে এ সব হতে হলে পরিত্রাণ। স্বরূপ বচনে পুত্র কহ মম স্থান॥ প্রহ্লাদ বলেন হরি হতে ত্রাণ পাই। আমার শ্রীহরি বিরাজিত সর্ব্ব ঠাঁই॥ ক্রোধে

হিরণ্যকশিপু বধ।

কহে স্তম্ভ মধ্যে আছে তোর হরি। প্রহ্লাদ বলেন আছে স্তম্ভের ভিতরি॥ শুনিয়া স্তম্ভেতে মুষ্টি মারিল রাজন। ভক্তবাক্য রক্ষা জন্য দেব নারায়ণ॥ নরসিংহ রূপ হৈল অতি ভয়ঙ্কর। হিরণ্যকশিপু রাজে করিল সংহার॥ শব্দে গর্ভপাত এক নারীর হইল। মনস্তাপে বিপ্রভার্য্যা শাপ তাঁরে দিল॥ যে বারেতে হবে প্রভু রাম অবতার। বিস্মৃত সর্ব্বদা তুমি হবে সেইবার॥ পরেতে প্রহ্লাদ শান্ত কৈল নারায়ণে। প্রহ্লাদে বসান হরি রাজসিংহাসনে॥ প্রহ্লাদেরে কোলে করি নরহরি কন। মনোমত বর মাগি লহ বাছাধন॥ শিশু বলে সদা হেরি তোমার চরণ। জনকের অপরাধ ক্ষম নারায়ণ॥ তথাস্তু বলিয়া হরি করিল গমন। প্রহ্লাদ চরিত্র কথা হৈল সমাপন॥

ইতি প্রহ্লাদচরিত্র সম্পূর্ণ।
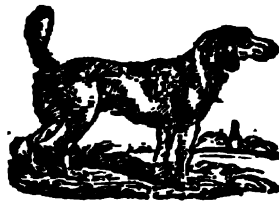
মনুষ্যের মিত্র।

কে বল বিরত করে পাপ পথ হতে?
কে তব সুযশ গান করে নানা মতে?
কে তোমায় পুণ্য পথে লয়ে যেতে চায়?
কে বল বিপত্তি কালে ফেলে না পালায়?
কে তব সম্পদে ভাসে সুখের সাগরে?
কেবা হয় তব দুঃখে কাতর অন্তরে?
কে তোমার গুপ্ত কথা কয়রে যাপন?
জাননা কি তুমি তারে, মিত্র সেই জন?

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতীফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগণে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
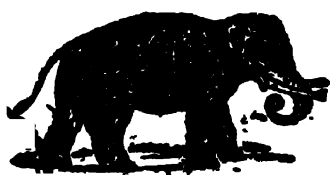
কলিকাতার আহীরীটোলা ষ্ট্রীট ৯৯ সংখ্যক ভবনে
এস্, এন্, শীলের যন্ত্রে শ্রীনৃত্যলাল্ শীল
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদকীয় সংযোজন

শিশুসেবধি

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা দেশে সচেতনভাবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার যে আধুনিক প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, তার ফলশ্রুতিতে আবির্ভূত হয়েছিল শিশুপাঠ্যযোগ্য দুটি বিখ্যাত সিরিজ। প্রথমটি 'শিশুসেবধি', দ্বিতীয়টি 'শিশুশিক্ষা'। দুটি গ্রন্থমালাই রচিত হয়েছিল দুটি পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহায়ক গ্রন্থরূপে। হিন্দু কলেজ পাঠশালার জন্য 'শিশুসেবধি' আর বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য 'শিশুশিক্ষা'।

হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপনের চিন্তা করেছিলেন। সেই লক্ষ্যে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন হিন্দু কলেজ পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডেভিড হেয়ার। পাঠশালাটিকে 'আদর্শ' করে তোলার পশ্চাতে একটু ইতিহাস আছে। হিন্দু কলেজের ধর্মসংস্রবহীন শিক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ সমাজনেতা। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমুখী হিন্দু কলেজের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রের গভীরতর অধ্যায় যুক্ত করার মানসেই পরিকল্পিত হয় কলেজ-অধীনস্থ কলেজ পাঠশালার। পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায়। প্রতিষ্ঠার দিন (১৮ জানুয়ারি, ১৮৪০) প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথ, রামমোহন-পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশি ও বিদেশি বহু মান্যগণ্য অতিথি। নামে 'পাঠশালা' হলেও এটি ছিল এক উচ্চাঙ্গের চতুষ্পাঠী। ওই পাঠশালায় পাঠদানের জন্য যে গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করা হয়, তার সাধারণ শিরোনাম হল 'শিশুসেবধি'।

এই সিরিজের প্রথম লেখক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি প্রথম দুটি খণ্ড লিখেছিলেন। প্রথম খণ্ডটি আমরা পাইনি। প্রথম সংখ্যা, তৃতীয় খণ্ডটি ন-বছর আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে দেখেছিলাম। বর্তমানে এই সংকলনের জন্য খোঁজ করতে গিয়ে সেটি আর পাওয়া যায়নি। এ-কারণে সেসময়ে লিখিত গ্রন্থ পরিচয়টুকু এখানে দেওয়া হল। প্রাপ্ত ৫টি *শিশুসেবধি*-র মধ্যে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল একটি, ইস্টার্নহোপ প্রেসে ২টি, জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র এবং সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে একটি করে। ১৮৪০ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত সময়কালে 'শিশুসেবধি'-র নানা বিষয় ও বহু সংস্করণ জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়।

শিশুসেবধি-২ (বর্ণমালা) • রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ • ১৮৪০ (১২৪৬ ব.)

লং বলেছেন গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকার ২৫ জানুয়ারি ১৮৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে দেখতে পাই 'শনিবারে বাঙ্গালা পাঠশালার পাঠারম্ভকালীন অনেকানেক এতদ্দেশীয় ইঙ্গলণ্ডীয় মহৎ মনুষ্যের সমাগম হইয়াছিল...'। অতএব হিন্দু কলেজ পাঠশালার উদ্‌বোধন হয় জানুয়ারি ১৮৪০-এ। *ক্যালকাটা ক্যুরিয়ার*-এ ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ সংখ্যা থেকে জানতে পারি 'কলিকাতার নূতন পাঠশালার স্থাপনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন হিন্দু কলেজের বাটীতে গত বুধবারে তাঁহারদের এক বৈঠক হইল।... কমিটি পাঠশালার নিমিত্ত দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত করণ বিষয়ে বিবেচনা করিতে লাগিলেন।' সেপ্টেম্বরে নতুন গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছিল। গ্রন্থ প্রকাশ পাঠশালার উদ্‌বোধনের সময়েই ঘটেছিল। আখ্যাপত্রে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম না থাকলেও এটি যে তাঁরই রচনা সে সম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (*সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ)।

শিশুসেবধি (বর্ণমালা-১/৩) • অজ্ঞাত • ১৮৪০

আখ্যাপত্র : ২য় সংস্করণ

শিশুসেবধি / বর্ণমালা / ১ম সংখ্যা। / ৩য় খণ্ড / হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে / পাঠশালার ব্যবহারার্থ সংশোধনপূর্ব্বক দ্বিতীয়বার / সংগৃহীত। / হিন্দু কালেজ / মৃজাপুরস্থ শ্রী ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে / মুদ্রিত হইল। সন—(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের সংখ্যাটির এই স্থানে কীটদষ্ট)

পাঠশালার সূচনালগ্নে এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল (১৮৪০)। ২য় সংস্করণ ১৮৪১-এর আগে প্রকাশিত হয়নি বলে মনে হয়। গ্রন্থটিতে ভূমিকা নেই। বিষয়বস্তু—প্রথমে ত্র্যক্ষর শব্দ। যেমন, পতন, পরম, বদন, বপন ইত্যাদি। এরপর যুক্ত ব্যঞ্জন। যেমন, শ্মশান, প্রহার, প্রসাদ, জ্বলিত, স্থগিত অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, নবীন নীতিজ্ঞ ইত্যাদি। উক্ত ক্রিয়াবাক্য—শাস্ত্রার্থ জানিব, লেখনী ধরিব, প্রসন্ন দেখিব ইত্যাদি। তিনপদে বাক্য—মোট উদাহরণ ১৮টি। যেমন, দুর্জ্জন সংসর্গ নিষিদ্ধ, পরস্ব হরণে অধর্ম্ম, কৃতজ্ঞ পুরুষ যশস্বী, স্বদেশ রক্ষণে উদ্‌যোগী ইত্যাদি। চারপদে বাক্য—মোট উদাহরণ ১২টি। যেমন, জনক চরণে সহস্র প্রণাম, কুনীতি শোধনে যোগ্যতা প্রকাশ, বর্দ্ধিষ্ঠ মানুষে সম্মান কর্ত্তব্য, ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করহ ইত্যাদি। এরপর ত্র্যক্ষর শব্দের পাঠ। যেমন, 'শিক্ষিত শিশুরা পুস্তক দেখিয়া প্রত্যহ আহ্লাদে থাকেন, অবোধ মূর্খেরা কলহ নিদ্রাদি করিয়া কদাচ সানন্দ থাকিতে পারে না।' 'উত্তম বালক সর্বদা পিতার আদেশ পালন করেন, জনক জননী শিক্ষক ইহারা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কখন ক্রীড়াতে আবিষ্ট নহেন।' ইত্যাদি। শেষে দ্ব্যক্ষর ও ত্র্যক্ষর শব্দের পাঠ। যেমন, 'ফলযুক্ত বৃক্ষ ও গুণী মনুষ্য সর্ব্বদা নম্র হয়, কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ আর মূর্খ ইহারা কেহ ভগ্ন কেহবা নষ্ট হয় তথাপি কদাচ নম্র হয় না। সমক্ষে প্রিয় বাক্য কহে এবং পরোক্ষে শত্রুতা করে এমন যে দুর্জ্জন ব্যক্তি তাহাকে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে যেহেতু তাহার জিহ্বাগ্রে মধু ক্ষরে এবং মনের মধ্যে বিষ থাকে।'—ইত্যাদি।

সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত ক্ষেত্রমোহন দত্ত সম্পাদিত *শিশুসেবধি* (বর্ণমালা-৩য় ভাগ)র মতো এই *শিশুসেবধি*-র বিষবয়স্তু একই। উদাহরণও সামান্য ব্যতিক্রম-সহ একই। পার্থক্য শুধু মুদ্রাযন্ত্রে, সংকলকের নামে ও সংস্করণে। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সম্পাদনা করেছেন প্রথম দুটি ভাগ। এই ভাগটি কে লিখেছিলেন তা জানা যাচ্ছে না। ক্ষেত্রমোহন দত্ত এই ভাগটি ১৮৫০-এ সম্পাদনা করেছিলেন।

শিশুসেবধি (বর্ণমালা-৩) • ক্ষেত্রমোহন দত্ত • ১৮৫০ (পঞ্চম সং)

লক্ষণীয়—ইংরেজি আখ্যাপত্রে 'Part second' অংশটি মুদ্রণপ্রমাদ।

ব্রাহ্ম ক্ষেত্রমোহন দত্ত ছিলেন হিন্দু কলেজ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক, 'আত্মীয় সভা'র সভ্য ও *বামাবোধিনী পত্রিকা*-র সম্পাদক (১৮৬৩)। স্কুলপাঠ্য বই কয়েকটি লিখেছেন। *ক্ষেত্রমোহন ভূগোল* (১৮৪০, ৯ম সং ১৮৫৭), *চিকিৎসা প্রকরণ* (১৮৬৫) ইত্যাদি।

জ্ঞানারুণোদয়ঃ • রেভা. ডি. রোডট • ১৮৪১

আখ্যাপত্র : ১ম সংস্করণ

BENGALI SPELLING / BOOK / জ্ঞানোরুণোদয়ঃ। / অর্থাৎ বালক শিক্ষার্থে প্রথম সহজ উত্তরোত্তর কঠিন / পাঠযুক্ত / বঙ্গভাষার বর্ণমালা। / CALCUTAA : / PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL BOOK / SOCIETY, AT THE BAPTIST MISSION PRESS. / 1841. পৃ. ৪৬।

আখ্যাপত্রাংশ : ৪র্থ সংস্করণ

...PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL - BOOK SOCIETY, AND / SOLD AT ITS DEPOSITORY, MESSRS G. C. HAY AND CO./ NO 56% COSSITOLLAH./1855. পৃ. ৪৭।

২য় সংস্করণ ?—১৮৪৫ (১২৫২ বাং)। ৩য় সংস্করণ—১৮৫০ পৃ. ৪৭, Hay & Co.। আকাদেমি পঞ্জিতে ৪র্থ সংস্করণের প্রকাশক নাম—Calcutta Christian Tract & Book Society। লেখকনামের উল্লেখ নেই। ৫ম সংস্করণ—১৮৫৭। বইটির অনুলিপি আমাদের হাতে সময়মতো না পৌঁছোনোয় এই সংকলনে সম্পূর্ণ বইটি অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল।

এই গ্রন্থে মোট ১৮টি 'পাঠ' আছে। ১ পাঠ বর্ণমালা। প্রথমে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। শেষ বর্ণটি 'ক্ষ'। এরপর ছোটো ছোটো বাক্যে নীতিশিক্ষা। যেমন, মন পরম ধন। রক্ষ তব মন। নরক ভয় কর। মন সতত চপল। সরল জন বড়। মন দমন কর। খল নর ভয়দ। সকল নর সরল নয়। নরক পথ সহজ। পরম পদ ভজ। যত বল তত কর। নর যত নত হয়। তত বড় হয়। ইত্যাদি।

২ পাঠে 'স্বরমালা'। স্বরধ্বনির পর বাক্যসহ উদাহরণ। যেমন, ঈশ ভজন কর। সরল আচরণ কর। তব কথন ও করণ এক মত হউক। এক ঈশ অমর। ইত্যাদি। এরপর 'হল্‌যুক্ত স্বরাকার'।

৩ থেকে ৭ পাঠে আ-কারাদি ও য-ফলা অভ্যাস রয়েছে। ৩ পাঠ—া, ি ী কারাভ্যাসার্থ পাঠ'। বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে এসব -কার সংযুক্তির উদাহরণের পর বাক্যগঠন। যেমন, মাতা পিতার সমাদর করা উচিত। কারণ তাহারা যতন করিয়া বালক রক্ষা করয়। ভাই আর ভগিনীর সহিত বিবাদ করিও না। কারণ যখন বিপদ সময় হয় তখন তাহারা বড় উপকারক। পড়সী জনার অহিত ও ক্ষতি করিও না। কারণ অহিতকারি জন নরকগামী হয়। অলস হইও না। কদাচার করিও না। .... রাজার আদর কর, কারণ তিনি নররক্ষক ও পালক। রাজার উপর আর এক পরম রাজা বিরাজমান। তিনি অমর ; আর রাজা সকল সদাকালীন নয়, এই কারণ উহার অধিক ভজনা ও আরাধনা করা উচিত ; আর অতিশয় ভয় করা উচিত। ইত্যাদি।

৪ পাঠ। ু, ূ, ৃ কারাভ্যাসার্থ পাঠ। সামান্য ভূগোল পরিচয়ও আছে। সেটি কৌতূহলপ্রদ। যেমন, 'ঐ পরম রাজা পৃথিবীর সৃজনকারী। পৃথিবীর চারিভাগ। একটার নাম ইউরপ ; তথাকার মানুষ বিলাতীয় বলা যায়।

আর একটার নাম আশিয়া। তথায় আমরা সকল বাস করি আর এথায় চিন জাতি ও পারস জাতির বসতি।

আর একটার নাম আমরিকা। এই ভাগ অতি দূর জাহাজ বাহিয়া মহাসাগর পার হইয়া তথায় যাওয়া যায়। তথায় বড় নদী ও বড় বন ও বড় মাঠ।

আর এক ভাগ বাকী। তাহার নাম আফরিকা ; তথা অতি ভয়ানক জাতির বাস। তাহারা বসনহীন ও সাদা ধনু আর বাণধারী, ঐ জাতির চাম্‌ড়া কালীর মত কাল।'

৫ পাঠ। 'ে, ৈ, ো, ৌ কারাভ্যাসার্থ পাঠ।' এই পাঠে 'পরম ঈশ' কীভাবে পৃথিবীর সৃজন করলেন, তার বর্ণনা আছে।

৬ পাঠে। 'ঃ, ং, ঁ, ং, ্, ২ (দ্বিরুক্তি)'। মুসার বিবরণ।

৭ পাঠ। 'য-ফলা'। যেমন 'নিত্য ২ সত্য বাক্য ব্যাখ্যা কর। মিথ্যা উপাখ্যানে মনুষ্যগণের অধিক ব্যাঘাত হইতে পারে।' এই পাঠে মুসার নীতিশিক্ষা—'তোমরা আপন ২ পিতা ও আপন ২ মাতার আদর করিবা, ...। তোমরা নরহত্যাকরিবা না। তোমরা পরদার করিবা না। তোমরা চুরি করিবা না। তোমরা পরের বিপরীতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবা না।' ইত্যাদি।

পরবর্তী পাঠগুলিতে সরাসরি ঈশ্বরভজনা ও ঈশ্বরের গুণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিনয়ভূষণ রায় এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন। 'দেশীয় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম ১৮২০ সালে 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে একটি বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হয়। রাধাকান্ত দেব ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা।' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল আখ্যাপত্রেই উল্লিখিত। দ্বিতীয়ত, এটি প্রধানত বর্ণমালা শিক্ষার গ্রন্থ, বর্ণপরিচয় নয়। তৃতীয়ত, গ্রন্থটির প্রকাশক গোঁড়া খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারক। সেখানে রাধাকান্ত দেবের মতো মানুষ জড়িত থাকবেন, উপরন্তু তাঁরই উদ্যোগে আরও দেশীয় মানুষ এই প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করবেন—এটা কি সম্ভব ?

বর্ণমালা

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এইসব গ্রন্থের বর্ণশিক্ষার পশ্চাতে ধর্ম-ভাবনা বিশেষ কাজ করেছে। মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রাইমারগুলিতে খ্রিস্টীয় ধ্যানধারণার অনুসরণ করেছে। এমনকি স্কুল-বুক সোসাইটিও এর ব্যতিক্রম নয়। অপরদিকে হিন্দু ধর্মভাবনা অনুসৃত হয়েছে গোঁড়া সংরক্ষণবাদীদের বর্ণমালায়। ব্রাহ্মভাবনা দেখা গেছে তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণমালায়।

বর্ণমালা • জেমস স্টুয়ার্ট • ১৮১৮

স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছিল 'A set of elementary Bengalee Tables, with short reading lessons intermixed, by Lient. J. Stewart, ... Seven tables in all have been printed at the Serampore Press at the Society's charge;' জেমস্ লং বলেছেন—'Stewart's Elementary Tables, Spelling, 1st ed., 1818, S. B. S., 6. as., a set : Begins with the alphabet, and ends with words of 3 syllables. With short lesson intermixed;' *বর্ণমালা*-র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬ তারিখের সংখ্যায় '১৮২৫ সালে শহর কলিকাতার ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানাতে' যেসব গ্রন্থ ছাপা হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে 'মোং ইটালি শ্রীযুক্ত পিয়র্স সাহেবের ছাপাখানায়... ষ্টুয়ার্ট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিন্ট।'—এই সংবাদটি ছিল। ছাপার হরফে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষার দেবার সম্ভবত এটি প্রথম প্রচেষ্টা। স্কুল পাঠ্যরূপে গ্রন্থটি সম্ভবত খুব জনপ্রিয় হয়নি। সোসাইটির নবম রিপোর্টে (১৮৩২) দেখি 'বর্ণমালা'-র মোট মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০ কপি, মূল্য ২ আনা ৬ পাই। পরবর্তী সংস্করণ ১৮৪০-এ ২০০০ কপি ছাপা হয়, মূল্য একই। মোট মুদ্রণ সংখ্যা ৪০০০ কপি। বইটি পাওয়া যায়নি।

বঙ্গ বর্ণমালা • অজ্ঞাত (তমোহর প্রেস, শ্রীরামপুর) • ১৮৩৫

লং লিখেছেন শ্রীরামপুরের তমোহর প্রেস থেকে অজ্ঞাত লেখকের *বঙ্গবর্ণমালা* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪, মূল্য ১ আনা। পাঠমালা সংযুক্ত প্রাথমিক বাংলা বর্ণশিক্ষার বই। বইটি না পাওয়ায় সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না।

বর্ণমালা - (১- ?) • অজ্ঞাত (তত্ত্ববোধিনী সভা) • ১৮৪০

লং জানিয়েছেন গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০, মূল্য ৩ আনা। গ্রন্থে শিক্ষকের প্রতি সৌজন্য, জ্ঞানের মহত্ত্ব, ভালোমানুষের কর্তব্য, ক্ষমা, অলসতা, মিথ্যাভাষণ এবং জ্ঞান একটি মূল্যবান সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, প্রত্যেক পাঠের পর বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচি দেওয়া আছে। গ্রন্থটি পাইনি।

১৮৪০-এর জানুয়ারি মাসে হিন্দু কলেজ পাঠশালা স্থাপিত হবার পর দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহে ও উৎসাহে ওই বছর জুন মাসে স্থাপিত হয় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। এই পাঠশালাতে পড়াবার জন্য লিখিত হয় 'বর্ণমালা'। সুতরাং প্রথম ভাগটি ১৮৪০ সালেই রচিত হয়েছিল এমন অনুমান করা যেতে পারে। পাঠশালা স্থাপনের আগেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচয় হয়েছে।

বর্ণমালা - ২য় খণ্ড • অজ্ঞাত (স্কুল বুক সোসাইটি) • ১৮৪৬ ?

বর্ণমালা-র দুটি ভাগ সোসাইটি কবে প্রথম প্রকাশ করেন এ বিষয়ে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১. I.O.L.C. (1905)-র ১৯৫ পৃষ্ঠায় স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *বর্ণমালা*-র দুটি খণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। ২. ১৮৪৭-এ প্রকাশিত উইলিয়ম ইয়েটস্-এর *সারসংগ্রহ* গ্রন্থের ২য় সংস্করণে স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত পুস্তক তালিকার একটি বিজ্ঞাপন আছে। সেখানে *বর্ণমালা* প্রথম ভাগের মূল্য ৵. এবং ২য় ভাগের মূল্য ৵১. নির্দেশিত। ৩. ১৮৫৫-এ প্রকাশিত *নীতিকথা* ১ম ভাগের ১৪শ সংস্করণে স্কুল বুক সোসাইটির আর একটি বিজ্ঞাপন আছে। সেখানে *বর্ণমালা* ১ম ভাগের মূল্য /০. এবং ২য় ভাগের মূল্য /১. উল্লিখিত।

বর্ণমালা-১ম ভাগের ৭ম সংস্করণ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলে তার ১ম সংস্করণ ১৮৪৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল এমন অনুমান করা বোধকরি অসঙ্গত হবে না। আর ১ম ভাগ প্রকাশিত হবার পর ২য় ভাগ যে বেশিদিন অপেক্ষা করেনি তাও অনুমান করা যেতে পারে। অতএব ২য় ভাগও ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল।

লঙের তালিকায় *বর্ণমালা*-র এই দুটি ভাগের উল্লেখ আছে। তবে ১ম ভাগের ৭ম সংস্করণ (১৮৫৩) এবং ২য় ভাগ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে উল্লিখিত। প্রথম ভাগের মূল্য ১ আনা এবং দ্বিতীয় ভাগের মূল্য দেড় আনা।

শিশুশিক্ষা

'শিশুশিক্ষা' একটি গ্রন্থমালা। এই গ্রন্থমালায় পাঁচটি খণ্ড। প্রথম তিনটি খণ্ড রচনা করেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। চতুর্থ খণ্ডের রচয়িতা বিদ্যাসাগর এবং পঞ্চম খণ্ডটির লেখক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শিশুশিক্ষা' সিরিজের ৩য় খণ্ডের নাম *ঋজুপাঠ*, ৪র্থ খণ্ডের নাম *বোধোদয়* এবং ৫ম খণ্ডের নাম *নীতিবোধ*। ৪র্থ এবং ৫ম খণ্ড পরবর্তীকালে নামান্তরে অধিক পরিচিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর ৫ম খণ্ডের বেশ কয়েকটি বিষয় লিখে দিয়েছেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্বীকৃতিও দিয়েছেন।

এই গ্রন্থমালা রচনার প্রেক্ষাপটটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বেথুনের স্কুল স্থাপিত (১৮৪৯) হবার পূর্বে ১৮৪৭-এ উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতে প্রখ্যাত ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্রের ভাই কালীকৃষ্ণ মিত্র এবং তৎকালে বারাসত জেলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক ও *ফার্স্ট বুক* ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপিত হয়। মাত্র দু-মাসের মধ্যে ১৬জন ছাত্রীও জোগাড় হয়। এদের মধ্যে একজন নবীনকৃষ্ণেরই কন্যা স্বর্ণলতা। তখন বারাসত গণ্ডগ্রাম। বিদ্যালয় স্থাপনার সংবাদ কলকাতায় খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় অনেক পরে। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনজনিত কোলাহল বারাসতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বেথুন সম্ভবত ওই স্কুলটি পরিদর্শনে গিয়ে কলকাতায় ভদ্রঘরের মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপনের অনুপ্রেরণা পান। তারই ফলশ্রুতিতে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বেথুন কলকাতার ভদ্রঘরের বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (বর্তমানের বেথুন কলেজ)।

এই স্কুলের নামকরণ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে বেথুন স্বয়ং একে 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' নামে অভিহিত করেছিলেন। বিদ্যালয়ের নতুনভবনের ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর তাম্রফলকে Hindu Female School কথাটি লেখা ছিল। বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুলটি ধীরে ধীরে 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৪৯-এর ৭ মে বাহির শিমুলিয়ায় ৫৬ সুকিয়া স্ট্রিটে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠকখানায় মাত্র ১১ জন ছাত্রী নিয়ে এই বিদ্যালয়ের পথ-চলা শুরু। নিজস্ব গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ৬ নভেম্বর ১৮৫০। ১৮৫০-এ স্কুলের সম্পাদক হন বিদ্যাসাগর। স্কুল শুরুর আগে যে ষোলোজন তাঁদের কন্যাদের স্কুলে পাঠানোর সম্মতি দিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, হেমনাথ রায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরিনারায়ণ দে, দেবনারায়ণ দে, হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় (১ জন করে), গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, হরকুমার বসু (২জন করে)। স্কুলের প্রথম দুই ছাত্রী হিসেবে মদনমোহন-কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালার নাম পাওয়া যায়।

তাঁর দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে এই স্কুলে ভর্তি করানোয় তৎকালীন সমাজে মদনমোহনকে যথেষ্ট নিগ্রহ ও অসম্মান সহ্য করতে হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সহপাঠী, সহকর্মী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও স্ত্রীশিক্ষা বিধবাবিবাহ ইত্যাদি কাজে বিদ্যাসাগরের উৎসাহী সমর্থক মদনমোহন বিন্দুমাত্র না দমে অবৈতনিক শিক্ষকরূপে সেই স্কুলে শিক্ষাদান করেছেন এবং ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থের প্রভাব পূরণ করতে রচনা করেছেন 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থমালা।

প্রথম তিন খণ্ড রচনার পর (১৮৪৯-৫০) তিনি ১৮৫০-এ সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করলে বিদ্যাসাগর ৪র্থ খণ্ড রচনায় ব্রতী হন। 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' কথাটি পাঁচটি গ্রন্থের আখ্যাপত্রেই ১ম সংস্করণে মুদ্রিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অংশটুকু বর্জিত হয়। বিদ্যাসাগর *শিশুশিক্ষা*-র প্রথম তিন খণ্ডে পরবর্তী সময়ে এত ব্যাপক সংস্কার করেছেন যে পদ্যাশ্রিত বাক্যাংশ গদ্যে পরিণত হয়েছে, স্ত্রী-চরিত্র পুরুষ চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এতে *শিশুশিক্ষা*-র মূল চরিত্রটি হারিয়ে গেছে।

শিশুশিক্ষা-র পূর্বে বাংলা প্রাইমার ছিল নীরস কঠিন। শিশুমনের কোমলতার দিকে কেউই নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। মদনমোহনের হাতে বাংলা প্রাইমার হয়ে উঠল সরস সজীব কাব্যসুরভিত। ছন্দে ছন্দে শিশুকে ভাষা শেখানোর মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার ছাপ

পাওয়া যায়। প্রথম ভাগে গদ্য-উদাহরণ থাকলেও গদ্যেরই প্রাধান্য। *শিশুশিক্ষা*-য় প্রকৃতির একাধিপত্য। এখানে প্রকৃতির নানা রঙ, নানা রূপ। আছে সূর্য চন্দ্র গ্রহ জল বায়ু ফুল ফল নদ নদী মেঘ বৃষ্টি আর ছটি ঋতুর আনাগোনা। জড়িয়ে আছে প্রাণিজগৎ। সেখানে স্থলচর জলচর নভোচর সকলের সহাবস্থান।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে *শিশুশিক্ষা*-র প্রভাবের কথা বলা দরকার। মদনমোহন প্রথম ভাগটি শেষ করেছিলেন একটি কবিতা দিয়ে— সে-কথা সকলেই জানেন। পরবর্তী গ্রন্থকারেরা এই রীতিও শিরোধার্য করেছিলেন (অবশ্য বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রম)। কেউ লিখেছেন ভগবৎপ্রেমের কবিতা, কেউ বা নীতিশিক্ষামূলক কবিতা। কোনো কোনো লেখক আবার ছড়া লিখেও রীতি রক্ষা করেছেন। সাতকড়ি দত্তের মতো লেখকও তাঁর প্রাইমারের শেষে একটি কবিতা লিখেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, *শিশুবোধক*-এও পরবর্তীকালে একটি কবিতা থাকত এবং সেই কবিতাটি—'প্রভাতবর্ণন'।

শিশুশিক্ষা—১ • ১৮৪৯

২য় সংস্করণের গ্রন্থারম্ভে জে ই ডি বেথুন-এর কাছে ইংরেজি ও বাংলায় একটি নিবেদনপত্র রয়েছে। তারিখ 6th September 1850, সংবৎ ১৯০৭ ২২ ভাদ্র। এই 'উৎসর্গ-পত্র' বা নিবেদনপত্র ১ম সংস্করণে ছিল না।

প্রথম ভাগের অবিস্মরণীয় কবিতা *প্রভাতবর্ণন* নিয়ে একসময় বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। *প্রবর্তক* পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩৬ সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহভাজন 'কবিভূষণ শ্রী পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন' একটি অভিযোগ-সংবলিত কাহিনি শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন—একবার মদনমোহন তর্কালঙ্কার কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ায় বিদ্যাসাগর তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। মদনমোহনের আর্থিক কষ্ট লাঘব করার জন্য বিদ্যাসাগর ৫০ টাকা মাসোহারার বিনিময়ে *শিশুশিক্ষা*-৩য় ভাগের স্বত্ব চেয়েছিলেন। তর্কালঙ্কার এই প্রস্তাবে রাজিও হন। মদনমোহনও সুস্থ হয়ে উঠলেন। দেখা গেল, 'মধুকর মধুলোভে আসিয়া জুটিল'—১ম সংস্করণের এই অংশটুকু বিদ্যাসাগরের হাতে 'পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল'-তে পরিণত হয়েছে। এরপর 'এইরূপ অর্থবিরুদ্ধ দুষ্ট পাঠান্তর' নিয়ে দুই বন্ধুর কথা কাটাকাটি হয়। তখন নাকি বিদ্যাসাগর 'ক্রোধে অন্ধ' হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—'তুমি যখন এই বইখানা আমাকে দিয়াছ, তখন আমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি।' মদনমোহন-জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও এই গল্পটি সমর্থন করে বলেছেন তিনিও নাকি শৈশবে 'মধুকর মধুলোভে আসিয়া জুটিল' অংশটুকু পড়েছেন।

আমরা দেখেছি, *প্রভাত বর্ণন* কবিতাটি রয়েছে ১ম ভাগে, ৩য় ভাগে নয়। অতএব বিদ্যাসাগরও মদনমোহনের কাছে ১ম ভাগের স্বত্ব চেয়েছিলেন (যদি সত্যিই চেয়ে থাকেন)। দ্বিতীয়ত ২য় সংস্করণে বেথুনসাহেবের কাছে লিখিত মদনমোহনের একটি নিবেদনপত্র ছাপা হয়, যার তারিখ ইংরেজি ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫০। অর্থাৎ এই সংস্করণের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের। এই সংস্করণেই 'প্রভাত বর্ণন' কবিতায় আমরা 'পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল' অংশটুকু দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং ২য় সংস্করণে যদি 'মধুকর মধুলোভে'-র পরিবর্তে 'পরিমল লোভে অলি' ব্যবহৃত হয়েই থাকে, তবে তা করেছেন স্বয়ং মদনমোহন। বিদ্যাসাগরের কোনো ভূমিকা এখানে থাকার কথা নয়। তৃতীয়ত ১৮৫০-এর নভেম্বরে মদনমোহন মুর্শিদাবাদে জজ পণ্ডিতের চাকরি নিয়ে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। অতএব

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১ম ভাগের স্বত্ব বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দিলেন এবং বিদ্যাসাগর-কৃত পরিবর্তন মেনে নিয়ে ২য় সংস্করণের নিবেদনপত্র লিখে দিলেন—একথা মেনে নেওয়া যায় না।

চতুর্থত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বক্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন জাগে, যোগেন্দ্রনাথ মদনমোহনের জীবনচরিত লিখেছেন ১৮৭১/৭২ খ্রিস্টাব্দে—সেখানে তিনি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছেন, এমনকি 'পাখী সব করে রব' উদ্ধৃতিও দিয়েছেন, তবুও এমন গুরুতর অভিযোগ বিষয়ে নীরব রইলেন কেন ? পঞ্চমত পূর্ণচন্দ্রের স্মৃতিকথার রচনাকাল ১৯৩০। তিনি লিখেছেন যে 'প্রায় ৫৪ বৎসর হইতে এই দুষ্ট পাঠ চলিয়া আসিতেছে।' অর্থাৎ 'দুষ্ট পাঠ' শুরু হবার সময় ১৮৭৬। মদনমোহনের প্রয়াণকাল ১৮৫৮। হিসেব অনুযায়ী, 'দুষ্ট পাঠ' মদনমোহনের দেখে যাবার কথা নয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গো এ ব্যাপারে বাক্‌বিতণ্ডা হবারও কথা নয়। ষষ্ঠত যোগেন্দ্রনাথ 'মধুকর মধুলোভে' অংশটুকু পড়তে পারেন না। কারণ ১৮৫০-এই ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং সেখানে 'পরিমল লোভে অলি' অংশই আছে। তাই পূর্ণচন্দ্র-লিখিত কাহিনির কোনো সারবত্তা ও যৌক্তিকতা নেই।

এ প্রসঙ্গো আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি। বৈষ্ণব পদকর্তা পণ্ডিতকবি গোবিন্দদাস গৌরচন্দ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গো বলেছেন—'পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই / অহনিশি রহত অগোর।।'—এখানে 'পরিমল' অর্থ অবশ্যই 'সুগন্ধ'।

শিশুশিক্ষা - ২ ● ১৮৫০

লং বলেছেন ১ম সংস্করণ সংস্কৃত প্রেস থেকে ছাপা হয়। কিন্তু আখ্যাপত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত যে ১ম সংস্করণ স্কুল বুক সোসাইটির প্রেস থেকে ছাপা। ১ম সংস্করণের প্রকাশকাল নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। ব্রজেনবাবু বলেছেন—'২য় ভাগ 'শিশুশিক্ষা'-ও ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।' আমরা ১ম সংস্করণের মুখবন্ধে কোনো তারিখ উল্লিখিত দেখিনি। উপরন্তু আখ্যাপত্রে সংবৎসর ও ইংরেজি খ্রিস্টাব্দ একই সঙ্গো মুদ্রিত থাকায় বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। যতীন্দ্রমোহন ১৮৫১ ও ১৮৫২-র দুটি তারিখ ৫ই আষাঢ়। সংবৎ ১৯০৮। ইংরেজি ১৮৫১। লং বলেছেন ষষ্ঠ সংস্করণ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দাম ১ আনা।

শিশুশিক্ষা - ৩ ● ১৮৫০

লঙের তালিকায় ১ম সংস্করণ ১৮৪৯। যতীন্দ্রমোহন বলেছেন—'শিশুশিক্ষা-৩ / মদনমোহন শর্ম্ম তর্কালঙ্কার, ১৮৪৯, ১৮৫০ (১৯০৭ সংবৎ), ১৮৫১, ১৮৫২ (১৯০৯ সংবৎ, ৩য় সং)।' ১৮৫১ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াই সম্ভব। লং বলেছেন ১২৬০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৫৩-৫৪) সংস্কৃত প্রেস থেকে ২ আনা মূল্যের ৪২ পৃষ্ঠার একটি সংস্করণ ৩০০০ কপি ছাপা হয়েছিল। মনে হয় এটি ৪র্থ অথবা ৫ম সংস্করণ। ৬ষ্ঠ সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৫৫, পৃষ্ঠা ৪২, মুদ্রক রোজারিও অ্যান্ড কোং, মূল্য তিন আনা।

৩য় ভাগে যে কয়েকটি প্রাণীর পরিচয় আছে, তাতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। যেমন, একসময়ে ভারতীয় সিংহ গ্রিসদেশ থেকে শুরু করে আরব মধ্যপ্রাচ্য হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত দেখা যেত। বর্তমানে পশ্চিম ভারতের গুজরাট রাজ্যের গির অরণ্য ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে তাদের বিলুপ্তি ঘটেছে। পুরুষ সিংহের মাথায় গলায় ও ঘাড়ে লম্বা লম্বা লোম হয়, যাকে কেশর বলে। পুরুষ সিংহের দেহের দৈর্ঘ্য হয় ২৬০-২৯৫ সে.মি. ও

সিংহীর দেহের দৈর্ঘ্য ২০০-২৭৫ সে.মি.। ওজন প্রায় ২২৫-২৫০ কে.জি.। সিংহীর গর্ভধারণ কাল প্রায় ১১৬ দিন। সিংহী সাধারণত ২-৩টি শাবক প্রসব করে। কখনও কখনও পাঁচটি শাবক প্রসব করতেও দেখা যায়। শাবকের জন্মের পর পুরুষ সিংহ সর্বদাই পরিবারের সঙ্গে থাকে। শিকার সংগ্রহ ও শাবকদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। সাধারণত ১৮ মাস থেকে ২ বছর অন্তর সিংহী শাবক প্রসব করে। প্রায় আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যে সিংহীর শাবকধারণ ক্ষমতা হয়।

হস্তী : শুধু ব্রহ্মদেশেই সাদা হাতি দেখা যায়—একটি প্রাচীন প্রবাদমাত্র। হাতির শুঁড়ের আগায় যে ছিদ্র আছে, সেটি তার নাসাছিদ্র। হাতির গজদন্ত ছাড়া উপরের ও নিচের চোয়ালের প্রতি অর্ধাংশে সাতটি করে দাঁত দেখা যায়। গজদন্তবিহীন পুরুষ হাতিকে 'মাখনা' বলে। তারা বিশালাকৃতি। হস্তিনীর গর্ভধারণকাল প্রায় ২০ মাস। 'পোষা হাতির সন্তান হয় না'—মন্তব্যটি সঠিক নয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন প্রাকৃতিক পরিবেশে হাতি প্রায় ৭০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

ব্যাঘ্র : বাঘ অসহায়, শিকারে অসমর্থ, আহত ও বয়স্ক হলে কখনও মানুষখেকো হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও হয়। বাঘিনী সাধারণত ২-৩টি সন্তান প্রসব করে। কখনও সংখ্যাটি ৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বাঘিনীর গর্ভাবস্থাকাল ১৫-১৬ সপ্তাহ। বাঘ চার বছর বয়সে এবং বাঘিনী তিন বছর বয়সে যৌন পরিপূর্ণতা লাভ করে। বাঘের জীবৎকাল প্রায় ২০ বছর।

ভালুক : ভালুকের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তির তুলনায় দুর্বল। বিভিন্ন প্রজাতির ভালুকের গর্ভধারণকাল বিভিন্ন। সাধারণত এটি ৭ থেকে ৮ মাস পর্যন্ত হয়। ভালুকের সামনের পায়ের থাবাগুলি মানুষের হাতের মতো ভিতরের দিকে ঘোরানো যায়। এ কারণে ভালুক যখন কোনো প্রাণীকে আঘাত করার জন্য আক্রমণ করে তখন সামনের পায়ের থাবা দিয়ে বেষ্টন করে তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঘাত করতে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এর ফলে মনে হয় ভালুক দৃঢ় আলিঙ্গান করে আক্রান্ত প্রাণীকে নিশ্বাস বন্ধ করে হত্যা করে।

গন্ডার : স্ত্রী গন্ডারের গর্ভধারণকাল ১৬ মাস। পুরুষ গন্ডার ৭ বছর বয়সে এবং স্ত্রী গন্ডার ৪ বছর বয়সে যৌন পরিপূর্ণতা লাভ করে। গন্ডারের শৃঙ্গের গড় দৈর্ঘ্য ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি)। আসামে প্রাপ্ত দীর্ঘতম শৃঙ্গটির দৈর্ঘ্য ৬১ সে.মি. (২৪ ইঞ্চি)। গন্ডারের শৃঙ্গ খসে গেলে পুনরায় তা গজিয়ে ওঠে।

উষ্ট্র : উটের চারটি পাকস্থলী নয়, পাকস্থলীর চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে, যার মধ্যে ২টিতে থলির মতো জলধারণ কোশ থাকে। প্রমাণ আছে উট একাদিক্রমে ২-৩ সপ্তাহ এক বিন্দু জল পান না করে ৫০০ কি.মি. পর্যন্ত যেতে পারে। কখনও কখনও উটের দুটি সন্তান হতেও দেখা যায়।

শিশুশিক্ষা ১

সংস্কৃত প্রেস

শততম সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশনা

তাং	সং	মুদ্রণ	পৃ.	মূল্য টা/আ/পা
১৮৪৯	১		২৮	০/১/০
০৬.০৯.১৮৫০	২		২৮	০/১/০
১৮৫১	৩		২৮	০/১/০
১৮৫২	৪		২৮	০/১/০
১৮৫৩	৫ ?	২০০০	২৭	০/১/০
১৮৫৫	১০	২০০০	২৭	০/১/০
১৮৫৭	১৭	৫০০০	২৬	০/১/০
১৮৫৭	১৮	৫০০০	২৬	০/১/০
১৮৬৭	৩৯	১০০০০	২৫	০/১/০
১৮৬৯	৪২	১০০০০	২৫	০/১/০
০৫.০৪.১৮৬৯	৪৩	১০০০০	২৫	০/১/০
২০.০৭.১৮৬৯	৪৪	১০০০০	২৬	০/১/০
২৭.০৯.১৮৬৯	৪৫	১০০০০	২৫	০/১/০
০৮.০২.১৮৭০	৪৬	১০০০০	২৫	০/১/০
২০.০৬.১৮৭৪	৬৩	১০০০০	২৮	০/১/০
১৪.০৮.১৮৭৪	৬৪	১০০০০	২৬	০/১/০
০২.১১.১৮৭৪	৬৫	১০০০০	২৮	০/১/০
২৮.১২.১৮৭৪	৬৬	১০০০০	২৮	০/১/০
১৮.০৩.১৮৭৫	৬৭	১০০০০	২৮	০/১/০
২৫.০৫.১৮৭৫	৬৮	১০০০০	২৮	০/১/০
০৬.০৭.১৮৭৫	৬৯	১০০০০	২৮	০/১/০
১৪.০৮.১৮৭৫	৭০	১০০০০	২৮	০/১/০
২০.১০.১৮৭৫	৭১	১০০০০	২৫	০/১/০
১২.০১.১৮৭৬	৭২	১০০০০	২৫	০/১/০
২৮.০৩.১৮৭৬	৭৪	১০০০০	২৫	০/১/০
১২.০৭.১৮৭৬	৭৫	১০০০০	২৫	০/১/০
২৭.১২.১৮৭৬	৭৬	১০০০০	২৫	০/১/০
২৯.১২.১৮৭৬	৭৭	১০০০০	২৫	০/১/০
১৩.০৪.১৮৭৭	৭৮	১০০০০	২৫	০/১/০
০৪.০৫.১৮৭৭	৭৯	১০০০০	২৫	০/১/০
১১.০৫.১৮৭৭	৮০	১০০০০	২৫	০/১/০
২৯.০৭.১৮৭৭	৮১	১০০০০	২৫	০/১/০
১৫.০৯.১৮৭৭	৮২	১০০০০	২৫	০/১/০
২০.১১.১৮৭৭	৮৩	১০০০০	২৫	০/১/০
১১.০৩.১৮৭৮	৮৪	১০০০০	২৫	০/১/০
২৩.০৪.১৮৭৮	৮৫	১০০০০	২৫	০/১/০
০৪.০৬.১৮৭৮	৮৬	১০০০০	২৭	০/১/০
১৪.০৮.১৮৭৮	৮৭	১০০০০	৩১	০/১/০
২২.১১.১৮৭৮	৮৮	১০০০০	২৬	০/১/০
০৪.০১.১৮৭৯	৮৯	১০০০০	৩১	০/১/০
২২.০২.১৮৭৯	৯০	১০০০০	৩১	০/১/০
২৮.০৪.১৮৭৯	৯১	১০০০০	৩১	০/১/০
৩০.০৬.১৮৭৯	৯২	১০০০০	২৬	০/১/০
২৬.০৭.১৮৭৯	৯৩	১০০০০	২৬	০/১/০
১৫.১১.১৮৭৯	৯৪	১০০০০	২৬	০/১/০
২৩.১২.১৮৭৯	৯৫	১০০০০	২৬	০/১/০
০৮.০৩.১৮৮০	৯৬	১০০০০	২৬	০/১/০
০৫.০৪.১৮৮০	৯৭	১০০০০	২৬	০/১/০
২৫.০৫.১৮৮০	৯৮	১০০০০	২৬	০/১/০
২১.০৭.১৮৮০	৯৯	১০০০০	২৬	০/১/০
১৬.০৮.১৮৮০	১০০	১০০০০	২৬	০/১/০

তথ্যসূত্র : লণ্ডের ক্যাটালগ ও বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ

শিশুশিক্ষা ২

সংস্কৃত প্রেস

৮৪তম সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশনা

তাং	সং	মুদ্রণ	পৃ.	মূল্য টা/আ/পা
১৮৫০	১		২০	
১৮৫১	২		২০	
১৮৫২	৩		২০	
১৮৫৪	৬		২৬	
১৮৫৭	১৫	৫০০০	২৬	০/১/৬
১৮৫৭	১৬	৫০০০	২৬	০/১/৬
১৮৬৭	৩১	১০০০০	২৬	০/১/৬
১৩.০৭.১৮৬৯	৩৪	১০০০০	২৬	০/১/৬
০৪.০৩.১৮৭০	৩৫	১০০০০	২৬	০/১/৬
১০.০৮.১৮৭৪	৪৫	১০০০০	২৮	০/১/৬
২৮.১২.১৮৭৪	৪৬	১০০০০	২৯	০/১/৬
২৭.০৪.১৮৭৫	৪৭	১০০০০	৩০	০/১/৬
২৭.০৮.১৮৭৫	৪৮	১০০০০	৩০	০/১/৬
১২.০১.১৮৭৬	৪৯	১০০০০	৩০	০/১/০
০৫.০৬.১৮৭৬	৫০	১০০০০	৩০	০/১/০
২৭.১২.১৮৭৬	৫১	১০০০০	৩০	০/১/০
১৯.০৪.১৮৭৭	৫২	১০০০০	৩০	০/১/০
২৫.০৯.১৮৭৮	৫৩	১০০০০	৩০	০/১/০
০৯.০৩.১৮৭৮	৫৪	১০০০০	৩০	০/১/০
২৭.০৫.১৮৭৮	৫৫	১০০০০	৩০	০/১/০
০৯.০১.১৮৭৯	৫৬	১০০০০	৩০	০/১/০
০৮.০৫.১৮৭৯	৫৭	১০০০০	৩০	০/১/০
২৬.১১.১৮৭৯	৫৮	১০০০০	৩০	০/১/০
১০.০৩.১৮৮০	৫৯	১০০০০	৩০	০/১/০
০৮.০৬.১৮৮০	৬০	১০০০০	৩০	০/১/০
২৩.১১.১৮৮০	৬১	১০০০০	৩০	০/১/০
২৯.০১.১৮৮১	৬২	১০০০০	৩০	০/১/০
১৪.০৪.১৮৮১	৬৩	১০০০০	৩০	০/১/০
১৪.০৭.১৮৮৩	৭১	১০০০০	৩০	০/১/০
২৯.০৮.১৮৮৩	৭২	১০০০০	৩০	০/১/০
০১.০৪.১৮৮৪	৭৩	১০০০০	৩০	০/১/০
২৮.০৪.১৮৮৪	৭৪	১০০০০	৩০	০/১/০
২৮.০৯.১৮৮৪	৭৫	১০০০০	৩০	০/১/০
১৩.০৫.১৮৮৫	৭৬	১০০০০	৩০	০/১/০
২৫.০৬.১৮৮৫	৭৭	১০০০০	২৪	০/১/০
০৫.০৭.১৮৮৬	৭৯	১০০০০	২৪	০/১/০
১৪.০৪.১৮৮৭	৮০	১০০০০	২৪	০/১/০
২১.০১.১৮৮৮	৮১	১০০০০	২৪	০/১/০
২৪.০৯.১৮৮৮	৮২	১০০০০	২৪	০/১/০
০৭.০৩.১৮৮৯	৮৩	১০০০০	২৪	০/১/০
১৭.০৮.১৮৮৯	৮৪	১০০০০	২৪	০/১/০

তথ্যসূত্র : লঙের ক্যাটালগ ও বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ

শিশুশিক্ষা ৩

সংস্কৃত প্রেস

৮৪তম সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশনা

তাং	সং	মুদ্রণ	পৃ.	মূল্য টা/আ/পা
১৮৫০	১	?	৪৬	?
১৮৫১	২	?		?
১৮৫২	৩	?	?	?
১৮৫৩	৪	৩০০০	৪২	০/২/০
১৮৫৫	*৬		৪২	০/৩/০
১৮৫৭	১১	৫০০০	৪২	০/১/৬
১৮৫৭	১২	৫০০০	৪২	০/১/৬
১৮৬০	১৫	৫০০০	৪২	০/১/৬
১৮৬২	১৭	৫০০০	৪২	০/১/৬
১৮৬৭	২৬	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১৮৬৮	২৭	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১৮৬৯	২৮	১০০০০	৪৪	০/১/৬
২৪.০৬.১৮৬৯	২৯	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৫.১১.১৮৬৯	৩০	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৫.০৫.১৮৭০	৩১	১০০০০	৪৪	০/১/৬
২২.০৬.১৮৭৪	৪০	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১৬.১১.১৮৭৪	৪১	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৮.০২.১৮৭৫	৪২	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১১.০৬.১৮৭৫	৪৩	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০২.০৯.১৮৭৫	৪৪	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১৩.১২.১৮৭৫	৪৫	১০০০০	৪৪	০/১/৬
২৮.০২.১৮৭৬	৪৬	১০০০০	৪৪	০/১/৬
২৩.০৬.১৮৭৬	৪৭	১০০০০	৪৪	০/১/৬
৩০.১২.১৮৭৬	৪৮	১০০০০	৪৪	০/১/৬
২২.০১.১৮৭৭	৫৯	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০২.০৫.১৮৭৭	৫০	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৬.১১.১৮৭৭	৫১	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১৪.০৩.১৮৭৮	৫২	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১৪.০৩.১৮৭৮	৫৩	১০০০০	৪৪	০/১/৬
২২.০৪.১৮৭৮	৫৪	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৩.০৬.১৮৭৮	৫৫	১০০০০	৪৪	০/১/৬
২২.১১.১৮৭৮	৫৬	১০০০০	৪৪	০/১/৬
২০.০১.১৮৭৯	৫৭	৫০০০	৪৪	০/১/৬
২০.০৪.১৮৭৯	৫৮	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৬.০৮.১৮৭৯	৫৯	১০০০০	৪৩	০/১/৬
২৫.১১.১৮৭৯	৬০	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৩.০১.১৮৮০	৬১	১০০০০	৪৪	০/১/৬
২৯.০৩.১৮৮০	৬২	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৩.০৬.১৮৮০	৬৩	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০২.০৮.১৮৮০	৬৪	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৬.১১.১৮৮০	৬৫	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১৭.০১.১৮৮১	৬৬	১০০০০	৪৪	০/১/৬
২৯.০৩.১৮৮১	৬৭	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৪.০৫.১৮৮১	৬৮	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১৫.০৩.১৮৮৩	৮০	১০০০০	৪৪	০/১/৬
৪.০৮.১৮৮৩	৮১	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১৩.০৮.১৮৮৩	৮২	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১১.০৯.১৮৮৩	৮৩	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১৯.০৯.১৮৮৩	৮৪	১০০০০	৪৪	০/১/৬
১২.১০.১৮৮৩	৮৫	১০০০০	৪৪	০/১/৬
০৭.০৪.১৮৮৪	৮৬	২০০০০	৪৪	০/১/৬
২৮.০৪.১৮৮৪	৮৭	২০০০০	৪৪	০/১/৬
২৮.০৮.১৮৮৪	৮৮	২০০০০	৪৪	০/১/৬
০৩.১১.১৮৮৪	৮৯	২০০০০	৪৪	০/১/৬
১১.০৫.১৮৮৫	৯০	২০০০০	৪৪	০/১/৬
০৬.০৭.১৮৮৫	৯১	২০০০০	৫৩	০/১/৬
১৫.০৭.১৮৮৫	৯২	২৫০০০	৫৩	০/২/০
০১.০২.১৮৮৬	৯৩	২৫০০০	৫৩	০/২/০
২৭.০৫.১৮৮৬	৯৪	২৫০০০	৫১	০/২/০
২৮.১০.১৮৮৬	৯৫	২৫০০০	৫১	০/২/০
২৫.০৩.১৮৮৭	৯৬	২৫০০০	৫১	০/২/০
০৪.০৭.১৮৮৭	৯৭	২৫০০০	৫১	০/২/০
০২.১১.১৮৮৭	৯৮	২৫০০০	৫১	০/২/০
২৪.০১.১৮৮৮	৯৯	২৫০০০	৫১	০/২/০
০৪.০৭.১৮৮৮	১০০	২৫০০০	৫১	০/২/০

*রোজারিও এণ্ড কোং *নূতন সংস্কৃত যন্ত্র (লণ্ড)

বর্ণপরিচয়

বর্ণপরিচয়-১-এর ১১শ (১৮৫৮) এবং *বর্ণপরিচয়*-২-এর ৮ম সংস্করণ (১৮৫৮)—এই দুই সংস্করণে ১ম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' দেখার পর আমাদের এতদিনকার প্রচলিত ধারণা বা সিদ্ধান্তে এক বিরাট ধাক্কা লাগে। মনে প্রশ্ন জাগে, *বর্ণপরিচয়*-এর দুটি ভাগের প্রকৃত প্রকাশসাল কবে? ১ম ভাগের ১১শ সংস্করণে 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ—১৬ই আষাঢ়, সংবৎ ১৯১২। অর্থাৎ ইংরেজি ১ জুলাই, ১৮৫৫। ২য় ভাগের ৮ম সংস্করণে ১ম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ—১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯১৩। অর্থাৎ ইংরেজি ১৬ জুন, ১৯৫৬। তা হলে দাঁড়াল এই, বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ প্রকাশিত হয় জুলাই ১৮৫৫- তে এবং বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় জুন ১৮৫৬-তে। সংবৎ ১৯১৩-কে মুদ্রণপ্রমাদ বলে মানতে পারছি না এই কারণে, তাহলে ২য় ভাগের প্রকাশকাল হয় ১ম ভাগের আগেই। অতএব, ২০০৫ সালটি ১ম ভাগের ১৫০ বছর পূর্তি, ২য় ভাগের নয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে, বর্তমানে বর্ণপরিচয়-এর প্রচলিত সবকটি সংস্করণে প্রকাশকালের এমন বৈষম্য ঘটল কীভাবে? শ্রীবিনয়ভূষণ রায় তাঁর *শিক্ষাসংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়* (১৯৮১) গ্রন্থে যথাক্রমে ১১শ ও ৮ম সংস্করণ থেকে প্রাপ্ত মুদ্রণসংখ্যার উল্লেখ করেছেন, ১ম ভাগের বিজ্ঞাপনে শব্দপ্রয়োগের ভিন্নতার উল্লেখও ('শ্রেয়ঃকল্প'-র পরিবর্তে 'উচিত') করেছেন, কিন্তু, প্রকাশকালের এই বৈষম্যের বিষয়টি তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক গবেষকই ১ম ভাগের বিজ্ঞাপনের তারিখ *১লা বৈশাখ, সংবৎ* ১৯১২ এবং ২য় ভাগের বিজ্ঞাপনের তারিখ *১লা আষাঢ়, সংবৎ* ১৯১২ বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁরা কেউ প্রাচীন কোনো সংস্করণের মূল বইটি চাক্ষুষ করেছিলেন কি না জানা নেই। করে থাকলেও, প্রকাশকালের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি। তারিখের এই বিপত্তির শুরু কবে এবং কীভাবে, সে বিষয়েও বিশদ আলোকপাত করা প্রয়োজন ইতিহাসের কথা মাথায় রেখে। এমনও সম্ভব নয়, এক এক সংস্করণে 'বিজ্ঞাপন'-এর তারিখ এক এক রকম হবে। প্রাচীন আরও কিছু সংস্করণ পাওয়া গেলে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভব বলে মনে করি।

এরপর উল্লেখ করতে হয়, ১ম ভাগে গোপাল এবং রাখালের দেখা মেলেনি। তারা রয়েছে ২য় ভাগে। তবে ১ম ভাগে তাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটল কবে? রবীন্দ্রনাথ ১ম ভাগে গোপাল রাখালের উপস্থিতির কথা বলেছেন। যদি ধরে নিই যে রবীন্দ্রনাথ *বর্ণপরিচয়* পড়েছেন (এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন *বর্ণপরিচয়ের উক্ত উল্লেখ তাঁর শিশুবয়সের স্মৃতির ফল নয়, পরিণত বয়সে এ বই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফল।*), তবে তা তাঁর চার বছরের আগে ঘটেনি। অর্থাৎ ১৮৬৫-৬৬-র আগে নয়। ১৮৬৭-র নভেম্বরে ১ম ভাগের ২৮তম সংস্করণ বেরিয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ওই বয়সে গোপাল রাখালের দেখা ১ম ভাগে পেলে বলতে হয়, ১৮৬৭-র আগেই ১ম ভাগে গোপাল রাখালের অন্তর্ভুক্তি ঘটে গেছে।

এ প্রসঙ্গে সহায়ক প্রমাণ হল, ১১শ সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২৪। ২৮তম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০। অতিরিক্ত পাঠ সংযোজিত হওয়ায় পৃষ্ঠাসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। আরও লক্ষণীয়, ৬২তম সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭। অর্থাৎ ওই সংস্করণেও পাঠসংখ্যার অদলবদল ঘটেছে।

সূচনাটিও ছিল অন্যরকম। ১ম পাঠের বিষয় গোপাল। শিরোনাম অবশ্য ছিল না।

ঘোষালদের একটি ছেলে আছে। তার নাম গোপাল। গোপালের বয়স ছ বছর। গোপাল যা পায় তাই খায় যা পায় তাই পরে। ভাল খাব ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না। তার বাপ মা যখন যা বলেন তাই করে কখন তাঁদের কথা অন্যথা করে না। লক্ষণীয়, *গোপাল বড় সুবোধ*—এই অতি-পরিচিত বাক্যটি অনুপস্থিত। আর, পাঠকের মনে পড়বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার *শিশুশিক্ষা*-৩য় ভাগে লিখেছিলেন—*রাখাল! তুমি ঘোষালদের সামা বামাকে দেখিয়াছ?......তাহাদের যেমন রূপ তেমনি গুণ। দুটী বইনে কেমন ভাব।* সকৌতুক জিজ্ঞাসা জাগে, ঘোষাল পরিবার কি তখন আদর্শ, শিষ্ট সন্তানদের আধার ছিল?

২য় পাঠের বিষয় 'রাখাল'। বিদ্যাসাগর বলছেন *সরকারদের একটি ছেলে আছে। তার নাম রাখাল। রাখালের বয়স্ সাত বছর। ঘোষালদের গোপাল যেমন সুবোধ তেমন নয়।* এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় আমাদের চোখ এড়ায় না। ২য় ভাগের ৮ম সংস্করণে যে-কটি চরিত্রনামের উল্লেখ আছে, পারিবারিক পরিচয় বহন করেছে শুধুমাত্র গোপাল ও রাখাল। পরবর্তীকালে কোন্ সংস্করণ থেকে পারিবারিক পরিচয়টি পরিত্যক্ত হয়েছে, তা জানা যাচ্ছে না।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২য় ভাগে ৮ম সংস্করণ পর্যন্ত ভুবন ও তার মাসীর আবির্ভাব ঘটেনি। যদিও ৩ পাঠ (নবীন, মাধব, রাম, পিতামাতা, সুরেন্দ্র, চুরি করা কদাচ উচিত নয়) নেই। তবে কি শেষ চারটি পাঠ ৬২তম সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে? এ বিষয়েও নিশ্চিত কোনো প্রমাণ এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই।

১ম ভাগের ৬০তম সংস্করণে স্বরবর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণ। তার পরে যথাক্রমে স্বরধ্বনির পরীক্ষা ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরীক্ষা। কিন্তু ১১শ সংস্করণে স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণের পরীক্ষা *(বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা)* এবং ব্যঞ্জনধ্বনির পর ব্যঞ্জনধ্বনির পরীক্ষা *(বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা)*। ব্যঞ্জনধ্বনির ক্রমসজ্জাতে দুটি সংস্করণে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ১১শ ও ৬০তম যথাক্রমে সাজিয়ে বিষয়টি দেখা যেতে পারে।

একাদশতম সংস্করণে ব্যঞ্জনধ্বনিসজ্জা

র ব ক ঝ ধ / য য় ট ষ ঘ /
ম স খ থ ফ / চ ঠ ছ ণ ন /
গ ল শ ত ভ / ড ড় ঙ জ হ /
ঞ দ প ঢ ঢ় /

ষাটতম সংস্করণের ব্যঞ্জনধ্বনিসজ্জা

ব র ক ধ ঝ / জ য য় ষ ঘ /
ম স খ থ ফ / চ ঠ ঢ ঢ় ট /
গ ল শ হ ছ / ঞ দ প ণ ন /
ড ঢ় ঙ ভ ত / ৎ ং ঃ

বর্ণযোজনা, বর্ণসজ্জা, শব্দসজ্জা, শব্দক্রম, শব্দসংখ্যাতেও বিপুল বৈসাদৃশ্য চোখে পড়বে। লক্ষণীয়, ১ থেকে ১২ পাঠ পর্যন্ত দুটি সংস্করণের প্রচুর অমিল সত্ত্বেও ১৩-২০ পাঠ নিজের চেহারাটি (সামান্য ব্যতিক্রমসহ) অবিকৃত রেখেছে। ১৫ পাঠের 'বেণী সারা দিন খেলা করিয়া বেড়ায় লেখা পড়ায় মন দেয় না।' পড়ে মদনমোহনের 'বেণী বড় দুরন্ত বালক।... একবারও লেখা পড়া করে না। কেবল খেলিয়া বেড়ায়।' (*শিশুশিক্ষা*-৩) তুলনায় আসা খুবই স্বাভাবিক।

বর্ণপরিচয়-১ (মূল্য : ১ আনা)

সংস্কৃত যন্ত্র

তারিখ	সং	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা
?/৭/৫৫	১	৩০০০	২৪
?/ ?	২	৫০০০	২৪
?/ ?	৩	৫০০০	২৪
?/ ?	৪	৫০০০	২৪
?/ ?	৫	৫০০০	২৪
?/ ?	৬	৫০০০	২৪
?/ ?/৫৭	৭	১০০০০	২৪
?/ ?	৮	১০০০০	২৪
?/ ?	৯	১০০০০	২৪
?/ ?/৫৮	১০	৫০০০	২৪
?/ ?/৫৮	১১	২৫০০০	২৪
১৯/১১/৬৭	২৮	২০০০০	৩০
১০/২/৬৮	২৯	৪০০০০	৩০
২/৬/৬৮	৩০	১০০০০০	৩০
৭/৯/৬৯	৩১	১০০০০০	৩০
৭/৩/৭০	৩২	২০০০০	৩০
২/৭/৭৪	৫১	২০০০০	৩২
৪/৯/৭৪	৫২	২০০০০	৩২
২৭/১১/৭৪	৫৩	১০০০০	৩৩
২০/১/৭৫	৫৪	২০০০০	৩০
১/৪/৭৫	৫৫	২০০০০	৩৩
১১/৬/৭৫	৫৬	২০০০০	৩৩
১০/৮/৭৫	৫৭	২০০০০	৩৩
২০/৯/৭৫	৫৮	২০০০০	৩২
২০/১/৭৬	৫৯	২০০০০	৩২
১১/২/৭৬	৬০	২০০০০	৩২
২৮/৩/৭৬	৬১	২০০০০	৩২
১২/৩/৭৬	৬২	১০০০০	৩৭
১৪/৮/৭৬	৬৩	২০০০০	৩৭
২৬/১২/৭৬	৬৪	২০০০০	৩৭
৩০/১২/৭৬	৬৫	২০০০০	৩৭
১৩/৪/৭৭	৬৬	২০০০০	৩৭
৫/৫/৭৭	৬৭	২০০০০	৩৭
১৪/৫/৭৭	৬৮	১০০০০	৩৭
২৪/৭/৭৬	৬৯	২০০০০	৩৭
১০/৯/৭৭	৭০	২০০০০	৩৭
৬/১১/৭৭	৭১	২০০০০	৩৭
২০/১২/৭৭	৭২	২০০০০	৩৬
৬/৩/৭৮	৭৩	২০০০০	৩৬
২৩/৪/৭৮	৭৪	২০০০০	৩৬
৫/৬/৭৮	৭৫	২০০০০	৩৭
২২/৭/৭৮	৭৬	২০০০০	৩৭
১০/৯/৭৮	৭৭	২০০০০	৩৭
১৩/১১/৭৮	৭৮	২০০০০	৩৬
৯/১/৭৯	৭৯	২০০০০	৩৬
৩/৩/৭৯	৮০	২০০০০	৩৬
২৬/৪/৭৯	৮১	২০০০০	৩৭
২৫/৬/৭৯	৮২	২০০০০	৩৬
৮/৮/৭৯	৮৩	২০০০০	৩৬
১৭/৯/৭৯	৮৪	২০০০০	৩৬
১৫/১১/৭৯	৮৫	২০০০০	৩৬
২৬/১২/৭৯	৮৬	২০০০০	৩৬
১৫/৩/৮০	৮৭	২০০০০	৩৬
৩/৪/৮০	৮৮	২০০০০	৩৬

তারিখ	সং	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা
১৮/৫/৮০	৮৯	২০০০০	৩৬
৫/৬/৮০	৯০	২০০০০	৩৬
২৪/৭/৮০	৯১	২০০০০	৩৬
২৪/৮/৮০	৯২	২০০০০	৩৬
৮/১১/৮০	৯৩	২০০০০	৩৬
১/১২/৮০	৯৪	২০০০০	৩৬
২৪/১/৮১	৯৫	২০০০০	৩৬
২০/৩/৮১	৯৬	২০০০০	৩৬
২৬/৪/৮১	৯৭	২০০০০	৩৬
১৪/৫/৮৩	৯৮	২০০০০	৩৬
২৯/৩/৮৩	১১৫	২০০০০	৩৬
১৬/৭/৮৩	১১৬	১০০০০	৩৬
১১/৮/৮৩	১১৭	২০০০০	৩৬
২৮/৮/৮৩	১১৮	২০০০০	৩৬
১৩/৯/৮৩	১১৯	২০০০০	৩৬
৪/১০/৮৩	১২০	২০০০০	৩৬
২৬/১০/৮৩	১২১	২০০০০	৩৬
৭/৪/৮৪	১২২	২০০০০	৩৬
২৬/৪/৮৪	১২৩	২০০০০	৩৬
২০/৫/৮৪	১২৪	৪০০০০	৩৬
২৫/৮/৮৪	১২৫	৪০০০০	৩৬
১/১১/৮৪	১২৬	৪০০০০	৩৬
২৫/১১/৮৪	১২৭	৪০০০০	৩৬
২২/১২/৮৪	১২৮	৪০০০০	৩৬

তারিখ	সং	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা
১৬/৫/৮৫	১২৯	৪০০০০	৩৮
২৬/৬/৮৫	১৩০	৪০০০০	৩৮
২৭/৮/৮৫	১৩১	৪০০০০	৩৮
৭/১০/৮৫	১৩২	৪০০০০	৩৮
১/১২/৮৫	১৩৩	৫০০০০	৩৮
১৫/২/৮৬	১৩৪	৫০০০০	৩৮
২৬/৪/৮৬	১৩৫	৫০০০০	৩৮
৩১/৭/৮৬	১৩৬	৫০০০০	৩৮
১৮/১০/৮৬	১৩৭	৫০০০০	৩৮
৩/১/৮৭	১৩৮	৫০০০০	৩৮
২৯/৫/৮৭	১৩৯	৫০০০০	৩৮
২২/৭/৮৭	১৪০	৫০০০০	৩৮
৫/৯/৮৭	১৪১	৫০০০০	৩৮
১৪/১১/৮৭	১৪২	৫০০০০	৩৮
২৪/১/৮৮	১৪৩	৫০০০০	৩৮
২৮/৬/৮৮	১৪৪	৫০০০০	৩৮
২০/৯/৮৮	১৪৫	৫০০০০	৩৮
১৪/১১/৮৮	১৪৬	৫০০০০	৩৮
১৪/১/৮৯	১৪৭	৫০০০০	৩৮
৩০/৩/৮৯	১৪৮	৫০০০০	৩৮
৯/৯/৮৯	১৫০	৫০০০০	৩৮
৪/১২/৮৯	১৫১	৫০০০০	৩৮
১৯/২/৯০	১৫২	৫০০০০	৩৮

বর্ণপরিচয়-২

সংস্কৃত যন্ত্র

(মূল্য : ২৯তম সংস্করণ থেকে ১ আনা ৩ পাই)

তারিখ	সং	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
?/৬/৫৫	১	৩০০০	২৪	৯ পাই
?/ ?	২	৫০০০	২৪	৯ পাই
?/ ?	৩	৫০০০	২৪	৯ পাই
?/ ?	৪	৫০০০	২৪	৯ পাই
?/ ?	৫	১০০০০	২৪	৯ পাই
?/ ?/৫৭	৬	৫০০০	২৪	৯ পাই
?/ ?/৫৭	৭	৫০০০	২৪	৯ পাই
?/৫৮৮	২	৫০০০	২৪	৬ পাই
?/ ?/৫৮	১১	১৫০০০	২৪	৬ পাই

তারিখ	সংস্করণ	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা
?/১/৬৯	২৯	১০০০০	?
১৮/২/৬৯	৩০	১০০০০	?
২১/৬/৬৯	৩১	১০০০০	?
৮/৯/৬৯	৩২	১০০০০	৪০
২১/১২/৬৯	৩৩	১০০০০	৪০
১৮/৩/৭০	৩৪	১০০০০	৪০
১৬/৭/৭৪	৫১	১০০০০	৩৯
২৯/৯/৭৪	৫২	১০০০০	৩৮
৪/১/৭৫	৫৩	১০০০০	৩৮
২/৩/৭৫	৫৪	২০০০০	৩৮
১৮/৫/৭৫	৫৫	১০০০০	৩৮
২৪/৭/৭৫	৫৬	১০০০০	৩৮
১৪/৯/৭৫	৫৭	১০০০০	৩৮
১৩/১২/৭৫	৫৮	১০০০০	৩৮
২৯/১/৭৬	৫৯	১০০০০	৩৮
২১/৩/৭৬	৬০	১০০০০	৩৬
২৯/৫/৭৬	৬১	১০০০০	৩৮

তারিখ	সংস্করণ	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা
২১/৮/৭৫	৬২	১০০০০	৩৮
২৮/১২/৭৬	৬৩	১০০০০	৩৮
৫/১/৭৭	৬৪	১০০০০	৩৮
১৫/৪/৭৭	৬৫	১০০০০	৩৮
৩/৫/৭৭	৬৬	১০০০০	৩৮
২৭/৭/৭৭	৬৭	১০০০০	৩৮
১৫/৯/৭৭	৬৮	১০০০০	৩৮
২৮/৯/৭৭	৬৯	১০০০০	৩৮
২৯/১১/৭৭	৭০	১০০০০	৩৮
১৩/৩/৭৮	৭১	১০০০০	৪৩
২৫/৪/৭৮	৭২	১০০০০	৪৩
২৫/৫/৭৮	৭৩	১০০০০	৪৩
২২/৭/৭৮	৭৪	১০০০০	৪২
৬/৯/৭৮	৭৫	১০০০০	৪২
১২/১১/৭৮	৭৬	১০০০০	৪৩
৩/৩/৭৯	৭৭	১০০০০	৪৩
১১/৬/৭৯	৭৮	১০০০০	৪৩
২১/৬/৭৯	৭৯	১০০০০	৪৩
২৭/৬/৭৯	৮০	১০০০০	৪৩
১৮/৮/৭৯	৮১	১০০০০	৪৩
১৭/১১/৭৯	৮২	১০০০০	৪৩
১৭/১২/৭৯	৮৩	১০০০০	৪৩
২৩/১/৮০	৮৪	১০০০০	৪৩
৯/৩/৮০	৮৫	১০০০০	৪৩
১৮/৫/৮০	৮৬	১০০০০	৪৩
১৪/৬/৮০	৮৭	১০০০০	৪৩
২৬/৭/৮০	৮৮	১০০০০	৪৩

তারিখ	সংস্করণ	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা
৭/৯/৮০	৮৯	১০০০০	৪৩
৯/১১/৮০	৯০	১০০০০	৪৩
১৫/১/৮১	৯১	১০০০০	৪৩
৩১/১/৮১	৯২	১০০০০	৪৩
২৮/৩/৮১	৯৩	১০০০০	৪৩
২৮/৪/৮১	৯৪	১০০০০	৪৩
১৪/৩/৮৩	১১০	১০০০০	৪৩
১৩/৭/৮৩	১১১	১০০০০	৪৩
১৪/৮/৮৩	১১২	১০০০০	৪৩
২৯/৮/৮৩	১১৩	১০০০০	৪৩
১৫/৯/৮৩	১১৪	২০০০০	৪৩
২৫/৯/৮৩	১১৫	২০০০০	৪৩
২৬/৪/৮৪	১১৬	২০০০০	৪৩
৯/৫/৮৪	১১৭	২০০০০	৪৩
২৭/৮/৮৪	১১৮	২০০০০	৪৩
৪/১১/৮৪	১১৯	২০০০০	৪৩
২৭/১১/৮৪	১২০	২০০০০	৪৩
১৩/১২/৮৪	১২১	২০০০০	৪৩
১১/৫/৮৫	১২২	২০০০০	৪৩
১/৭/৮৫	১২৩	৪০০০০	৪৩
৯/১০/৮৫	১২৪	২০০০০	৪৩
২১/১২/৮৫	১২৫	৩০০০০	৪৩
১৯/৪/৮৬	১২৬	৩০০০০	৪৩
২১/৭/৮৬	১২৭	৩০০০০	৪৩
২১/১০/৮৬	১২৮	৩০০০০	৪৩
২৩/৫/৮৭	১২৯	৩০০০০	৪৩
২০/৭/৮৭	১৩০	১৩০০০	৪৩
৮/৯/৮৭	১৩১	৩০০০০	৪৩
৩০/১২/৮৭	১৩২	৩০০০০	৪৩
২/৭/৮৮	১৩৩	৩০০০০	৪৩
১৩/৯/৮৮	১৩৪	৩০০০০	৪৩
২১/১১/৮৯	১৩৫	৩০০০০	৪৩
২১/২/৮৯	১৩৬	৩০০০০	৪৩
১৩/৫/৮৯	১৩৭	৩০০০০	৪৩
১১/৯/৮৯	১৩৮	৩০০০০	৪৩
১৮/১২/৮৯	১৩৯	৩০০০০	৪৩
১৭/৩/৯০	১৪০	৩০০০০	৪৩

তথ্যসূত্র : লঙের তালিকাসমূহ, বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ

শিশুবোধক

উনিশ শতকে বিক্রির দিক দিয়ে *শিশুশিক্ষা* ও *বর্ণপরিচয়*-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে *শিশুবোধক*। *শিশুবোধক* প্রথম কবে প্রকাশিত হয়, আদি রচয়িতা কে, তা বলা সম্ভব নয়। তবে, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৮৩০ সালে প্রকাশিত বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ-সংকলিত *শিশুবোধক*-এর উল্লেখ করেছেন। এটিই যে আদি, এমন প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না। প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেছেন 'শিশুবোধক বইটি অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশের পাঠশালাগুলিতে সুপ্রচলিত ছিল।' প্রবোধচন্দ্র সম্ভবত পুথির আকারে *শিশুবোধক*-এর কথায় বলতে চেয়েছেন। কারণ আঠারো শতকে (১৭৭৮) হুগলিতে বাংলা মুদ্রণের সূচনা হলেও প্রকৃতপক্ষে মুদ্রণ-যুগ শুরু হয় উনিশ শতকেই—একথা সকলেই জানেন।

প্রাইমার বলতে যা বোঝায়, *শিশুবোধক*-কে সঠিকভাবে সেই গোত্রে ফেলা যায় কি না সে-নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ, শিশুমনে *শিশুবোধক* শুধু বর্ণজ্ঞান এনে দেয়নি, একই সঙ্গে বৈষয়িক জ্ঞান এবং ঈশ্বরভক্তিও সঞ্চারিত করতে চেয়েছে। প্রচলিত অন্যান্য প্রাইমারের সঙ্গে এখানেই তার চারিত্র্যপার্থক্য গড়ে উঠেছে। দীর্ঘ বিষয়সূচিতে রয়েছে একাধারে বর্ণমালা, বানান, ফলা, পত্রলিখন নমুনা, আর্য্যা, নামতা, অঙ্ক, অঙ্করীতি, ওজন-মাপ-সময়-বার-মাস গণনপদ্ধতি, গঙ্গাবন্দনা, গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, কলঙ্কভঞ্জন, ১০৮টি চাণক্যশ্লোক, প্রহ্লাদচরিত্র ইত্যাদি। *শিশুবোধক* বিষয়ে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বইটি একক রচয়িতার কৃতিত্ব নয়। এর কোনো 'লেখক' নেই, আছেন সম্পাদক বা সংকলক। এ-বইয়ের বহু সম্পাদক। সম্পাদক হিসেবে নাম পাচ্ছি উদয়রাম ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, নৃত্যলাল শীল, বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ, বিশ্বম্ভর লাহা, বেণীমাধব ভট্টাচার্য, রাজেন্দ্রলাল দাসঘোষ, রাধাবল্লভ শীল, রামচন্দ্র মিত্র প্রমুখের। এর বাইরে রয়ে গেছে আরও অনেক নাম। যাঁদের নাম আজ হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, বাংলা প্রাইমার কখনও লেখা হয়েছে লিঙ্গভেদকে মনে রেখে (*শিশুশিক্ষা* লেখা হয়েছিল এদেশের মেয়েদের জন্য) বা আঞ্চলিক চাহিদা পূরণ করতে (*বাল্যশিক্ষা* পূর্ববাংলার ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মেটাতে লেখা হয়)। কিন্তু মূলত গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য *শিশুবোধক* ছাড়া আর কোনো প্রাইমার লিখিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। তৃতীয়ত, বাংলা দেশে তখন শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেলেও প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণকারী পদ্যাশ্রিত *শিশুবোধক* প্রমাণ করে, গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা আটকে ছিল এক নির্দিষ্ট গন্ডিতেই। তবু উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত *শিশুবোধক*-এর জনপ্রিয়তা বজায় ছিল। চতুর্থত, *শিশুবোধক*-এর বিষয়সূচিতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া তেমন লাগেনি। শুধু যুক্ত হয়েছে ইংরেজি বর্ণমালা, মদনমোহনের 'প্রভাতবর্ণন'। এ থেকে বোঝা যায়, গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থার গন্ডিবদ্ধতা সত্ত্বেও আধুনিকতার সঙ্গে পা মেলাতে চেয়েছে *শিশুবোধক*। আর কোনো প্রাইমারে বিষয়বস্তুর এত বৈচিত্র্য এবং একাধিক কবির রচনাংশের সংকলন দেখা যায় না।

এস. ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। এখানেও সেই একই 'ট্রাডিশন'। কেউই সংস্করণ সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাননি। *শিশুবোধক*-এর অসংখ্য মুদ্রক। যেসব প্রেসের নাম পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই বটতলার। যাদের নাম জানা গেছে তারা হল—আর্টিস্ট, কবিতা কৌমুদী, কবিতা রত্নাকর, কমলাকান্ত, কমলালয়, কমলাসন, কাব্যপ্রকাশ, গোলাবীর, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, জেনারেল প্রিন্টিং, জ্ঞানোদয়, জ্ঞানোদ্দীপক, জ্ঞানোল্লাস, দাক্ষায়ণী, নিউ ইডেন, নিউ বিডন, নিস্তারিণী, নৃত্যলাল শীল, বিদ্যারত্ন, বিন্দুবাসিনী, লক্ষ্মীবিলাস, শীল, শ্রীরামপুর, সার সংগ্রহ, সুধানিধি, সুধার্ণব, সুধাসিন্ধু, হরিহর, হিন্দু প্রেস ইত্যাদি এবং অজ্ঞাত বহু প্রেস।

দামের ব্যাপারে নির্দিষ্ট মানদণ্ড ছিল না। সর্বনিম্ন দাম ৬ পাই, সর্বোচ্চ ১ টাকা। এক এক প্রেসের *শিশুবোধক*-এর এক এক রকম দাম। যেমন, ৪৮ পাতার বই কোনো প্রেসে ৬ পাই, কোথাও বা ৯ পাই। কোনো প্রেসে আবার ২ আনা ৩ পাই। অন্যদিকে নৃত্যলাল শীলের যন্ত্রে ছাপা *শিশুবোধক* ৪৮ পৃষ্ঠার দাম ৯ পাই, ২৪ পৃষ্ঠার দাম ১ আনা। সুধার্ণব প্রেসে ছাপা *শিশুবোধক* ১০৬ পষ্ঠার দাম ৯ পাই, ১০০ পৃষ্ঠার দাম ১ আনা ৬ পাই। শতকের শেষদিকে শীল প্রেসের *শিশুবোধক* ১০৮ পৃষ্ঠার দাম ৪ আনা, ৮৮ পৃষ্ঠার দাম ৫ আনা। বাজারে টিকে থাকতে দামের প্রতিযোগিতায় নামত তখনকার বটতলার প্রেসগুলি। *শিশুবোধক* তার উজ্জ্বল প্রমাণ। হিন্দু প্রেসে ছাপা *শিশুবোধক* ১২০ পৃষ্ঠার দাম ২ আনা রাখা হল, তার পরের মাসেই জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে ছাপা ১২২ পৃষ্ঠার *শিশুবোধক*-এর দাম করা হল ১ আনা। সুধার্ণব প্রেসে ছাপা *শিশুবোধক* ১২০ পৃষ্ঠার দাম ৪ আনা, একই মাসে নিউ বিডন প্রেস থেকে ছাপা হয়ে বেরোল ১২৬ পৃষ্ঠার *শিশুবোধক* ৩ আনা। বাজার ধরার কৌশলে *বাল্যশিক্ষা* ছাড়া আর কোনো বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে দামের এমন ওঠাপড়া চোখে পড়েনি।

শিশুবোধক-এর পৃষ্ঠসংখ্যা ন্যূনতম ২১, সর্বোচ্চ ১৩২। পৃষ্ঠাসংখ্যার এতটা হেরফেরের কারণে আমাদের মনে হয়, কয়েক ধরনের সংস্করণ বাজারে চলত। ২১ থেকে ২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'সুলভ সংস্করণ', ৪৮ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'সাধারণ সংস্করণ' এবং ৮৪ থেকে ১৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'বৃহৎ সংস্করণ'। ১৮৬৭ সালের আগে শতাধিক পৃষ্ঠা সংবলিত *শিশুবোধক*-এর সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৮৭৪-এর পর থেকে শতাধিক বা তার কাছাকাছি পৃষ্ঠার *শিশুবোধক* ঘন ঘন দেখা যেতে লাগল। সম্ভবত 'বৃহৎ সংস্করণ'-এই কাঠখোদাই ছবি সংযোজিত হত। 'সুলভ' বা 'সাধারণ' সংস্করণে ছবি দেবার সুযোগ ছিল না। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও বোধ হয় এই দুই সংস্করণে কিছু অংশ বর্জিত হত বা সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হত।

শিশুবোধক ছাপানো হত ১০০০ থেকে ১৫,০০০০ কপি পর্যন্ত। কয়েক বছরের প্রাপ্ত মুদ্রণসংখ্যা এরকম—১৮৬৯ — ৫১,০০০০, ১৮৭৫— ৪৪,০০০০, ১৮৭৬ — ২০,০০০, ১৮৭৮— ৩৯,০০০, ১৮৭৯ — ৫০,০০০০, ১৮৮০ — ৩১,০০০, ১৮৮৪ — ২৬,০০০, ১৮৮৫ — ২৭,০০০। এই সংখ্যাটিও চূড়ান্ত নয়। কারণ অনেক সংস্করণই নথিভুক্ত হয়নি। *শিশুবোধক*-এর প্রকাশকালের তালিকাটি প্রস্তুত করতে মূলত নির্ভর করেছি *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*-এর ওপর। ১৮৯০-এর পর বিস্ময়করভাবে *শিশুবোধক*-এর উল্লেখ তালিকাটিতে আর পাওয়া যায়নি।

এই সংকলনে আমরা যে সংস্করণটি অন্তর্ভুক্ত করেছি সেটি ১৮৯৮ সালের। প্রাচীনতর অন্য কোনো সংস্করণের সন্ধান আমরা পাইনি। লং ৮১ পৃষ্ঠার একটি সংস্করণের উল্লেখ করেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন সংগ্রহ করেছেন ৮৪ পৃষ্ঠার আর একটি সংস্করণ। (যদিও সেটি বিশ শতকের তিরিশের দশকের) আমাদের সংকলিত সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৬।.প্রবোধচন্দ্র সংগৃহীত *শিশুবোধক* -এর ৮১ পৃষ্ঠায় ছিল—

বেলা গেল এস ভাই। / পড়া হল বাড়ী যাই॥
সারি সারি সবে যাব। / কোনদিকে নাহি চাব॥ ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি।

আমাদের ব্যবহৃত সংস্করণে কবিতাটি আছে ৮৯ পৃষ্ঠায়। লক্ষণীয়, কবিতাটির পাদটীকায় শেষে বন্ধনীভুক্ত নাম রয়েছে সাতকড়ি দত্তের। অর্থাৎ কবিতাটি সংকলিত হয়েছে সাতকড়ি দত্তের *প্রথম পাঠ* (১৮৬২) থেকে। সাতকড়ি দত্তের *প্রথম পাঠ* যে সেসময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল সেকথা আগেই বলেছি। গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় (৯৬) সংযোজিত হয়েছে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের *শিশুশিক্ষা-র* অবিস্মরণীয় কবিতা 'প্রভাত বর্ণন'। *শিশুশিক্ষা-১* ভাগের ২য় সংস্করণে যে-পাঠ রয়েছে, এখানে সেই পাঠটিই গৃহীত।

শিশুবোধক

তাং	সম্পাদক	মুদ্রক	ঠিকানা	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা	মূল্য টা/আ/পা
১৮৩০	বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ	অজ্ঞাত				
১৮৪৩	বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ	শ্রীরামপুর			৪৭ ?	
১৮৫১	বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ	অজ্ঞাত				
১৮৫৩	অজ্ঞাত	বিন্দুবাসিনী	চিৎপুর রোড	১০০০	৬৮	০/২/২
১৮৫৩	অজ্ঞাত	সার সংগ্রহ	শোভাবাজার	১০০০	৫৬	০/০/৬
১৮৫৪	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	শোভাবাজার		৮১	
১৮৫৫	অজ্ঞাত	শ্রীরামপুর			৮৬	
১৮৫৭	অজ্ঞাত	নিস্তারিণী	১০০ চিৎপুর রোড		৪৮	
১৮৫৭	অজ্ঞাত	কমলালয়	২৬৫ চিৎপুর রোড		৪৮	
১৮৫৭	অজ্ঞাত	লক্ষ্মীবিলাস	২৬৫ চিৎপুর রোড		৬৯	
১৮৫৭	অজ্ঞাত	বিদ্যারত্ন	আহিরীটোলা	১০০০০	৪৬	০/১/৬
১৮৫৭	অজ্ঞাত	কমলাসন	আহিরীটোলা		৪৮	
১৮৫৭	রামচন্দ্র মিত্র	জ্ঞানোদয়	১৩ তারক চট্টো. লেন		৪৬	
১৮৫৭	অজ্ঞাত	নিস্তারিণী	১২৮ প্রসন্নকুমার ঘোষ লেন		৪৮	০/১/৬
১৮৫৭	অজ্ঞাত	সুধাসিন্ধু	২২৯ চিৎপুর রোড		৫০	
১৮৬৩	বিশ্বম্ভর লাহা	অজ্ঞাত				
১৮৬৫	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত			৪৮	
১৮৬৭	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত			৮২	
১৮৬৭	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত			১০০	
১৮৬৭	রামচন্দ্র মিত্র	কবিতা রত্নাকর	৩৭/১ বৃন্দাবন বসাক লেন		৪৮	
১০/১৮৬৭	অজ্ঞাত	নৃত্যলাল শীল	৯৬ আমহার্স্ট স্ট্রিট	৩০০০	৪৮	
১০/১৮৬৭	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	৩৭/১ বৃন্দাবন বসাক লেন	৪০০০	৪৮	০/০/৯
০১/১৮৬৮	অজ্ঞাত	সুধানিধি	২৪৪/১ চিৎপুর রোড	২৫০০	৪৮	০/০/৯
১০/১৮৬৮	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	৩৭/১ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট	৬০০০	৪৮	০/০/৭
০০/১৮৬৯	উদয়রাম ঘোষ	অজ্ঞাত		৩০০০		০/১/৩
০২/১৮৬৯	বিশ্বম্ভর লাহা	অজ্ঞাত		৩০০০	৮২	১/০/০
০২/১৮৬৯	অজ্ঞাত	জ্ঞানোদ্দীপক	২৬৮ গরানহাটা	৯০০০	৪৮	০/০/৯
০৪/১৮৬৯	অজ্ঞাত	সুধানিধি	৩১৭ বটতলা	২৫০০	১০৮	০/১/৩

তাং	সম্পাদক	মুদ্রক	ঠিকানা	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা	মূল্য টা/আ/পা
০৫/১৮৬৯	নৃত্যলাল শীল	নৃত্যলাল শীল	৬৫ আহিরীটোলা	৬০০০	১০৮	০/২/০
০৫/১৮৬৯	নৃত্যলাল শীল	নৃত্যলাল শীল	৬৫ আহিরীটোলা	৩০০০	১০০	০/১/৬
০৬/১৮৬৯	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	১৭ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট	৬০০০	৪৮	০/০/৭
০৮/১৮৬৯	অজ্ঞাত	নৃত্যলাল শীল	৬৫ আহিরীটোলা	৭০০০	৪৮	০/১/০
১০/১৮৬৯	রাধাবল্লভ শীল	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা	৩০০০	৯৬	০/২/০
০২/১৮৭০	অজ্ঞাত	কবিতা কৌমুদী	১ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট	৫০০০	৪৮	০/০/৯
০৩/১৮৭০	অজ্ঞাত	জ্ঞানোদ্দীপক	৩৩৩ চিৎপুর রোড	৬০০০	৪৪	০/০/৯
০৩/১৮৭০	অজ্ঞাত	জ্ঞানোদ্দীপক	৩৩৩ চিৎপুর রোড	২০০০	৯২	০/১/০
০৪/১৮৭০	অজ্ঞাত	সুধাসিন্ধু	২২৯ চিৎপুর রোড	৬০০০	৪৭	০/০/৯
০৪/১৮৭০	অজ্ঞাত	নৃত্যলাল শীল	৬৫ আহিরীটোলা	৫০০০	১০০	০/১/৩
১২/১৮৭২	অজ্ঞাত	নৃত্যলাল শীল	৬৫ আহিরীটোলা	৭০০০	৪৮	০/০/৯
০৬/১৮৭৩	নৃত্যলাল শীল	নৃত্যলাল শীল	৯৯ আহিরীটোলা	১০০০	২৪	০/১/০
০৭/১৮৭৩	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	৫৭ নিমু গোঁসাই লেন	২০০০	২১	০/০/৬
০১/১৮৭৪	অজ্ঞাত	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা	৮০০০	১১২	০/২/০
০২/১৮৭৪	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	৫৭ নিমু গোঁসাই লেন	৩০০০	৯৬	০/২/০
০৩/১৮৭৪	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	৫৭ নিমু গোঁসাই লেন	৬০০০	১০০	০/১/৩
০৪/১৮৭৪	অজ্ঞাত	জেনারেল প্রিন্টিং	১১৫ চিৎপুর রোড	৪০০০	৪৮	০/০/৬
০৩/১৮৭৫	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	১৭ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট	৬০০০	১০৬	০/১/০
০৩/১৮৭৫	অজ্ঞাত	জ্ঞানোদ্দীপক	৩৩৩ চিৎপুর রোড	৬৫০০	১০০	০/২/০
০৩/১৮৭৫	অজ্ঞাত	নৃত্যলাল শীল	৯৯ আহিরীটোলা	৮০০০	৪৮	০/০/৯
০৪/১৮৭৫	অজ্ঞাত	সুধাসিন্ধু	৫৪ বলরাম দে লেন	২০০০	১১২	০/২/০
০৫/১৮৭৫	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	১৭ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট	৬০০০	৪৮	০/০/৬
০৬/১৮৭৫	অজ্ঞাত	জ্ঞানোল্লাস	১৯ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট	৩০০০	৯০	০/১/৬
০৮/১৮৭৫	অজ্ঞাত	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা	৬০০০	১০৮	০/৩/০
০৯/১৮৭৫	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৬০০০	৪৮	০/০/৬
০১/১৮৭৬	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৩০০০	৯৬	০/১/৬
০২/১৮৭৬	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	১৭ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট	৩০০০	৪৯	০/০/৬
০৮/১৮৭৬	অজ্ঞাত	নৃত্যলাল শীল	৯৯ আহিরীটোলা	৬০০০	৪৮	০/০/৬

তাং	সম্পাদক	মুদ্রক	ঠিকানা	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা	মূল্য টা/আ/পা
০৯/১৮৭৬	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	২৫০০	১০৬	০/০/৯
০৯/১৮৭৬	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৩০০০	১০০	০/১/৬
১০/১৮৭৬	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	১৭ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট	৩০০০	৪৮	০/০/৬
০২/১৮৭৭	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৬০০০	৪৮	০/০/৬
০২/১৮৭৭	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	১১৫ চিৎপুর রোড	৬০০০	৪৮	০/০/৬
০৪/১৮৭৭	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	১১৫ চিৎপুর রোড	৩০০০	১০৮	০/১/০
০৫/১৮৭৭	অজ্ঞাত	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা	৬০০০	১২০	০/২/০
০৬/১৮৭৭	অজ্ঞাত	জেনারেল প্রিন্টিং	১১৫ চিৎপুর রোড	৩০০০	১২২	০/১/০
১১/১৮৭৭	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৩০০০	৯৬	০/১/৬
০১/১৮৭৮	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৩০০০	১০৮	০/১/০
০৪/১৮৭৮	অজ্ঞাত	শীল	৩৩৩ চিৎপুর রোড	৪০০০	৪৮	০/১/০
০৫/১৮৭৮	অজ্ঞাত	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা	৩০০০	১২০	০/২/০
০৫/১৮৭৮	বেণীমাধব ভট্টাচার্য	জেনারেল প্রিন্টিং	১১৫ চিৎপুর রোড	৬০০০	১০৯	০/২/০
০৭/১৮৭৮	অজ্ঞাত	হরিহর	১১৮ চিৎপুর রোড	৩০০০	১১৪	০/৪/৬
০৭/১৮৭৮	অজ্ঞাত	নৃত্যলাল শীল	৯৯ আহিরীটোলা	৯০০০	১০০	০/১/০
০৭/১৮৭৮	অজ্ঞাত	নৃত্যলাল শীল	৯৯ আহিরীটোলা	৮০০০	৪৮	০/০/৬
১০/১৮৭৮	বিপিনবিহারী শীল	শীল	৩৩৩ চিৎপুর রোড	৩০০০	৮৬	০/১/০
০১/১৮৭৯	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	১১৫ চিৎপুর রোড	২৫০০	১০৬	০/১/০
০২/১৮৭৯	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১ চিৎপুর রোড	৮০০০	৪৮	০/০/৬
০৩/১৮৭৯	অজ্ঞাত	কাব্যপ্রকাশ	৩ হরিপাল লেন	৬০০০	১০৯	০/৪/০
০৩/১৮৭৯	অজ্ঞাত	শীল	৩৩৩ চিৎপুর রোড	২০০০	১১২	০/২/০
০৩/১৮৭৯	অজ্ঞাত	চৈতন্য চন্দ্রোদয়	৩১৯ চিৎপুর রোড	৭৫০০	১০৮	০/৫/০
০৪/১৮৭৯	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	১১৫ চিৎপুর রোড	৫০০০	১০৬	০/১/০
০৪/১৮৭৯	অজ্ঞাত	নিউ বিডন	৫৪ বলরাম দে স্ট্রিট	১০০০	১১৮	০/৩/০
০৬/১৮৭৯	অজ্ঞাত	শীল	৩৩৩ চিৎপুর রোড	৩৫০০	১০৯	০/২/০
০৭/১৮৭৯	অজ্ঞাত	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা	৬০০০	১২০	০/২/০
১০/১৮৭৯	বিপিনবিহারী শীল	শীল	৩৩৩ চিৎপুর রোড	৩০০০	৫৬	০/১/০
১১/১৮৭৯	অজ্ঞাত	হরিহর	১১৮ চিৎপুর রোড	২০০০	৪৮	০/২/০
১২/১৮৭৯	অজ্ঞাত	হরিহর	১১৮ চিৎপুর রোড	২০০০	১১৪	০/৪/৬
০৪/১৮৮০	অজ্ঞাত	জেনারেল প্রিন্টিং	১৪১ চিৎপুর রোড	৫০০০	১১৬	০/১/৬

তাং	সম্পাদক	মুদ্রক	ঠিকানা	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা	মূল্য টা/আ/পা
০৪/১৮৮০	অজ্ঞাত	কমলাকান্ত	৪০ গরানহাটা	৩০০০	৯৮	০/৩/০
০৫/১৮৮০	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১ বৃন্দাবন বসাক লেন	৮০০০	১০৯	০/৩/০
০৫/১৮৮০	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১ বৃন্দাবন বসাক লেন	২০০০	৪৮	০/২/০
০৬/১৮৮০	অজ্ঞাত	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা	৭৫০০	১২০	০/২/০
০৭/১৮৮০	অজ্ঞাত	সুধাসিন্ধু	৫৪ বলরাম দে লেন	২০০০	১১৬	০/৩/০
০৭/১৮৮০	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	২০০০	১০৮	০/৩/০
১১/১৮৮০	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০ বিডন স্ট্রিট	২০০০	১০৪	০/৩/৬
০২/১৮৮১	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০ বিডন স্ট্রিট	২০০০	১১৪	০/৪/০
০৬/১৮৮১	বিপিনবিহারী শীল	শীল	৩৩৩ চিৎপুর রোড	৪০০০	১২০	০/২/০
০৫/১৮৮১	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর	১৭ বৃন্দাবন বসাক লেন	২৫০০	১০৬	০/১/০
০৭/১৮৮১	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০ বিডন স্ট্রিট	২০০০	৪৮	০/৩/০
০৭/১৮৮১	অজ্ঞাত	নিউ বিডন	৫৪ বলরাম দে স্ট্রিট	২০০০	১১৬	০/৩/৬
০৬/১৮৮২	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০ বিডন স্ট্রিট	২০০০	১১৪	০/৪/০
০৮/১৮৮২	অজ্ঞাত	শীল	৩৩৩ আপার চিৎপুর রোড	৪০০০	১২০	০/১/০
০৯/১৮৮২	অজ্ঞাত	কমলাকান্ত	১৪০ চিৎপুর রোড	২০০০	১২০	০/৪/০
১২/১৮৮২	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১ বৃন্দাবন বসাক লেন	৭০০০	১২০	০/৪/০
০১/১৮৮৩	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১ বৃন্দাবন বসাক লেন	২০০০	২৮	০/২/০
০২/১৮৮৩	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০ বিডন স্ট্রিট	২০০০	৪৮	০/২/০
০৩/১৮৮৩	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০ বিডন স্ট্রিট	২০০০	১১৪	০/৪/০
০৪/১৮৮৩	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০ বিডন স্ট্রিট	২০০০	৪৮	০/২/০
০৯/১৮৮৩	বিপিনবিহারী শীল	শীল	৩৩৩ আপার চিৎপুর রোড	৩০০০	৪৮	০/১/০
০১/১৮৮৪	নৃত্যলাল শীল	এন এল শীল	৯৯ আহিরীটোলা স্ট্রিট	৮০০০	১১৫	০/১/৬
০২/১৮৮৩	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০ বিডন স্ট্রিট	২০০০	৪৮	০/২/০
০১/১৮৮৪	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	১১ বৃন্দাবন বসাক লেন	২০০০	১১৬	০/৪/০
০৩/১৮৮৪	অজ্ঞাত	নিউ বিডন	৫৪ বলরাম দে স্ট্রিট	২০০০	৪৮	০/৩/০
০৩/১৮৮৪	অজ্ঞাত	নিউ বিডন	৫৪ বলরাম দে স্ট্রিট	২০০০	১১৬	০/৪/০
০৪/১৮৮৪	অজ্ঞাত	সুধানিধি	৩১৭ চিৎপুর রোড	৩০০০	১২০	০/১/০
০৫/১৮৮৪	অজ্ঞাত	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা স্ট্রিট	৯০০০	১২০	০/২/০
০১/১৮৮৪	অজ্ঞাত	গোলাবীয়	১ গরানহাটা স্ট্রিট	২০০০	১১৫	০/৪/০

তাং	সম্পাদক	মুদ্রক	ঠিকানা	মুদ্রণ	পৃষ্ঠা	মূল্য টা/আ/পা
০২/১৮৮৪	অজ্ঞাত	গোলাবীয়	১ গরানহাটা স্ট্রিট	১০০০	৪৮	০/২/৩
০৩/১৮৮৫	অজ্ঞাত	কমলাকান্ত	১৪০ চিৎপুর রোড	২০০০	১১৬	০/৪/০
০৩/১৮৮৪	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৩০০০	১২০	০/১/০
০৪/১৮৮৪	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২ তারক চট্টো. লেন	৬০০০	১১৬	০/৪/০
০৪/১৮৮৫	দে অ্যাণ্ড ব্রাদার্স	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা স্ট্রিট	৪০০০	৪০	০/০/৬
০৪/১৮৮৫	দে অ্যাণ্ড ব্রাদার্স	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা স্ট্রিট	৯০০০	১২০	০/২/০
০৩/১৮৮৬	রাজেন্দ্রলাল দাসঘোষ	নিউ ইডেন	২ টালা	৫০০০	৯৬	০/৪/০
০৩/১৮৮৬	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৮০০০	৪৮	০/০/৬
০৭/১৮৮৬	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৩০০০	৯৬	০/১/০
১০/১৮৮৬	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২ তারক চট্টো. লেন	২০০০	৯৫	০/৪/০
১২/১৮৮৬	বিপিনবিহারী শীল	শীল	৩৩৩ আপার চিৎপুর রোড	৬০০০	৯৬	০/৪/০
০৪/১৮৮৭	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০ বিডন স্ট্রিট	২০০০	৪৮	০/৩/০
০৫/১৮৮৭	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৩০০০	১০৭	০/১/০
০৭/১৮৮৭	অজ্ঞাত	শীল	৩৩৩ আপার চিৎপুর রোড	৩০০০	৯৬	০/৪/০
০৮/১৮৮৭	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৯০ বিডন স্ট্রিট	২০০০	৯৬	০/৪/০
০৮/১৮৮৮	অজ্ঞাত	আর্টিস্ট	৩৭৪ আপার চিৎপুর রোড	২০০০	১০০	০/৪/০
০২/১৮৮৮	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	২ কার্তিক চট্টো. লেন	২০০০	৯৫	০/৪/০
০৩/১৮৮৮	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৩০০০	১২০	০/১/০
০৪/১৮৮৮	অজ্ঞাত	শীল	৩৩ আপার চিৎপুর রোড	১০০০	৯৬	০/৪/০
০৫/১৮৮৮	অজ্ঞাত	দাক্ষায়ণী	১ নিমু গোঁসাই লেন	২০০০	৯৬	০/১/০
০৭/১৮৮৮	অজ্ঞাত	হিন্দু	৬১ আহিরীটোলা	১০০০০	১৩২	০/২/০
০৪/১৮৮৯	অজ্ঞাত	সুধার্ণব	১১৭ চিৎপুর রোড	৩০০০	১২০	০/৪/০
০৪/১৮৮৯	অজ্ঞাত	নিউ বিডন	৫৪ বলরাম দে স্ট্রিট	২০০০	১২৬	০/৩/০
০৫/১৮৮৯	অজ্ঞাত	শীল	৩৩৩ আপার চিৎপুর রোড	১০০০	১০৮	০/৪/০
১০/১৮৮৯	অজ্ঞাত	নৃত্যলাল শীল	৯৯ আহিরীটোলা	১৫০০০	১৩২	০/১/৬
১২/১৮৮৯	অজ্ঞাত	শীল	৩৩ আপার চিৎপুর রোড	১০০০	৮৮	০/৫/০
০৪/১৮৯০	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	৩২৩ চিৎপুর রোড	১০০০	১২০	০/৪/০
০৯/১৮৯০	রাজেন্দ্রলাল দাসঘোষ	নিউ ইডেন	২ টালাবাগান রোড	৩০০০	৮৪	০/৪/০
০১/১৮৯৫	কানাইলাল দত্ত	অজ্ঞাত	৭৫ আহিরীটোলা	৮০০০	১২০	০/২/০

তথ্যসূত্র : লঙের তালিকাসমূহ, বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা, মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ।

পরিশিষ্ট

উনিশ শতকের বাংলা প্রাইমার

১৮১৬—১৮৫৫

গ্রন্থনাম	প্রকাশকাল	লেখক/প্রকাশক	বিবরণ
লিপিধারা	(১৮১৬)	অজ্ঞাত	১২ পৃষ্ঠা।
বর্ণমালা	(১৮১৮)	জেমস্ স্টুয়ার্ট স্কুল বুক সোসাইটি।	
শিশুবোধক	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	
শব্দসার	(১৮৩৫)	ঈশ্বরচন্দ্র বসু	ইস্টার্নহোপ যন্ত্র।
বঙ্গ বর্ণমালা	(১৮৩৫)	অজ্ঞাত	তমোহর প্রেস, ১ আনা, ২৪পৃষ্ঠা।
শিশুসেবধি-১	(১৮৪০)	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ	প্রজ্ঞাযন্ত্র ?
শিশুসেবধি-২	(১৮৪০)	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ	প্রজ্ঞাযন্ত্র, ৫৬ পৃষ্ঠা।
শিশুসেবধি (১/৩)	(১৮৪০)	অজ্ঞাত	প্রজ্ঞাযন্ত্র, ২১ পৃষ্ঠা।
বর্ণমালা (১ সংখ্যা)	(১৮৪০)	তত্ত্ববোধিনী সভা	৩ আনা, ৪০ পৃষ্ঠা।
বর্ণমালা (২ সংখ্যা)	(১৮৪৪)	তত্ত্ববোধিনী সভা	১৩ পৃষ্ঠা।
জ্ঞানারুণোদয়	(১৮৪১)	ক্যালকাটা ক্রিশ্চান স্কুল বুক সোসাইটি	ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, ৪৬ পৃষ্ঠা।
বর্ণমালা ১ম খণ্ড	(১৮৪৬)	স্কুল বুক সোসাইটি	২ আনা, ৩৬ পৃষ্ঠা।
বর্ণমালা ২য় খণ্ড	(১৮৪৬)	স্কুল বুক সোসাইটি	১ আনা ৬ পাই, ৫৬ পৃষ্ঠা।
শিশুশিক্ষা ১ম ভাগ	(১৮৪৯)	মদনমোহন তর্কালঙ্কার	সংস্কৃত যন্ত্র, ১ আনা, ২৮ পৃষ্ঠা।
শিশুশিক্ষা ২য় ভাগ	(১৮৫০)	মদনমোহন তর্কালঙ্কার	স্কুল বুক সোসাইটি, ২০ পৃষ্ঠা।
শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ	(১৮৫০)	মদনমোহন তর্কালঙ্কার	সংস্কৃত যন্ত্র, ৪৬ পৃষ্ঠা।
শব্দাবলী	(১৮৫০)	অজ্ঞাত	বিশপস্ কলেজ প্রেস। ২ আনা, ৩৬ পৃষ্ঠা।
বর্ণমালা	(১৮৫০-'৫৪)	অজ্ঞাত	সত্যার্ণব প্রেস।
বর্ণমালা	(১৮৫০-'৫৪)	অজ্ঞাত	কবিতা রত্নাকর যন্ত্র।
বর্ণমালা	(১৮৫০-'৫৪)	অজ্ঞাত	চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্র।
বর্ণমালা	(১৮৫০-'৫৪)	অজ্ঞাত	ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস।
ধ্বনিধারা	(১৮৫৩)	বোমওয়েচ।	ডি রোজারিয়ো, ৪ আনা, ৬১ পৃষ্ঠা।
বঙ্গভাষা বর্ণমালা	(১৮৫৩)	অজ্ঞাত	১ আনা, ২৪ পৃষ্ঠা।
শিশুবোধোদয়	(১৮৫৪)	জে. ইয়ুল।	হে অ্যান্ড কোং, ১ আনা, ২৪ পৃষ্ঠা।
বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ	(১৮৫৫)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	সংস্কৃত যন্ত্র, ২৪ পৃষ্ঠা।
বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ	(১৮৫৫ ?)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	সংস্কৃত যন্ত্র, ২৪ পৃষ্ঠা।
বর্ণবোধ-১	(১৮৫৫ ?)	বেণীমাধব দাস	বিদ্যারত্ন যন্ত্র।
বর্ণমালা	(১৮৫৫)	অজ্ঞাত	বিন্দুবাসিনী যন্ত্র, ১ আনা, ২৪ পৃষ্ঠা।
বালকরঞ্জন বর্ণমালা-১	(১৮৫৫ ?)	উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	